সূচিপত্র



বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস

ফয়জুল কালাম

فیض الکلام

لسید الانام صلی اللہ علیہ وسلم





আল-কাউসার প্রকাশনী

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

সহজ ফয়যুল কালাম

মূল

হযরত মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেব রহ.

অনুবাদ

মুফতী মাওলানা কাজী মুহাম্মদ হানীফ
সাবেক মুহদ্দিস জামালুল কুরআন মাদরাসা
লেখকও গবেষক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শাইখুল হাদীস,
মাদ্‌রাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা

আল কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার ॥ পাঠক বন্ধু মার্কেট.
১১, বাংলাবাজার ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১৬৫৪৭৭ মোবা ঃ ০১৭১৬৮৫৭৭২৮

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

প্রকাশক
মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স
২১৭, ব্লক-ত মিরপুর-১২, ঢাকা।

তৃতীয়প্রকাশ
১৫ রবিউসসানী, ১৪২৮ হিজরী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অক্ষর বিন্যাস
আল-কাউসার কম্পিউটার্স,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মূল্য
দুইশত পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রণ
ধলেশ্বরী প্রিন্টিং প্রেস
সুত্রাপুর, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান
চকবাজার, বাংলাবাজারসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহ

www.banglakitab.weebly.com

প্রসঙ্গ কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ :

সমকালিন মুজাদ্দিদ ও মুফতিয়ে আজম হযরাতুল আল্লাম মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ. এর অমর কীর্তি ও অনবদ্য হাদিস সঙ্কলন হলো "ফয়জুল কালাম"। সমকালিন জনসাধারণ ও আলেম-উলামাগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে হযরত মুফতি সাহেব রহ. কিতাবটি সঙ্কলনের মহান খেদমত আনজাম দেন। কিতাবটি দ্বারা লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলমান উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। বেদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হযরত মুফতি সাহেব রহ. ছিলেন খড়্গহস্ত। তিনি কখনো কোনো বেদআতের সঙ্গে আপোষ করেননি।

হযরত মুফতি সাহেব রহ. সংকলিত এ হাদীসগ্রন্থটির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অংশে টিকা টিপ্পনী দিয়ে এর উপকারিতা আরো বৃদ্ধি করেছেন হযরতের বিশিষ্ট উত্তরসুরী জনাব মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। তিনি মুফতী সাহেব রহ. এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াগুলো সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যার সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এতে মুফতি সাহেব রহ. এর অনেক তাৎপর্য মণ্ডিত ফতোয়া সম্পর্কে জন সমাজ ব্যাপকভাবে অবহিত হচ্ছেন।

কিন্তু, এ সব ছিল উর্দু ভাষায়। তাই বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম জনসাধারণের উপকারার্থে অনেকেই এর অনুবাদ কাজে এগিয়েও এসেছেন। কিন্তু সে সকল অনুবাদের কোনো কোনো সংস্করণে নানারকম অসঙ্গতি ও মূলচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় আল কাউসার প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব শাইখুল হাদীস মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব আমাকে কিতাবটির মূলানুগ অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।

হযরতের নির্দেশ পালনার্থে আমি কিতাবটির সহজ - সাবলীল ও মূলানুগ অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। কঠিন শব্দসমূহের সহজ ব্যাখ্যা, জটিল হাদীসসমূহের সাবলীল অনুবাদ ও হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ হতে আহরিত অনেক বিষয় এতে সংযোজন করা হয়েছে। সর্বোপরি

www.banglakitab.weebly.com

মুফতিয়ে আজম রহ. এর গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াগুলো তরজমার ক্ষেত্রে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত কোনো বিষয় যাতে বাদ না পড়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

আশা করি কিতাবটি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও মুসলিম জনগণের প্রয়োজন ও আগ্রহ পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এর দ্বারা যদি পাঠক পাঠিকাদের কোনো উপকার হয় তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ শ্রমকে কবুল করে নিন। আমিন

কাজী হানিফ

০১/০৯/১০/ ঈ.

২১/০৯/৩১ হি.

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

বিষয়

মুফতী সাহেব রহ.-এর ভূমিকা ----------১৮

ঈমান অধ্যায়

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান ----------১৯
ঈমানের শাখাসমূহের বর্ণনা ----------২৪
অন্তরের সাথে সম্পর্কিত ৩০টি শাখা ----------২৪
জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত ৭টি শাখা ----------২৫
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত ৪০টি শাখা ----------২৫
নারী-পুরুষের নিজের সাথে সম্পর্কিত ১৬টি শাখা ----------২৫
পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থদের সাথে সম্পর্কিত ৬টি শাখা ----------২৫
সর্বসাধারণের সাথে সম্পর্কিত ১৮টি শাখা ----------২৫
ঈমানের নিদর্শনাবলী ----------২৮
তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ----------৩৩
তাকদীর সম্পর্কে অধিক অনুসন্ধান করা হতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ----------৩৭
তাকদীর সম্পর্কে অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ----------৩৮
কাদরিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে হুঁশিয়ারী ----------৩৯
কাদরিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে সতর্কবাণী ----------৩৯
মুমিন যখন মারা যায় আসমান জমিন তার বিরহে ক্রন্দন করে ----------৪৩
মু'মিনের মর্যাদা ----------৪৩
মুসলমানের উপর দয়া করা ----------৪৬
মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতার অধ্যায় ----------৪৯
মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা করার অধ্যায় ----------৫১
অন্তরে কুমন্ত্রণা এলে করণীয় কি? ----------৫৩
আল্লাহর সাথে শরীক করা ----------৫৫
জাহিলি যুগের রীতি অন্বেষীর উপর হুঁশিয়ারী ----------৫৯
অশুভ লক্ষণ হতে নিষেধাজ্ঞা ----------৫৯
জ্যোতিষীর নিকট আগমন করা হতে নিষেধাজ্ঞা ----------৬৪
গায়রুল্লার নামে শপথ করা নিষেধ ----------৬৫
লৌকিকতা ----------৭০
মুনাফিকের পরিচয় ----------৭৭
যে মুনাফিক উপদেশ ও কল্যাণের কথা বলে ----------৭৮

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

মুনাফিকের নামায ----------৭৯
আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মর্যাদাবলী ----------৮০
মহানবী ﷺ-এর নবুওয়াতের নিদর্শন ----------৮৪
মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল ----------৮৫
উম্মতের প্রতি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর মমতা ----------৮৮
মহানবী ﷺ-এর মহব্বতের মর্যাদা ----------৯৬
মহানবীর সুন্নাতের অনুসরণ ও তাঁর মহব্বতের নিদর্শন ----------৯৯
সুন্নত পরিত্যাগকারীর নিন্দা ----------১০৩
সকল শ্রেষ্ঠত্ব কেবল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুসরণে যদিও বাহ্যত তা ইবাদত
বলে মনে হয় না; বিদ'আত-কুসংস্কার ও প্রবৃত্তির অনুসরণে শ্রেষ্ঠত্ব নেই,
যদিও প্রকাশ্যভাবে তা বড় ইবাদতবলেই মনে হয় ----------১০৫
সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফযীলত ----------১০৯
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতের বিরোধীতায় কারো অনুসরণ নেই ----------১১৪
যে দু'আয় হাত উঠানোর প্রমাণ নেই, তাতে হাত উঠানো ঘৃণিত বিদ'আত --১২৯
শরী'আতে যেখানে যে দু'আ প্রমাণিত নেই,
সে দু'আ সেখানে পাঠ করা নিন্দিত বিদ'আত ----------১২৯
নবীজীর কিয়ামের অপছন্দতা ----------১৩০
সশব্দে যিকির সম্পর্কে কিছু উক্তি ----------১৩১
মিলাদের অনুষ্ঠান : একটি পর্যালোচনা ----------১৩২
প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠানের ইতিহাস ----------১৩৩
মিলাদ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের আরো বক্তব্য ----------১৩৪
কিয়াম সম্পর্কে কিছু কথা----------১৩৫
বিদআত ও কু-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ও মানুষের মাঝে পরিবর্তন ----------১৩৭
খতমে খাজেগান সম্পর্কে হযরত মুফতি সাহেব রহ.-এর অভিমত ----------১৪৭
খতমে ইউনুস সম্পর্কে শরঈ বিধান ----------১৪৮
অন্তরের উপর ফিতনার আগমন ----------১৪৯
আখেরী যামানায় আমলের ফযীলত ----------১৪৯
পাপী, অপরাধী, নিকৃষ্ট, বিদ'আতীদের জন্য হুঁশিয়ারী ----------১৫২
পাপের বিস্তৃতির কারণে বিভিন্ন বিপদাপদ,
ফিতনা ও বিশ্ববিপর্যয় দেখা দেয় ----------১৫৩
প্রচলিত ও রাজনৈতিক ধারা সম্পূর্ণরূপে দীন বিরোধী
এ রাজনীতি ও এর ভিত্তি সব পাশ্চাত্য থেকে উদ্ভূত ----------১৬১
ঢোল, বাদ্যযন্ত্র ও গানের নিষেধাজ্ঞা ----------১৬৩

www.banglakitab.weebly.com

মানুষের উন্নতি ও অবনতি যার মধ্যে ----------১৬৮
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ----------১৭১
প্রকৃত ইলম কী? ----------১৮৬
'তালিবে ইলম'-এর সাথে উত্তম ব্যবহার এবং তার সদুপদেশ প্রদান -------১৮৭
ইলম অন্বেষন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত ----------১৮৮
প্রকৃত আলিম ----------১৯২
উম্মতের সংস্কারক ----------১৯৪
ইলম গোপন করা ----------১৯৫
ইলম উঠে যাওয়া ----------১৯৫
অসৎ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনকারীর প্রতি ধমকি ----------১৯৬
রসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে মিথ্যাচার (মিথ্যা হাদীস বর্ণনা) ----------১৯৭
শাসকদের নিকট আলিমদের যাওয়া ----------১৯৮
যে আলেম নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না ----------২০০
যা ইসলামকে (ইসলামের ভিত্তিকে) ধ্বংস করে ----------২০১
কুরআনের ফযীলত ও মর্যদা ----------২০১
পবিত্র কুরআনের ধারক-বাহকের সম্মান ও মর্যাদা ----------২০৭
উত্তম সুরে কুরআন পড়া ----------২০৭
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর তিলাওয়াত পদ্ধতি ও নিয়ম ----------২০৯
কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া ----------২১০
লোকদেখানো ও দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে
কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি সতর্কবাণী ----------২১১
মনগড়া তাফসীর করার ব্যাপারে ধমকি ----------২১৩
অন্যের কাছ থেকে কুরআন মজীদ শ্রবণ করা ----------২১৪
ওয়াজের মাহফিলে তিলাওয়াতের লাভ-ক্ষতি ----------২১৫
ফাযায়েলে যিকির ----------২১৬
দু'আর প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ ----------২২১
রাসূল ﷺ এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের ফযীলত ----------২২৬
ইস্তেগফারের বর্ণনা ----------২৩১
তওবা ----------২৩৪
তওবার নামায ----------২৩৭
মহানবী ﷺ-এর অত্যুত্তম অভ্যাস, উন্নত চরিত্র মাধুরি
এবং উৎকৃষ্টতর বিভিন্ন অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ ----------২৩৭

www.banglakitab.weebly.com

সহজ ফয়যুল কালাম – ৮

নবী করীম ﷺ-এর জীবন ধারণ ----------২৪০
যে জিনিসের উপর তিনি ﷺ খাবার খেতেন ----------২৪৩
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পোশাক-পরিচ্ছদ ----------২৪৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পান করার নিয়ম ----------২৪৫
লোকজনের সাথে (একত্রে) রাসূল ﷺ-এর খাবার গ্রহণ ----------২৪৬
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁজরের গোশত দাঁত দ্বারা ছিড়ে খেতেন ----------২৪৮
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- এর লাউ পছন্দ করতেন ----------২৪৯
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্যাংশ খেতে পছন্দ করতেন ----------২৫০
খাদ্যপাত্র ও আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়া ----------২৫০
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাঁটা-চলা ----------২৫২
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা ----------২৫৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাবার্তা বলা ও হাসি ----------২৫৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র মাধুর্য ----------২৫৬
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাজুকতা ----------২৬০
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিনম্রতা ----------২৬১
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা ----------২৬৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কান্না ----------২৬৬
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায ----------২৬৭
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোযা রাখা ----------২৬৮
মহিলাদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাইয়াত গ্রহণ ----------২৬৮
প্রশ্রাব-পায়খানার নিয়ম-নীতি ----------২৭০
যে সকল স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ ----------২৭২
মিসওয়াকের ফযীলত ----------২৭৩
সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বা আম্বিয়া আ.-এর সুন্নাতবালী ----------২৭৫
উজুর ফযীলত ----------২৮০
নামাযের ফযীলত ----------২৮৬
নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো ----------২৮৭
সাজদার ফযীলত ----------২৮৭
ঘুমের কারণে রাতের আমল ছুটে গেলে তা দিনে আদায় করার ফযীলত ----২৮৭
আযান দিয়ে নামায আদাকারী রাখালের ফযীলত ----------২৮৯
বিপদকালীন নামায ----------২৮৯

www.banglakitab.weebly.com

নামাযের মাধ্যমেই ঘরে কল্যাণ ও বরকত আসে ----------২৯২
আযানের ফযীলত ----------২৯৪
মসজিদের মর্যাদা ও ফযীলত ----------২৯৯
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত ----------৩০১
মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা ----------৩০২
মসজিদের সম্মান- মর্যাদা ----------৩০৩
যারা হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া লাভ করবে ----------৩০৫
জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্ব ----------৩০৬
জামাআত তরক করার উপর হুঁশিয়ারী ----------৩০৯
নামাযের কাতার সোজাকরণ ----------৩১২
যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে জামাতের সাথে, তারপর
যিকিরে মশগুল হয় (ইশরাক্ব ও চাশ্‌তের ফযীলত) ----------৩১৭
মাগরিবের পর নফল নামায পড়া (আওয়াবীন নামাযের ফযীলত) --------৩২০
রাত্রে উঠার (তাহাজ্জুদ নামাযের) প্রতি উৎসাহ প্রদান ----------৩২১
জুম'আর দিনের ফযীলত ----------৩২৮
জুম'আর নামায না পড়ার প্রতি ভীতি প্রদর্শন ----------৩৩২
জুম'আর দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং খুব সকালে মসজিদে গমন ৩৩৪
রোযার ফযীলত ----------৩৩৮
সাহরী খাওয়া ----------৩৪৪
তাড়াতাড়ি (সময় হলেই) ইফতার করা ----------৩৪৫
ইফতারের সময় যা বলবে (ইফতারের দু'আ) ----------৩৪৬
রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা ----------৩৪৭
নফল রোযা ----------৩৪৭
কদরের রজনী ----------৩৪৯
কুরবানীর ফযীলত ----------৩৫০
হজ্বের ফযিলত ----------৩৫৪
যাকাত আদায় না করার উপর ধমক ----------৩৫৭
সদকায়ে ফিতর ----------৩৫৮
সদকার ফযীলত ----------৩৬০
বিভিন্ন নেক কাজ ----------৩৬৩
মৃত্যুর পূর্বে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ----------৩৬৯
পরিবার ও স্বজনদের প্রতি ব্যয় করার মর্যাদা ----------৩৭০
ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দাবাদ ----------৩৭১

www.banglakitab.weebly.com

সহজ ফয়যুল কালাম – ১০

রুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা ----------৩৭২
অসুস্থতার প্রতিদান ----------৩৭৮
মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ----------৩৮৫
ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার উপর
সওয়াবের আশা রাখার ফযীলত ----------৩৮৬
বিলাপের নিন্দা ----------৩৮৬
মৃতের উপর যতটুকু কাঁদা ও দুঃখ প্রকাশ বৈধ ----------৩৮৮
বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দানের ফযীলত ----------৩৮৯
মৃতের গোসল ও দাফন-কাফনের ফযীলত ----------৩৯০
সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়াবের আশা রাখার ফযীলত ----------৩৯১
কবর যিয়ারত ----------৩৯৫
কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করা, সেখানে বাতি জ্বালানো
এবং অন্যান্য শরী'আত বিরোধী কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ----------৩৯৬
দাফনের পর কবরের কাছে যতটুকু দাঁড়ানো মুস্তাহাব ----------৪০০
বিবাহের ফযীলত এবং কোন নিয়তে বিবাহ করা বাঞ্ছনীয় ----------৪০১
কোন ধরনের মেয়েকে বিবাহ করবে ----------৪০৩
নেককার নারীর পরিচয় ----------৪০৫
কোন বিবাহে বরকত নিহিত ----------৪০৬
নারীদের ফিৎনার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন ----------৪০৭
পরনারী গমন থেকে নিষেধাজ্ঞা, পরপুরুষের সাথে নারীদের
পর্দা করা এবং পরনারী হতে দৃষ্টি নত রাখা ----------৪০৯
রান সতরের অন্তর্গত ----------৪১৪
বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ----------৪১৪
যে সকল শর্ত পূরণ হওয়ার বেশী দাবীদার ----------৪১৫
কোনো নারী যেন তার বোনের তালাক না চায়! ----------৪১৬
শাওয়াল মাসে বিবাহ ----------৪১৬
একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দানের নিষেধাজ্ঞা ------৪১৬
স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা ----------৪১৭
মহর বেশি করা প্রসঙ্গে ----------৪১৮
ওয়ালিমা ----------৪১৯
ওয়ালিমার দাওয়াত কবুল করা ----------৪২১
লোকদেখানো দাওয়াত কবুল করার উপর নিষেধাজ্ঞা ----------৪২২
স্ত্রীদের সাথে সদাচারণ ----------৪২৩
স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন বা সমতা রক্ষা ----------৪২৫

www.banglakitab.weebly.com

স্বামী- স্ত্রীর একের উপর অন্যের হক ----------৪২৬
স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবাধ্যতার উপর তিরস্কার ----------৪৩০
স্ত্রীকে প্রহার করা ----------৪৩০
স্বামী-স্ত্রীর মধ্য দ্বন্দ্ব লাগানোর প্রতি হুঁশিয়ারী ----------৪৩২
"স্ত্রী তালাক চাওয়ার" উপর ধমক ----------৪৩২
দাস-দাসীদের অধিকার ----------৪৩২
উটের হক বা অধিকার ----------৪৩৪
দুই শ্রেণীর জাহান্নামী ----------৪৩৫
তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না ----------৪৩৬
হাঁচিদান ও হাই তোলার অধ্যায় ----------৪৩৭
সালাম অধ্যায় ----------৪৪০
অনুমতি কিভাবে নিতে হবে? ----------৪৪৪
খাওয়ার আদব বা শিষ্টাচার ----------৪৪৬
পান করার আদব ----------৪৪৮
জুতা পরিধানের নিয়ম ----------৪৫১
সন্ধ্যার সময়ে করণীয় কী? ----------৪৫২
রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনলে কী করণীয়? ----------৪৫৪
মোরগের ডাক শুনলে কী করণীয়? ----------৪৫৫
অন্যায়ভাবে হত্যা করা ----------৪৫৫
নেতৃত্ব ও বিচার ----------৪৫৬
উপার্জন করা ও হালাল (রুজী) অন্বেষণ করা ----------৪৫৮
সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে থাকা ----------৪৬২
ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ করা ----------৪৬৩
সুদ প্রসঙ্গ ----------৪৬৪
ঋণের দ্বারা মুনাফাখোরীর হুকুম ----------৪৬৬
ঋণের লেনদেন যথাযথ করার প্রতি গুরুত্বারোপ ----------৪৬৬
সৎ-নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীর মর্যাদা ----------৪৬৯
খিয়ানতকারী ব্যবসায়ীর প্রতি হুঁশিয়ারী ----------৪৭০
ধোঁকাবাজির প্রতি হুঁশিয়ারী ----------৪৭০
জবর দখল করা ----------৪৭১
জুলুমের পরিণাম ----------৪৭৩
প্রকৃত নিঃস্ব কে? ----------৪৭৪
মুসলমানের পরস্পরের সম্পর্কেচ্ছেদ ----------৪৭৫
হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা ----------৪৭৬

www.banglakitab.weebly.com

সহজ ফয়যুল কালাম – ১২

বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোঁকার নিন্দাবাদ ----------৪৭৭
উত্তম ব্যবহার ও আত্মীয়তা বজায় রাখা ----------৪৭৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে বাঁচার তাগিদ ----------৪৭৯
মাতা-পিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ----------৪৮১
পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা ----------৪৮২
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য কী? ----------৪৮৩
অহংকারের উপর হুঁশিয়ারী ----------৪৮৪
ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার ----------৪৮৬
ক্রোধ ----------৪৮৭
জীব-জন্তুর ছবি আঁকা এবং তোলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর হুঁশিয়ারী ---৪৮৮
অসিয়তে (ওয়ারিসদের) ক্ষতি করা ----------৪৯১
পক্ষপাত থেকে নিষেধাজ্ঞা ----------৪৯২
দ্বিমুখী স্বভাবের নিন্দাবাদ ----------৪৯২
শ্রমিকের পাওনা আদায় না কারীর উপর চরম হুঁশিয়ারী ----------৪৯৩
ফিতনা-বিপর্যয়ের সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ----------৪৯৪
গীবত বা পরনিন্দা ----------৪৯৫
বাপ-দাদার উপর গর্ব করার নিন্দাবাদ ----------৪৯৬
ফেরেশতা ও শয়তানের ছোঁয়া ----------৪৯৬
ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে ----------৪৯৮
যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন অথবা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন --------৪৯৮
লুঙ্গি, পাজামা (প্যান্ট) টাখনু গিরার নিচে
পরিধান করার উপর নিন্দা জ্ঞাপন ----------৪৯৯
প্রকৃত আমানতদারী ও ঈমানের নূর ওঠে যাওয়া ----------৫০১
আরাফার দিনের ফযীলত ও তাতে দু'আর গুরুত্ব ও মর্যাদা ----------৫০৩
সামান্য দুনিয়া অর্জনে তুষ্ট থাকা ----------৫০৪
ধন-সম্পদ প্রিয় হওয়া ----------৫০৭
মদ পানের ব্যাপারে হুঁশিয়ারী ----------৫০৯
ইসলামে জিহাদ প্রসঙ্গ ----------৫১১
উপকারী নসিহতসমূহ ----------৫১৪
মূল্যবান অসিয়তনামা ----------৫১৬
হাশরের ময়দানে আলিমগণের সুপারিশ ----------৫১৭
হাউজে কাউসারের বিবরণ ----------৫১৮
সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া করার ফযীলত ----------৫১৯
কোমলতা ও নম্রতার ফযিলত ----------৫২১
এ উম্মতের মর্যাদা ----------৫২২

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেব রহ.

[মুফতীয়ে আযম বাংলাদেশে]

(১৮৯২ ঈ. --- ঈ. ১৯৭৬ ইং)

জন্মঃ

মুফতীয়ে আযম (বাংলাদেশ) হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ সাহেব রহ. এক মুসলিম সমভ্রান্ত পরিবারে হিজরী ১৩১০ মোতাবেক খৃষ্টীয় ১৮৯২ ঈ. সালে জন্ম গ্রহন করেন।

শিক্ষ-দীক্ষা ঃ

মাত্র আড়াই বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে আপন শৈশব কাল অতিবাহিত করেন । নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ১৩২০ হিজরী সালে দারুল উলূম হাটহাজারীতে ভর্তি হন। এখানে তিনি দীঘ দশ বছর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞন লাভ করার পর কোরআন হাদীছে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে ভারত সফর করেন। একাগ্রচিত্তে ২ বছর এশিয়ার বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীছ, তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ রহ, হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ,আল্লামা শিব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.প্রমুখ। দেশে পিরে তিনি দারুল উলূম হাটাহাজারীতে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি এখানেই কর্মরত ছিলেন।এ সময় তিনি ফতওয়া দানের খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন। ফতওয়াদানের ক্ষেত্রে তার গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিকত্বের কারনে সারাদেশে একমাত্র তিনিই মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ খেতাবে ভূষিত হন। শেষ জীবনে দারুল উলূম হাটহাজারী হতে আবসর গ্রহণ করে নিজ গ্রামে মাদ্রাসায়ে হামিউচ্ছুন্নাহ নামে ব্যতিক্রমধর্মী একটি দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেন এবং ইন্তকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এতে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করেন।

এ সুদীর্ঘ শিক্ষকতার জামানায় তার নিকট হতে অগণিত অসংখ্য আলেম উলামা দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ. শায়খুল হাদীস দারুল উলূম হাটহাজারী, খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহম্মদ রহ. ও হযরত মাওলানা ব্যারিষ্টার সানাউল্লাহ সাহেব রহ. প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.banglakitab.weebly.com

সমাজ সংস্কার

কোনো লোহায় মরিচা ধরে মাটির আস্তর গড়লে যেমন তার সাথে বৈদ্যুতিক তারে সংযোগ ঘটলেও তাতে বিদ্যুৎ অনুপ্রবিষ্ট হয় না এবং লোহাটিকে বিদ্যুতায়িত করা যায় না তেমনি কোন খোদায়ী ধর্মের মূল শিক্ষার সাথে যখন মনগড়া নিয়ম রুসম- রেওয়াজ বেদআত শিরক প্রভৃতি কুসংস্কারের আবর্জনা সংমিশ্রিত হয়, তখন সে ধর্মেরও আধ্যাত্মিক প্রাণসক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ধর্মের মূল শিক্ষার বদলে সেখানে ধর্মের নামে অনেক অধর্ম প্রাধান্য পেয়ে যায়। বস্তুতঃ এ ধরণের শিরক বেদআত বিভিন্ন কুসংস্কার ও মানুষের মনগড়া কার্যকলাপই এক সময় ধর্মের মূল কর্মকে বাদ দিয়ে আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আর এমনিভাবে মূল ধর্মে দেখা দেয় বিকৃতি। যুগে যুগে আল্লাহ তার বিভিন্ন পয়গম্বরের উপর যে সব কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন, সেগুলোও একই অবস্থার শিকার হয়ে এমনিভাবে আপন কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। অতঃপর মানুষ এর অনুপস্থিতিতে আরও বিভ্রান্তির পথে অনেক দূর এগিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা নতুন কোন নবী পাঠান। কিন্তু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আল্লাহ পাক যে কিতাব নাযিল করেন, কেয়ামত পর্যন্ত সেটিকে তিনি বিভিন্ন উছিলায় অবিকৃত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই দেখা যায়, নানা প্রকার কুসংস্কার অপব্যাখ্যাও বেদআত শিরকের আবর্জনা এসে যখন ইসলামের মূল শিক্ষার প্রাণ সত্ত্বাকে বিনষ্ট করার উপক্রম করে, তখনই আল্লাহ কোন না কোন বিজ্ঞ আলেম পাঠিয়ে কোরআনের মূল শিক্ষাকে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

মুফতীয়ে আযম বাংলাদেশ মাওলানা ফয়জুল্লাহ সাহেব ও সে ধরণেরই একজন আলেম ছিলেন। তিনি নিজের জীবনকে ইসলামের সেবায় করেছিলেন উৎসর্গ। খেলাফে শরীয়ত, খেলাফে সুন্নাত কাজ দেখে তিনি কোন অবস্থায় নীরব থাকতে পারতেন না। পরিবেশ পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল থাক না কেন তিনি ন্যায় এবং সত্য কথা সামজের সামনে তুলে ধরাকেই তার প্রধান দ্বীনি কর্তব্য মনে করতেন। সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রবনতা এবং অন্যায়ের সাথে মিতালির মনোভাব তার কোনেদিনই ছিল না। শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তার নীতিবিচ্যুতি ঘটত না। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত আলেম ছিলেন। বহু আরবী, ফারসী ও উর্দূ কিতাবের প্রণেতা এবং আরবী ও ফারসী কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, একজন অকুতোভয় স্পষ্টভাষী ত্যাগী খোদাভীরু আলেম হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

ইবাদতের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণের প্রশ্নে ঃ

'ইবাদত' শব্দ প্রযোজ্য হয় এমন কোন কাজ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক ও অর্থ গ্রহণ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে তিনি প্রচলিত নিয়ম বিধির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারেই দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে "রাফেউল ইশকিলাত আলা হুরমাতিল ইস্তিজারাত আলাত্তাআত" নামক কিতাবে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ কিতাবে তিনি এটা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, দু'আ দরূদ, জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ, মৃত ব্যক্তির উপর সওয়াব রেসানী ইত্যাদির ন্যায় নিছক ইবাদতের কাজ সমূহ সম্পাদন করে অর্থ সম্পদ গ্রহণ অতীত বর্তমান কোনো যুগের আলেমদের মতে জায়েয নয় বরং হারাম। তাঁর মতে দাতা-গ্রহীতা উভয়ই গুণাহগার হবে। অবশ্য তিনি এটাও ব্যক্ত করেন যে, কুরআন শিক্ষাদান, মসজিদ তত্ত্বাবধানের ন্যায় ইবাদতের পূর্ব শর্ত যদি কেউ পালন করে, তার পক্ষে বিনিময় গ্রহণকে ' মোতাআখখেরীন' আলেমগণ জায়েয বলে গেছেন।

তিনি মূলতঃ ইবাদতকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য রাখতে চেয়েছেন। এর সাথে বৈষয়িক ও আর্থিক কোন উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ দ্বারা দিলের বিশুদ্ধতাকে কুলষিত করা ও এর আধ্যাত্মিকা গুরুত্বকে নষ্ট করার তিনি বিরোধী ছিলেন । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস মাফিক তিনি আলেমদের হাতকে নিচে থাকার বদলে উপরে তথা দানের হাত হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।

এ ব্যাপারে মুফতী সাহেবের মত ছিল স্পষ্ট। তাঁর মতে একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে বা দ্বীনের কোন খাদেমকে যত ইচ্ছা অর্থ দান করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু কোন কিছু পড়া ছাড়া যখন কারো মুঠি থেকে কোন আলেমের উদ্দেশ্যে কোন টাকা পয়সা বের হতে না চায়, তখন সেটাকে দু'আ কালাম পড়ার বিনিময় ও পারিশ্রমিক না বলে শুধু 'আল্লাহর ওয়াস্তে' দান করেছে বলে ধরে নেওয়ার কোন উপায় আছে কি।

মোট কথা, "উজরত আলাত্তাআত" এবং কোরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াত ও মর্যাদাবোধ ইত্যাদির সার্বিক বিচারে মুফতীয়ে আজমের মতকেই প্রাধান্য দেওয়া নিরাপদ মনে হয়।

রচনাবলী

হযরত মুফতীয়ে আযম মাওলানা ফয়জুল্লাহ রহ. সাহেব একজন বাংলাভাষী লোক হয়েও আরবী, উর্দু, ফারসী ভাষায় তাঁর কিরূপ পাণ্ডিত্ব ছিল ঐ সকল ভাষায় তাঁর লেখা কিতাবের সংখ্যা দেখেই তা অনুমান করা যায়। যেমন–

✪ ফায়যুল কালাম লি সাইয়েদিল আনাম

www.banglakitab.weebly.com

- আলকাওলুস সাদীদ ফী হুকমিল আহওয়াল ওয়াল মাওয়াজীদ
- আল-ফায়সালাতুল জালীলাহ লি আহকামিস সাজদাতিত্তাহিয়্যাহ
- রাফেউল ইশকালাত আলা হুরমাতিল ইস্তিজার আলাত্তাআত
- ইযহারুল ইখতিলাল ফী রিসাতিল ইতিদাল ফী মাসআলাতিল হিলাল।
- ইরশাদুল উম্মাহ ইলাত্তাফরিকে বাইনাল বিদআতে ওয়াস সুন্নাহ
- আল কালামুল ফাছিল বাইনা আহলিল হাক্কে ওয়াল বাতিল।
- আররিসালাতুল মানযুমাহ আলাল ফিরকাতিন্নাছারিয়া
- উমদাতুল আকওয়াল ফী রাদ্দে মা ফী আহসানিল মাকাল।
- আল ফালাহ ফী মা ইয়াতাআল্লাকু বিন্নিকাহ
- তালীমুল মুবতাদী লিল লিসানিল আরাবী
- আসমাসলাকুস সারীহ
- মসনবীয়ে দেলাবীয
- কন্দেখাকী (ফার্সী)
- পন্দেনামায়ে খাঁকী
- ইসলাহুন্নাফস
- ফয়যে বেপায়াঁ
- সিরাজুত্তাবলীগ
- ফয়যে বেকারাঁ
- ফয়যে বেকারাঁ
- ফয়যে বেবাহা
- ফয়যে সাত্তার
- হক কী রাহনুমায়ী
- মসনভীয়ে খাকী
- রাহে হক।

ইন্তিকাল ঃ

দ্বীনের এই একনিষ্ঠ খাদিম, সুন্নাতে নববীর অনুসরণে ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব, হযরত আল্লামা মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেব রহ. ১২ই শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ৭ই অক্টোবর ১৯৭৬ ইংরেজী সনে ৭৬ বছর বয়সে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মেখলে নিজ পারিবারিক গোরস্থানে তিনি সমাহিত হন। আল্লাহ পাকআমাদের পক্ষথেকে হযরতকে উত্তম জাযা প্রদান করেন।

www.banglakitab.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّابَعْدُ! فَهٰذِهٖ رِسَالَةٌ عَجِيْبَةٌ وَدُرَّةٌ فَرِيْدَةٌ غَرِيْبَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلٰى اَنْوَاعٍ كَثِيْرَةٍ مِّنْ اَحَادِيْثِ خَيْرِ الْاَنَامِ وَمُحْتَوِيَةٌ عَلٰى جُمَلٍ مُفِيْدَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ وَاقْتَبَسْتُهَا مِنْ كُتُبِ الْاَحَادِيْثِ الَّتِىْ صَنَّفَهَا الْعُلَمَاءُ الْعِظَامُ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ الْفِخَامِ الْمَعْرُوْفِيْنَ بَيْنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ فَرَتَّبْتُهَا بِتَرْتِيْبٍ حَسَنٍ مُعْجِبٍ وَذَكَرْتُ بَعْدَ كُلِّ حَدِيْثٍ مِّنْهَا مَاْخَذَهٗ مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ فَجَاءَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِحَيْثُ تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ وَتَرُوْقُ قُلُوْبَ الطَّالِبِيْنَ تُفِيْدُ كُلَّ اَحَدٍ مِّنَ الطَّلَبَةِ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ سِيَّمَا تَشْتَدُّ اِلَيْهَا حَاجَةُ الْمُذَكِّرِيْنَ وَالْوَاعِظِيْنَ سَمَّيْتُهَا بِفَيْضِ الْكَلَامِ لِسَيِّدِ الْاَنَامِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَجَعَلْتُهَا صَغِيْرَةَ الْحَجْمِ وَخَفِيْفَةَ الْحَمْلِ يَتَيَسَّرُ حَمْلُهَا فِى الْاَسْفَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا كُلْفَةٍ فَالْمَرْجُوُّ مِمَّنْ يُّطَالِعُهَا وَيَنْتَفِعُ بِهَا وَلَوْفِىْ حِيْنٍ مِّنَ الْاَحْيَانِ اَلَّا يَنْسُوْنَا مِنَ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ عِنْدَ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاجْعَلْهَا ذَرِيْعَةً لِّنَجَاةِ جَامِعِهَا وَكَاتِبِهَا وَنَاقِلِهَا وَقَارِئِهَا يَوْمَ الدِّيْنِ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔

اَلْاَحْقَرُ
فَيْضُ اللّٰه عُفِىَ عَنْهُ

www.banglakitab.weebly.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। দরূদ ও সালাম তাঁর উম্মী বিশ্বস্ত নবী মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম, সহধর্মীনী ও বংশধরগণের প্রতি।

এ সংকলনটি একটি চমৎকার ও দুর্লভ মুক্তাসদৃশ। এতে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস। এ হাদীসমূহকে আমি অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ হতে যাচাই বাছাই করে সংকলন করেছি। অতঃপর এগুলোকে উপযুক্ত বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছি। প্রত্যেক হাদীসের সাথে সাথে তার উৎস উল্লেখ করে দিয়েছি। আশা করি এর মাধ্যমে পাঠকদের চোখ শীতল হবে এবং মন ভরে উঠবে। আমি মনে করি এর দ্বারা ছাত্র-শিক্ষক, আলেম-উলামা সকলের উপকার হবে। বিশেষ করে ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণ এর দ্বারা বেশী উপকৃত হতে পারেন। এর নাম "ফয়যুল কালাম লি সাইয়িদিল আনাম" রাখলাম। এর কলেবর খুব বড় না করে ছোট ও সহজে বহনযোগ্য করা হল। এর ফলে নিজবাসে ও পরবাসে সর্বত্র তা সাথে রাখা সহজ হবে।

পাঠকদের বরাবর আমার এই নিবেদন যে, কোন পাঠক যদি এর দ্বারা সামান্যতম উপকার লাভ করেন, তাহলে দু'আয় যেন আমাকে একটু স্মরণ করেন।

হে আল্লাহ আপনি আমাদের এ প্রয়াস কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। আপনি এর সংকলক, প্রকাশক ও পাঠক সকলের জন্য একে নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

বিনয়াবনত

অধম ফয়যুল্লাহ।

www.banglakitab.weebly.com

كِتَابُ الْإِيمَانِ
ঈমান অধ্যায়

اَلْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِحْسَانُ
ঈমান, ইসলাম ও ইহসান

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَايُرٰى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَايَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتّٰى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَن لَّآإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ قَالَ : صَدَقْتَ! فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَاللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ـ قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرٰى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِيْ يَاعُمَرُ! أَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ

www.banglakitab.weebly.com

، قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ أَبُوْهُرَيْرَةَ مَعَ اخْتِلَافٍ وَفِيْهِ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْأَرْضِ فِىْ خَمْسٍ لَايَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْآيَةَ ـ (متفق عليه)

সহজ তরজমা

(১) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা কাপড় ও মিসমিসে কালো কেশী অপরিচিত একলোক আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর মধ্যে (আগন্তুকের মতো) ভ্রমণের কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছিল না, অথচ আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিল না। (স্থানীয় হলে আমরা তাঁকে অবশ্যই চিনতাম।) অবশেষে তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে বসলেন।

তারপর হুযুরের দুই হাঁটুর সাথে নিজের দুই হাঁটু মিলিয়ে এবং নিজের দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন : হে মুহাম্মদ! আমাকে বলুন ইসলাম কী? হুযুর ﷺ উত্তর করলেন : "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ (উপাস্য) নাই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল" এ ঘোষণা করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমাযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে, যদি তুমি সেখানে পৌঁছুতে সমর্থ হও -এই হল ইসলাম।" তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন!

তাঁর (আচরণে আমরা আশ্চর্যবোধ করলাম। তিনি (অজ্ঞ লোকের মতো) প্রশ্নও করছেন আবার (বিজ্ঞের মতো) তার সমর্থনও করছেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বলুন! ঈমান কাকে বলে? হুযুর ﷺ উত্তরে বললেন : আল্লাহতে বিশ্বাস করবে এবং তার ফেরেশতাগণে, তার কিতাবসমূহে, তাঁর নবী-রাসূলগণে ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং তাকদীরে -তার ভালোতে ও মন্দতে বিশ্বাস করবে। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন।

এখন আমাকে বলুন! 'ইহসান' কাকে বলে? হুযুর ﷺ বললেন: আল্লাহর ইবাদত এরূপে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না-ই পাও, তা হলে (মনে করবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন! (তা কবে হবে?) হুযুর ﷺ বললেন: এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি তাঁর চেয়ে বেশি জানেন না, যিনি জিজ্ঞাসা করছেন। (অর্থাৎ আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি না) তিনি বললেন: তবে তার নিদর্শনসমূহ আমাকে বলে দিন। হুযুর ﷺ বললেন : বাঁদী আপন মনিবকে প্রসব করবে এবং (এক কালের) নগ্ন পা, নগ্ন শরীর, দরিদ্র, মেষ-রাখালদের (পরবর্তীকালে) দালান-কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে!

www.banglakitab.weebly.com

হযরত উমর রাযি. বলেন, এরপর লোকটি চলে গেলেন। তারপর আমি দীর্ঘ সময় (অন্য রেওয়ায়াতে তিন দিন) অতিবাহিত করলাম। তারপর হুযুর ﷺ আমাকে বললেন : উমর! চিনেছ প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম : (না, হুযুর) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তা বেশি ভালো জানেন। হুযুর ﷺ বললেন : তিনি হচ্ছেন হযরত জিব্‌রাঈল আ.। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এসেছিলেন। (মুসলিম)

এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতেও সামান্য পার্থক্যসহ বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে– যখন নগ্ন পা, নগ্ন শরীর ও মূক–বধিরগণকে (অর্থাৎ অযোগ্য লোকদেরকে) দেশের শাসক হতে দেখবে। (তা ছাড়া কিয়ামত) সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর তিনি (প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এ আয়াতটি) পাঠ করলেন :

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ الاية

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই কেয়ামত সম্পর্কে সম্যক অবগত। (তা কবে হবে, কিরূপে হবে) এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন ....।] –মুত্তাফাকুন আলাইহি

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন, এ গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসে জিবরাঈল নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। একে উম্মুল আহাদীস ও উম্মুল জাওয়ামি'ও বলা হয়। কেননা এ হাদীসটিতে সংক্ষিপ্তভাবে শরী'অত, তরিকত ও হাকিকত সবকিছুর বিবরণ রয়েছে। আর এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিবরণ হল পূর্ণ শরী'অত। যেমনি সূরা ফাতিহাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন। কেননা সূরা ফাতিহাতে কুরআন শরীফের সকল বিষয়ের বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে এ হাদীসটিকে উম্মুল আহাদীস বলা হয়। কেননা এতে সকল হাদীসের সার-নির্যাস সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত আকাঈদ, ফিকহ ও তাসাওউফের সমন্বয়ে দীন পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। আর উপর্যুক্ত হাদীসটিতে দীনের তিনটি শাখার আলোচনা গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। যেমন, ইসলামের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক আমল ও ফিকহী আহকামের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর ঈমানের প্রসঙ্গ টেনে আকাঈদের মৌলিক সাতটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ইহসানের কথা বলে তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য হল, "আল্লাহর দিকে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা"।

ফিকহ, তাসাওউফ ও আকাঈদ একটি অপরটির সাথে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত। একটির জন্য অপরটি আবশ্যক। একটি অপরটির সম্পূরক। একটি ছাড়া অপরটি

www.banglakitab.weebly.com

পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ফিকাহ ছাড়া তাসাওউফ যথার্থ হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ ফিকাহ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তদ্রুপ তাসাওউফ ছাড়াও ফিকাহ পূর্ণতা পায় না। কেননা ফিকাহ অনুযায়ী আমল "আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ছাড়া" পরিপূর্ণ হয় না। আর এ দু'টি বিষয় তথা ফিকাহ অনুযায়ী আমল ও তাসাওউফ তথা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ঈমান ছাড়া গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী নয়। যেমন : আত্মা ও দেহ। এদের একটির জন্য অপরটি জরুরী। আত্মা ছাড়া দেহ অচল আবার দেহ ছাড়া আত্মা অকার্যকর। অনুরূপভাবে দীন পূর্ণাঙ্গ হয় ফিকাহ, তাসাওউফ ও ঈমানের সমন্বয়ে; একটি ছাড়া অন্যগুলো অপূর্ণ থেকে যায়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক রহ. চমৎকার কথাই বলেছেন বটে! তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ইলমে তাসাওউফ শিক্ষা লাভ করল; কিন্তু ইলমে ফিকাহ শিক্ষা করল না, সে যিনদীক বা বদদ্বীন। তেমনি যে ইলমে ফিকাহ শিক্ষা করল, কিন্তু ইলমে তাসাওউফ অর্জন করল না, সে ফাসেক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ উভয়বিধ ইলম অর্জন করল, সে বিশেষজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী।

প্রশ্ন : أَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا এ বাক্যটির কয়টি কি কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

উত্তর : উল্লিখিত বাক্যটির অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে। এখানে তার বিশেষ কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হচ্ছে :

(১) تَصِيْرُ الْاَعِزَّةُ اَذِلَّةً وَتَصِيْرُ الْاَذِلَّةُ اَعِزَّةً অর্থাৎ দুনিয়ার অবস্থা এত খারাপ হয়ে যাবে যে, সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করা হবে না; সম্মান করা হবে অসম্মানি ব্যক্তিকে। কেয়ামতের পূর্বে এমন একটা সময় আসবে, যখন মানুষকে সম্মান করা হবে শুধু তার ভয়ে। কেননা তার সম্মান করা না হলে সে তার চরম ক্ষতি করবে, যদ্দরুন তার জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(২) "وَتَكُوْنُ الْاُصُوْلُ فُرُوْعًا وَتَكُوْنُ الْفُرُوْعُ اُصُوْلًا" অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে দুনিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। গোড়া হবে শাখা আর শাখা হবে গোড়া। ছোট-বড়র মধ্যের কোনো পার্থক্য থাকবে না। মুরুব্বী এবং ছোটদের মধ্যে শ্রেণীবোধ থাকবে না; বদলে যাবে।

(৩) اَوْ اُشِيْرَ بِهَا اِلٰى عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ قَبْلَ الْقِيَامَةِ : অর্থাৎ বাঁদির ঘরে মনিবের জন্ম হওয়ার অর্থ হল, কেয়ামতের আগে মাতা-পিতার চরম নাফরমানি করা হবে। তাদের সাথে গোলাম-বাঁদির মতো আচরণ করা হবে। উপরে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ছিল সাধারণ মুরুব্বী জনের। মাতা-পিতা হোক বা অন্য কেউ হোক। কিন্তু তৃতীয় ব্যাখ্যা হল বিশিষ্ট জনদের অর্থাৎ বিশেষত করে মাতা-পিতার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৪) "اَوْ هِيَ اِشَارَةٌ اِلٰى اِضَاعَةِ الْاَمَانَةِ وِسَادَةُ الْاَمْرِ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ" : অথবা এটি ইঙ্গিত হল, কিয়ামতের পূর্বে আমানতের মারাত্মক খেয়ানত হবে;

www.banglakitab.weebly.com

অযোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিবে। এ যেন বাঁদির পেটে মনিবের জন্ম!

(৫) اَوْ هِىَ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْاِمَاءَ تَلِدُ الْمُلُوْكَ فَتَكُوْنُ اُمُّهٗ مِنْ جُمْلَةِ رَعِيَّتِهٖ অথবা এটা ইঙ্গিত হল, বাঁদির ছেলে রাজা-বাদশাহ হবে এবং তার মা হবে সে রাজার প্রজা। দুনিয়ার অবস্থা এত অধঃপতনে যাবে যে, রাজার সন্তানরা রাজা হবে না; রাজা হবে বাঁদির সন্তানেরা। বলা বাহুল্য, এ ব্যাখ্যাটি অবশ্য চতুর্থ ব্যাখ্যায়ই চলে এসেছে; কিন্তু সেখানে غَيْر اَهْل দ্বারা শুধু গোলাম বুঝানো হয় নি বরং গোলাম ছাড়া অন্যান্য অযোগ্য ব্যক্তিরাও হতে পারে। কিন্তু পঞ্চম নম্বর ব্যাখ্যায় শুধু গোলামের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

(৬) اَوْ هِىَ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ السَّبِىَّ يَكْثُرُ بَعْدَ اِتِّسَاعِ رُقْعَةِ الْاِسْلَامِ فَيَتَوَلَّدُ النَّاسُ اِمَاءَهُمْ فَيَكُوْنُ الْوَلَدُ كَالسَّيِّدِ لِاُمِّهٖ অথবা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের হাতে ইসলামের বিজয় হওয়ার কারণে বহু লোক মুসলমানদের হাতে গোলাম-বাঁদি হয়ে আসবে। ওই বাঁদির সাথে তার মনিব অধিক মেলামেশা করবে। যার কারণে বাঁদীর সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাবে। মনিব মারা গেলে তার ছেলেরা উম্মে ওলাদের সাথে বাঁদির মতো অসদাচরণ করবে। তাই হবে কিয়ামতের আলামত।

(৭) اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا অথবা اَوْ هِىَ اِشَارَةٌ اِلٰى كَثْرَةِ بَيْعِ اُمِّ وَلَدٍ এর অর্থ হল, اُمِّ وَلَد এর বেচাকেনার প্রথা অনেক বেড়ে যাবে। মানুষ অর্থের লোভে উম্মে ওলাদকে বিক্রি করবে। এমনকি اُمِّ وَلَد কে মুনিবের ছেলে ক্রয় করে নিবে। ফলে ছেলে তার মায়ের মুনিব হয়ে যাবে। (মেরকাত)

(٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ - (متفق عليه)

সহজ তরজমা

(৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই) বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। তেমনি লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বড় শাখা। -মুত্তাফাকুন আলাইহি

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উল্লিখিত হাদীসে ঈমানকে অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট একটি বৃহৎ গাছ বা মহীরূহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যার এক একটি শাখা ঈমানের এক একটি

www.banglakitab.weebly.com

লক্ষণ বা চিহ্নরূপে বিবেচ্য হয়। গাছের সাথে তুলনা করার দ্বারা বুঝা যায়, ঈমানের একটা মূল এবং কিছু শাখা রয়েছে। হাদীসে উক্ত শাখাসমূহের সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে; সত্তর বা তার চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু তার বিস্তারিত আলোচনা না করে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মধ্যম এ তিনটি শাখার কথা বলা হয়েছে। অবশিষ্ট শাখা সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসটি নীরব। তবে আল্লাহ প্রদত্ত মেধার আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসন্ধান করে অবশিষ্ট শাখাগুলো খুঁজে বের করা বিশেষজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী উলামাদের দায়িত্ব ছিল। আলেমগণ সে দায়িত্ব পালন করেছেন যথাযথভাবে।

ইমাম বাইহাকী রহ. "শু'আবুল ঈমান" নামে এবং হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. "ফুরূউল ঈমান" নামে ঈমানের শাখা-প্রশাখার ওপর স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। মুমিন হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে, ঈমানের কোন শাখাটি আমাদের ব্যক্তিজীবনে আছে আর কোনটি নেই –এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের ঈমানের পূর্ণতা ও ঘাটতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব। এভাবে আমাদের নিজের মধ্যে যে সকল গুণ বা শাখার ঘাটতি পাওয়া যাবে, আমরা সেগুলো অর্জনের চেষ্টা করব। পূর্ণ ঈমান অর্জন না করে আমরা ঈমানের দাবী করতে যেন লজ্জাবোধ করি। অবশ্য ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো মানলে নিম্নস্তরের মুমিন হওয়া যায় নিঃসন্দেহে। কিন্তু সে ঈমান এমনই, যেমনি একজন ল্যাংড়া-খোঁড়া, অন্ধ-কানা, বধির-মূক ব্যক্তিকেও মানুষ বলা হয়। অথচ দৈহিক দিক থেকে সুস্থ ও সবল মানুষই পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

ঈমানের শাখাসমূহের বর্ণনা

বিজ্ঞ আলিমগণের মতে ঈমানের শাখা সাতাত্তরটি। তন্মধ্যে ৩০টি শাখা মানুষের আত্মার সাথে, ৭টি জিহ্বার সাথে আর বাকি ৪০টি অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত।

অন্তরের সাথে সম্পর্কিত ৩০টি শাখা

(১) আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (২) "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সবকিছুই মাখলুক ও ধ্বংসশীল" এ বিশ্বাস পোষণ করা। (৩) ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান রাখা। (৪) আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখা। (৫) নবীদের প্রতি ঈমান রাখা। (৬) তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা। (৭) কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখা। (৮) জাহান্নাম বিশ্বাস করা। (৯) জান্নাত বিশ্বাস করা। (১০) আল্লাহর প্রতি ভালবাসা রাখা। (১১) আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা কিংবা আল্লাহর জন্য কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। (১২) রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি ভালবাসা রাখা। (১৩) ইখলাসের সাথে আমল করা। (১৪) গোনাহ হয়ে গেলে দ্রুত তওবা করা। (১৫) অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করা। (১৬) অন্তরে আল্লাহর রহমতের আশা রাখা। (১৭) লজ্জাশীল হওয়া। (১৮) আল্লাহর

www.banglakitab.weebly.com

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। (১৯) অঙ্গীকার পূরণ করা। (২০) ধৈর্য ধরা। (২১) বিনয় অবলম্বন করা। (২২) সৃষ্টির সাথে দয়া ও মমতাপূর্ণ ব্যবহার করা। (২৩) আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। (২৪) আত্মপূজা পরিহার করা। (২৫) হিংসে বর্জন করা। (২৬) বিদ্বেষ (কীনা) পরিহার করা। (২৭) ক্রোধ দমন করা। (২৮) অপরের অকল্যাণ কামনা না করা। (২৯) পার্থিব মোহ ও আকর্ষণ ত্যাগ করা। (৩০) আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।

জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত ৭টি শাখা

(১) কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করা। (২) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা। (৩) ইলম অর্জন করা। (৪) অন্যকে ইলম শিক্ষা দেওয়া। (৫) দু'আ করা। (৬) যিকির করা। (৭) অনর্থক ও নিষিদ্ধ কথাবার্তা না বলা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত ৪০টি শাখা

এ ৪০টি শাখা আবার তিনভাবে বিভক্ত। ১৬টি প্রত্যেক সাবালক নারী ও পুরুষের নিজের সাথে সম্পর্কিত। ৬টি পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থদের সাথে সম্পর্কিত। অবশিষ্ট ১৮টি সর্বসাধারণের সাথে সম্পর্কিত।

নারী-পুরুষের নিজের সাথে সম্পর্কিত ১৬টি শাখা

(১) পবিত্রতা অর্জন করা। (২) নামায কায়েম রাখা। (৩) দান-সদকা করা। (৪) রোযা রাখা। (৫) হজ্ব পালন করা। (৬) দীনের তাগিদে হিজরত করা। (৭) ইতিকাফ করা। (৮) মান্নত পূরণ করা। (৯) কসমের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। (১০) কাফফারা আদায় করা। (১১) শরীর আবৃত রাখা। (১২) কুরবানী করা। (১৩) মৃতের কাফন দাফন করা। (১৪) ঋণ পরিশোধ করা। (১৫) লেনদেন সঠিকভাবে করা। (১৬) সত্য সাক্ষ্য দেওয়া।

পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থদের সাথে সম্পর্কিত ৬টি শাখা

(১) বিবাহের মাধ্যমে যৌনকামনা পূরণ করা। (২) পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা। (৩) পিতা-মাতার সেবা করা, তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া। (৪) সন্তান প্রতিপালন করা। (৫) আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করা। (৬) মনিবের আনুগত্য করা।

সর্বসাধারণের সাথে সম্পর্কিত ১৮টি শাখা

(১) ন্যায়বিচার করা। (২) "জামাআতুল মুসলিমীন" এর আনুগত্য করা। (৩) শাসকদের কথা মান্য করা। (তবে শর্ত হল, তা আল্লাহর স্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী না হতে হবে।) (৪) সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করা। (৫) সৎকাজে একে অপরের সাহায্য করা। (৬) সৎকাজের আদেশ দেওয়া। (৭) অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা। (৮) (রাষ্ট্রীয়ভাবে) শরিয়া-দণ্ডবিধি কায়েম করা। (৯) আমানত যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়া। (১০) অভাবীকে ঋণ দেওয়া। (১১)

www.banglakitab.weebly.com

পাড়া-পড়শির খোঁজখবর নেওয়া। (১২) সকলের সাথে সদাচরণ করা। (১৩) ধন-সম্পদ যথাস্থানে ও পরিমিতভাবে ব্যয় করা। (১৪) সালামের জবাব দেওয়া। ১৫) কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা। (১৬) কারো ক্ষতি না করা। (১৭) অনর্থক কথাবার্তা বা কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা। (১৮) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু, যেমন– কাঁটা, কলার খোসা ইত্যাদি সরিয়ে দেওয়া।

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ـ

(رواه سلم، مشكوة : ١٢)

সহজ তরজমা

(৩) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন : যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানব জাতির) যে কেউই – ইহুদী হোক বা খ্রিষ্টান আমার (নবুওয়তের) কথা শুনবে; কিন্তু আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান না এনে মরে যাবে, সে নিশ্চয়ই দোযখবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে। –মুসলিম, মিশকাত : ১২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের মর্ম হল, রাসূলে কারীম ﷺ-এর নবুয়ত এবং রেসালাতের খবর শুনে কেউ যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তা হলে সে জাহান্নামী হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নবী ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ; এ ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাস করা পরকালে মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে মনে করুন (গুহাবাসী বা জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী) কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় তার রেসালাতের খবর জানল না, তাদের জন্য এ সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে না।

(٤) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

(متفق عليه، مشكوة : ١٢)

সহজ তরজমা

(৪) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ (কামেল/পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না– যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম হই।

–মুত্তাঃ, মিশকাত : ১২

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ভালবাসা দুই প্রকার। (১) স্বভাবজাত ভালবাসা। (২) যৌক্তিক ভালবাসা।

কোনো বস্তুর প্রতি মানুষের যে সহজাত ভালবাসা দেখা যায়, তা হল স্বভাবজাত ভালবাসা। মানুষ নিজের অজান্তে বা অনিচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে কোনো বস্তুর প্রতি যে ভালবাসা বোধ করে, তাই স্বভাবজাত ভালবাসা। যেমন: নিজ জীবনের প্রতি কিংবা নিজের সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার যে ভালবাসা, তা স্বভাবজাত। পক্ষান্তরে স্বভাবের তাগিদে নয় বরং যুক্তি ও বিবেকের তাগিদে কোনো জিনিসকে মানুষ যে ভালবাসে, তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক বা যৌক্তিক ভালবাসা বলে।

যার প্রতি মানুষের ভালবাসা স্বভাবজাত তাকে ভালবাসতে মানুষকে বেগ পেতে হয় না। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার প্রতি ভালবাসার ফল্গুধারা উথলে উঠে। পক্ষান্তরে যার প্রতি ভালবাসা বিবেকপ্রসূত তাকে ভালবাসতে হলে বিবেককে তার ভালবাসার লাভ ও সুফল সম্পর্কে অবহিত করতে হয়। বিবেক যখন অনুধাবন করে, তাকে ভালবাসলে আমার লাভ হবে, উন্নতি সাধিত হবে, তখন বিবেক নিজেকে তাঁর দিকে ধাবিত করে। যেমন: রোগী যখন কোনো ঔষধের উপকারিতা অনুভব করে, তখন তিতা হলেও সে ঔষধ সেবন করে। সে ঔষধের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্ম নেয়। অনুরূপ কোনো চাকরিজীবী যখন তার মালিকের কাছ থেকে উপকার ও উন্নতি লাভ করে, সে তখন তাকে ভালবাসতে শুরু করে। এটাই যৌক্তিক ভালবাসা। কেননা যুক্তি ও বিবেকের দাবী হল, যার কাছ থেকে তুমি উপকার পেয়েছ, তাকে তুমি ভালবাসো।

এখানে প্রনিধাণযোগ্য বিষয় হল, উল্লিখিত হাদীসে ভালবাসা দ্বারা কোন্ প্রকারের ভালবাসা উদ্দেশ্য?

এর জবাব হল, সহজাত ভালবাসা যেহেতু মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, তাই মানুষ এর জন্য আদিষ্টও নয়। কাজেই এখানে দ্বিতীয় প্রকারের ভালবাসা তথা যৌক্তিক ভালবাসা উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যদি কারো যৌক্তিক ভালোবাসা থাকে, তা হলে সে রাসূলে কারীম ﷺ-এর সন্তুষ্টিকে অন্য সকল সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দিবে। রাসূলের প্রতি তার সে ভালবাসা আবেগ বা স্বভাবজাত ভালবাসার পাত্রদের ভালবাসার ওপর প্রবল হবে। এভাবে ওই ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুমিনরূপে বিবেচিত হবে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি এ ভালবাসাই ছিল।

হযরত উমর রাযি. হতে বর্ণিত। যখন তিনি উল্লিখিত হাদীস শুনলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন, "আমি আপনাকে সবার চেয়ে বেশি ভালবাসি, তবে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি নয়।" তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, সে সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি

www.banglakitab.weebly.com

ভালো না বাসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা শোনার পর উমর রাযি. একটু চিন্তা করে বললেন: জী, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি আপনাকে আমার নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। উমর রাযি.-এর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হ্যাঁ, এখন তুমি পূর্ণাঙ্গ মুমিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলের প্রতি এ ধরনের ভালবাসা নসীব করুন।

কাযী ইয়ায রহ. বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ-এর ভালবাসার আলামত হল, কথা ও কাজে রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণ করা, বেদ'আত থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলা, নিজের জান ও মাল ব্যয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা।

উল্লেখ্য যে, রাসূলের প্রতি কারো যদি ভালবাসা থাকে, তা হলে এ ভালবাসা প্রথম দিকে যৌক্তিক ও বিবেকপ্রসূত হলেও ধীরে ধীরে তা উন্নতি লাভ করতে করতে স্বভাবজাত ভালবাসার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে যায়। উপর্যুক্ত হাদীসে ভালবাসার এ স্তরই কাম্য।

اٰثَارُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের নিদর্শনাবলী

(٥) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ٢١)

সহজ তরজমা

(৫) [রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা] হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযি. বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব্ব [পালনকর্তা], ইসলামকে দ্বীন [ধর্ম] এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে। –মুসলিম, মিশকাত : ২১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলাকে পালনকর্তা হিসেবে মানার অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলাকে সকল সার্বভৌমত্বের অধিকারী ও সব কিছুর নিয়ন্ত্রক মনে করে সন্তুষ্টচিত্তে তার সকল বিধি-বিধান মেনে চলা। ইসলামকে দীন হিসেবে মানার অর্থ হল, জীবনবিধান হিসেবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা। আর মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মানার অর্থ হল– তাঁর আনিত ধর্ম, তাঁর মতাদর্শ ও তার নিয়মনীতি তথা সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপন করা। অন্য পথে অন্য মতে বা অন্য রথে না চলা।

www.banglakitab.weebly.com

(٦) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ۔

(رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٤)

সহজ তরজমা

(৬) হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসবে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে শত্রুতা রাখবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করবে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তেই দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকবে, তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ।

–আবু দাউদ, মিশকাত : ১৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের সারমর্ম হল, একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন তার সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে করে। আর এটা ঈমানের একটি আলামত। অবশ্য উপর্যুক্ত হাদীসে চারটি বিশেষ কাজের কথা বলা হয়েছে; কেননা এ কাজগুলো সহজে কেউ আল্লাহর জন্য করে না। এ কাজগুলোর পেছনে সাধারণত মানুষের পার্থিব স্বার্থ বেশি জড়িত থাকে। পার্থিব উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সাধারণত এ কাজগুলো করা হয়ে থাকে। তাই কষ্ট করে কেউ যদি এ চারটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে পারে, তা হলে তার অন্যান্য কাজকর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে যাবে। এভাবে তার ঈমান পূর্ণতার স্তরে পৌঁছুবে।

(٧) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ ۔ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَيْئٌ فَدَعْهُ ۔

(رواه احمد، مشكوة : ١٦)

সহজ তরজমা

(৮) হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কী? (অর্থাৎ খাঁটি ঈমানের আলামত কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎকাজ তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি (খাঁটি) মুমিন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অসৎকাজ (গোনাহ) কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন কোনো কাজ করতে তোমার অন্তরে বাঁধে, তখন (তাকে অসৎকাজ মনে করবে এবং) তা ছেড়ে দিবে। –আহমদ

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পাপের কাজে মনে চঞ্চলতা সৃষ্টি হওয়া ও হৃদয় দুলে ওঠা নেক লোকদের বৈশিষ্ট্য। বস্তুত যারা নেককার তারা কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করলেও তাদের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়, চিত্তচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। মন তাতে সায় দেয় না। তাই কোনো কাজ করার প্রাক্কালে যদি মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয় বা তা পরিত্যাগ করার মধ্যে সতর্কতা অনুভূত হয়, তা হলে তা পরিত্যাগ করবে।

(٨) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَايُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ ـ
(متفق عليه، مشكوة : ١٢)

সহজ তরজমা

(৮) হযরত আনাস রাযি. বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস এমন, যে ব্যক্তির মধ্যে এগুলো আছে , সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (১) যার নিকট আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল অন্য সবকিছু হতে প্রিয়তম। (২) যে অন্য কাউকে ভালবাসলে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসে এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা কুফরি হতে নাজাত দেওয়ার পর পুনরায় যে কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করে, যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।

–মুত্তাঃ, মিশকাত : ১২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ঈমানের স্বাদ লাভের অর্থ হল: ইবাদত করতে ভালো লাগা, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কষ্ট স্বীকারের প্রেরণা জাগ্রত হওয়া। বিপদ আপদে ও সুখে দুখে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

হাদীস শরীফে আছে, জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভের ওপর যবরজদ পাথরের তৈরি বিশাল বিশাল অট্টালিকা থাকবে। এ সকল অট্টালিকার দরজা উন্মুক্ত থাকবে। এ অট্টালিকাগুলো আকাশের তারকারাজির ন্যায় জ্বলজ্বল করতে থাকবে। (এ বিবরণ শুনে) সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কারা থাকবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যারা একে অপরকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসত। আল্লাহর জন্যই মিলেমিশে থাকত। আল্লাহর জন্যই একে অপরের সাথে সাক্ষাত করত।

www.banglakitab.weebly.com

(٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

(رواه شرح السنة، مشكوة : ٣٠)

সহজ তরজমা

(৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোনো ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি, তার অধীন হয়। –শরহে সুন্নাহ, মিশকাত : ৩০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আকাঈদ, ইবাদত, লেনদেন ও সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ প্রবৃত্তি শরী'অতের অনুগত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না। আর আত্মিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে তদস্থলে সৎগুণাবলি প্রতিস্থাপন করতে না পারলে এ অবস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। বস্তুত প্রবৃত্তিকে শরী'অতের অনুগত করা ঈমানের পূর্ণতার বিশেষ লক্ষণ। এ গুণ পূর্ণাঙ্গ মুমিনদের মধ্যেই কেবল পাওয়া যায়।

(١٠) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِّنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَاتُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَاتُخْرِجُهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَايُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ ـ

(ابوداؤد، مشكوة : ١٧)

সহজ তরজমা

(১০) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি বিষয় হচ্ছে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্গত : (১) যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা পড়েছে, তার উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা– কোনো গোনাহর দরুনই তাকে কাফের বলে মনে করবে না এবং কোনো আমলের দরুনই তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিবে না (যাবৎ না সে স্পষ্ট কুফরী কাজ করে)। (২) জিহাদ– যেদিন হতে আল্লাহ আমাকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেদিন হতে এ উম্মতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে জিহাদ করা পর্যন্ত তা চলতে থাকবে; কোনো অবিচারী শাসকের অবিচার বা কোনো সুবিচারী হাকিমের সুবিচার জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না এবং (৩) তাকদীরে বিশ্বাস। –আবু দাউদ

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"গোনাহের কারণে কাউকে কাফের বলবে না।" এ শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে খারেজীদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। খারেজীদের ধারণা হল, গোনাহ করলে মুমিন কাফের হয়ে যায়।

"কোনো কাজের কারণে কাউকে ইসলাম থেকে খারেজ বলবে না।" এ বাক্যের মাধ্যমে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। মুতাযিলাদের ধারণা হল, কবিরা গোনাহ করলে মুমিন ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। অবশ্য কাফের হয় না। "ঈমান ও কুফরির মাঝখানে একটি বিশেষ স্তর রয়েছে।" মর্মে তারা দাবি করে থাকে। তাদের মতাদর্শ হল, "কবিরা গোনাহকারী মুমিনও নয় কাফিরও নয়।"

এ হাদীসে আলোচিত "উম্মতের সর্বশেষ ব্যক্তি" বলে হযরত ঈসা আ. অথবা ইমাম মাহদী উদ্দেশ্য। দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর জিহাদের বিধান কার্যকর থাকবে না। কেননা এরপরে ইয়াজুজ-মাজুজ (Gag Mag) এর আবির্ভাব ঘটবে। কেউ তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। এজন্য সেসময় যেসব মুসলমান বিদ্যমান থাকবে, সামর্থ্য না থাকার কারণে তাদের ওপর ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতিরোধ করা তথা জিহাদের নির্দেশ থাকবে না। আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতায় ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাদের ধ্বংসের পর হযরত ঈসা আ. যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন পৃথিবীর বুকে কোনো কাফির থাকবে না। হযরত ঈসা আ.-এর তিরোধানের পর ধীরে ধীরে কাফির সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে। সে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার মতো কোনো মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে না। কিয়ামতের প্রাক্কালে পৃথিবী জুড়ে কেবল কাফিররাই থাকবে। কাফিরদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে।

কোনো বাদশাহর ন্যায় বিচার বা অত্যাচার একে রহিত বা স্তব্ধ করতে পারে না অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রশাসক ন্যায়পরায়ণ হোক বা অত্যাচারী, সর্বাবস্থায় জিহাদের ধারা অব্যাহত থাকবে অর্থাৎ মুসলিম বাদশাহ অত্যাচারী বা ফাসিক হলে জিহাদের বিরুদ্ধে তার অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে জিহাদের পবিত্র ধারা বন্ধ করা যাবে না। অনুরূপ বাদশাহ খুব ন্যায়পরায়ণ হলে এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করলেও এ ধারণা পোষণ করা যাবে না যে, "জিহাদের উদ্দেশ্য তো কাফিরদের পক্ষ থেকে নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিন্ত থাকা, তাদের আক্রমণের শিকার না হওয়া, গনিমতের মাল লাভ করা। এখন তো আর সে বিষয়গুলো বিদ্যমান নেই। তাই জিহাদ করার প্রয়োজন নেই।" বস্তুত এ ধারণা আত্মহত্যার শামিল। ইসলামের বাণী ও শান্তির পয়গাম সমুন্নত রাখার জন্য জিহাদের পুতঃপবিত্র ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

(١١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ لَهٗ هٰكَذَا اَيْ بِيَدِهٖ فَذَبَّهٗ عَنْهُ۔

(بخارى، مشكوة : ٢٠٦)

সহজ তরজমা

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মুমিন নিজের গোনাহকে এরূপ [ভারি] মনে করে, যেন সে কোনো পাহাড়ের নিচে বসে আছে, যা তার উপর ভেঙ্গে পড়ার সে আশঙ্কা করছে। পক্ষান্তরে ফাজের [পাপাচারী] ব্যক্তি নিজের গোনাহকে দেখে, যেন একটি মাছি তার নাকের উপর বসল আর সে আপন হাতের ইঙ্গিতে তাকে তাড়িয়ে দিল। –বুখারী, মিশকাত : ২০৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গোনাহের সাথে মুমিন ও কাফিরের যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক, তা এ হাদীসে আলোচিত হয়েছে। ঈমানের কারণে মুমিন ছোট ছোট গোনাহকেও অনেক বড় কিছু মনে করে। আর কাফির যেহেতু কুফরির অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাই সে বিশাল গোনাহকেও কিছু মনে করে না। যে যত বড় মুমিন, তার মধ্যে এ অনুভূতি তত প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। ঈমানের শক্তি লোপ পেলে এ অনুভূতিও দুর্বল হয়ে যায়। হযরত আনাস রাযি. বলেন : তোমরা এমন অনেক কাজ কর, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও বেশি চিকন ও হালকা মনে হয় অর্থাৎ এগুলোকে তোমরা কিছুই মনে কর না; অথচ এগুলোকে আমরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর যুগে ধ্বংসাত্মক বিষয় বলেই মনে করতাম। হযরত আয়শা রাযি. বলেন: আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আয়েশা! ছোট ছোট গোনাহ থেকেও অনেক দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। কেননা সেগুলোর জন্যও তোমাকে জবাবদিহিতা করতে হবে।"

اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

(١٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ وَحَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهٗ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهٗ وَاَنَّ مَا اَخْطَأَهٗ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهٗ۔

(رواه الترمذى : ٢/٣٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনবে এবং যতক্ষণ না সে নিশ্চিতভাবে জানবে যে, যা কিছু (কল্যাণ-অকল্যাণ) তার (ভাগ্যে) পৌছেছে, তা এড়ানোর ছিল না আর যা এড়িয়ে গেছে অর্থাৎ পৌছয় নি, তা (নিশ্চিত) পৌছার ছিল না।

(তিরমিযী : ৩৭/২)

(١٣) عَنْ اَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ـ (رواه احمد، ترمذى، مشكوة : ٢٢)

সহজ তরজমা

(১৩) হযরত আবু খুযামা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদিন রাসূলুল্লহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হুযুর! (রোগে) আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি বা কোনো ঔষধি দ্বারা চিকিৎসা করে থাকি অথবা কোনো উপায়ে আমরা যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি, তা কি তাকদীরের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের এসকল চেষ্টাও আল্লাহর (নির্ধারিত) তাকদীরের অন্তর্গত। –আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের সারমর্ম হল, আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে রোগব্যাধি দিয়েছেন, তেমনিভাবে ঔষধপত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি দিয়ে তা দূর করার ব্যবস্থাও দিয়েছেন। উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাকদীরের পরিপন্থী নয়। কোনো ঔষধ ব্যবহারের পর যদি সুস্থতা লাভ না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ওই ঔষধে তার সুস্থতা নির্ধারিত ছিল না।

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ ইত্যাদির বিধান হল, যদি কুরআন সুন্নাহর দু'আ বা কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত কোনো বাক্য দিয়ে তা করা হয় এবং এটাকে নিয়ামক শক্তিরূপে মনে না করে বরং আল্লাহ তা'আলাকে আসল কর্মবিধায়ক মনে করা হয়, তা হলে এটা জায়েয। অন্যথায় জায়েয নয়। আর যে মন্ত্র বা তাবিজ ইত্যাদির মর্ম বোধগম্য নয় কিংবা ইসলামি আকীদা পরিপন্থী, তা ব্যবহার করা শরী'অতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। (মিরকাত) পক্ষান্তরে যে মন্ত্র বা তাবিজ ইত্যাদির বিষয়বস্তু শরী'অতবিরোধী নয়, তা ব্যবহার করা বৈধ।

www.banglakitab.weebly.com

(١٤) عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الخ .

(متفق عليه ، مشكوة : ٢٠)

সহজ তরজমা

(১৪) হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার দোযখের বা বেহেশতের ঠিকানা লিখে রাখা হয় নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা হলে আমরা কি আমাদের সে ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (না) আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেকের জন্য তা সহজ করা হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে সৌভাগ্যবান, তার জন্য নেকীর কাজ সহজ হয় আর যে দুর্ভাগ্যবান, তার গোনাহর কাজ সহজ হয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [এর প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এ আয়াত] فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الخ পাঠ করলেন। (অর্থাৎ সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ সহজ পথ। এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। এবং তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।)

–মুত্তাঃ, মিশকাত : ৩০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাকদীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাখ্যার সারমর্ম হল, তাকদীর পূর্ব-নির্ধারিত হওয়ার কারণে আমল পরিহার করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা পালনকর্তা হিসেবে বান্দাদেরকে কিছু আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন। বান্দা হিসেবে সে সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের এ আদেশ নিষেধ প্রতিপালনকে সফলতা ও বিফলতার মাধ্যম বানিয়েছেন। আর এ প্রতিপালনও আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য ও ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত। তবে তাকদীর পূর্ব-নির্ধারিত বিধায় আমল সে অনুপাতে হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা কী করব আর কী করব না, তা আমাদের

www.banglakitab.weebly.com

এখতিয়ারে রয়েছে। আমরা যা করব তার একটা প্রতিবেদন পূর্বেই লিখে রাখা হয়েছে। তাই বলে জড়-পদার্থের মতো আমরা তা করি না বরং আমরা তেমন করব বলেই তা লিখে রাখা হয়েছে।

এ জন্য নিজ ইচ্ছায় ভালো কাজ অবলম্বন করা সৌভাগ্যের লক্ষণ আর খারাপ কাজও যেহেতু আমরা নিজ ইচ্ছায় করি, তাই তা দুর্ভাগ্যের আলামত। অতএব তাকদীরের উপর ভরসা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সমীচীন নয় বরং এর উদাহরণ হল, কোনো ব্যক্তি নৌযানে চড়ে সমুদ্র বা নদী পার হচ্ছে। ইতঃমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌযানটি ডুবে গেলে সে ব্যক্তিও নদীতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। এখন সে নিশ্চিতরূপে জানে না যে, সে ডুবে মারা যাবে নাকি নিরাপদে তীরে পৌঁছুতে পারবে?

এমতাবস্থায় সে নিজেকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে না বরং জীবন-মরণ ভাগ্যে যা-ই লেখা থাকুক; বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকবে। হাত পা মেলে সাঁতার কাটতে শুরু করবে। খড়কুটা যা-ই পাবে আঁকড়ে ধরে জীবন বাঁচানোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। জীবন বাঁচানোর প্রশ্নে এর ব্যত্যয় ঘটে না। অনুরূপভাবে দুনিয়ার জীবন-সমুদ্রে নিজের জীবন রক্ষা ও তার পরিচর্যার জন্য হাত-পা মেলে চেষ্টা তদবীর ও নিয়মিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া মানুষের সহজাত বিষয় হওয়া উচিত।

(١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْيُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تَحُسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ۔ (متفق علیه، مشکوة ٢١)

সহজ তরজমা

(১৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সন্তানই ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতা-পিতা (নিজেদের সংশ্রব দ্বারা) তাকে ইয়াহুদী, নাসারা বা অগ্নি-উপাসকে পরিণত করে। যেমন : পশুরা পূর্ণাঙ্গ পশু শাবকই প্রসব করে (জন্ম দেয়), তাতে তোমরা কোনো একটিকেও কানকাটা দেখ কি? (বরং পরে মানুষেই কান কেটে ও নাক ছেঁদিয়ে বিকলাঙ্গ করে দেয়।) এরপর এটার প্রমাণে তিনি (আবূ হুরাইরা রাযি.) এ আয়াত পাঠ করলেন–

www.banglakitab.weebly.com

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

অর্থাৎ আল্লাহর ফিতরাত, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল-সোজা মজবুত দীন।

–মুত্তাফাকু আলাইহি, মিশকাত : ২১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فِطْرَة শব্দের আভিধানিক অর্থ, সৃষ্টি করা। সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ যে যোগ্যতা, মনোভাব ও গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাকে فِطْرَة বা সহজাত প্রবৃত্তি বলে। প্রত্যেক মানবশিশু তার স্রষ্টার পরিচয় লাভের ও সত্য দীন গ্রহণের বিশেষ যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিশু যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, সে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সার্বিক অবস্থা যদি তাকে ভিন্নপথে পরিচালিত না করে, তা হলে সে স্বভাবধর্ম অনুযায়ী তার স্রষ্টার পরিচয় লাভ করবে। মানুষের এ সহজাত প্রবৃত্তির কোন ব্যতয় নেই।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى الْخَوْضِ فِى الْقَدْرِ

তাকদীর সম্পর্কে অধিক অনুসন্ধান করা হতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা

(١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهٗ كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٢)

সহজ তরজমা

(১৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি, বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। তা দেখে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উপর এত রাগ করলেন যে, তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল; যেন তাতে আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কি এ-ই করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নাকি আমি এই নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের অতীত লোকেরা তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তারা এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি! পুনঃ কসম দিয়ে বলছি– সাবধান! এ বিষয় নিয়ে কখনও বিতর্ক করো না। –তিরমিযী

www.banglakitab.weebly.com

তাকদীর সম্পর্কে অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ তাকদীর সম্পর্কে অতিরিক্ত অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। তাই তাকদীর নিয়ে গবেষণা করা, তাকদীরকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করা, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের আলোকে তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো সমীচীন নয়। এ ধরনের নিষ্ফল চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত। তাকদীর এবং কর্মের মাঝে বোধগম্য পার্থক্য রেখা টানা জটিল ব্যাপার। বস্তুত তাকদীরের তাৎপর্য ও স্বরূপ উন্মোচন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাকদীর নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি ও অনুসন্ধান করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি "জাবরিয়া" বা "কাদরিয়া" মতবাদের প্রতি ধাবিত হয়ে যেতে পারে। এজন্য তাকদীর নিয়ে বেশি গবেষণা না করে আল্লাহ তা'আলা যে বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা পালন করার চেষ্টা করবে।

তাকদীর এর উপর বিশ্বাস রাখবে। কেননা তাকদীরের তাৎপর্য ও স্বরূপ অনুধাবন করতে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই। বান্দাকে শাস্তি বা শাস্তি দেওয়ার এখতিয়ার তাঁর রয়েছে। কেননা তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। একজন স্বত্বাধিকারী তার স্বত্ব যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারেন। যদি শাস্তি দেন, তা হলে এটা তার দয়া ও করুণা। আর যদি শাস্তি দেন, তা হলে তাকে জালিম বলা যাবে না। কেননা জুলুম তো অনধিকার চর্চার নাম; অপরের স্বত্বে বা অধিকারে অন্যায় আচরণের নাম। সমগ্র সৃষ্টি যেহেতু একমাত্র তার স্বত্ব, তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও তার রয়েছে।

সারকথা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মানুষ জড়পদার্থের মতো বা পুতুলের মতো নয় বরং তার এখতিয়ার রয়েছে। তার এখতিয়ার আবার সীমাহীন নয় যে, যা খুশি তাই সে করতে পারবে বরং তার এখতিয়ার সীমিত। মানুষ চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। আবার এমন অনেক কিছু আছে, যা চাইলেও করতে পারে না।

এ বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায়, মানুষ যেমনি পুতুল বা জড়পদার্থের মতো অক্ষম নয়, তেমনি সবকিছুতে সে সক্ষমও নয়; উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে মানুষের ক্ষমতা। তাই মানুষের মধ্যে যিনা করার যেমনি ক্ষমতা আছে, তেমনি যিনা থেকে বিরত থাকারও ক্ষমতা রয়েছে। বান্দার নামায পড়ার যেমনি ক্ষমতা আছে, তেমনি নামায না পড়ার ক্ষমতাও তার আছে। কাজেই সে যদি তার ক্ষমতাকে ভালো কাজে ব্যবহার করে, তা হলে সে সাওয়াব পাবে; পুরস্কারের উপযুক্ত হবে। পক্ষান্তরে বান্দা যদি তার এ ক্ষমতাকে মন্দ বা নিন্দনীয় কাজে ব্যবহার করে, তা হলে সে নিন্দিত হবে; শাস্তির উপযুক্ত হবে।

www.banglakitab.weebly.com

وَعِيْدُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمَرْجِيَّةِ

কাদরিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

(١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِىْ لَيْسَ لَهُمَا فِى الْإِسْلَامِ نَصِيْبٌ اَلْمَرْجِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ.

(رواه الترمذى، مشكوت : ٢٢)

সহজ তরজমা

(১৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আছে, তাদের জন্য ইসলামের কোনো অংশ নেই– মুর্জিয়া ও কাদরিয়া। – তিরমিযী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কাদরিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায়
সম্পর্কে সতর্কবাণী

হাদীসে আলোচিত মুরজিয়া সম্প্রদায় দ্বারা জাবরিয়া সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। জাবরিয়া শব্দটি আরবী جبر মূলধাতু হতে উৎকলিত। এর অর্থ হল : অক্ষম, অপারগ, বাধ্য হওয়া। জাবরিয়াদের মতবাদ হচ্ছে, বান্দা "মাজবূরে মহয" বা সম্পূর্ণ অক্ষম। বান্দার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। বান্দার সকল কাজ আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত ছক অনুযায়ী হয়। এতে বান্দার ইচ্ছা-এখতিয়ারের কোনো দখল নেই। বান্দা জড়পদার্থের মতো। বান্দাকে কোনো কাজের কর্তা বলা জড়পদার্থকে কর্তা মনে করার নামান্তর। জড়পদার্থকে দূরে নিক্ষেপ করলে বা আছাড় দিলে যেমনি তা দূরে নিক্ষিপ্ত হয় বা ভূমিসাৎ হয়, মানুষও ঠিক তাই। বান্দারও নিজের কাজের উপর কোনো দখল বা কর্তৃত্ব নেই।

হাদীসে উল্লিখিত কাদরিয়াদের দ্বারা সেসকল লোক উদ্দেশ্য, যারা তাকদীর বলতে কোনো কিছু মানে না। তাদের দাবী হল, মানুষ যা করে সব নিজের ক্ষমতাবলেই করে। এতে আল্লাহর ইচ্ছা বা কুদরতের কোনো দখল বা কর্তৃত্ব নেই। রাফেযী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ও এ মতবাদে বিশ্বাসী।

হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, আলোচিত সম্প্রদায় দু'টি তথা জাবরিয়া ও কাদরিয়া গোষ্ঠী কাফির। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে এরা কাফির নয়; ফাসিক। কারণ, এরা কুরআন-সুন্নাহ থেকেই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে। তারা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদেরকে কুফরি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এ মতের আলোকে এ হাদীসটিকে কঠোরতা, হুমকি ও সতর্কবাণী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবে সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ এদের ব্যাপারে

www.banglakitab.weebly.com

কুফরির ফাতওয়া দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অবশ্য মতভেদ রয়েছে, এ কুফরি কি "কুফরে তাবিলী" বা অপব্যাখ্যামূলক কুফর না "কুফরে ইরতিদাদী" বা ধর্মত্যাগমূলক কুফর।

বস্তুত কাদরিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায় দু'টির অতি বাড়াবাড়ি ও অতি ছাড়াছাড়ির মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল: ইসলামের সহজ সরল পথ। ইমাম জাফর সাদিক রহ. বলেন:

لَا جَبْرَ وَلَا قَدْرَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ اَمْرَيْنِ

"বান্দা পুতুলের মতো অক্ষম-অপারগ নয়, আবার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীও নয় বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে বান্দার স্থিতি।"

অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে নিরঙ্কুশ অক্ষম অপারগ নয়, আবার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীও নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থেকে তাকে কর্ম সম্পাদনের অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ কাজের উপর তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি কিংবা দুঃখ-কষ্ট নির্ভরশীল।

(١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ ـ

(رواه احمد، ابو داود، مشكوة٢٢)

সহজ তরজমা

(১৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাদরিয়াগণ এ উম্মতের অগ্নিপূজক। সুতরাং যদি তারা পীড়িত হয়, তাদের দেখতে যেয়ো না আর যদি তারা মরে যায়, তা হলে তাদের জানাযায় হাযির হয়ো না। –আহমদ ও আবু দাউদ, মিশকাত : ২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কাদরিয়াদের ব্যাপারে উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, তারা অসুস্থ হলে দেখতে যেয়ো না আর মারা গেলে তাদের জানাযায় শরিক হয়ো না। এর দ্বারা শুধু এ দু'টি কাজই নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের যে হক রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সে হক প্রযোজ্য নয়। জীবিত বা মৃত কোনও অবস্থাতেই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না। যে সকল উলামায়ে কিরাম তাদেরকে কাফির বলেন, তারা এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে কাদরিয়াদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলেন। আর যারা তাদেরকে ফাসিক মনে করেন, তাদের মতে এ হাদীসখানা ধমকি, হুমকি ও সতর্কবাণী স্বরূপ। তবে গবেষকদের মত অনুযায়ী তাদের সংশ্রব এড়িয়ে চলবে, তাদের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবে না।

www.banglakitab.weebly.com

মজুসী হল অগ্নিপূজক সম্প্রদায়। তারা ছিল পারস্যের অধিবাসী। তাদের মতে স্রষ্টা দু'জন। কল্যাণের ও ভালো জিনিসের স্রষ্টা হল ইয়াযদান বা আল্লাহ। আর মন্দ বা অকল্যাণ স্রষ্টা হল আহরামান বা শয়তান। অগ্নিপূজকরা যেমনি একাধিক স্রষ্টার প্রবক্তা, তেমনি কাদরিয়ারা একাধিক বা অসংখ্য স্রষ্টার প্রবক্তা। কেননা তাদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কাজের খালেক বা স্রষ্টা। এভাবে পৃথিবীতে কোটি কোটি স্রষ্টা বিদ্যমান। এ দিক থেকে তাদেরকে পারস্যের অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(١٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذَالِكَ فِى الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدْرِ ـ

(رواه ابو داود. مشكوة : ٢٢)

সহজ তরজমা

(১৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যেও 'খাস্‌ফ' (ভূমিধ্বস) ও 'মাস্‌খ' (বিকৃত করণ) রূপী শাস্তি হবে, তবে তা তাক্‌দীরে অবিশ্বাসীদের মধ্যেই হবে।

-আবু দাউদ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

خَسْف অর্থ, ভূমিধ্বস। مَسْخ অর্থ, আকৃতি পরিবর্তন, বিকৃত করণ। এ দু'টি বিষয় শেষ যুগে অধিকহারে দেখা যাবে। তবে কেউ কেউ এ বিষয় দু'টিকে সতর্কবাণীরূপে সাব্যস্ত করেছেন আর কেউ কেউ বলেছেন: এ হাদীসের অর্থ হল, আমার উম্মতের মধ্যে যদি خَسْف এবং مَسْخ হত, তা হলে তাকদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যে হত।

উল্লেখ্য যে, হযরত লূত আ.-এর সম্প্রদায়কে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর নিষিদ্ধ দিনে মাছ শিকারের অপরাধে দাউদ আ.-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোককে আকৃতি বিকৃত করে বানরে পরিণত করা হয়েছিল। অন্যান্য হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, ভূমিধ্বস কিয়ামতের একটি লক্ষণ। কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধ্বস দেখা দিবে।

(٢٠) عَنْ عُمَرَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدْرِ وَلَاتُفَاتِحُوْهُمْ ـ (رواه ابو داود، مشكوة : ٢٢)

সহজ তরজমা

(২০) হযরত উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাদরিয়াদের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে হাকেম বা শালিস নিযুক্ত করো না।

-আবু দাউদ

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

একত্রে ওঠাবসা না করার অর্থ হচ্ছে, তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা। কেননা একসাথে ওঠাবসা ও চলাফেরা করা ভালবাসার পরিচায়ক। وَلَا تُفَاتِحُوْهُمْ বাক্যাংশটির অর্থ কেউ কেউ বলেছেন : তাদেরকে তোমরা প্রথমে সালাম দিয়ো না। আবার কেউ কেউ বলেছেন : তাদের সাথে বিতর্ক করো না। কেননা তারা তোমাদের কথা মানবে না। তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। তোমাদের কথা তাদের অন্তরে ঢুকবে না।

(٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اَوْ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ اَوْ قَذْفٌ فِىْ اَهْلِ الْقَدْرِ ـ

(رواه الترمذى وابو داود وابن ماجة، مشكوة : ٢٣)

সহজ তরজমা

(২১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যেও 'খাস্‌ফ' ও 'মাস্‌খ' -রূপী শাস্তি হবে, তবে তা তাকদীরে অবিশ্বাসীদের মধ্যেই হবে।

–আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ

(٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ اَلْاِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْقَدْرِ ـ

(رواه حمد، مشكوة : ٣٢٢)

সহজ তরজমা

(২২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য তিন জিনিসের আশঙ্কা করি– (এর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় না কি?) (ক) চাঁদের বা তারকার কক্ষপথ অতিক্রম করার হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি কামনা করা। (খ) বাদশাহ বা শাসকের জুলুম ও অত্যাচার। (গ) তক্‌দীর (ভাগ্যলিপি) কে অবিশ্বাস করা।

–আহমদ, মিশকাত : ৩২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসে উল্লেখিত اَنْوَاء শব্দটি نَوْء এর বহুবচন। نَوْء হল, চাঁদ বা তারকার বিশেষ কক্ষপথ। চাঁদের ২৮টি কক্ষপথ রয়েছে। প্রতি ১৩দিন পর পর চাঁদ একেকটি কক্ষপথে আগমণ করে। এভাবে ৩৬৪ দিন বা এক বছরে চাঁদ ২৮টি কক্ষপথ (اَنْوَاء) অতিক্রম করে। প্রতিটি কক্ষপথের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। কোনো কক্ষপথে চাঁদের আগমণের ফলে বৃষ্টিপাত হলে জাহেলি যুগের লোকেরা বলত, অমুক কক্ষপথে চাঁদের আগমণের কারণে বৃষ্টি হয়েছে। তারা সে কক্ষপথকে বৃষ্টির প্রকৃত কারণ বলে মনে করত। হাদীসে এ বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يَبْكِىْ عَلَيْهِ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ

মুমিন যখন মারা যায় আসমান জমিন তার বিরহে ক্রন্দন করে

(٢٣) عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٥١)

সহজ তরজমা

(২৩) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দু'টি দরজা রয়েছে– একটি দরজা, যা দিয়ে তার আমল উপরের দিকে যায়। অপর দরজা, যা দিয়ে তার রিজিক অবতীর্ণ হয়। যখন সে মৃত্যুবরণ করে, তখন দরজা দু'টি তার জন্য কাঁদে। এটা হচ্ছে আল্লাহর এ বাণীর অর্থ : فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ অর্থাৎ তাদের (কাফিরদের) জন্য আসমান-জমিন রোদন করে না। (সুতরাং মুমিনদের জন্য রোদন করে আর কাফিররা অবকাশ প্রাপ্তও হবে না।)

–তিরমিযী : ২/১৬১, মিশকাত : ১৫১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুমিন যখন কোনো নেক কাজ করে, তখন সে নেক কাজ পৃথিবীতে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করে ফেলেন। এরপর সে নেক কাজ বিশেষ একটি দরজা দিয়ে আকাশে উত্তীর্ণ হয়। তখন আকাশে যেখানে লিখে রাখার, সেখানে তা লিখে রাখা হয়। আরেক দরজা দিয়ে মুমিনের রিযিক আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু মুমিন বান্দা যখন মারা যায়, তখন উভয় দরজা তার জন্য ক্রন্দন করে। কেননা তার নেক আমল ও তার সহায়ক রিযিকের আগমণ-নির্গমণ দৃশ্য দু'টো দরজা আর প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।

تَعْظِيْمُ الْمُسْلِمِ

মু'মিনের মর্যাদা

(٢٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلٰى قَلْبِهِ لَاتُؤْذُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ

www.banglakitab.weebly.com

فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ :

(رواه الترمذى، مشكوة : ٤٦٨)

সহজ তরজমা

(২৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করে, উচ্চস্বরে বললেন : হে লোকজন! যারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ, কিন্তু অন্তরের গহীনে ঈমানের প্রভাব পৌঁছয় নি, তোমরা খাঁটি মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের গোপন দোষ অন্বেষণ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের দোষ অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ অন্বেষণ করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা যার দোষ সন্ধান করবেন, তাকে অপমানিত করবেন, যদিও সে তার গৃহের ভিতরে লুকায়িত থাকে। –তিরমিযী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"তাদেরকে লজ্জা দিও না।" এ বাক্যাংশের সারমর্ম হল: কোনো মুমিন অতীতে যে গোনাহ করেছে, সে গোনাহ থেকে তাওবা করুক বা না করুক, তা উল্লেখ বা আলোচনা করে তাকে লজ্জা দিবে না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংশোধন করার যোগ্যতা-ক্ষমতা যার রয়েছে, সে তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে পারে।

"তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না।" অর্থাৎ মুসলমানের যে দোষ তোমরা জান না, তা জানার জন্য চেষ্টা করবে না। আর যা জান তা অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন। তাকে লজ্জিত ও অপদস্থ করবেন। অবশ্য যে ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে বেপরোয়াভাবে অন্যায় করে হেকমতের সাথে তাকে সতর্ক করা ওয়াজিব।

(٢٥) قَالَ نَافِعٌ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ (رض) يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْكَ. (ترمذى : ٢/ ٢٣)

সহজ তরজমা

(২৫) হযরত নাফে' বলেন, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বায়তুল্লাহর প্রতি তাকিয়ে বললেন : (হে কা'বা!) তুমি কত সুমহান উচ্চ! তোমার মর্যাদা কত ঊর্ধ্বে! তদুপরি একজন মুমিন আল্লাহর নিকট তোমার চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত। –তিরমিযী : ২/২৩

www.banglakitab.weebly.com

(٢٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ۔ (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٢٦)

সহজ তরজমা

(২৬) হযরত আবু সাঈদ রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, ঈমানদার ব্যতীত কাউকেও সাথী বানিয়ো না। আর পরহেযগার ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খানা না খায়। –তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারমী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের মর্ম হল: তোমার খাবার যেন হালাল হয়। মুমিন মুত্তাকী ব্যক্তি যেন তা নির্দ্বিধায় খেতে পারে। আর খাবার খাওয়ালে মুত্তাকীদেরকে খাওয়াবে। যেন সে এ খাবার খেয়ে যে শক্তি হবে, তা দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফির-ফাজের তথা ফাসেকদের সাথে খাওয়া-দাওয়া ও চলাফেলা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর ফলে তাদের সাথে মিল-মহব্বত ও হৃদ্যতা জন্ম নিবে। পরিণামে তাদের খারাপ গুণ ও অসচ্চরিত্র তোমার নিজের মাঝে সংক্রমিত হবে। অবশ্য যাদের খোরপোষ তোমার দায়িত্বে রয়েছে, তারা মুত্তাকী না হলেও তাদেরকে খাবার দিতে হবে। অনুরূপ কোনো অভাবী অথবা দুস্থ ব্যক্তি যদি ফাসেক বা কাফিরও হয়, তা হলেও তাকে খাওয়াতে হবে। হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে; তোমাদের সাহচর্য পাওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং তোমাদের খাবার খাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার হল তোমাদের পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজন। তাদেরকে মুমিন ও মুত্তাকী বানানোর জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হবে। যথাসম্ভব মুমিনের সাথে খাওয়া-দাওয়া এবং চলাফেরার চেষ্টা করতে হবে।

٢٧. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُّحْذِيَكَ وَاِمَّا ان تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً (متفق عليه، مشكوة : ٤٢٦)

সহজ তরজমা

(২৭) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভালো লোকের সঙ্গ এবং মন্দ লোকের সঙ্গের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা আর কামারের হাঁপরে ফুঁ দানকারীর মতো। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে

www.banglakitab.weebly.com

এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার নিকট হতে কিছু খরিদ করবে অথবা তার সুঘ্রাণ তুমি (অমনি) পাবেই। আর হাঁপরওয়ালা তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার দুর্গন্ধ তো তুমি পাবেই।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪২৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

একটি প্রবাদ আছে : "সঙ্গদোষে কাষ্ঠ ভাসে।" বস্তুত সাহচর্য অনেক প্রভাবময়। এ জন্য কুরআন শরীফেও كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ "সৎলোকদের সাহচর্য অবলম্বন করো" মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৎসঙ্গ মানুষকে সৎ হতে উদ্বুদ্ধ করে আর অসৎসঙ্গ মানুষকে অসৎ বানিয়ে দেয়। এজন্য উল্লিখিত হাদীসে সৎলোক ও আলেম-উলামাদের সাহচর্য অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৎসঙ্গ মানুষকে দুনিয়া-আখিরাতে সফল ও সার্থক করে। পক্ষান্তরে অসৎসঙ্গ দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস আনে।

بَابُ شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

মুসলমানের উপর দয়া করা

(٢٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ـ (بخارى، مشكوة : ١٢) وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ـ

সহজ তরজমা

(২৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (পূর্ণাঙ্গ) মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে। – বুখারী।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমানদের মধ্যে কে উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর করলেন, যার মুখ ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حق ندارد دوست خلق آزار را × نيست اين خصلت يكے ديندار را

আল্লাহর সৃষ্টিকে যে কষ্ট দেয়; উৎপীড়িত করে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না। আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়ার বদভ্যাস কোনো দীনদারের হতে পারে না।

www.banglakitab.weebly.com

বস্তুত তাসাওউফের সারকথা হল, অন্যকে কষ্ট না দেওয়া। জনৈক সুফী কবি বলেন :

مباش در پانے آزار برچه خواہی کن
کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہے نیست

"তুমি তোমার হাত-পা-মুখ দিয়ে কাউকে কষ্ট দিও না। এ ছাড়া আর যা-ইচ্ছে করো। কেননা আমাদের সূফীতত্ত্বে এ ছাড়া আর কোনো গোনাহ নেই।"

বস্তুত আল্লাহর হকের চেয়ে বান্দার হক কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহর হকের প্রতি যেমনি খেয়াল রাখতে হবে, বান্দার হকও যেন কোনোরূপ নষ্ট না হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

(٢٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُوْنُهٗ وَلَايَكْذِبُهٗ وَلَايَخْذُلُهٗ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهٗ وَمَالُهٗ وَدَمُهٗ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْتَقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ (ترمذى : ٢/١٥)

সহজ তরজমা

(২৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। যেন একে অন্যের বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তার সঙ্গে মিথ্যা কথা না বলে এবং অসুবিধার সময় তার সাহায্য বর্জন না করে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, মান-মর্যাদা সুসংহত। তাকওয়া ও পরহেযগারীর কেন্দ্রস্থল অন্তর। (সুতরাং কোনো ব্যক্তির অন্তরে তাকওয়া থাকলে, সে যেন নিজ মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। কেননা) কোনো ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। –তিরমিযী : ২/১৫

(٣٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ۔ (ترمذى : ٢/١٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে পার্থিব কোনো বিপদ থেকে মুক্ত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের অগণিত বিপদ থেকে মুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি লেন-দেনের ব্যাপারে কোনো দরিদ্র লোকের সাথে সহজ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লেগে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তার সাহায্যে লেগে থাকবেন। (তিরমিযী : ২/১৫)

(٣١) عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ

(متفق عليه، مشكوة : ٤٢٣)

সহজ তরজমা

(৩১) হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণকামনা করার অঙ্গীকার করে বায়'আত করেছি। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪২৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে তিনটি বিষয়ে বাই'আত গ্রহণের কথা উল্লেখ আছে : (১) নামায কায়েম রাখা। (২) যাকাত আদায় করা। (৩) মুসলমানের কল্যাণকামনা করা। এ তিনটি বিষয় উল্লেখ করার কারণ হল: কিছু ইবাদত আছে, যা আল্লাহর হক আদায় করণের জন্য ওয়াজিব বা ধার্য করা হয়েছে। আর কিছু ইবাদত বান্দার হক আদায়ের নিমিত্তে পালনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নামায এবং যাকাত। নামায হল, শারীরিক ইবাদত আর যাকাত হল আর্থিক ইবাদত। আল্লাহর ইবাদত জান এবং মাল উভয়টি দিয়েই করতে হবে। তাই এ দুই প্রকারের ইবাদতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বান্দার হক আদায়ের নিমিত্তে এমন একটি সার্বিক গুণের কথা আলোচিত হয়েছে, যার মধ্যে বান্দার হক আদায়ের সবদিক চলে এসেছে। সেটা হল, প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণকামনা। এই একটি গুণ অর্জন করতে পারলে বান্দার সবধরনের হক আদায় হয়ে যাবে। কেননা এ একটি গুণের মধ্যে সকল হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক অন্তর্ভুক্ত।

www.banglakitab.weebly.com

(٣٢) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِّنْ اُمَّتِىْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَّسُرَّهٗ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِىْ وَمَنْ سَرَّنِىْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ (البيهقى، مشكوة : ٤٢٥)

সহজ তরজমা

(৩২) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো অভাব পূরণ করবে ওই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন। –বাইহাকী, মিশকাত : ৪২৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"জামে সাগীর" কিতাবে বর্ণিত আছে : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের একটি প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হজ্ব এবং উমরার সমতুল্য সাওয়াব দান করবেন। এখানে প্রনিধাণযোগ্য যে, সামান্য ছোট্ট একটি আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা কত বড় পুরস্কার দান করছেন। তদুপরি এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে বড় ও মূল্যবান কী আছে?

بَابُ اِعَانَةِ الْمُسْلِمِ

মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতার অধ্যায়

(٣٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهٗ وَلَا يُسْلِمُهٗ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٤٢٢)

সহজ তরজমা

(৩৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না, তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোনো

www.banglakitab.weebly.com

একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। তদ্রূপ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কিয়ামতের দিন দোষ গোপন রাখার অর্থ হল, যারা সে দোষটি অবগত আছে, তাদেরকে তা বিস্মৃত করে দিবেন; এর কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, যারা সম্ভ্রান্ত ও লজ্জাশীল তাদের দোষ লুকিয়ে রাখা মুস্তাহাব। কিন্তু যারা নির্লজ্জ-বেপরোয়াভাবে ও প্রকাশ্যে গোনাহ করতে থাকে, তাদের দোষ প্রকাশ করে দেওয়া, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ও তাদেরকে এহেন গর্হিত কাজে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। তবে এক্ষেত্রেও বিচক্ষণতা প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(٣٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهٗ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ فَنَصَرَهٗ نَصَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَدْرَكَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ (رواه فى شرح السنة ، مشكوة : ٤٢٣)

সহজ তরজমা

(৩৪) হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তির সম্মুখে তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হয় আর সে তার (ওই ভাইয়ের) সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে এবং সে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তা'আলা ইহ ও পরকালে তার সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে যদি সে সাহায্য না করে, অথচ সাহায্য করার ক্ষমতা তার ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহকালে ও পরকালে পাকড়াও করবেন। -শরহে সুন্নাহ, মিশকাত : ৪২৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আলোচ্য হাদীসে 'সাহায্য করার' অর্থ হল, গীবতকারীকে গীবত থেকে বিরত রাখা এবং যার গীবত করা হচ্ছে ওই নিন্দিত ব্যক্তির সদগুণ বর্ণনা করে তাকে গীবতের শিকার হতে রক্ষা করা। এটা যদিও দেখতে গীবতকৃত ব্যক্তির সমর্থন ও সাহায্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা গীবতকারীর সাহায্য। কেননা এর ফলে সে গীবতের গোনাহ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কারো দোষ তার অগোচরে বর্ণনা করা হল গীবত। তবে যে দোষ বলা হচ্ছে, তা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে না থাকে, তা হলে একে 'বুহতান' বা অপবাদ বলা হয়। আর কারো উপর অপবাদ আরোপ করা গীবতের চেয়েও ভয়াবহ। গীবতকে কুরআন শরীফে নিজ মৃত ভাইয়ের শরীরের গোশত ভক্ষণ করার নামান্তর বলা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

(٣٥) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ ثَلَاثًا وَّسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيْهَا صَلَاحُ اَمْرِهٖ كُلِّهٖ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهٗ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (البيهقى، مشكوة :٤٢٥)

সহজ তরজমা

(৩৫) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মজলুমের ফরিয়াদে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তিহাত্তরটি মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করবেন। তন্মধ্যে একটি মাগফিরাত হল তার সমুদয় বিষয়ের পরিশুদ্ধি আর বাহাত্তরটি কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরকণ হবে। -বাইহাকী, মিশকাত : ৪২৫

بَابُ الرَّدِّ عَنْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ

মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা করার অধ্যায়

(٣٦) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (رواه فى شرح السنة، مشكوة : ٤٢٤)

সহজ তরজমা

(৩৬) হযরত আবু দারদা রাযি. বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যখন কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের মান-সম্মান বিনষ্ট করা হতে অন্যকে বিরত রাখে, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর কিয়ামতের দিন তার উপর হতে দোযখের আগুন প্রতিহত করা অপরিহার্য হয়ে যায়। তারপর [এর সমর্থনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"এবং ঈমানদারদের সাহায্য করা আমার উপর অপরিহার্য কর্তব্য।"

-শরহে সুন্নাহ, মিশকাত : ৪২৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোনো মুসলমানের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ চূড়ান্ত হবে। কিন্তু সে যদি অন্য কোনো কবীরা গোনাহ করে থাকে, তা হলে সে কারণে জাহান্নামে যেতে হতে পারে। এ গোনাহের শাস্তি ভোগ করে এরপর সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। যেমন : কোনো আসামী কোনো

www.banglakitab.weebly.com

মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করে কারাগার থেকে মুক্তির সনদ লাভ করল। কিন্তু অন্য কোনো মামলায় আসামী হওয়ার কারণে তাকে জেল গেট থেকেই গ্রেপ্তার করে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। অতএব বুঝা গেল, আদালত থেকে মুক্তির সনদ লাভ ও পুনঃ গ্রেপ্তারি একটা অপরটার পরিপন্থী নয়।

(٣٧) عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ اِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ ـ

(رواه ابو داؤد ، مشكوة : ٤٢٤)

সহজ তরজমা

(৩৭) হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের এমন জায়গায় সাহায্য পরিত্যাগ করবে, যেখানে তার সম্মানের হানি হচ্ছে বা মানহানি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন, যেখানে সে নিজেকে সাহায্য কারার আকাঙ্ক্ষা করবে। তদ্রুপ যে কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের এমন স্থানে সাহায্য করবে, যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে বা তার ইজ্জতহানি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে সে সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশা রাখে। –আবু দাউদ, মিশকাত : ৪২৪

(٣٨) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (رواه الترمذى ١٥/٢)

সহজ তরজমা

(৩৮) হযরত আবূ দারদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ তার ভাইয়ের ইজ্জত-আবরু বাঁচালে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আগুনকে তার চেহারা থেকে অপসারিত করবেন অর্থাৎ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। –তিরমিযী : ২/১৫

www.banglakitab.weebly.com

اَلْوَسْوَسَةُ وَمَاذَا يَفْعَلُ اِذَا وَجَدَهَا

অন্তরে কুমন্ত্রণা এলে করণীয় কি?

٣٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلُوْهُ اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ اَوَ قَدْ وَجَدْتُّمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ! قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ

(رواه مسلم، مشكوة : ١٨)

সহজ তরজমা

(৩৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের এক জামাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, (হুজুর) আমরা আমাদের অন্তরে এমন কথা ও কল্পনা পাই অর্থাৎ এসে যায়, যা ব্যক্ত করাকে আমাদের প্রত্যেকেই গুরুতর (অপরাধ ও তাতে ঈমান চলে গেছে) মনে করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি (সত্যই) এরূপ গুরুতর বলে মনে কর? তারা বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটাই তো তোমাদের সুস্পষ্ট ঈমানের পরিচয়। -মুসলিম, মিশকাত : ১৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ওয়াসওয়াসা হল, অন্তরের সে শয়তানি প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা, যার কারণে মানুষ কুফরি ও গোনাহের কাজে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে মনের মাঝে যে শুভবোধ ও কল্যাণমূলক চিন্তা-চেতনা প্রক্ষিপ্ত হয়, তাকে ইলহাম বলে।

ওয়াসওয়াসা দুই প্রকার। (১) অনৈচ্ছিক। (২) ঐচ্ছিক। অনৈচ্ছিক ওয়াসওয়াসা দুই প্রকার। (১) هاجس (হাজিস)। (২) خاطر (খাতির)। যে কুমন্ত্রণা আকস্মিকভাবে ও অনিচ্ছাবশত মনে উদিত হয় এবং সাথে সাথে চলেও যায়, তাকে হাজিস বলা হয়। এটা অপরাধ ন; সকলের জন্যই ক্ষমাযোগ্য। (২) অনিচ্ছায় যে কুমন্ত্রণা উদিত হয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করে মনের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, একে খাতির বলা হয়। এটা কেবল এ উম্মতের পক্ষে ক্ষমাযোগ্য।

ঐচ্ছিক ওয়াসওয়াসা দুই প্রকার। (১) هم (হাম্ম) (২) عزم (আযম)।

(১) মনের মাঝে ওয়াসওয়াসা আসার পর তা যদি ইচ্ছা করে ধরে রাখা হয় কিংবা মনের ভিতর ঘুরপাক খেতে থাকে এবং তা বাস্তবায়নের প্রবৃত্তি জাগে ও তা ভালো লাগে, তাকে هم বলে। যেমন: কারো মনে কোনো কিছু চুরি করার কুমন্ত্রণা আসল। এরপর তা তার মনে বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল, এমনকি সে চুরি করার ইচ্ছা করে ফেলল, তা হলে এ কুমন্ত্রণাকে هم বলা হবে। এ ওয়াসওয়াসা বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত গোনাহ হবে না। এ উম্মতের জন্য তা

www.banglakitab.weebly.com

ক্ষমাযোগ্য। এটা আমলনামায় লেখা হয় না বরং ইচ্ছা করে ফেলার পরও যদি নিজেকে সংযত রাখে, তা হলে বান্দা সাওয়াব পাবে।

(২) যে ওয়াসওয়াসা মনের মধ্যে এসে স্থির হয়ে গেছে এবং এর প্রতি মনের কোনো ঘৃণাবোধও নেই; কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়ার প্রধান বাধা হল, পর্যাপ্ত উপায় উপকরণ নেই। উপায়-উপকরণ এর ব্যবস্থা হয়ে গেলে সে অবশ্যই তা করবে। যেমন : কারো অন্তরে তার কোনো শত্রুকে হত্যার ওয়াসওয়াসা এল। এরপর সে ওয়াসওয়াসা তার মনে স্থির হয়ে গেল। এরপর সে সুযোগের সন্ধান করতে লাগল। পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করল। একে عزم (আযম) বলা হয়।

এ ধরনের ওয়াসওয়াসার উপর জবাবদিহি করতে হবে। তবে তা বাস্তবায়ন করলে যে ধরনের কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হত, তা হবে না অর্থাৎ এ ওয়াসওয়াসাটা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোনাহ ছোট পর্যায়ে থাকে আর যখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তখন তা বড় হয়ে যায়।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ও আলোচনা সেসব কর্মের ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। যেমন: চুরি, ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে সকল চিন্তা-ভাবনা মানুষ কেবল অন্তরে পোষণ করে, যেমন: গর্হিত বা নিষিদ্ধ মতবাদ ও বিশ্বাস এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। এগুলো অন্তরে লালন করতে থাকলে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। (মাযাহিরে হক, মিরকাত, আশিয়াতুল লামআত)

(٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهْ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٨)

সহজ তরজমা

(৪০) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শয়তান তোমাদের মধ্যে কারো নিকট আসে (এবং বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে) প্রশ্ন করতে থাকে– এটা কে সৃষ্টি করেছেন? ওটা কে সৃষ্টি করেছেন? এরপর এক পর্যায়ে সে প্রশ্ন করে বসে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন শয়তান এ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং এখানেই ক্ষান্ত হয়। (শয়তানের সাথে তর্ক হতে প্রার্থনাই শ্রেয়। মানুষরূপী শয়তানের বেলায়ও তা-ই।) –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শয়তানের এ ধরনের ওয়াসওয়াসার মূল উদ্দেশ্য হল, বিভ্রান্ত করা ও কুফরির দিকে টেনে নেওয়া। বস্তুত সকল জিনিসের স্রষ্টা তো তিনিই তাকে আবার সৃষ্টি

www.banglakitab.weebly.com

করবে কে? এভাবে স্রষ্টার স্রষ্টা, তার স্রষ্টা কল্পনা করতে থাকলে এমন এক অসীম ও অনিঃশেষ ধারা শুরু হয়ে যাবে, যার কোনো অন্ত থাকবে না। আর এ অনন্ত ধারা বা "তাসালসুলে গায়রে মুতানাহী" যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য। এ ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হল, নফ্সকে ভিন্ন চিন্তায় ব্যাপৃত করে দিবে আর মনকে গায়রুল্লাহর সংশ্রব থেকে মুক্ত করে ফেলবে।

اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ

আল্লাহর সাথে শরীক করা

(٤١) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(رواه مسلم، مشكوة :١٥)

সহজ তরজমা

(৪১) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দু'টি বিষয় (অপর দু'টি বিষয়কে) অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে দু'টি বিষয় কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে মরেছে, সে অবশ্যই দোযখে যাবে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মরেছে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। –মুসলিম, মিশকাত : ১৫

(٤٢) عَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ اِلَّا مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ! هَلْ تَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّايُعَذِّبَ مَنْ لَّايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَاتُبَشِّرُوْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا.

(متفق عليه، مشكوة : ١٤)

সহজ তরজমা

(৪২) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. বলেন, একবার আমি একই গাধার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করলাম; আমার ও তাঁর মধ্যে

www.banglakitab.weebly.com

হাওদার হেলান কাঠ ব্যতীত অপর কিছুরই ব্যবধান ছিল না। (অর্থাৎ আমি তাঁর অতি নিকটে ছিলাম। তখন আমাকে সম্বোধন করে) তিনি বললেন : হে মু'আয! তুমি কি অবগত আছ যে, বান্দাদের উপর আল্লাহর কী হক এবং আল্লাহর নিকটই বা (তাঁর) বান্দাদের কী হক রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয় অধিক অবগত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হল, তারা আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুই শরীক করবে না। আর আল্লাহর নিকট বান্দাদের হক হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না (যেভাবে মুশরিক কাফিরদের দিবেন)। আমি বললাম, তা হলে কি আমি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: না, এ সংবাদ দিও না; তা হলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে (আমল করবে না)।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলে কারীম ﷺ বিনয়স্বরূপ কখনো কখনো গাধায় চড়তেন। এ হাদীসে যে বলা হয়েছে, "যে শিরিক করবে না, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না" –এ কথার অর্থ হল: কাফিরদেরকে যেভাবে জাহান্নামে স্থায়ী শাস্তি দেওয়া হবে, তদ্রূপ চিরস্থায়ী শাস্তি দেওয়া হবে না। যদি অন্য গোনাহের কারণে কিছু শাস্তি হয়, তা হলেও শেষ পরিণামে মুক্তি পেয়ে যাবে। কাফিরদের মতো অনন্ত অসীম কালের চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

"বান্দার উপর আরোপিত আল্লাহর হক" এ কথার অর্থ হল: আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপর অর্পিত দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব হল, বান্দা আল্লাহর দাসত্ব (বন্দেগি) করবে। তার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না।

"আল্লাহর উপর বান্দার হক" এ কথাটির অর্থ হচ্ছে: আল্লাহর জন্য যা শোভনীয় অর্থাৎ বান্দা যদি তার দায়িত্ব পালন করে, তা হলে আল্লাহ তা'আলার জন্য শোভনীয় হল, তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না।

আল্লাহ তা'আলার উপর যেহেতু কোনো কিছু আবশ্যক নয়, তাই এরূপ অর্থ করা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, "আল্লাহর উপর বান্দার হক" বাক্য ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বশীল বান্দাকে শাস্তি না দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কেউ কেউ বলেছেন: এখানে "বান্দার উপর আল্লাহর হক" এর বিপরীতে আরবি অলঙ্কার শাস্ত্রের مشاكلة রীতি অনুসারে "আল্লাহর উপর বান্দার হক" বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই প্রথম ক্ষেত্রে "উপর" শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ বান্দা যদি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে, তা হলে আল্লাহর কাছে সে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com

কুরআন শরীফ থেকে আররি অলঙ্কার শাস্ত্রের مُشَاكَلَة রীতির একটি উদাহরণ: হযরত ঈসা আ. বলেছিলেন,

تَعْلَمُ مَافِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ

এখানে হযরত ঈসা আ. নিজের নফসের কথা বলে مُشَاكَلَة স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার নফসের কথাও বলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা নফস হতে মুক্ত।

এখানে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য, রাসূলে কারীম ﷺ নিষেধ করা সত্ত্বেও হযরত মু'আয রাযি. এ হাদীস কিভাবে বর্ণনা করে দিলেন? এর জবাব হল: রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিষেধ করার কারণ হল, সেকালে অধিকাংশ লোক নতুন মুসলমান হয়েছিল। তখনও তারা আমলের উপর স্থির হয় নি। তাই এ হাদীস শুনলে তারা এর উপর ভরসা করে আমলে দৃঢ় হবে না বলে তিনি ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয়ত হযরত মু'আয রাযি. নিজেই বলেছেন, তিনি মৃত্যুর প্রাককালে এ হাদীস বর্ণনা করে দিয়েছেন; যেন তিনি ইলম গোপন রাখার অপরাধে অপরাধী না হন।

(٤٣) عَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَاتَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَاتَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَاتَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهٗ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ ـ

(رواه احمد، مشكوة : ١٨)

সহজ তরজমা

(৪৩) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি তারা তোমাকে তোমার পরিবার ও তোমার সম্পদ ছেড়ে যেতে বলেন। (৩) ইচ্ছা করে কখনও ফরয নামায তরক করবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায তরক করবে, তার

www.banglakitab.weebly.com

(হেফাযতের) পক্ষে আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব উঠে যাবে। [এখন তাকে কাফিরের মতো হত্যা করা যাবে।] (৪) কখনও শরাব পান করবে না। কেননা তা সমস্ত অশ্লীলতার মূল। (৫) সাবধান! (সর্বদা) গোনাহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা গোনাহের দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ এসে থাকে! (৬) খবরদার! জিহাদ হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। (৭) যখন লোকের মধ্যে মহামারী দেখা দিবে আর তুমি সেখানে থাকবে, তখন সেখানে অবস্থান করবে (পলায়ন করবে না)। (৮) তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (কার্পণ্য করে তাদের খাওয়ায় কষ্ট দিবে না)। (৯) তাদের (পরিবারের লোকদের) আদব-কায়দা শিক্ষা দানের ব্যাপারে শাসন হতে কখনও বিরত থাকবে না। (১০) এবং আল্লাহর সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে।

–আহমদ, মিশকাত : ১৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"পিতা-মাতা যদি স্ত্রী-সন্তান ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করতে বলেন, তবুও তাদের অবাধ্য হওয়া যাবে না।" উল্লিখিত হাদীসের এ অংশটির আলোকে আহলে জাহের বা বাহ্যিকপন্থীদের মত হল: পিতা-মাতা যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন, তা হলে তালাক দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও বিজ্ঞ আলিমদের মত হল: যদি বাস্তবেই স্ত্রী এমন অপরাধ করে, যে কারণে তাকে তালাক দেওয়া যায় কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ীকে কষ্ট দেয়, তা হলে তাকে তালাক দেওয়া জায়েয। নতুবা বিনা অপরাধে শ্বশুর-শাশুড়ী যদি পুত্রবধূর সাথে ঝগড়া করে বা তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, যেমনি বদভ্যাস অনেক শ্বশুর-শাশুড়ীরই রয়েছে; তা হলে এরূপ অবস্থায় পিতা-মাতার কথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করা জুলুম ও গোনাহের কারণ।

(٤٤) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا ابْنَ اٰدَمَ! اِنَّكَ لَوْ لَقِيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَاتُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔ (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٠٤)

সহজ তরজমা

(৪৪) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়েও আমার সাক্ষাৎ কর এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তা হলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।

–তিরমিযী, আহমদ ও দারমী

www.banglakitab.weebly.com

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى مَنِ ابْتَغٰى سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

জাহিলি যুগের রীতি অন্বেষীর উপর হুঁশিয়ারী

(٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهٗ ـ

(رواه البخارى، مشكوة : ٢٧)

সহজ তরজমা

(৪৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবেচেয়ে ঘৃণিত– (১) যে ব্যক্তি মক্কার হারামে নিষিদ্ধ বা গোনাহের কাজ করে। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে (ইসলামপূর্ব) জাহেলি যুগের রীতি অনুসরণ করে। (৩) যে বক্তি বিনা অপরাধে নিছক রক্তপাতের জন্যই (বিচারকের নিকট) কোনো মুসলমানের রক্ত চায়।

–বুখারী, মিশকাত : ২৭

اَلنَّهْىُ عَنِ الطِّيَرَةِ

অশুভ লক্ষণ হতে নিষেধাজ্ঞা

(٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاعَدْوٰى وَلَاطِيَرَةَ وَلَاهَامَةَ وَلَا صَفَرَ ـ (وراه البخارى ، مشكوة : ٣٩١)

সহজ তরজমা

(৪৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোগে কোনো সংক্রমণ নেই। পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই। তারকার (উদয় বা অস্ত যাওয়ার) প্রভাবে বৃষ্টি হওয়া ভিত্তিহীন এবং সফর মাসে অশুভ নেই। –বুখারী, মিশকাত : ৩৭১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا عَدْوٰى "কোনও সংক্রমণ নেই" এর অর্থ হল: 'সংক্রমণ' রোগ সৃষ্টির মূল কারণ নয়। রোগ সৃষ্টির মূল কারণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। আল্লাহ তা'আলা কারো মধ্যে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে চাইলে সংক্রমণ ও অন্য কোনো মাধ্যম ছাড়া এমনিতেই রোগ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে রোগমুক্ত রাখতে চান, তা হলে সংক্রমণ বা অন্য কিছুই তাকে রোগী বানাতে পারবে না। অথচ জাহিলি যুগের বিশ্বাস ছিল, সংক্রমণই রোগ সৃষ্টির মূল

www.banglakitab.weebly.com

কারণ। তাই হাদীসে এ বিষয়টিকে নফি জিনসের অব্যয় ﻻ ব্যবহার করে অস্বীকার করা হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাতটি রোগ সংক্রামক হিসেবে চিহ্নিত। (১) কুষ্ঠ রোগ। (২) চুলকানি। (৩) বসন্ত। (৪) দাদ। (৫) মুখের দুর্গন্ধ। (৬) চোখ ওঠা রোগ বা কনজাংটিভাইটিস। (৭) মহামারি বা প্লেগ। তবে এ সংক্রমণ প্রাথমিক কারণের পর্যায়ে। এটাই মূল কারণ নয়। মূল কারণ হল, আল্লাহর ইচ্ছা। কাজেই একবার জনৈক বেদুঈন রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল: আমার কোনো উটের চুলকানি হলে অন্য সকল উটের মাঝে তা সংক্রমিত হয়। (এ কথা বলে সে উটের চুলকানির মূল কারণ হিসেবে সংক্রমণকে চিহ্নিত করেছিল। তাই) রাসূলে কারীম ﷺ তার ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বললেন, (সংক্রমণই যদি উটের চুলকানির একমাত্র কারণ হয়, তা হলে) সর্বপ্রথম যে উটের চুলকানি হয়েছিল, তার মধ্যে কোত্থেকে সংক্রমিত হয়েছিল?

বস্তুত রোগসৃষ্টির জন্য সংক্রমণ মৌলিক কারণ নয় বরং এটি একটি মাধ্যম মাত্র। যার কার্যকারিতা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

وَلَا طِيَرَةَ –ইসলামের দৃষ্টিতে অপয়া বা কুলক্ষুণে বলতে কোনো কিছু নেই। কোনো বস্তুর মধ্যে উপকার করা বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা বা প্রভাব নেই। যা হওয়ার তা হবেই। ভরা কলসি বা শূন্য কলসি, পাখি ডানে উড়ে যাওয়া বা বামে উড়ে যাওয়ার মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণের কিছু নেই। তৎকালীন আরবের প্রথা ছিল, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের ইচ্ছা করলে বা কোথাও সফরে বের হওয়ার সংকল্প করলে পাখি বা হরিণ ছেড়ে দিত। যদি তা ডানে যেত, তা হলে সে কাজ বা সফরটিকে সফল ও কল্যাণকর মনে করত আর যদি বাম দিকে যেত, তা হলে অকল্যাণকর মনে করে তা বর্জন করত।

অথচ পাখির ডানে বা বামে যাওয়ার সাথে কাজটি কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হওয়ার কোনো দখল নেই। এটা একটি কল্পনাবিলাশ মাত্র। তাই ইসলাম কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো কাজকে কুলক্ষুণে মনে করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে। শরী'অত স্পষ্ট বলে দিয়েছে: لَا طِيَرَةَ । ইসলাম কোনো ধরনের কুলক্ষণকে সমর্থন করে না। যে কাজে আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন, তাই হবে। তবে নামাযের মাধ্যমে ইস্তেখারা করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। ইস্তেখারার মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞ ও হিতাকাঙ্ক্ষী লোকদের সাথে পরামর্শ করে ইতিবাচক হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজটি শুরু করা উচিত।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম কুলক্ষণ গ্রহণ করতে নিষেধ করলেও সুলক্ষণ গ্রহণ করতে নিষেধ করে নি বরং শুভলক্ষণ গ্রহণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন: কোনো দুর্গ দখল করা যাচ্ছে না। ইতঃমধ্যে ফাতেহ (বিজয়ী) নামক কোনো সেনাপতির উপর সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হল। তখন যদি

www.banglakitab.weebly.com

কেউ শুভলক্ষণ স্বরূপ বলে, "ফাতেহ" এবার ফাতাহ (বিজয়) ছিনিয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ, তা হলে এতে কোনো সমস্যা নেই।

বস্তুত শরী'অতের দৃষ্টিতে কুলক্ষণ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তবে শুভলক্ষণ গ্রহণ করা প্রশংসনীয়। এতে হেকমত নিহিত রয়েছে, বান্দা কখনো নেতিবাচক চিন্তা করবে না বরং সবসময় আল্লাহর দরবারে কল্যাণ ও শুভ পরিণামের আশা রাখবে। কেননা হতাশা প্রকাশ করা কিংবা কুচিন্তা করা কখনো সমীচীন নয়। তাই শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজকে অপয়া ভেবে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে যাওয়া উচিত নয় বরং ওই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজে লেগে যাওয়া উচিত।

وَلَا هَامَةَ : هَامَةَ এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে।

(ক) পেঁচা। আরবরা পেঁচাকে কুলক্ষুণে মনে করত। কারো ঘরে যদি পেঁচা এসে বসত, তা হলে সে তার নিজের কিংবা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর সংবাদ মনে করত অথবা মনে করত, তার ঘর বিরাণ ও বিজন হয়ে যাবে।

(খ) هَامَةَ এর দ্বিতীয় অর্থ হল, খুলি। তৎকালীন আরবরা মনে করত, কেউ যদি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তা হলে তার আত্মা কিংবা খুলি পেঁচার রূপ ধরে তার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার আগ পর্যন্ত "আমাকে পানি দাও, আমাকে পানি দাও" বলে চিৎকার করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ لَا هَامَةَ বলে তাদের এ কুসংস্কার ও ভুল ধারণার অপনোদন করে দিলেন।

وَلَا صَفَرَ : صَفَرَ বলে হাদীসে কী বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে ব্যাখ্যাতাগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন : এর দ্বারা হিজরী বর্ষপঞ্জির ২য় মাস সফর মাস উদ্দেশ্য। জাহিলি যুগের লোকেরা ধারণা করত, এ মাসটি বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ অবতীর্ণ হওয়ার মাস। বস্তুত এ ধারণাটিও অমূলক।

কেউ কেউ বলেছেন : জাহিলি যুগে মানুষ সফর মাসে বিবাহ-শাদি অলক্ষুণে মনে করত। রাসূলে কারীম ﷺ وَلَا صَفَرَ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর বিবাহ এ মাসেই সম্পন্ন হয়েছে। তা সত্ত্বেও অদ্যাবধি মানুষ এ মাসকে বিবাহ-শাদীর জন্য অলক্ষুণে মনে করে।

কেউ কেউ বলেছেন: صَفَرَ অর্থ পেটের এক ধরনের কৃমি, যা ক্ষুধার সময় খুব উথলে ওঠে। এর ফলে কখনো শরীর হরিদ্রবর্ণ হয়ে যায়। এর কারণে রোগী মারাও যেতে পারে। সেকালে আরবদের ধারণা ছিল, এটা চর্মরোগের চেয়েও বেশি সংক্রামক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ অমূলক ধারণা রহিত করে দিলেন।

(٤٧) عَنْ قُطْنِ بْنِ قُبَيْصَةَ رض عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيَرَةُ مِنَ الْجِبْتِ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٣٩٢)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৭) হযরত কাতান ইবনে কাবীছা রাযি. তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (ভাগ্যের ভালো-মন্দ নির্ণয়ের জন্য) পাখী উড়ানো বা ঢিলা ছোঁড়া বা কোনো কিছুতে অশুভ লক্ষণ মান্য করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

–আবু দাউদ, মিশকাত : ৩৯২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عِيَافَة-ও কুলক্ষণ গ্রহণ করার এক ধরনের মাধ্যম। পশু-পাখির ডাক, শূন্য কলসি ইত্যাদি যে কোনো কুলক্ষণকে طِيَرَة বলা হয়। আর কেবল পশু-পাখির ডাক (যেমন : কাকের কা কা ইত্যাদি) থেকে কুলক্ষণ নেওয়াকে عِيَافَة বলা হয়। সারকথা হল, طِيَرَة ব্যাপক আর عِيَافَة বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

(٤٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ قَالَهُ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ـ (ابو داؤد مشكوة : ٣٩٢)

সহজ তরজমা

(৪৮) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরক। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার মনে অশুভ লক্ষণের ধারণা উদ্রেক হয় না; কিন্তু আল্লাহর উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা করলে তিনি উহা দূরীভূত করে দেন। –আবু দাউদ ও তিরমিযী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরক হওয়ার অর্থ হল, তা মুশরিকদের ধ্যান-ধারণা ও সংস্কারের একটি বিশেষ সংস্কার। উপরন্তু এটা শিরকে খফী বা অস্পষ্ট শিরকে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম। তবে কেউ যদি "কুলক্ষণ" দেখে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, উদ্দীষ্ট কাজটির পরিণাম ভালো হবে না, তা হলে এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, কোনো কাজে কুলক্ষণ দেখে যদি মনে সংশয় সৃষ্টি হয়, তা হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজটি শুরু করে দিবে।

(٤٩) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنُهَا اَلْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ (ابو داؤد، مشكوة : ٣٩٢)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৯) হযরত উরওয়া ইবনে আমের রাযি. হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মুখে অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন : নেক ফাল গ্রহণ করাই উত্তম। কোনো মুসলমানকে অশুভ লক্ষণ তার উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। অবশ্য যদি তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পায়, তবে এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ لَايَاْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ الخ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! ভালো কাজ আপনার দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং মন্দ আপনিই দূর করেন। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।

–আবু দাউদ, মিশকাত : ৩৯২

(٥٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَمْسَكَ اللّٰهُ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهٖ خَمْسَ سِنِيْنَ ثُمَّ اَرْسَلَهٗ لَاَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ ـ

(رواه النسائى، مشكوة : ٣٩٤)

সহজ তরজমা

(৫০) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হতে পাঁচ বছর বৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন এবং তারপর তা বর্ষণ করেন, তবুও মানুষের একদল এই বলে আল্লাহকে অস্বীকার করবে যে, মেজ্‌দাহ চাঁদ কক্ষপথে পৌছানোর কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। –নাসাঈ, মিশকাত : ৩৯৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مِجْدَح চাঁদের ২৮টি কক্ষপথের একটি কক্ষপথ। চাঁদ এ কক্ষপথে পৌছুলে বিশেষ স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। তবে এটাকে প্রকৃত নিয়ামক মনে করা কুফরি। আলোচ্য হাদীসের সারমর্ম হল, চাঁদ বা তারকার কক্ষপথকে বৃষ্টির প্রকৃত কারণ মনে করা কুফরি। এটা জ্যোতির্বিদদের অমূলক ধারণা মাত্র। কেননা বছরের পর বছর যখন বৃষ্টিপাত হয় না, তখন কি চাঁদ বা তারকার আবর্তন বন্ধ থাকে? চাঁদ বা তারকা কি ওই কক্ষপথসমূহে পৌছয় না?

বস্তুত চাঁদ বা তারকা নিয়মিত তাদের কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে না, এর দ্বারা বুঝা যায়, বৃষ্টিপাত হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে সে সকল কক্ষপথের কোনো প্রভাব নেই। সবকিছুর মূল নিয়ামক হল, আল্লাহ তা'আলা।

www.banglakitab.weebly.com

(١٥) نَهْيٌ عَنْ اِتْيَانِ الْكَهَّانِ

জ্যোতিষীর নিকট আগমন করা হতে নিষেধাজ্ঞা

(٥١) عَنْ حَفْصَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَاَلَهٗ عَنْ شَيْئٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهٗ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٣٩٣)

সহজ তরজমা

(৫১) হযরত হাফ্সা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য মনে করে) তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না।

–মুসলিম, মিশকাত : ৩৯৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নামায কবুল না হওয়ার অর্থ সে সংখ্যক দিনসমূহের নামাযের সাওয়াব পাবে না। তবে তার ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে; কাযা পালন করতে হবে না। সামান্য একটু ভুলের কারণে নামাযের মতো শ্রেষ্ঠ ইবাদতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা! এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় অর্থাৎ হাদীসটিতে কেবল নামায কবুল না হওয়ার কথা বলা হয়েছে; অন্য ইবাদতের কথা বলা হয় নি। তাতে অনুমিত হয়ে যায় যে, নামাযের মতো ইবাদত যেখানে কবুল হচ্ছে না, সেখানে অন্য ইবাদত তো কবুল হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আরবীতে عَرَّاف এবং كَاهِن শব্দদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য হল, كَاهِن (কাহিন) অর্থ, যে ভবিষ্যতের সংবাদ বলে আর عَرَّاف (আররাফ) হল, যে হারানো বা চুরি হওয়া বস্তুর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দেয়।

(٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ اَوْ اَتٰى اِمْرَاَتَهٗ حَائِضًا اَوْ اَتٰى اِمْرَاَتَهٗ فِىْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ـ (رواه احمد وابو داؤد. مشكوة :٣٩٣)

সহজ তরজমা

(৫২) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষের কাছে যায় এবং সে যা বলে, তা বিশ্বাস করে অথবা যে তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা সে তার স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে, সে ওই জিনিস হতে সম্পর্কহীন হয়ে গেল, যা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। –আহমদ ও আবু দাউদ, মিশকাত : ৩৯৩

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে যে ব্যক্তি হালাল ও বৈধ মনে করে করবে, সে কাফির বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে বৈধ মনে করে করবে না, সে কাফির বলে গণ্য হবে না। সে ক্ষেত্রে হাদীসটি দ্বারা হুমকি ও সতর্কবাণী উদ্দেশ্য।

(٥٣) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُوْمِ لِغَيْرِ مَاذَكَرَ اللّٰهُ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ اَلْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ ـ

(رواه رزين، مشكوة : ٣٩٤)

সহজ তরজমা

(৫৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নক্ষত্রবিদ্যা বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশিত (তিন) উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সে বস্তুত যাদুবিদ্যার এক অংশ হাসিল করেছে। আর জৌতিষী হল প্রকৃতপক্ষে গণক আর গণক হল যাদুকর আর যাদুকর হল কাফির। –রাযীন, মিশকাত : ৩৯৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলা তারকারাজির তিনটি ফায়দার কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। (১) তারকাজি হল, শয়তানদের বিতাড়নের পাথর সদৃশ। যেমন : ইরশাদ হচ্ছে, زِيْنَةً لِلسَّمَآءِ (২) رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ আকাশের শোভা বর্ধনকারী। (৩) هُدًى لِلسَّائِرِيْنَ নাবিক ও পথিকদের পথনির্দেশ ও দিকনির্দেশক।

হাদীস শরীফে আছে, যারা তারকারাজির উপর্যুক্ত ফায়দা ছাড়া আর কিছু বলবে, তারা ভুল করবে। যে কাজ ফিরিশতা ও নবী-রাসূলগণ করেন নি, সে কাজ করতে গিয়ে তারা নিজেদের মূল্যবান জীবন নষ্ট করবে। আল্লাহর শপথ! তারকার মাঝে জীবন নেই, এমনকি মৃত্যুও নেই। এতে কারো রিযিকও নেই।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللّٰهِ

গায়রুল্লার নামে শপথ করা নিষেধ

(٥٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ (رواه الترمذى، مشكوة :٢٩٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৪) ইবনে উমর রাযি. বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে শপথ করল, সে শিরক করল।

–তিরমিযী, মিশকাত : ২৯৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মানুষ যে জিনিসকে বড় বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, সাধারণত সে জিনিসের নামে কসম খায়, শপথ করে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সবার চেয়ে বড়, তাই কসম খেলে আল্লাহর নামেই কসম খেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের নামে কসম খাওয়া মানে আল্লাহ তা'আলাকে ছোট করা এবং যে বস্তুটির কসম খাওয়া হল, তাকে বড় করা। এটা সম্মানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করার নামান্তর। ছেলের মাথা খাওয়া, বিদ্যার কসম খাওয়া যদিও শিরক নয়, কিন্তু কবিরা গোনাহ বটে। আল্লাহ তা'আলার সত্তাবাচক নাম বা গুণবাচক নাম ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাওয়া মাকরূহে তাহরিমী। কাবা শরিফ, ফিরিশতা, নবী-রাসূল, আমানত, হায়াত, রূহ সব একই সমতুল্য।

ইবনে হুমাম রহ. বলেন: আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য জিনিস– যেমন: নবী-রাসূল, কাবা শরীফ, কুরআন শরীফ ইত্যাদির নামে কসম খেলে কসম হবে না।

(٥٥) عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ـ (رواه داؤد، مشكوة : ٢٩٦)

সহজ তরজমা

(৫৫) হযরত বুরাইদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'আমানত' শব্দের দ্বারা কসম করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। –আবু দাউদ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে শুধু আমানতের কসম খাবে, সে মুসলিম উম্মাহর অনুসারী নয়। কেননা এটা মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরী'অতের নিয়ম বহির্ভূত কাজ। আহলে কিতাব ইহুদি খ্রিষ্টানদের মধ্যে এ রীতি প্রচলিত ছিল। শুধু আমানতের কসম খেলে কসম হবে না এবং এর ফলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তবে আমানত শব্দটিকে যদি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে "আল্লাহর আমানতের কসম" এরূপে বলে, তা হলে কসম হয়ে যাবে। এ কসম ভাঙলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

(٥٦) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ ـ
(متفق عليه ـ مشكوة : ٢٩٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বাপ-দাদার নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি একান্তই কসম খেতে চায়, তার উচিত হয়তো আল্লাহর নামেই কসম খাবে, অন্যথায় চুপ থাকবে (কসম না খাওয়া)।

–বুখারী, মুসলিম, মেশকাত : ২৯৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বাপ-দাদার নামের কসম খাওয়ার নিষেধাজ্ঞাটি উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কারো নামে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ।

(٥٧)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلَابِاُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْاَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ اِلَّا وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ۔
(رواه ابوداؤد والنسائى، مشكوة : ٢٨٦)

সহজ তরজমা

(৫৭) আবু হুরাইয়া রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, মা এবং দেবতা প্রতিমাদের নামে শপথ করো না। আর আল্লাহ্‌র নামেও শপথ করো না, যতক্ষণ না তোমরা তাতে সত্যবাদী হও।

–আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত : ২৮৬

(٥٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَاتَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَنْ يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ۔ (متفق عليه، مشكوة : ٢٩٦)

সহজ তরজমা

(৫৮) আবদুর রহমান বিন সামুরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবদুর রহমান বিন সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা যদি তা তোমাকে আবেদন ও চাওয়ার কারণে দেওয়া হয়, তা হলে তার সাথে তোমাকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ তখন তুমি আল্লাহর সাহায্য পাবে না। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেওয়া হয়, তা হলে সেই দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি কখনো কোনো শপথ কর এবং পরে তার

www.banglakitab.weebly.com

বিপরীত করাটাকে উত্তম মনে কর, তখন তার কাফফারা আদায় করবে এবং সেই উত্তম কাজটি বাস্তবে পরিণত করে ফেলবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে : প্রথমে সেই উত্তম কাজটি করে ফেলো এবং পরে তোমার কসমের কাফফারা আদায় করে দাও। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৯৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"নেতৃত্ব কামনা করবে না" হাদীসে নেতৃত্ব, পদ, পদবী ইত্যাদি যাচনা করে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা নেতৃত্ব অনেক জটিল ও কঠিন কাজ। নেতৃত্বের হক যে কেউ আদায় করতে পারে না।

"কসম খাওয়ার পর যা ভালো মনে হয়, তা করবে" অর্থাৎ কেউ গুনাহের কাজ করার কসম খেল। এখন তার জন্য কসম রক্ষার জন্য গোনাহ করার অবকাশ নেই বরং গোনাহের কাজ না করে কসম ভাঙার কাফফারা আদায় করবে। আর যদি এমন কাজের কসম খায়, যা করা-না করা উভয়টি জায়েয হলেও করা ভালো। যেমন: স্ত্রীর সাথে একমাস সহবাস না করার কসম খেল। এ অবস্থায় কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা উত্তম। তবে কসম না ভাঙারও অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি এমন কাজ না করার কসম খায়, যা করা-না করা উভয়টি সমান, তা হলে কসম রক্ষা করবে। যেমন– কেউ কসম খেল, আমার এ সাদা জামাটি পরিধান করব না; তা হলে এক্ষেত্রে কসমের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে কসম রক্ষা করবে।

হানাফী ফিকাহবিদদের মতে কসম ভাঙার আগে কাফফারা ওয়াজিব হয় না।

মাসআলা : কসম ভাঙার কাফফারা হল, দশজন অভাবী লোককে দুই বেলা পেট ভরে খানা খাইয়ে দিবে অথবা দুই বেলা খেতে পারে, এ পরিমাণ খাদ্য-শস্য ও সবজি দিয়ে দিবে। এজন্য প্রত্যেক অভাবীকে দুই সের গম অথবা সমমূল্যের চাউল দিবে। অথবা দশজন অভাবীকে বস্ত্র দিবে। বস্ত্র এতটুকু পরিমাণ হতে হবে, যার দ্বারা শরীরের অধিকাংশ আবৃত করা যায়। অন্ন বা বস্ত্র যে কোনো একটা দেওয়ার অবকাশ রয়েছে।

মাসআলা : কেউ যদি এত নিঃস্ব বা গরিব হয় যে, দশজন অভাবীকে খানা খাওয়াতে বা বস্ত্র দিতে সক্ষম নয়, তা হলে ধারাবাহিকভাবে (পরপর) তিনটি রোযা রাখবে। মাঝে বিরতি দিয়ে রোযা রাখলে কাফফারা আদায় হবে না।

মাসআলা : কসম ভাঙার আগেই যদি কাফফারা আদায় করে ফেলে, এরপর কসম ভাঙে, তা হলে কাফফারা আদায় হবে না বরং কসম ভাঙার পর পুনরায় কাফফারা আদায় করতে হবে।

(٥٩) عَنْ عَابِسِ ابْنِ رَبِيْعَةَ رض قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ مَاتَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا اَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتُكَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٢٢٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৯) হযরত আব্বাস ইবনে রাবিয়া বলেন : আমি হযরত উমর রাযি.-কে হাজরে আসওয়াদ চুমো দিতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি– আমি নিশ্চিতরূপে জানি, তুমি এমন একটি পাথর, যা কারো লাভ-লোকসান করতে পার না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুমো দিতে না দেখতাম, আমি কখনো তোমাকে চুমো দিতাম না। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২২৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে হযরত উমর রাযি.-এর উপর্যুক্ত উক্তির অর্থ হল : যারা নতুন মুসলমান হয়েছে, কিছুদিন পূর্বেও যারা মূর্তির পূজা করত, তারা যেন পাথর চুম্বনের দৃশ্য দেখে ভুল ধারণার বশবর্তী না হয়। তারা যেন মনে না করে যে, পাথর মানুষের কোনো উপকার বা ক্ষতিসাধন করতে পারে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু পাথরটিকে চুম্বন করেছেন, তাই এটিকে চুম্বন করা সাওয়াবের কাজ। কেননা এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ পাওয়া যায়।

(٦٠) اِنَّ عُمَرَ رض لَمَّا بَلَغَهُ اَنَّ النَّاسَ يَتَنَاوَبُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِىْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا بِالنَّبِيِّ ﷺ اَرْسَلَ اِلَيْهَا فَقَطَعَهَا ـ

(مجالس الابرار :١٢١)

সহজ তরজমা

(৬০) বর্ণিত আছে, যখন হযরত উমর রাযি.-এর কাছে এ সংবাদ পৌছাল যে, (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ যে গাছের নিচে বাই'আত করেছিলেন, তার কাছে দলে দলে লোকেরা (বরকত অর্জনের লক্ষ্যে) আনাগোনা শুরু করেছে, তখন তিনি তথায় এক লোক পাঠিয়ে গাছটি কেটে দিলেন।

–মাজালিসুল আবরার : ১২১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উমরা করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। হুদাইবিয়া নামক জায়গায় পৌছুয়ে তাঁরা যাত্রা বিরতি করেন। এদিকে মক্কাবাসীর সাথে সন্ধি করার জন্য হযরত উসমান রাযি.-কে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। ইতঃমধ্যে ইবলিস মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটিয়ে দিল, মক্কাবাসীরা উসমান রাযি.-কে হত্যা করে ফেলেছে। এ সংবাদে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের থেকে এ মর্মে বাই'আত গ্রহণ করেন যে, প্রয়োজন হলে জান-মাল সব আল্লাহর পথে কুরবানি দিব। আলোচ্য হাদীসে এ বাই'আতের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। লোকজনের আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণের জন্য হযরত উমর রাযি. সে গাছটি কর্তন করিয়েছিলেন। কেননা ধীরে ধীরে এ গাছটিকে কেন্দ্র করে "পূজা-পার্বন" ও মান্নতের রেওয়াজ গড়ে ওঠার আশঙ্কা ছিল।

www.banglakitab.weebly.com

اَلرِّيَاءُ

লৌকিকতা

(٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا مِنْهُ بَرِئٌ هُوَ لِلَّذِىْ عَمِلَهُ۔
(رواه مسلم، مشكوة : ٤٥٤)

সহজ তরজমা

(৬১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি অংশীবাদীদের অংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমলে (এবাদতে) আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে তার সেই শিরকসহ আমল বর্জন করি। অপর এক বর্ণনায় আছে : তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুত ওই কাজ বা আমলটি তার জন্যই গণ্য হবে, যার জন্য সে করেছে। –মুসলিম, মিশকাত : ৪৫৪

(٦٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ فُضَالَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ يُنَادِىْ مُنَادٍ مَنْ كَانَ اَشْرَكَ فِىْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ اَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ۔(رواه احمد، مشكوة :٤٥٤)

সহজ তরজমা

(৬২) হযর আবু সাঈদ ইব্নে আবু ফোযালা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে একত্রিত করবেন, যেদিন (আসা) সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই, সেদিন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে– যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো আমল করতে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়েছে, সে যেন আল্লাহ ব্যতীত ওই ব্যক্তির নিকট হতেই এর প্রতিদান কামনা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা অংশীবাদী রঅংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। –আহমদ, মিশকাত : ৪৫৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রকাশ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, রিয়ার (লৌকিকতার) সংমিশ্রণের কারণে আমলের সাওয়াব মোটেও পাওয়া যায় না। ইমাম গাযযালী রহ. রিয়াকে কয়েকভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত রিয়া সে ক্ষেত্রে

www.banglakitab.weebly.com

প্রযোজ্য, যেখানে সাওয়াবের নিয়তই নেই। লোক দেখানোই মুখ্য কিংবা যেখানে সাওয়াবের উদ্দেশ্য থাকলেও তা গৌণ; রিয়ার উদ্দেশ্যই প্রবল। পক্ষান্তরে যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সাওয়াব; রিয়াটা গৌণ বা এর সংমিশ্রণ খুবই কম, সেক্ষেত্রে এ হাদীস প্রযোজ্য নয়। কেননা হুকুম অধিকাংশের ভিত্তিতে হয়।

(٦٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِىْ فَقَالَ مَايُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِيْنِىْ شَيْئٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يَتَفَقَّدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غُبَرَاءَ مُظْلِمَةٍ۔ (رواه ابن ماجة، مشكوة : ٤٥٥)

সহজ তরজমা

(৬৩) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদের দিকে যাওয়ার পথে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওযার পার্শ্বে ক্রন্দনরত অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন : আমাকে এমন একটি জিনিসে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'রিয়া'-এর সামান্য পরিমাণও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে যেন আল্লাহর মোকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবান, খোদাভীরু, লোকচক্ষু থেকে আত্মগোপনকারীদেরকে ভালবাসেন। তারা হল এমন সব ব্যক্তি, যারা লোকচক্ষু থেকে অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের খোঁজ নেয় না এবং তারা সম্মুখে উপস্থিত হলেও কেউ তাদেরকে (মেলে-মজলিসে) ডাকে না। আর (ডাকলেও) তাদেরকে নিজেদের পাশে বসায় না। (অথচ) তাদের অন্তর হল হেদায়তের প্রদীপ। তারা প্রত্যেক অন্ধকারচ্ছন্ন জীর্ণ-শীর্ণ কুটির থেকে বের হয়।

–ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪৫৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.-এর ক্রন্দনের কারণ ছিল দু'টি :

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সামান্য রিয়াও (লৌকিকতাও) শিরক। রিয়া উপলব্ধি করা খুব জটিল বিষয়। অন্ধকার রাতে পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার

www.banglakitab.weebly.com

চলার গতি উপলব্ধি করার চেয়েও রিয়ার উপলব্ধি বেশি কঠিন। কামেল ওলিরা পর্যন্ত রিয়া থেকে খুব কমই নিরাপদ থাকতে পারেন। সাধারণ লোকদের তো প্রশ্নই আসে না।

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রশ্ন হল, আল্লাহর ওলী কারা? তাদের পরিচয় জানা তো জটিল বিষয়। তারা সাধারণত গোপন থাকে। নিজেদেরকে প্রকাশ করে না। হাদীস শরীফে আছে : কোনো নেককার আল্লাহভীরু আলেমের জীর্ণ-শীর্ণ ও দৈন্যদশা দেখে তাকে সাধারণ মনে করো না। তার ইজ্জত-সম্মানে ত্রুটি করো না। সে ব্যক্তি আল্লাহর বিশেষ বান্দা ও ওলী হতে পারে।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. ক্রন্দনের দ্বিতীয় কারণ হল, অনেক সময় সাধারণ মানুষের সাথে কটুভাষায় কথা বলা হয়। তাদেরকে কখনও গালিগালাজ করা হয়। সে যদি আল্লাহর ওলি হয়, তা হলে আমার কী পরিণতি হবে? আল্লাহর কোনো ওলীর সাথে কটুবাক্য ও অসদাচরণ মূলত আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন: আমলদার আলেমরাই আল্লাহর ওলী। আর বুযুর্গগণ বলেন, আলেমগণ যদি আল্লাহর ওলী না হতে পারেন, তা হলে আর কারা আল্লাহর ওলী হবে?

(٦٤) عَنْ شَدَّادِ ابْنِ أَوْسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ ـ (رواه احمد، مشكوة: ٤٥٥)

সহজ তরজমা

(৬৪) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাযি. বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল, সে শিরক করল। যে দেখানোর নিয়তে রোযা রাখল, সে শিরক করল। তদ্রূপ যে দেখানোর জন্য দান-সদকা করল, সেও শিরক করল। –আহমদ, মিশকাত : ৪৫৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রিয়া মিশ্রিত আমল অর্থাৎ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে যে আমল করবে, তা শিরক। এটা অবশ্য স্পষ্ট শিরক নয়; অস্পষ্ট শিরক। মূর্তিপূজা, পাথরপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা ইত্যাদি তো স্পষ্ট শিরক। কিন্তু কেউ যখন গায়রুল্লাহকে দেখানোর বা শোনানোর জন্য কোনো ইবাদত করল, সে বস্তুত আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করল, তার পূজা করল।

www.banglakitab.weebly.com

(٦٥) عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ رض اَنَّهٗ بَكٰى فَقِيْلَ لَهٗ مَايُبْكِيْكَ قَالَ شَيْئٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرْتُهٗ فَاَبْكَانِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِىَ الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَتُشْرِكُ اُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ نَعَمْ! اَمَّا اِنَّهُمْ لَايَعْبُدُوْنَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا وَلٰكِنْ يُّرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَنْ يُّصْبِحَ اَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتُعْرِضُ لَهٗ شَهْوَةٌ مِّنْ شَهْوَاتِهٖ فَيَتْرُكُ صَوْمَهٗ ـ

(رواه احمد والبيهقى ، مشكوة : ٤٥٥)

সহজ তরজমা

(৬৫) হযরত শাদ্দাদ রাযি. থেকে বর্ণিত– একবার তিনি কাঁদতে থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রুত একটি বিষয় আমি স্মরণ করছি আর তা আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি আমার উম্মতের উপর শিরক ও গুপ্ত খাহেশ (شَهْوَت)-এর ভয় করছি। রাবী বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! উম্মতেরা কি আপনার (ইন্তিকালের) পর শিরকে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তারা সূর্য, চন্দ্র, পাথর কিংবা কোনো মূর্তির উপাসনা করবে না; কিন্তু (দোষের মধ্যে) তারা তাদের আমলসমূহ (মানুষদের) দেখাবে অর্থাৎ মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমল করবে। গুপ্ত খাহেশ (এর উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যাখ্যা) হল কেউ রোযাদার অবস্থায় সকাল কাটাল; কিন্তু এরূপ কোনো খাহেশ তার সামনে এল (যেমন– খাওয়া, পান করা অথবা সহবাসের খাহেশ স্পৃহা) সে রোযা ভেঙ্গে ফেলল।

–আহমদ, বায়হাকী, মিশকাত : ৪৫৫-৫৬

(٦٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ فَقُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : اَلشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ فَيَزِيْدُ صَلٰيتَهٗ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ ـ (رواه ابن ماجة، مشكوة : ٤٥٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৬) হযরত আবু সাঈদ রাযি. বলেন, একবার আমরা মসীহ-দাজ্জাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন : খবরাদার ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপার অবহিত করব না, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মসীহে দাজ্জাল হতেও অধিক আশঙ্কাজনক? আমরা বললাম: হ্যাঁ, বলুন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : তা হল শিরকে খফী অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে এই কারণে নামাযকে দীর্ঘায়িত করে যে, তার নামায কেউ দেখছে। –ইবনে মাজাহ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রিয়ার ভয়াবহতা দাজ্জালের ফেতনা অপেক্ষাও মারাত্মক। কেননা দাজ্জালের মিথ্যাচারের অসত্যতা ও তার ভ্রান্তি স্পষ্ট দলীলের আলোকে প্রমাণিত বিষয়। কিন্তু রিয়া একটি গোপন ব্যাধি ও প্রচ্ছন্ন বিপদ, যে কেউ এর অস্তিত্ব টের পায় না। জনৈক কবি কী চমৎকার কথা বলেছেন :

کلید دوزخ ست آن نماز + کہ در چشم مردم گدازی دراز

"যে নামায মানুষকে দেখানোর জন্য দীর্ঘ করা হয়, তা কেবলই দোযখের চাবি।"

(٦٧) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيْدٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ؟ قَالَ الرِّيَاءُ ، رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ : يَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازَى الْعِبَادُ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً وَّخَيْرًا ـ (مشكوة : ٤٥٦)

সহজ তরজমা

(৬৭) হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদের জন্য যে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করছি, তা হল ছোট শিরক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন : রিয়া। –আহমদ

কিন্তু ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন– বান্দাদের আমলের প্রতিদানের দিন আল্লাহ তা'আলা ওই সমস্ত লোকদেরকে বলবেন : যাও! তোমরা সেই সমস্ত লোকদের নিকটে, যাদেরকে দেখিয়ে তোমরা দুনিয়াতে আমল করেছিলে এবং দেখো, তাদের নিকট হতে কোনো প্রতিদান বা কোনো কল্যাণ পাও কি না? –মিশকাত : ৪৫৬

www.banglakitab.weebly.com

(٦٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ـ
(رواه مسلم، مشكوة : ٤٥٤)

সহজ তরজমা

(৬৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দেখেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান। –মুসলিম, মিশকাত : ৪৫৪

(٦٩) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ـ
(رواه مسلم، مشكوة : ٤٥٤)

সহজ তরজমা

(৬৯) হযরত আবূ যার রাযি. বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল– ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত, যে কোনো নেককাজ করে আর লোকেরা তার সেই কাজের দরুন তার প্রশংসা করে? অপর বর্ণনায় আছে: "ওই কাজের কারণে লোকে তাকে ভালবাসে।" (এতে কি তার সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে?) তিনি বললেন: এটা (এরূপ প্রংশসিত হওয়া) মুমিনদের অগ্রিম সুসংবাদ। –মুসলিম, মিশকাত : ৪৫৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ : "এটা মুমিনের অগ্রিম সুসংবাদ" এর অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় ও খাঁটি বান্দাদেরকে দুনিয়াতেই কিছু শুভলক্ষণ ও সুসংবাদমূলক নিদর্শন দেখান। মানুষের ভালবাসাও তেমনি একটি সুসংবাদ আর মূল সুসংবাদ ও শুভপরিণাম তো আখিরাতে রয়ে গেছে। আখিরাতে মুমিন বান্দা তার কৃত আমলের পূর্ণ প্রতিফল পাবে। দুনিয়ায় মানুষের ভালবাসা এবং প্রশংসাও একধরনের প্রতিদান, যা সে অগ্রিম পেয়ে যায়। এটা রিয়া নয়। কেননা এর উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জন। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে দুনিয়াতে এর আংশিক প্রতিদান দিয়ে দিয়েছেন। এটা তার উদ্দেশ্য বা কাম্য ছিল না।

(٧٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهٖ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ اَسَامِعَ خَلْقِهٖ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ ـ
(روا البيهقى ، مشكوة : ٤٥٤)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭০) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি মানুষকে নিজের আমলের কথা শোনায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার বদ-উদ্দেশ্যে কৃত আমলকে মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং তাকে হেয় ও অপমানিত করবেন। –রায়হাকী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলা তার খারাপ নিয়ত প্রকাশ করে দিয়ে কিয়ামতের ময়দানে জনসম্মুখে তাকে অপদস্ত ও অপমানিত করবেন। সে পরকালীন সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কেননা তার আমল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির নিমিত্তে ছিল না। সে দিন বলা হবে– তুমি যাদের জন্য আমল করেছিলে, আজ তাদের কাছে এর প্রতিদান চাও। আমার কাছে তোমার কোনো প্রতিদান নেই। পক্ষান্তরে যে অন্যকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে আমল করে, সে রিয়াকার নয়। সে এ সতর্কবাণীর আওতামুক্ত থাকবে বরং সে অন্যদের আমলের সাওয়াবও পাবে। নিচে ৭১ নং হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

(٧١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَيْنَمَا اَنَا فِىْ بَيْتِىْ فِىْ مُصَلَّاىَ اِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ فَاَعْجَبَنِىَ الْحَالُ الَّتِىْ رَاَنِىْ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ اَجْرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلَانِيَةِ ـ (ترمذى، مشكوة : ٤٥٤)

সহজ তরজমা

(৭১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একদিন আমার ঘরে নামায পড়ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার নিকট আসল। সে আমকে এ অবস্থায় দেখেছে, বিধায় আমার মনে আনন্দ জাগল। (আমার খুশিটা কি রিয়া ছিল?) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, হে আবু হুরাইরা! তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে, একটি গোপনীয়তার আর দ্বিতীয়টি এবাদত প্রকাশ হয়ে পড়ার (যাতে অন্যরা তোমার অনুসরণ করবে)।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৪৫৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আমল করতে দেখে প্রত্যক্ষকারীর মাঝে আমলের স্পৃহা জাগবে এবং সেও তার অনুসরণ করবে, এ কারণে আবু হুরাইরা রাযি. খুশি হয়েছিলেন। তা ছাড়া নিজের ভালো অবস্থা পছন্দ করা আর খারাপ অবস্থাকে ঘৃণা করা শরী'অতের দাবিও বটে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন: ভালো কাজে যে খুশি হয় আর মন্দ কাজে যে দুঃখ পায় ও উদ্বিগ্ন হয়, সে মুমিন।

www.banglakitab.weebly.com

عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের পরিচয়

(٧٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا: اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .(متفق عليه، مشكوة : ١٧)

সহজ তরজমা

(৭২) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে পাক্কা মুনাফিক এবং যার মধ্যে এসবের একটা থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকীর একটা স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে– (১) যখন তার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়, তাতে সে খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; (৩) যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কারও সাথে ঝগড়া করে, তখন সে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নেফাক বা মুনাফিকি দুই প্রকার। (১) আকীদাগত নেফাক (মুনাফিকি)। (২) আমলগত নেফাক। আকীদাগত নেফাক হল: বিশ্বাসে দোদুল্যমানতা। উপরে উপরে ইসলামী আকীদা প্রকাশ করা, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ইসলামবিরোধী মনোভাব ও বিশ্বাস পোষণ করা। আর আমলগত নেফাক হল, মুনাফিকের মতো আচার-আচরণ করা।

উল্লিখিত হাদীসে নেফাক [কপটতা] দ্বারা আমলগত নেফাক উদ্দেশ্য। তা ছাড়া হাদীসের এ মর্মও হতে পারে, যে ব্যক্তি উক্ত কাজগুলোকে বৈধ মনে করে সে প্রকৃত অর্থেই মুনাফিক।

(٧٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. (رواه النسائى، مشكوة ٢٨٤)

সহজ তরজমা

(৭৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে সকল নারী অন্যায় আচরণ করে তালাকপ্রাপ্ত হয় কিংবা অযৌক্তিকভাবে স্বামীর কাছে যারা তালাক চায়, তারা মুনাফিক নারী। –নাসাঈ, মিশকাত : ২৮৩

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مُنْتَزِعَات অর্থ, যেসব নারী স্বামীর অবাধ্যতা করে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে চায় অর্থাৎ এমন উল্টাপাল্টা কাজ করে, যার কারণে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে তালাক দিতে বাধ্য হয়।

اَلْمُخْتَلِعَاتُ অর্থ, যে সকল নারী অযৌক্তিকভাবে স্বামীর কাছে খোলা তালাক চায়। তাদের এ কাজ কপটতাপূর্ণ আচরণ, বিধায় আভিধানিক অর্থে তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে।

اَلْمُنَافِقُ الَّذِىْ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ

যে মুনাফিক উপদেশ ও কল্যাণের কথা বলে

٧٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْأُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجُوْرِ ـ (البيهقى، مشكوة : ٤٥٦)

সহজ তরজমা

(৭৪) হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি এ উম্মতের ওই সকল মুনাফিকদের কারণে শঙ্কিত, যারা একদিকে উপদেশ ও কল্যাণমূলক কথা বলবে; অপর দিকে জুলুম ও অত্যাচারপূর্ণ ব্যবহার করবে। -বাইহাকী, মিশকাত : ৪৫৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের মর্ম হল : মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তো অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে, কিন্তু নিজের বাস্তব জীবন এর বিপরীত। বর্তমান যুগের নেতা ও বক্তাদের অবস্থাও তাই। এরা অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে, কিন্তু তাদের নিজের জীবনে এর কোনো বাস্তবায়ন নেই। মনভোলানো কথা বলে মানুষের সাথে প্রতারণা করে। অন্যদেরকে ভালো কাজের কথা বলে ঠিক, কিন্তু নিজে তা আমল করে না।

(٧٥) عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيْبٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنِّىْ لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيْمِ أَتَقَبَّلُ وَلٰكِنِّىْ أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِىْ طَاعَتِىْ جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِىْ وَوَقَارًا وَإِنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ ـ (وراه الدارمى : ٤٥٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৫) হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব রাযি. বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি প্রজ্ঞাবানদের প্রতিটি কথাই গ্রহণ করি না, কেবল তার চিন্তা-চেতনাকেই গ্রহণ করে থাকি। যদি তার চিন্তা-চেতনা আমার আনুগত্যে হয়ে থাকে, তবে তার নীরবতাকেও আমার গুণগানে শামিল করে নিই, যদিও সে মুখ দ্বারা কিছুই না বলে। –দারামী, মেশকাত : ৪৫৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলার কথার সারমর্ম হল, আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাবানদের কথাই শুধু গ্রহণ করেন না। কেননা অনেক প্রজ্ঞাবান আছে, যারা শুধু সুন্দর সুন্দর কথা বলে; কিন্তু তা আমল করে না বা তাদের চিন্তাধারা খারাপ। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাবানদের নিয়ত ও মনোভাব দেখেন। যদি তাদের নিয়ত ও মনোভাব ভালো হয়, তা হলে তাদের কথা তো গ্রহণ করেনই, এমনকি তাদের নীরবতাকেও আল্লাহর প্রশংসারূপে গণ্য করে নেন। আর যদি তাদের নিয়ত ভালো না হয় কিংবা তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য না হয়, তা হলে তাদের ভালো কথাও আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না।

صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের নামায

(٧٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٦٢)

সহজ তরজমা

(৭৬) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকদের পক্ষে ফজর ও ইশা অপেক্ষা ভারী কোনো নামায নাই। যদি তারা জানত এ দুই নামাযের মধ্যে যা রয়েছে, তা হলে তারা এতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও হাজির হত। –মুত্তাঃ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুনাফিকদের মধ্যে ইবাদতে অলসতা একটি সাধারণ রোগ। তারা যদি কোনো ইবাদত করেও, তা হলে লোক-দেখানোর জন্য করে। আর ফযর ও ইশার সময় সাধারণত ঘুম ও বিশ্রামের সময়। বিধায় এ নামায তাদের জন্য খুব কঠিন। এ হাদীসে মুমিনদেরকে মুনাফিকদের অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

(٧٧) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٦٠)

সহজ তরজমা

(৭৭) হযরত আনাস রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ওটা মুনাফিকের নামায– যে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে যাবৎ না সূর্য হলদে হয় এবং শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যখানে আসে, তখন উঠে চারটি ঠোকর মারে, এতে আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করে।

–মুসলিম, মিশকাত : ৬০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

চার ঠোকর মারার অর্থ হল, পাখির শস্যদানা খাওয়ার মতো খুব দ্রুত ও অস্থিরভাবে সিজদা করা। আসরের চার রাকা'আত ফরয নামাযে ৮টি সিজদা আদায় করতে হয়; অথচ আলোচ্য হাদীসে চারটি ঠোকর মারার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ, দুই সিজদার মাঝখানে না থামার কারণে দুই সিজদা মিলে যেন একটি সিজদা হয়ে গেছে। তাই চার ঠোকর মারার কথা বলা হয়েছে।

হাদীসটিতে আসর নামাযের কথা বলার কারণ হল, কুরআন শরীফে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর বিশুদ্ধ ও অধিকাংশ হাদীস মতে ওই মধ্যবর্তী নামায হল আসরের নামায। তাই অন্যান্য নামাযের তুলনায় আসরের নামাযে অবহেলা বেশি নিন্দনীয় কাজ। সূর্য হরিদ্রবর্ণ হওয়ার পর যে ব্যক্তি আসরের নামায পড়ে, সে মুনাফিকের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। অথচ মুসলমানের কর্তব্য হল, মুনাফিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন না করা।

শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে অবস্থানের অর্থ হল, সূর্য যখন উদিত হতে থাকে বা অস্ত যেতে থাকে, তখন শয়তান সূর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সে সময় যারা ইবাদত করে, তাদের ইবাদতকে শয়তান নিজের ইবাদত বলে মনে করে।

فَضَائِلُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মর্যাদাবলী

(٧٨) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ؟ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَّا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٥١١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৮) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমি বেহেশ্‌তের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবেন, তুমি কে ? আমি বলব, আমি মুহাম্মদ ﷺ। তখন পাহারাদার বলবেন, আপনার সম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি। –মুসলিম

(٧٩) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَاَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِيْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَلْيُصَلِّ وَاُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً (متفق عليه ، مشكوة : ٥١٢) وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةً : وَاُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ

সহজ তরজমা

(৭৯) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকেও দেওয়া হয় নি। (১) আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে রো'ব (ভীতি) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপাদান বানানো হয়েছে। কাজেই আমর উম্মতের কোনো ব্যক্তির যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে, সে যেন সেখানেই নামায আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবী প্রেরিত হয়েছেন কেবলামাত্র আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৫১২

অবশ্য মুসলিম শরীফের বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আছে : আর আমাকে দেওয়া হয়েছে জাওয়ামি'আল কিলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ কথনশক্তি এবং আমার দ্বারা ঘটানো হয়েছে সকল নবীর পরিসমাপ্তী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا তথা "আমার জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ বানানো হয়েছে" এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের উম্মতদের

www.banglakitab.weebly.com

নির্দিষ্ট ইবাদতখানায় ইবাদত করতে হত। এর বাইরে অন্যত্র ইবাদত করার অবকাশ তাদের ছিল না। কিন্তু শেষ নবীর (ﷺ) বৈশিষ্ট্য হল, যে কোনো পবিত্র জায়গায় তিনি এবং তাঁর উম্মত নামায আদায় ও ইবাদত-বন্দেগি করতে পারেন।

(٨٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ حَتّٰى اِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَقَالَ اٰخَرُ مُوْسٰى كَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا وَقَالَ اٰخَرُ فَعِيْسٰى كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحُهُ وَقَالَ اٰخَرُ اٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَمُوْسٰى نَجِيُّ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِيْسٰى رُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَاٰدَمُ وَاصْطَفَاهُ اللّٰهُ فَهُوَ كَذَالِكَ اَلَا وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ لِىْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِىَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَافَخْرَ وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ ـ (رواه الترمذى والدارمى، مشكوة :٢٣)

সহজ তরজমা

(৮০) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী একস্থানে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং তাদের নিকটে পৌঁছুয়ে তাদের কথাবার্তা শুনলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে খলীল রূপে নির্বাচিত করেছেন। আরেকজন বললেন, হযরত মূসা কালীমুল্লাহ ছিলেন; আল্লাহ্ তা'আরা তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। অপর একজন বললেন, হযরত ঈসা ছিলেন কালেমাতুল্লাহ্ ও রূহুল্লাহ; আরেকজন বললেন, হযরত আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা ছাফীউল্লাহ বানিয়েছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং তোমরা যে বিস্ময় প্রকাশ করেছ, তা শুনেছি। ইবরাহীম যে খলীলুল্লাহ্ ছিলেন, তা সত্যই। মূসা যে সরাসরি আল্লাহ্র সাথে কথাবার্তা বলেছেন, তাও সত্য কথা। ঈসা যে রূহুল্লাহ ও

www.banglakitab.weebly.com

কালেমাতুল্লাহ্ ছিলেন, এটাও সত্য কথা আর আদম যে আল্লাহর মনোনীত, মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, তাও সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে জেনে রাখ! আমি হলাম, 'আল্লাহ্র হাবীব', এটা আমার কোনো গর্ব নয় এবং কিয়ামতের দিন আমিই হাম-দের [আল্লাহর প্রশংসার] ঝাণ্ডা উত্তোলন ও বহনকারী হব; আদম ও অন্যান্য নবীগণ থাকবেন উক্ত ঝাণ্ডার নিচে। এটা আমার কোনো গর্ব নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব সর্বপ্রথম শাফ'আতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে, এতে গর্ব নয়। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরওয়াজার কড়া নাড়া দিব। তখন আল্লহ্ তা'আলা আমার জন্য তা খুলে দিবেন এবং আমাকে তাতে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সঙ্গে থাকবে গরীব ঈমানদরগণ। এটা কোনো গর্ব নয়। আর আমিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে সম্মানিত। এটা কোনো গর্ব নয়। –তিরমিযী ও দারামী, মিশকাত : ২৩

(٨١) عَنْ اُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ ـ (رواه الترمذى، مشكوة :٥١٤)

সহজ তরজমা

(৮১) হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমিই হব নবীদের ইমাম ও মুখপাত্র এবং তাদের জন্য শাফ'আতের অধিকারী। এতে আমার কোনো অহংকার নেই।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৫১৪

(٨٢) عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِيْ لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ ـ
(رواه فى شرح السنة، مشكوة : ٥١٤)

সহজ তরজমা

(৮২) হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন। –শরহে সুন্নাহ

(٨٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ اِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ ـ
(رواه الترمذى والدارمى، مشكوة : ٥١٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৩) হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, একবার আমি চাঁদনী রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম। তারপর একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে তাকাচ্ছিলাম আর একবার চাঁদের দিকে। সেসময় তিনি লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমার কাছে তখন তাঁকে চাঁদের চাইতে অধিকতর সুন্দর মনে হল। –তিরমিযী ও দারামী, মিশকাত : ৫১৭

عَلَامَةٌ نَبُوَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মহানবী ﷺ-এর নবুওয়াতের নিদর্শন

(٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ اِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ يَرْقِىْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ اَهْلِ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُوْنٌ فَقَالَ لَوْ اَنِّىْ رَاَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيْهِ عَلٰى يَدِىْ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنِّىْ اَرْقِىْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّابَعْدُ! فَقَالَ اَعِدْ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَآءِ فَاَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ قَامُوْسَ الْبَحْرِهَاتِ يَدَكَ اُبَايِعْكَ عَلَى الْاِسْلَامِ قَالَ فَبَايَعَهٗ۔

(رواه مسلم، مشكوة : ٥٢٥)

সহজ তরজমা

(৮৪) হযরত ইবনে আব্বস রাযি. বলেন, 'আয্‌দে শানুআ' গোত্রের 'যিমাদ' নামে একব্যক্তি একবার মক্কায় আগমন করল। যিমাদ মন্ত্র দ্বারা জ্বিন-ভূতের ঝাড়-ফুঁক করত। সে মক্কার জাহেল, নির্বোধ লোকদের কাছে শুনতে পেলে যে, মুহাম্মদ ﷺ [নাউযুবিল্লাহ] পাগল হয়ে গেছে। একথা শুনে সে বলল : যদি আমি ওই ব্যক্তিকে [অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -কে] দেখতাম, তা হলে চিকিৎসা করতাম। হয়তো আমার চিকিৎসায় আল্লাহ তাকে আমার হাতে সুস্থ করে দিতে পারেন।

www.banglakitab.weebly.com

রাবী বলেন, তারপর 'যেমাদ' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে আসল এবং বলল, হে মুহাম্মদ! আমি জ্বিন-ভূতের মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করি। অতএব তুমি বললে আমি তোমার চিকিৎসা করব। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ খুতবা পাঠ করতে শুরু করলেন : (অর্থাৎ) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য কামনা করি। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউই সোজা পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই এবং তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল"। এরপর [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ পর্যন্ত বলার পর] যিমাদ বলল, আপনি উক্ত বাক্যগুলি আমাকে পুনরায় শোনান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাক্যগুলো তিনবার পাঠ করলেন। এতদশ্রবণে যিমাদ বলল, আমি গণকের কথাও শোনেছি, যাদুকরের কথাও শোনেছি আর কবিদের কথাও শোনেছি; কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মতো এমন বাক্য আমি আর কখনও শুনতে পাই নি। বস্তুত আপনার প্রতিটি বাক্য অথৈ-সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (মোটকথা, এটা কোনো পাগলের প্রলাপ হতে পারে না।) সুতরাং আপনি আপনার হাতখানা প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে ইসলামের বাই'আত গ্রহণ করব। রাবী বলেন, তখনই সে নবীজীর হাতে বাই'আত গ্রহণ করল।

–মুসলিম, মিশকাত : ৫২৫

كَوْنُهُ ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল

(٨٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ اللّٰهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ ـ

(رواه مسلم وابوداود والترمذى ـ مشكوة : ٤٦٥)

সহজ তরজমা

(৮৫) হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, খুব শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর একজন নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পরে (নতুন) কোনো নবী নেই অর্থাৎ নতুন নবী হিসেবে আল্লাহ পাক আর কাউকে পাঠাবেন না।

–মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত : ৪৬৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা আ. শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত হিসেবে দুনিয়ায় আসবেন; নবী হিসেবে নয়। কেননা তিনি তো আর নতুন নবী নন।

www.banglakitab.weebly.com

তিনি পুরাতন নবী। তিনি পুনঃ পৃথিবীতে এসে আমাদের নবী ﷺ-এর শরী'অত মোতাবেক নিজেও চলবেন এবং অন্যদেরকেও পরিচালনা করবেন।

(٨٦) يَقُوْلُ اَبُوْحَازِمٍ قَاعَدْتُّ اَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ اٰخَرُ وَاِنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ (رواه البخارى : ٢٩١/١)

সহজ তরজমা

(৮৬) আবূ হাজেম রহ. বলেন, আমি একাধারে পাঁচ বছর যাবত আবূ হুরাইরা রাযি.-এর সাথে উঠাবসা করেছি। আমি তাঁকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– সর্বময় বনী ইসরাঈলদের অভিভাবকত্ব করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবীর ইন্তিকাল হত, তখনই অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই, তবে আমার খলীফা হবে (অর্থাৎ আমার পরে কোনো নবী আসবে না। কিছু মানুষ পর্যায়ক্রমে খলীফা হবে। তারাই আমার দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে)। –বুখারী : ১/৪৯১

(٨٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنْتُمْ اٰخِرُ الْاُمَمِ. (رواه ابن ماجة)

সহজ তরজমা

(৮৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি হলাম শেষনবী আর তোমরা হলে শেষ উম্মত। –ইবনে মাজাহ

(٨٨) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِىْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. (متفق عليه، مشكوة : ٥١٥)

সহজ তরজমা

(৮৮) হযরত জুবাইর ইবনে মুত'য়িম রাযি. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী– আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি আল-হাশের– (কিয়ামতের দিন) মানবজাতিকে আমার পশ্চাতে সমবেত করা হবে। আমি হলাম আল-আকেব আর 'আকেব' হল ওই ব্যক্তি, যার পরে আর কোনো নবী নাই। –মুস্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৫১৫

www.banglakitab.weebly.com

(٨٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ اُحْسِنَ بُنْيَانُهٗ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ (وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فِىْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَاهُ) فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهٖ اِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ اَنَا سَدَدْتُّ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِىَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِىَ الرُّسُلُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ۔ (متفق عليه ، مشكوة : ٥١١)

সহজ তরজমা

(৮৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত ও (আমার পূর্ববর্তী) অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ– যেমন: একটি প্রাসাদ, যার নির্মাণ বড় চমৎকার! কিন্তু একস্থানে একটি ইটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। এরপর মানুষ তা ঘুরে দেখে বিস্মত হয় যে, এর নির্মাণ কত সুন্দর, কিন্তু একটি ইটের স্থান খালি রয়েছে! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমিই উক্ত খালি ইটের স্থানটি পূর্ণ করব। আমার দ্বারাই উক্ত প্রসাদটি সমাপ্ত করা হয়েছে। আমার দ্বারাই নবী আগমনের ক্রমধারা শেষ করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে– আমিই সেই ইট এবং আমিই নবীদের ক্রমধারা সমাপ্তকারী। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৫১১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নবুওয়তের অনেক মিথ্যা দাবীদার আত্মপ্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে নারীরাও পিছিয়ে ছিল না। নারী ভণ্ড নবীর আত্মপ্রকাশও ঘটেছিল। আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ! কোনো নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদারের ফেতনা দীনের জন্য ভয়াবহ রূপ লাভ করতে পারে নি। মিথ্যা নবুওয়াত দাবির যে কোনো ফেতনা মাথাচাড়া দেওয়ার সাথে সাথে জীবন উৎসর্গকারী মুসলমানগণ জীবন দিয়ে তার মোকাবিলা করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের [নিকট অতীতের] মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ফেতনা খুব বিভ্রান্তিকর। এ ফেতনা অনেক মুসলমানকে ঈমানহারা করে ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়ায় পৃথিবীর দিকে দিকে আসন গেঁড়ে বসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। এদের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

বলা বাহুল্য, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী –একথা না মেনে কেউ মুমিন হতে পারবে না।

www.banglakitab.weebly.com

شَفَقَتُهُ عَلٰى اُمَّتِهٖ

উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মমতা

(٩٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَقَالَ عِيْسٰى اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاجِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَأَلَهٗ مَا يُبْكِيْهِ؟ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَسَأَلَهٗ فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهَا قَالَ فَقَالَ اللّٰهُ لِجِبْرَئِيْلَ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اَنَا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ ـ (رواه سلم، مشكوة : ٤٨٩)

সহজ তরজমা

(৯০) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত ইবরাহীম আ.-এর উক্তি সম্বলিত এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, (অর্থাৎ) "হে আমার রব! এ প্রতিমাগুলো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে-ই আমার দলভুক্ত; কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" সাথে সাথে হযরত ঈসা আ.-এর উক্তিও পাঠ করলেন অর্থাৎ তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তবে তুমি মহা ক্ষমতাশালীও মহাজ্ঞানী। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের হস্তদ্বয় উঠিয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (তুমি তাদেরে ক্ষমা কর!) এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈলকে বললেন : তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেন কাঁদছেন? অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন, (তাঁর কাঁদার কারণ কি?) তখন জিবরাঈল এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তা-ই বললেন : যা তিনি বলেছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আ.-কে পুনরায় বললেন : মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিব এবং আপনাকে ব্যথা দিব না। -মুসলিম

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"মাযাহিরে হক" গ্রন্থে লিখিত আছে : রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সকল উম্মতকে ক্ষমা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না।

ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীসে তিনটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (১) আপন উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরিসীম স্নেহ-মমতা। (২) উম্মতের ক্ষমার ব্যাপারে অগ্রিম সুসংবাদ। (৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুমহান মর্যাদা।

(٩١) عَنْ سَعْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِىْ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّىْ ثَلَاثًا فَاَعْطَانِىْ ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِىْ وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّىْ اَنْ لَّايُهْلِكَ اُمَّتِىْ بِالسَّنَةِ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُ اَنْ لَّايُهْلِكَ اُمَّتِىْ بِالْغَرَقِ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ اَنْ لَّايَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ وَالنَّسَائِىِّ سَأَلْتُهُ اَنْ لَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاَعْطَانِيْهَا مَقَامَ اَنْ لَّايُهْلِكَ بِالْغَرَقِ. (مشكوة : ٥١٣-٥١٢)

সহজ তরজমা

(৯১) হযরত সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ মু'আবিয়ার মসজিদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাতে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায আদায় করলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি এক দীর্ঘ দু'আ করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন : আমি আমার রবের কাছে তিনটি বিষয়ে ফরিয়াদ করেছিলাম। তিনি আমাকে দু'টি দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন- (১) আমি আমার রবের কাছে ফরিয়াদ করেছিলাম, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা যেন আমার উম্মতেকে ধ্বংস না করা হয়। আমর এ দু'আ তিনি কবুল করেছেন। (২) আমি আমার রবের কাছে আরও ফরিয়াদ করেছিলাম, যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা না হয়। তিনি আমার এ দু'আও কবূল করেছেন (৩) এমনিভাবে আমি তাঁর কাছে ফরিয়াদ করেছিলাম, যেন আমার উম্মতের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। কিন্তু তিনি তা আমাকে দান করেন নি। -মুসলিম

অবশ্য তিরমিযী ও নাসাঈর বর্ণনায় আছে : আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি, তাদের উপর যেন অন্যদেরকে শত্রুরূপে চাপিয়ে দেওয়া না হয়। সুতরাং এর পরিবর্তে তাদেরকে পানিয়ে ডুবিয়ে ধ্বংস না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

-মিশকাত : ৫১২-৫১৩

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবীদেরও কোনো কোনো দু'আ নামঞ্জুর হয়ে থাকে। হযরত খাব্বাব বিন আরত রাযি.-এর বর্ণণাসূত্রে বুঝা যায়, এ দু'আটি নফল নামাযে করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, নফল নামাযে বর্ণিত দু'আ পড়া জায়েয আছে।

(٩٢) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِيْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ اِلَيَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اِنِّيْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَ وَدِدْتُّ اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ فَعَلْتُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ اَتْعَبْتُ اُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ ـ (رواه الترمذى : ١٠٦)

সহজ তরজমা

(৯২) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ আমার কাছ থেকে প্রফুল্লচিত্তে এবং খোশ মেযাজে বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, কিন্তু আমার কাছে ফিরে এলেন চিন্তিত অবস্থায়। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছি; কিন্তু এরকম না করলেই ভালো হত। কেননা আমি আশঙ্কা করছি যে, হয়তো (এ কাজের দ্বারা) আমি আমার উম্মতকে আমার অবর্তমানে কষ্টে ফেলে দিয়েছি।

-তিরমিযী : ১/১০৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ আশঙ্কার কারণ হল, রাসূলে কারীম ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের কারণে সাধারণ উম্মতরা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাকে হয়তো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। ফলে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তারা ভিড় করবে। আর এটা অনেকের জন্য কষ্টের কারণ হবে।

দেখুন! রাসূলুল্লাহ ﷺ কত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। উম্মতের প্রতি তার কত মায়া-মমতা ও স্নেহবোধ ছিল! ভবিষ্যত উম্মতের কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি কত পেরেশান ও উদ্বিগ্ন হয়েছেন!

(٩٣) عَنْ جَابِرٍ رض فِيْ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ اِنْزَعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا اَنْ يَّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৯৩) বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ঘটনায় হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। এরপর তিনি (আপন গোত্র) বনী আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌছুলেন। যারা যমযম কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকদের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! টানো, টানো! আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে মানুষ তোমাদেরকে পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। অর্থাৎ আমিও তোমাদের মতো এরূপ মহৎ কাজে শরিক হয়ে হাজী ও আগত মুসাফিরদের পানি পান করাতাম।

-মুসলিম, মেশকাত : ২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, এ হাদীস দ্বারা হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত বনী আবদুল মুত্তালিবকে তাদের কাজের উপর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার সারমর্ম হল, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! তোমরা নির্দ্বিধায় তোমাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকো। এর ফলে যদি তোমরা তাওয়াফ ইত্যাদি বেশি না করতে পার, তা হলে এতে দুঃখের কিছু নেই। কেননা এ কাজ এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি নিজেও এ কাজে শরিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। কিন্তু আমি এ কাজ করলে সাধারণ মানুষও একে হজ্বের কর্তব্যকাজ বুঝে করতে শুরু করবে। ফলে এ কাজে তোমাদের কোনো বিশেষত্ব থাকবে না। অধিকন্তু তোমাদের এ পদমর্যাদা ছুটে যেতে পারে। তাই আমি নিজে এ কাজে শরিক হচ্ছি না।

এ কথার দ্বারা তো বনী আবদুল মুত্তালিবের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দয়া ও মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তদ্রূপ উম্মতের প্রতিও দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেননা তিনি নিজে পানি পান করানোর কাজ থেকে বিরত থেকে উম্মতকে বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পানি পান করালে উম্মত এই পানি পান করানোকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করত এবং যমযম থেকে হাজীদেরকে পানি পান করানোর জন্য ভিড় করে অযথা কষ্ট ও বিড়ম্বনার শিকার হত। উম্মতকে এ বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করার জন্যই তিনি ﷺ হাজীদেরকে পানি পান করানো থেকে বিরত থেকেছেন। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করালে তা হজ্বের একটি বিশেষ কর্তব্যকাজ বলেও বিবেচিত হত।

(٩٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ -

(متفق عليه)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৯৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমি আমার উম্মতের কষ্ট মনে না করতাম, তা হলে তাদেরকে ইশার নামায দেরি করে পড়ার এবং প্রত্যেক নামাযের (ওযুর) সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম অর্থাৎ এগুলো ফরয করে দিতাম। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য হল, এ কাজ দু'টি খুবই কল্যাণকর ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজ দু'টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খুব প্রিয় ও উপকারী হওয়া সত্ত্বেও উম্মতের কষ্টের কথা ভেবে কাজ দু'টি করতে আবশ্যকরূপে নির্দেশ দেন নি। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ভঙ্গিতে বলেছেন, তাতে যে কোনো সচেতন উম্মত কাজ দু'টির গুরুত্ব বুঝে নিতে পারেন।

(٩٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلّٰى فِيْهَا حَتّٰى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوْا اَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ مَازَالَ بِكُمُ الَّذِى رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْكُتِبَ عَلَيْكُمْ مَاقُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ. (متفق عليه، مشكوة : ١١٤)

সহজ তরজমা

(৯৭) হযরত যায়েদ বিন্ সাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লহ ﷺ একবার মসজিদে মাদুর দ্বারা একটি হুজরা প্রস্তুত করলেন এবং তথায় কয়েক রাত্র (নফল) নামায পড়লেন; এমনকি লোকসকল তাঁর নিকট একত্রিত হতে লাগল। তারপর একরাত্রে সাহাবীগণ তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ধারণা করলেন, তিনি হয়ত ঘুমোচ্ছেন। অতএব, তাঁদের কেউ গলা খাকরাতে লাগলেন, যেন তিনি তাঁদের নিকট (জামাআতের জন্য) বের হয়ে আসেন। তা দেখে তিনি বলে উঠলেন: আমি তোমাদের বরাবরের (আগ্রহের) অবস্থা দেখেছি এবং আশঙ্কা করছি যে, এটা যেন তোমাদের উপর ফরয হয়ে না যায়। আর যদি ফরয হয়ে যায়, তা হলে তোমরা তা পালন করতে পারবে না। সুতরাং হে লোকসকল! তোমরা (নফল) নামায তোমাদের ঘরেই পড়ো! কেননা মানুষের উত্তম নামায হল তার ঘরের নামায; ফরয নামায ব্যতীত। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১১৪

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, (রমাযানে) চাটাই দ্বারা ঘেরাও দিয়ে মসজিদে হুজরা বানানো জায়েয আছে। শর্ত হল, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা দখল করে রাখবে না এবং মুসল্লিদের যাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তারাবীর জন্য যথারীতি জামাত করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই এর কারণ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন : আমি যদি এটা করি, তা হলে এটা ফরয হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই উম্মতের সহজতার বিবেচনায় তিনি ﷺ জামাতে তারাবীহ আদায় করেন নি। এ অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. ধর্মত্যাগের ফেৎনার মোকাবিলা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান নি। তাঁর পর হযরত উমর রাযি.ও খেলাফতের শুরুতে অনেক ব্যস্ত ছিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যে সকল সাহাবায়ে কিরাম তখন জীবিত ছিলেন, প্রায় সকলের উপস্থিতিতে তিনি তারাবীর নামায ২০ রাক'আত চূড়ান্ত করে তা জামাতের সাথে পড়ার নির্দেশ জারি করেন। এ জন্য তিনি উবাই ইবনে কা'বকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেন। এভাবে ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামাযের সূচনা হয়।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ "আমার এবং তোমাদের উপর হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত নিয়ম-নীতির অনুসরণ করা ওয়াজিব।" এ জন্য হযরত উমর রাযি.-এর নির্দেশও শরী'অতসম্মত প্রমাণ হিসেবে গণ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফরয নামায, ঈদের নামায, সূর্যগ্রহণের নামায ও ইস্তেসকার নামায ছাড়া অন্য সকল নামায ঘরে পড়া উত্তম। এমনকি মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ব্যাপারেও বিজ্ঞদের অনুসন্ধানমূলক সিদ্ধান্ত হল, স্থানীয় লোকদের জন্য নফল ইত্যাদি ঘরে পড়া উত্তম। তবে মুসাফির ও ভিন্ন এলাকার লোকদের জন্য মসজিদে পড়াই উত্তম। (মিরকাত)

আজকাল যেহেতু মানুষের মধ্যে অলসতা ব্যাপক আকারে দেখা যায় এবং সকলের ঘরে নামায পড়ার মতো পরিবেশও নেই, তাই কেউ যদি মনে করে, নফল ইত্যাদি মসজিদে পড়া না হলে ঘরে গিয়ে আর পড়া হবে না, তা হলে তার জন্য মসজিদে পড়ে নেওয়াই শ্রেয়।

(٩٦) عَنْ عَائِشَةَ رض كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهٖ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِ ـ

(رواه البخارى)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৯৬) হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, বহু আমলের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রবল আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তা (মাঝে মাঝে) ছেড়ে দিতেন শুধু এই ভয়ে যে, মানুষ তা (নিয়মিত) আমল করতে থাকলে তাদের প্রতি তা অবধারিত বা ফরয হয়ে যাবে। (বুখারী)

(٩٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ "اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ" وَدِدْتُّ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ! اِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ، فَقَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَاْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ : اَرَءَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا لَهٗ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهٗ؟ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٤٠)

সহজ তরজমা

(৯৭) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনায় জান্নাতুল বাকী নামক) গোরস্তানে উপস্থিত হলেন এবং (মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে) বললেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

আচ্ছালামু আলাইকম– হে মুমিনগণের নগরের অধিবাসীগণ! আমরাও ইন্‌শাআল্লাহ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।" এরপর বললেন : আমার আকাঙ্ক্ষা, আমরা যেন আমাদের ভাইদের দেখতে পাই। সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! (কোন ভাইগণ?) আমরা কি আপনার ভাই নই? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপনারা আমার সহচর। আমার ভাইগণ তারাই, যারা এখনও (দুনিয়াতে) আসে নি। সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিরূপে আপনি আপনার উম্মতের এমন লোকদের চিনবেন, যারা এখনও (দুনিয়াতেই) আসেন নি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বলুন দেখি, যদি কোনো ব্যক্তির নিছক কালো রঙের এক অশ্বপালের মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না? তাঁরা বললেন : হাঁ, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন হুজুর ﷺ বললেন : আমার উম্মতের

www.banglakitab.weebly.com

ভাইগণও অযুর কারণে (কেয়ামতের দিন) সেরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্তপদ অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাওজে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রদূত হিসাবে উপস্থিত থাকবে। –মুসলিম, মিশকাত : ৪০

(٩٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهٗ وَاِنِّىْ اِخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا ـ

(رواه مسلم وللبخارى اقصرمنه، مشكوة : ١٩٤)

সহজ তরজমা

(৯৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দু'আর অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবী অতিদ্রুত দুনিয়াতেই তাঁর দু'আ প্রার্থনা করেছেন আর আমি আমার দু'আ কেয়ামত পর্যন্ত মূলতবী রেখেছি আমার উম্মতের শাফায়াতরূপে। ইন্‌শাআল্লাহ্ তা আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি পৌঁছবে, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করে মরেছে। –মুসলিম, মিশকাত : ১৯৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ "প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আর অধিকার রয়েছে, যা অবশ্যই কবুল করা হয়।" অর্থাৎ নবীর বিরোধিতাকারীরা যখন সীমালঙ্ঘন করে, তখন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য বদ-দু'আ করার অধিকার প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। নবীরা বাধ্য হয়ে সে দু'আ করতেন আর তাঁর বিরোধীরা ধ্বংস হয়ে যেত। এভাবে প্রত্যেক নবী তাদের জন্য নির্ধারিত দু'আ করে ফেলেছেন। যেমন : হযরত নূহ আ. তার বিরোধীদেরকে ধ্বংস করার জন্য বদ-দু'আ করেছিলেন। ফলে তারা বিশাল প্লাবনের শিকার হয়ে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হযরত সালিহ আ. তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করেছিলেন। ফলে হযরত জিবরাঈল আ. বিকট এক আওয়াজ দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আমাদের নবী ﷺ উম্মতের নির্যাতন-উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। কিন্তু নিজের জন্য নির্ধারিত দু'আটি করেন নি; আখিরাতে উম্মতের মাগফিরাতের জন্য সঞ্চিত রেখেছেন। এর মাধ্যমে প্রত্যেক ঈমানদার উম্মতের জন্য মাগফিরাতের সুপারিশ করবেন।

এই শাফাআত কয়েক প্রকার হবে। কেউ কেউ তো তাঁর শাফাআতের কারণে দোযখে প্রবেশই করবে না। আর কেউ কেউ প্রবেশ করলেও তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ তাড়াতাড়ি জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। তা ছাড়া শাফাআতের কারণে কারো কারো মর্যাদা উন্নীত হবে।

www.banglakitab.weebly.com

فَضْلُ حُبِّ النَّبِيِّ ﷺ

মহানবী ﷺ-এর মহব্বতের মর্যাদা

(٩٩) اِنَّ عُمَرَ رض قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ اِلَّا نَفْسِيْ ، قَالَ : لَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ! فَقَالَ عُمَرُ فَاِنَّكَ الْاٰنَ وَاللّٰهِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ فَقَالَ اَلْاٰنَ يَا عُمَرُ! تَمَّ اِيْمَانُكَ .

(رواه البخارى ، مرقات مطبوعه مصر : ٦٤/١ ، وفيض البارى : ٨٣)

সহজ তরজমা

(৯৯) একবার হযরত উমর রাযি. (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) বললেন, নিঃসন্দেহে আপনি আমার কাছে আমার জীবন ব্যতীত সমস্ত কিছু থেকে অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওই সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আমার জীবন! হে উমর! তুমি ওই সময় পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে তোমার জীবন থেকেও বেশি প্রিয় না হব। এরপর হযরত উমর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার জীবন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! এখন তোমার ঈমান পূর্ণ হল; তুমি পূর্ণ মুমিন হয়ে গেলে। –বুখারী : ২/৯৮১; ফয়যুল বারী : ৮৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত উমরের বুকে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করে বলেন, হে উমর! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না। এরপর উমর রাযি. বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি আমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়।

(١٠٠) عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَّ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُّ لَهَا اِلَّا اَنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْئٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا . (متفق عليه، مشكوة : ٤٢٦)

সহজ তরজমা

(১০০) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন : তোমার জন্য

www.banglakitab.weebly.com

আফসোস! আচ্ছা তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, তার জন্য আমি কিছুই প্রস্তুত করি নি। তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে। বর্ণনাকারী আনাস বলেন : ইসলামের পর মুসলমানদেরকে আমি এতটা খুশী হতে দেখি নি, আজ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই কথাটি শুনে যতটা খুশী হয়েছিলেন।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪২৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বস্তুত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভালবাসা মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। হাদীসে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারো অন্তরে যদি বাস্তবিকই আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালবাসা থাকে, তা হলে তার ইহ ও পরকাল সফল। তার মানবজীবন সার্থক।

বর্ণিত আছে, হযরত আনাস রাযি.-এর বর্ণনা করেছেন : যুল-খুয়াইসার ইয়ামনি নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে হবে? আহা! তুমি কিয়ামতের কথা জিজ্ঞেস করছ? তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করার অর্থ হল: কিয়ামত কবে হবে, তা জেনে তোমর কী লাভ? বরং কিয়ামতে তোমার জন্য যা উপকারী হবে, সে নেক আমল তুমি কী পরিমাণ করেছ? তোমার তো নেকআমল করা উচিত। প্রশ্নের ধরণ দেখে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-খুয়াইসারার কিয়ামত সম্পর্কিত প্রশ্নটি পছন্দ করেন নি। বস্তুত এ ধরনের প্রশ্ন সমীচীনও নয়। কিন্তু যুল খুয়াইসারার উত্তরটি খুবই চমৎকার হয়েছে। তার এ উত্তর শুনে বুঝা যায়, তিনি কিয়ামতের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার এ উত্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব পছন্দ করেছেন। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা যে অন্তরে স্থান লাভ করে ও বদ্ধমূল হয়ে যায় তার সকল কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মর্জি মোতাবেক হয়ে থাকে। সে সর্বদা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে বিভোর থাকে। তার দ্বারা কোনো নাফরমানির কাজ সংঘটিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরেও তার ও রাসূলের মুহাব্বত দৃঢ় করে দিন। আমীন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, সে সাহাবী তার অন্যান্য আত্মিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের কথা উল্লেখ না করে "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি" কেন বললেন? এর কারণ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা সকল ইবাদতের মূল। অন্যান্য ইবাদত হল, এর শাখা-প্রশাখাস্বরূপ। কেননা কোনো কিছুর প্রতি যখন হৃদয় ও মন ঝুঁকে যায়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার আনুগত্য করে॥ মুখ কেবল তার নাম উচ্চারণ করে। কান তার কথা শুনতে আনন্দ পায়। পা তার দিকে এগিয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

"যে যাকে ভালবাস সে তার সাথেই থাকবে।" বস্তুত হৃদয়ের আকর্ষণ যার সাথে, তার সাথে হবে হাশর-নাশর। এটাই চিরন্তন নিয়ম। আর হৃদয়ের আকর্ষণ বা ভালবাসার আলামত হল, মাহবুব ও প্রেমাস্পদের আদেশ-নিষেধ, রুচি-প্রকৃতি ও দিকনির্দেশনাকে সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেওয়া।

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ তথা "যে যাকে ভালবাসে সে তার সাথে থাকবে।"

কথাটি শুনে মুসলমানদের খুশি হওয়ার কারণ হল : মুসলমানরা আগে মনে করত, হাশরে আল্লাহর রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করতে হলে অনেক ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুজাহাদা করতে হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উল্লিখিত কথা শুনে তারা আশ্বস্ত হলেন যে, কেবল আন্তরিক ভালবাসার বদৌলতে সেই সাহচর্য লাভ করা যাবে। তবে আন্তরিক সাহচর্যের সাথে সাথে যারা ইবাদত বন্দেগী ও রিয়াযত-মুজাহাদা বেশি করবেন, তাদের সাহচর্যের স্তর ও শ্রেণী তত উন্নত হবে। সারকথা, ভালবাসা যে স্তরের হবে, সাহচর্যও সে স্তরের লাভ হবে।

(١٠١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ لِىْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِىْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ .

(رواه مسلم، مشكوة : ٥٨٣)

সহজ তরজমা

(১০১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অত্যধিক মুহাব্বত পোষণকারী লোক তারাই হবে, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ কেউ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে, যদি সে আমাকে দেখতে পায়, তা হলে আমার জন্য নিজেদের পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ কুরবান করে দিবে। –মুসলিম, মিশকাত : ৫৮৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না বরং পরবর্তী যুগে জন্ম নিবে, তাদের মধ্যে অনেক লোক এমন থাকবে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভালবাসায় বিভোর হবে। নিজের জীবন, পরিবার-পরিজন ও যাবতীয় ধনসম্পদ দিয়ে হলেও তারা নবীজীকে এক পলক দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে।

"মাযাহিরে হক" নামক কিতাবে আছে : উল্লিখিত হাদীস এবং এ ধরনের আরো বহু হাদীস দ্বারা জানা যায়, সাহাবায়ে কিরামের পরে এমন লোকজন জন্মগ্রহণ করবেন, যাদের মর্যাদা সাহাবায়ে কিরামের সমতুল্য বা তাদের চেয়ে বেশি হবে। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনু আবদিল বার রহ. এ ধরনের হাদীসের আলোকে এ মত অবলম্বন করেছেন। শায়খ ইবনে হাজার মক্কী রহ.-ও

www.banglakitab.weebly.com

এ মতটিকে উল্লেখ করেছেন। অথচ উম্মতের ইজমা বা সর্বসম্মত অভিমত হল, সাহাবায়ে কিরাম এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই এধরনের হাদীসের ব্যাখ্যায় এ কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত যে, সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সামগ্রিক বিবেচনায় আর পরবর্তী ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা বিশেষ কোনো দিক দিয়ে উঁচু হবে। যেমন : ক্লাসের প্রথম নম্বরের ছাত্র মোটামুটি সব বিষয়ে এগিয়ে থাকে। কিন্তু মধ্যম পর্যায়ের একজন ছাত্র জ্যামিতি বা চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় সে ছাত্রের চেয়েও বেশি পারদর্শী হয়। নম্বরও পায় তার চেয়ে বেশি। কিন্তু মেধা তালিকায় তার নাম থাকে না। এখন চিন্তা করে দেখুন! সামগ্রিক বিবেচনায় ক্লাসের শ্রেষ্ঠ ছাত্র কে? নিশ্চয় প্রথম নম্বরের ছাত্র। যে সর্বোচ্চ নম্বর পায় এবং সব বিষয়ে এগিয়ে থাকে। কিন্তু আরেকজন মাত্র এক বা দুই বিষয়ে পারদর্শী; তার মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব আংশিক দিক থেকে। আর প্রথম নম্বরের ছাত্রের মর্যাদা সার্বিক দিক দিয়ে। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সার্বিক বিবেচনায় আর পরবর্তী ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা আংশিক বা বিশেষ কোনো দিক বিবেচনায়।

তা ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও মর্যাদার তারতম্য ছিল। যারা দীর্ঘ সাহচর্য পেয়েছেন এবং নবুওয়তের সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মি হতে প্রচুর পরিমাণে আলো সংগ্রহ করেছেন, তাদের মর্যাদা নিশ্চয় তাদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে, যারা ঈমানের সাথে মাত্র এক-দুই বার নবুওয়ত সূর্যের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছেন।

اِتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَامَةُ حُبِّهٖ

মহানবীর সুন্নাতের অনুসরণ ও তাঁর মহব্বতের নিদর্শন

(١٠٢) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابُنَيَّ! اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غَشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَيَّ! وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٣٠)

সহজ তরজমা

(১০২) হযরত আনাস রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : হে বৎস! যদি তুমি সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত কর অথচ মনে কর তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ নেই– তবে তাই কর। এরপর তিনি বললেন : হে বৎস! এটা আমার সুন্নতের অন্তর্গত; যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে, সে আমাকেই ভালবাসে আর যে আমাকে ভালোবাসবে, সে বেহেশ্‌তে আমার সাথে থাকবে। –তিরমিযি, মিশকাত : ৩০

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নবীজী ﷺ হযরত আনাস রাযি.-কে স্নেহ করে বৎস বলে ডেকেছেন। দ্বিতীয়ত কাফিরদের কল্যাণকামিতার অর্থ হল, তাদেরকে ঈমানের ধনে ধনবান করার ফিকির করা। তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করা। সম্ভব হলে তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করে তাদের মনজয় করার প্রয়াস চালানো।

হাদীসে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালবাসার নামান্তর। বস্তুত সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম নামক পূর্ণ জীবনবিধান। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করাই তাঁর সাথে ভালবাসার একমাত্র পরিচায়ক।

কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা বরং সবাইকে ভালবাসা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং নবীজীর বিশেষ সুন্নাত। যে তা করতে সক্ষম হবে, সে ফিরিশতাদের সমতুল্য হয়ে যাবে। তদুপরি তার জন্য জান্নাত অবধারিত। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি এবং সফলতার চাবিকাঠি।

বিশর হাকী নামক জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সম্বোধন করে বলেন, হে বিশর! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সমকালীন লোকদের উপর কেন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তা কি তুমি জানো? তিনি বললেন : জী না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর কারণ হল, তুমি আমার সুন্নতের অনুসরণ কর, নেককার লোকদের সম্মান কর, মুসলমান ভাইদের কল্যাণকামনা কর আর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখ।

(١٠٣) عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَايُنْقَصُ ذَالِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ

(رواه الترمذى، مشكوة)

সহজ তরজমা

(২০৩) হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিছেন : সে ব্যক্তি আমার সুন্নতসমূহের এমন কোনো সুন্নতকে যিন্দা করেছে,

www.banglakitab.weebly.com

যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সেসকল লোকের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, যারা সাথে আমল করবে, অথচ এটা তাদের সওয়াবের কোনো অংশ হ্রাস করবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর নতুন পথ (বিদ'আত) সৃষ্টি করেছে, যাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল রাজী নন, তার জন্য সেসকল লোকের গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ্ রয়েছে, যারা এর সাথে আমল করবে, অথচ এটা তাদের গোনাহর কোনো অংশ হ্রাস করবে না।

–তিরমিযী, মিশকাত

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসে "সুন্নাত" দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। সেটা ফরযও হতে পারে আবার ওয়াজিব কিংবা পারিভাষিক সুন্নাতও হতে পারে। যেমন : মনে করুন! কোথাও লোকজন জুমার নামায আদায় করে না, সেখানে জুমার নামাযের প্রচলন করা উক্ত হাদীসের উদ্দীষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(١٠٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ ـ(رواه البيهقى، مشكوة : ٣٠)

সহজ তরজমা

(১০৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিপর্যয়কালে আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে। –বায়হাকী, মিশকাত : ৩০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উম্মতের বিপর্যয়কালে ইসলামি জীবনাদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকা জিহাদের ময়দানে জীবন দেওয়ার চেয়ে কম কঠিন নয়। এখানেও সুন্নত বলে পূর্ণ ইসলামি জীবনব্যবস্থা উদ্দেশ্য; পারিভাষিক কোনো সুন্নত উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য যে, سُنَّة এর আভিধানিক অর্থ হল, তরীকা বা পথ। আর পারিভাষিক অর্থ হল, اَلطَّرِيْقَةُ الْمَسْلُوْكَةُ فِى الدِّيْنِ বা "দীনের উপর চলার পূর্ণাঙ্গ পথ।" এর মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত মুস্তাহাব সবই অন্তর্ভুক্ত।

(١٠٥) عَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰى اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ اَمْ تَهَوَّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ ـ

(رواه احمد والبيهقى، مشكوة : ٣٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১০৫) হযরত জাবের রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, একদিন যখন হযরত উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহুদিদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কাহিনী শুনে থাকি, যা আমাদের নিকট অতি চমৎকার মনে হয়; তার কিছু লিখে রাখার অনুমতি হুযুর আমাদের দেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরাও কি (তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে) দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছ, যেভাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছে ? খোদার কসম! আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দ্বীন নিয়ে এসেছি। (ইহুদিদের নবী–) হযরত মূসা আ.-ও যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। –আহমদ, বায়হাকী, মিশকাত : ৩০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

চিন্তা করে দেখুন! নবী কারীম ﷺ যেখানে বিজাতি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের থেকে উপদেশের বাণী গ্রহণ করাও পছন্দ করেন নি, সেখানে আমরা আজ সকল বিষয়ে তাদের অনুসারী! হায়! আমরা সুন্নতে রাসূল ﷺ থেকে কতদূরে অবস্থান করছি!!

(١٠٦) وَفِىْ رِوَايَةِ الدَّارَمِيِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ .

(مشكوة : ٣٢)

সহজ তরজমা

(১০৬) আর 'দারমী'-এর রেওয়ায়েতে আছে : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে (আমি) মুহাম্মদের জীবন! এ সময় যদি তোমাদের নিকট (তাওরাতের নবী স্বয়ং) মূসা আ.-ও প্রকাশ পেতেন আর তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তাঁর আনুগত্য করতে, তা হলে তোমরা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যেতে। এমনকি তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন আর আমার নবুওয়াতের যুগ পেতেন, তা হলে তিনিও অবশ্যই আমার আনুগত্য করতেন।

–মেশকাত : ৩২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কেননা হযরত মূসা আ.-এর শরী'অত রহিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া সকল নবী থেকে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর যুগ যদি তারা কেউ পায়, তা হলে তাঁরা তাঁর অনুসরণ করবে।

www.banglakitab.weebly.com

(١٠٧) عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدُكُمْ مُتَّكِيًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَاْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْنَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ مَاوَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَاهُ۔

(رواه احمد وابو داؤد ، مشكوة : ٢٩)

সহজ তরজমা

(১০৭) হযর আবু রাফে' রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের কাউকেই যেন এরূপ না দেখি– সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে আর তার নিকট আমার আদেশসমূহের কোনো একটি আদেশ পৌঁছাবে, যাতে আমি কোনো বিষয় আদেশ করেছি অথবা কোনো বিষয় নিষেধ করেছি, তখন সে বলবে: আমি এসবের কিছুই জানি না, আল্লাহ্ কিতাবে যা পাব তারই অনুসরণ করব। –আহমদ, আবু দাউদ, মিশকাত : ২৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"খাটে হেলান দিয়ে বসে বসে কেউ যেন না বলে" এর সারমর্ম হল, অহঙ্কারবশত কেউ যেন এমন না বলে। মুসলমানদের কেউ যেন স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশাহদের মতো খাটে বসে বসে অলস-অবসর সময় না কাটায়। তারা যেন ইলমে দ্বীনের অন্বেষণ বাদ দিয়ে এমনটি না বলে যে, কুরআনে যা আছে আমরা শুধু তাই মানব। তা হলে তারা শুধু হাদীসকেই অস্বীকার করল না বরং ইসলামকেই তারা অচল বলে দাবি করবে।

বর্তমানে এর আলামত স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। কেউ আহলে কুরআন হওয়ার দাবি জানাচ্ছে। আবার কেউ আহলে হাদীসের দাবির আড়ালে অনেক হাদীসকে অস্বীকার করে বসছে। এই বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ি তথা ইফরাত ও তাফরীতের (বা কঠোরতা ও শিথিলতার) মাঝামাঝি সীরাতে মুস্তাকিমের (ও সরল সঠিক পথের) উপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অটল রাখুন।

ذَمُّ تَارِكِ السُّنَّةِ

সুন্নত পরিত্যাগকারীর নিন্দা

(١٠٨) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ وَيُجَابُ الزَّائِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّٰهِ وَالْمُسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ مَنْ اَذَلَّهُ اللّٰهُ وَيُذِلَّ مَنْ اَعَزَّهُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِىْ۔ (رواه البيهقى ، مشكوة : ٢٢)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১০৮) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছয় ব্যক্তি, তাদের প্রতি আমি লা'নত (অভিপাশ) করি এবং আল্লাহ্ও তাদের প্রতি লা'নত করেন আর প্রত্যেক নবীর দু'আই কবূল হয়ে থাকে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবে প্রক্ষেপ (কিছু অতিরিক্ত যোগ) করে, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্ধারণে (তাক্দীরে) অবিশ্বাস করে, (৩) যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করে, যাতে আল্লাহ্ যাকে অপমানিত করেছেন (যথা– কাফের, মুশরিক ও ফাসেক), তাকে অপমান করতে পারে (যেমন : মুসলমান ও দ্বীনদার লোক), (৪) যে ব্যক্তি আমার হরম মক্কায় এমন কাজ করে, যা করা তথায় আল্লাহর হারাম করে দিয়েছেন। (৫) আমার বংশের যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো হারাম কাজকে হালাল সাব্যস্ত করে এবং (৬) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত ত্যাগকারী। –বায়হাকী, মিশকাত : ২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফে বৃদ্ধি করার অর্থ হল, তাতে কোনো শব্দ বাড়িয়ে দেওয়া কিংবা আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিপরীত মর্মার্থ বর্ণনা করা।

مُتَسَلِّط বা আধিপত্যবাদী দ্বারা উদ্দেশ্য ওই জালিম বাদশাহ, যে জোর জবরদস্তিপূর্বক ক্ষমতা দখল করে কাফির, ফাসিক ও জাহেলদেরকে সম্মানিত করে কিন্তু মুসলমান, নেককার ও আলেমদেরকে অপছন্দ করে।

"আমার সুন্নত বর্জনকারী" অর্থ– যে অলসতাবশত সুন্নত ছেড়ে দেয়, সে তো গোনাহগার হবে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু যে সুন্নতকে মামুলি মনে করে ছেড়ে দিবে, সে হবে কাফির। লা'নতের ক্ষেত্রে উভয়ে শামিল হলেও প্রথম জনের উপর লা'নত ভর্ৎসনাস্বরূপ আর দ্বিতীয় জনের উপর লা'নত বাস্তব অর্থে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মাঝে মাঝে সুন্নত ছুটে গেলে গোনাহ হবে না। কিন্তু এটাও নিন্দনীয়। (এখানে সুন্নত অর্থে ফরয-ওয়াজিবের বিপরীতে যে পারিভাষিক সুন্নত রয়েছে, তা-ই উদ্দেশ্য।)

আল্লামা তীবি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি একটি সুন্নত ছেড়ে দিল, সে অসংখ্য অগণিত বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। এবার চিন্তা করে দেখুন! যে নিয়মিত সুন্নত পরিত্যাগ করতে থাকে, সে কত বড় হতভাগা! এভাবে সুন্নত ছাড়তে ছাড়তে মানুষ একসময় ধর্মত্যাগী ও নাস্তিক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন ॥

www.banglakitab.weebly.com

اَلْفَضْلُ كُلُّهٗ مُنْحَصِرٌ فِى اِتِّبَاعِ النَّبِىِّ ﷺ

وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ فِىْ صُوْرَةِ الْعِبَادَةِ لَا فِى الْاِبْتِدَاعِ وَاتِّبَاعِ الْهَوٰى

وَاِنْ كَانَ ذَالِكَ طَاعَةً وَعِبَادَةً ظَاهِرًا

সকল শ্রেষ্ঠত্ব কেবল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অনুসরণে

যদিও বাহ্যত তা ইবাদত বলে মনে হয় না বিদ'আত-কুসংস্কার ও প্রবৃত্তির অনুসরণে শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যদিও প্রকাশ্যভাবে তা বড় ইবাদত বলেই মনে হয়

(١٠٩) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا ، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِمْ ، فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٢٧)

সহজ তরজমা

(১০৯) হযরত আনাস রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণের নিকট আসল। যখন হুযুরের এবাদতের অবস্থা তাদের বলা হল, তারা যেন একে কম মনে করল এবং বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়, যার পূর্বাপরের সমস্ত গোনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। এরপর তাদের একজন বলল, আমি কিন্তু সর্বদা সারা রাত নামায পড়ব। অপরজন বলল, আমি সর্বদা রোযা রাখব; কখনও রোযা ছাড়ব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট এসে বললেন : তোমরাই কি সেসকল লোক, যারা এমন এমন কথা বলেছে? খোদার কসম! আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক ভয় করি তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতেই তোমাদের অপেক্ষা বেশী পরহেয করি। এতৎসত্ত্বেও আমি কোনোদিন রোযা রাখি আর কোনোদিন রোযা ছেড়ে দিই এবং

www.banglakitab.weebly.com

নামাযও পড়ি ঘুমিয়েও থাকি। আমি বিবাহও করি (এবং স্ত্রীসহবাসও করি)। সুতরাং যে আমার সুন্নত (জীবন-পদ্ধতি) হতে বিমুখ হবে, সে আমার তরীকার নয়। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুল্লা আলী কারী রহ. 'মা'আলিমুত তানযীল' এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম ﷺ একদিন কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াজ করলেন। ফলে উপস্থিত শ্রোতাগণ খুব প্রভাবিত হলেন। হযরত আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু যর গিফারী, সালমান ফারসি প্রমুখ দশজন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-এর ঘরে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন। পরমর্শে স্থির হল যে, সবাই সংসারবিরাগী হয়ে যাবেন। ছালার চট পরিধান করবেন, পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলবেন, সারা দিন রোযা রাখবেন, সারা রাত ইবাদত করবেন, বিছানায় শোবেন না; গোশত, ঘি ও তেল জাতীয় খাবার খাবেন না, নারীসঙ্গ উপভোগ করবেন না, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না বরং পৃথিবীতে নিঃস্ব অবস্থায় জীবন কাটাবেন।

রাসূলে কারীম ﷺ এ খবর শুনে হযরত উসমান ইবনে মাযউনের ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন উসমান রাযি. ঘরে ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমানের স্ত্রী উম্মে হাকীমের নিকট ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসলেন। এরপর উসমান ইবনে মাযউনসহ অন্য সাথীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে যা কিছু শুনেছি, তা কি ঠিক? তারা বললেন, জী ঠিক। তবে আমাদের নিয়ত ভালো ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে সংসারবিরাগী পাদ্রী হয়ে যাওয়ার নির্দেশ তো কাউকে দেওয়া হয় নি। এরপর বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের হক রয়েছে। তোমরা রোযাও রাখবে আবার ভোজদারও থাকবে। রাতে ঘুমাবে আবার কিছুক্ষণ জাগ্রতও থাকবে। আমি যেমনি ঘুমাই, তেমনি জাগ্রত থাকি। রোযাও রাখি আবার রোযাহীন অবস্থায়ও থাকি। গোশত, চর্বি ও ঘি খাই। স্ত্রীসম্ভোগ করি। এটাই আমার মত ও পথ। যে আমার মত ও পথ ভালবাসে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।

(١١٠) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا رَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْئِ أَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٢٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১১০) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কাজ করলেন (অর্থাৎ সফরে রোযা ভাঙলেন) এবং তা করার জন্য অন্যদেরও অনুমতি দিলেন। এতদ্সত্ত্বেও কিছু লোক তা হতে বিরত রইল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কানে পৌঁছুলে তিনি 'খুতবা ' দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন : সেসকল লোকের কি হল, যারা আমি যে কাজ করি তা হতে তারা বিরত থাকে? আল্লাহ্র কসম! তাদের অপেক্ষা আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক জানি এবং তাদের অপেক্ষা আমি অধিক ভয় করি। সুতরাং যে কাজ করতে আমি দ্বিধাবোধ করি না, তারা তা করতে দ্বিধাবোধ করবে কেন?

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কাজ করলেন।" এ কথাটির মর্ম হল, তিনি ﷺ রোযা রেখে কোনো স্ত্রীকে চুমু দিয়েছিলেন কিংবা সফরে রোযা রাখেন নি। সাধারণ মুসলমানদের জন্যও এরূপ করার অবকাশ রয়েছে। হাদীসটির শেষাংশের অর্থ হল, নবী করীম ﷺ বলছেন, পরিপূর্ণ তাকওয়া এবং আল্লাহর ভয় আমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আমি অবকাশ মতে আমল করি। এরা কত বড় মুত্তাকী! যারা অবকাশ গ্রহণ করে না। বস্তুত অবকাশ মতে আমল করার মধ্যে অনেক ফায়দা রয়েছে। এর দ্বারা নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও মানবিক সীমাবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তদুপরি এর মাধ্যমে নিজের দেহের সাথে সদাচরণ করা হয়। হযরত উমর রাযি. বলেছেন, যে আযীমত বা মূল বিধান মেনে চলে, তাকে যেমনি আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন, অনুরূপ যে ব্যক্তি রোখসত বা অবকাশ পালন করে, তাকেও আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, মূল বিধানকে বলা হয় আযীমত। কোনো কারণবশত সে বিধানে কোনো অবকাশ বা ছাড় দেওয়া হলে তাকে রোখসত বলা হয় রোখসত। যেমন: সফরে রোযা রাখা আযীমত আর না রাখা রোখসত।

(١١١) إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! تُدْرِكُنِى الصَّلٰوةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلٰوةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِىْ. (رواه مسلم)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১১১) বর্ণিত আছে : একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে এই বলে ফতওয়া প্রার্থনা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জানাবত অর্থাৎ সহবাসের দরুন নাপাক থাকা অবস্থায় (ফজরের) নামাযের সময় এসে যায় আর এ অবস্থায় আমি রোযা রাখি। (আমার এ রোযা হবে কি?) রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, আমারও জানাবাত অবস্থায় নামাযের সময় হয় এবং তখনই আমি রোযা রাখি। লোকটি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমাদের মতো (সাধারণ লোক) নন! আল্লাহ পাক আপনার আগে ও পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আশা করি যে, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয়কারী হব এবং এ বিষয় অধিক জ্ঞাত যে, (আল্লাহর ধরপাকড় থেকে) কিভাবে বাঁচব। –মুসলিম

(١١٢) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدَا اَصْحَابُهُ وَقَالَ اَتَخَلَّفُ وَاُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاٰهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَغْدُوَ مَعَ اَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ اَرَدْتُّ اَنْ اُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ اَلْحَقَهُمْ فَقَالَ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ. (رواه الترمذى ، مشكوة : ٣٤)

সহজ তরজমা

(১১২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-কে একটি সেনাদলে (অধিনায়ক নিযুক্ত করে) পাঠালেন। ঘটনাক্রমে সে দিনটি ছিল জুমআর দিন। তাঁর সঙ্গীরা তো ভোরেই রাওয়ানা হয়ে চলে গেল, কিন্তু ইবনে রাওয়াহা (মনে মনে) বললেন, আমি তাদের পিছনে থেকে যাব এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে (জুমুআর) নামায আদায় করে পরে গিয়ে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে (জুমআর) নামায আদায় করলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভোরে তোমার সঙ্গীদের সাথে যাওয়া থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি যে, আপনার সাথে (জুমআর) নামায আদায় করে পরে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন.: যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় কর, তবুও তুমি সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার ফযীলত হাসিল করতে পারবে না। –তিরমিযী, মিশকাত : ৩৪

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সুবহানাল্লাহ! নবী কারীম ﷺ-এর আদেশ পালন ও অনুসরণ শরী'অতের প্রাণ। কোনো ইবাদত বাহ্যত যত বড় হোক, তা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণের বিপরীত হয়, তা হলে তা অবশ্যই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের মাধ্যমে যদি ছোট থেকে ছোট আমলও করা হয়, তা হলে তার মূল্য অনেক বেড়ে যায়।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। এ কথাটিকে চিরদিন স্মরণ রাখা উচিত। তিনি মালফুযাতে লিখেন:

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পছন্দনীয় কোনো বিষয়ে অনুসরণ দুনিয়ার সকল স্বাদ ও উপাদেয় বস্তু এবং আখিরাতের সকল মর্যাদা ও নেয়ামত থেকে শ্রেষ্ঠ। সকল কাজের মূল্য-মর্যাদা অনুসরণের উপর নির্ভরশীল।"

সুন্নতের অনুসরণের নিয়তে দুপুরে খাবারের পর নিদ্রা যাওয়া সুন্নতের বিপরীত তরিকায় কোটি কোটি রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণের জন্য ঈদের দিন রোযা না রেখে খাবার গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে সুন্নতের খেলাফ পদ্ধতিতে অনন্তকাল রোযা রাখার চেয়ে উত্তম। সারারাত জাগ্রত থেকে নফল নামায পড়ে ফযরের নামায জামাত ছাড়া পড়ার চেয়ে সুন্নত মোতাবেক ফযরের নামায জামাতে পড়া অনেক উত্তম।

فَضِيْلَةُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَتْبَاعِهِمْ

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফযীলত

(١١٣) عَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِىْ اَوْرَاٰى مَنْ رَاٰنِىْ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٥٥٤)

সহজ তরজমা

(১১৩) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোনো মুসলমানকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে অথবা আমাকে যে দেখেছে, সে তাকে (সাহাবীকে) দেখেছে। -তিরমিযী, মিশকাত : ৫৫৪

(١١٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٥٥٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১১৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীগণকে গাল-মন্দ করো না। কেননা (তারা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাদের এক মুদ কিংবা অর্ধ-মুদ (খরচ) -এর সমান সওয়াবে পৌঁছুতে পারবে না। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৫৫৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সাহাবায়ে কিরামের এ মহান মর্যাদার কারণ হল, তাদের আমলে ইখলাস ছিল। তদুপরি তাদের ধনসম্পদ হালাল ও পুতপবিত্র ছিল। "মুদ" হল, তৎকালীন আরবে প্রচলিত এক ধরনের পরিমাপক পাত্র। মেট্রিক পদ্ধতির পরিমাপ হিসেবে ১মুদে প্রায় ৮৫০ গ্রাম বা প্রায় এক সেরের সমান হয়।

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী রহ. বলেন, সাহাবাদেরকে গালি দেওয়া বা তাঁদেরকে খারাপ বলা হারাম ও কবিরা গোনাহ। অধিকাংশ ফকীহদের মতে সাহাবাদেরকে গালমন্দকারীকে 'তাযীর' তথা শরী'অত-নির্ধারিত শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। মালিকী মাযহাবের কোনো কোনো ফকীহর মতে এমন লোক মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত।

ইবনে উমর রাযি. বলেন, আল্লাহর রাসূলের সাহাবাদেরকে খারাপ বলো না। তাদের এক মুহূর্তের ঘুমও তোমাদের জীবনভর ইবাদতের চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী বর্ণিত আছে : "যখন ফিতনা ফাসাদ শুরু হবে আর আমার সাথীদের গালমন্দ করা হবে, তখন আলেমদের ইলম প্রকাশ করা উচিত। (অর্থাৎ সাহাবা-বিদ্বেষীদের ফেতনা বন্ধ করা ও তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরা আলেমদের দায়িত্ব।) যে আলেম এ দায়িত্ব পালন করবে না, তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল সৃষ্টির লা'নত বর্ষিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত কিছুই গ্রহণ করবেন না।

(١١٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحَابِىْ يَمُوْتُ بِاَرْضٍ اِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٥٤)

সহজ তরজমা

(১১৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরায়দা রাযি. তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে-ভূখণ্ডে আমার কোনো সাহাবী ইনতেকাল করবে, কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে উঠানো হবে যে, তিনি সেই ভূখণ্ডের অধিবাসীগণকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবেন এবং তিনি হবেন তাদের জন্য আলো। –তিরমিযী, মিশকাত : ৫৪

www.banglakitab.weebly.com

(١١٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَاتُؤْمَنُ عَلَى الْفِتْنَةِ أُولٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَاَعْمَقَهَا عِلْمًا وَاَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ - (رواه رزين، مشكوة : ٣٢)

সহজ তরজমা

(১১৬) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি কারও তরীকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাঁদের তরীকা অনুসরণ করে– যারা দুনিয়া হতে চলে গেছেন। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিতনা হতে নিরাপদ নয়। (হয়ত আগত জীবনে কোনো দ্বীনী ফিতনায় পড়ে পথভ্রষ্ট হতে পারে। আর এই যে মৃতদের কথা বললাম,) তাঁরা হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর সাহাবীগণ, যাঁরা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম লোক। অন্তঃকরণে পরিচ্ছন্ন, জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং স্বল্পতম ছিলেন কৃত্রিমতায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে তাঁর নবীর সাহচর্য এবং আপন দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের আখলাক ও চরিত্র আঁকড়ে ধর। কেননা তাঁরা সরল-সঠিক পথে ছিলেন।

–রাযীন, মিশকাত : ৩২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সাহাবাদের কিছু গুণের কথা আলোচনা করেছেন। যেমন :

اَفْضَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ তথা "এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" বস্তুত সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সাহচর্যে যারা ধন্য হন, তাদের জীবন সার্থক; তারা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত না হয়েই পারে না। তারা কেবল এ উম্মতের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নয়; সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তারা সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদে আরাবি ﷺ -এর পুণ্য পরশে ধন্য হয়েছিলেন। তাই তারা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

اَبَرُّهَا قُلُوْبًا তথা "তাদের অন্তর ছিল সবচেয়ে পুতপবিত্র ও অমল-ধবল।"

মূলত নবুয়তের সূর্যের আলোকরশ্মিতে তাঁদের অন্তরসমূহ কালিমামুক্ত হয়ে আলোকিত হয়ে ওঠেছিল। সে অন্তর ছিল ইসলাম ও নিষ্ঠার প্রতীক। সরলতা ও আল্লাহ্ভীতি ছিল তাদের ভূষণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

www.banglakitab.weebly.com

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى

"তাঁরাই সেসব লোক, আল্লাহ তা'আলা যাঁদের অন্তরের তাকওয়ার পরীক্ষা নিয়েছেন।"

আর এ পরীক্ষায় তারা সফলও হয়েছেন।

أَقَلُّهَا تَكَلُّفًا তথা "তাদের মনে কোনো লৌকিকতা বা আড়ম্বরতা ছিল না।" তারা খালি পায়ে পথ চলতে দ্বিধা করতেন না। তালি দেওয়া জামা পরতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না। মাটিতে নামায পড়তে তারা ইতস্ততঃ বোধ করতেন না। যে কোনো পাত্রে তারা নিশ্চিন্তে খাবার খেতেন। সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। যা জানতেন তা বলতেন। যা জানতেন না সে সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতেন। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে। বর্তমান যুগের কারীদের মতো মুখ বাঁকিয়ে কপাল কুঁচকিয়ে লৌকিকতাস্বরূপ তিলাওয়াত করতেন না। মোটকথা, তারা আড়ম্বরতা ও লৌকিকতা পরিহার করে সরলভাবে জীবন-যাপন করতেন।

إِخْتَارَ هُمُ اللّٰهُ ... الخ : তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহর দীনকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাছাই করেছেন। এর জন্য তাদের মধ্যে যে সকল গুণ ও যোগ্যতা থাকা দরকার ছিল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে সকল গুণে গুণান্বিত করেছেন।

বর্ণিত আছে : আল্লাহ তা'আলা সকল রূহের সৃষ্টি সম্পন্ন করে যখন তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, তখন মুহাম্মদ ﷺ -এর দিলকে সবচেয়ে পুতপবিত্ররূপে দেখতে পেলেন। এ কারণে নবুওয়তের নূর সে অন্তরে রাখলেন। এরপর কিছু রূহকে পবিত্রতর ও আলোকিত পেলেন। তাদেরকে নবী কারীম ﷺ -এর সাহচর্যের জন্য ও তার সহযোগী হিসেবে মনোনিত করলেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. মাকতুবাতে লিখেন : শহীদদের সর্দার হযরত হামযা রাযি.-এর ঘাতক হযরত ওয়াহশী রাযি. ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার কারণে তাবেঈ শ্রেষ্ঠ হযরত ওয়াইছ করনীর চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-কে একদা জিজ্ঞাসা করা হল, উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. উত্তম নাকি মু'আবিয়া রাযি. উত্তম? আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক উত্তর দিলেন: জিহাদের ময়দানে রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে মু'আবিয়ার ঘোড়ার নাসারন্ধ্রে যে ধুলাবালি লেগেছিল, তাও উমর ইবনে আবদুল আযীযের চেয়ে একরকম উত্তম।

(١١٧) عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ

www.banglakitab.weebly.com

قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيَحْلِفُوْنَ وَلَا يُسْتَحْلَفُوْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّوْنَ السَّمَانَةَ۔ (مشكوة : ٥٤-٥٥٣)

সহজ তরজমা

(১১৭) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের লোক। (অর্থাৎ সাহাবীদের যুগ।) তারপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবিঈদের যুগ)। এরপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবে' তাবিঈদের যুগ)। তাঁদের পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটিবে, যারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের নিকট হতে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খেয়ানত করবে. তাদের আমাতদারীর উপর বিশ্বাস করা যাবে না। তারা (আল্লাহ্‌র নামে) মান্নত করবে; কিন্তু তারা পূরণ করবে না, (ভোগ-বিলাসের কারণে) তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে। অপর এক রেওয়ায়তে আছে : তারা (নিষ্প্রয়োজনে) কসম খাবে, অথচ তাদের নিকট হতে কসম চাওয়া হবে না। –মিশকাত : ৫৫৩-৫৪

অবশ্য মুসলিমের এক রেওয়ায়তে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, এরপর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, যারা স্থূলদেহী হতে পছন্দ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"قَرْن"-এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে– যুগ, সমকালীন লোক, সমবয়স্ক, শিং ইত্যাদি। এ হাদীসে قَرْن অর্থ হল, সমকালীন লোক। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমকালীন লোক হল, সাহাবায়ে কিরাম। সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী قَرْن হল, তাবিঈগণ।

তবে কেউ কেউ বলেছেন : এখানে قَرْن অর্থ, যুগ। যুগের সময়কাল সম্পর্কে কেউ বলেছেন : ৪০ বছর কেউ বলেছেন, ৮০ বছর আর কেউ বলেছেন, ১০০ বছর বা এক শতাব্দী। তবে বিশুদ্ধতম মত হল, এর নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর قَرْن বা সমকালীন লোক হল, সাহাবায়ে কিরাম। এর ব্যাপ্তিকাল সর্বকনিষ্ঠ সাহাবির ইন্তেকাল তথা ১২০ হিজরী পর্যন্ত। এরপর থেকে প্রায় ৭০ বছর পর্যন্ত ছিল তাবিঈদের যুগ। এরপর ২০০ বছর পর্যন্ত তাবে' তাবেঈদের যুগ। এরপর থেকে নানা ধরনের ফেতনা-ফাসাদ শুরু হয়ে যায়। দুনিয়ায় বহুমুখী বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিভিন্ন ধরনের মতবাদ ও ফেরকা উদ্ভব ঘটে।

www.banglakitab.weebly.com

لَا طَاعَةَ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের বিরোধীতায় কারো অনুসরণ নেই

(١١٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُوْبَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِيْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّيْ اَخْشٰى اِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ : لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِذٰلِكَ وَرَاَيْتُ فِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ رَاٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَانَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِيْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِيْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهٖ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاۤئَةٍ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيٰوتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ۔ (رواه البخاری ، مشكوة : ١٩٣)

সহজ তরজমা

(১১৮) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের পর (যাতে সাত শত হাফেয, ক্বারী শাহাদাত বরণ করেছেন) খলীফা আবূ বকর রাযি. আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে দেখি হযরত

www.banglakitab.weebly.com

উমর রাযি. তাঁর নিকট বসা। হযরত আবূ বকর রাযি. বললেন, হযরত উমর রাযি. আমার কাছে এসে বলেন, ইয়ামামা যুদ্ধে বহু হাফেযে কুরআন শহীদ হয়ে গেছেন; আমার আশঙ্কা হচ্ছে এভাবে যদি বিভিন্ন স্থানে এভাবে হাফেযে কুরআন শহীদ হতে থাকেন, তা হলে কুরআনের অনেক অংশ লোপ পাবে। অতএব আমি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কুরআনকে (মাসহাফ বা কিতাব আকারে) একত্রিত করতে নির্দেশ দিবেন। আমি উমর রাযি.-কে বললাম: আপনি এমন কাজ কেমন করে করবেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি? হযরত উমর রাযি. বললেন, খোদার কসম! এটা অতি উত্তম (পদক্ষেপ) হবে। এরূপে হযরত উমর রাযি. আমাকে বারবার বলতে লাগলেন। অবশেষে এর জন্য আল্লাহ পাক আমার অন্তর প্রশস্ত করে দিলেন এবং আমিও সঙ্গত মনে করলাম, যা হযরত উমর রাযি. সঙ্গত মনে করেছেন।

যায়েদ রাযি. বলেন, হযরত আবূ বকর রাযি. আমাকে বললেন : তুমি একজন আকেল ও বুদ্ধিমান যুবক, যার প্রতি কোনো সন্দেহ পোষণ করি না। তদুপরি তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অহিও লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতসমূহ অনুসন্ধান কর এবং তা (মাসহাফ আকারে) একত্রিত কর! হযরত যায়েদ রাযি. বলেন : যদি তাঁরা আমাকে পাহাড়সমূহের কোনো একটি পাহাড়ও স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করতেন, তবে তা আমার পক্ষে অধিকতর দুঃসাধ্য হত না। হযরত যাযেদ রাযি. বলেন, আমি বললাম : আপনারা কেমন করে একাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি? তিনি বললেন, খোদার কসম! এটা বড় উত্তম কাজ হবে। এভাবে হযরত আবূ বকর রাযি. আমাকে পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন।

অবশেষে আল্লাহ আমার অন্তরকেও প্রশস্ত করে দিলেন, যার জন্য হযরত আবূ বকর রাযি. ও উমর রাযি.-এর অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তা সংগ্রহ করলাম খেজুর ছোবলা, সাদা পাথর ও মানুষের (হাফেযের) অন্তর বা স্মৃতিপট হতে। অবশেষে সূরা তওবার শেষাংশ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ হতে শেষ পর্যন্ত পেলাম হযরত আবূ খুজাইমা আনসারী রাযি.-এর নিকট। আমি তা তিনি ছাড়া আর কারও নিকট (লিখিতভাবে) পাই নি। হযরত যায়েদ রাযি. বলেন, এ লিখিত সহীফাগুলো খলীফা হযরত আবূ বকর রাযি.-এর নিকট ছিল আল্লাহ পাক তাকে মৃত্যু দেওয়া পর্যন্ত। এরপর খলীফা হযরত উমর রাযি.-এর নিকট তাঁর জীবনাবধি। এরপর তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাযি.-এর নিকট তা রক্ষিত ছিল। –বুখারী শরীফ, মিশকাত : ১৯৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. খালেদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে বিশাল এক বাহিনী ইয়ামামার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। ইয়ামামা হল, নজদ

www.banglakitab.weebly.com

অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ শহর। বর্তমানে এর নাম আরিব। সেকালে এখানে মুসাইলামা নামে জনৈক ভণ্ড লোক মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করে অনেক শিষ্য যোগাড় করে ফেলে। তার বিরুদ্ধে ইয়ামামায় অনেক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসাইলামার মৃত্যু হয়। মুসলমানদের পক্ষে অনেক হাফেযে কুরআন শহীদ হন। কারো মতে তাদের সংখ্যা ছিল ৭০০ জন; কারো মতে ১২০০ জন। কোনো যুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যক হাফেয সাহাবি আর শহীদ হন নি। তাই তাদের শাহাদাতের কারণে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর রাযি. অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি মনে করছিলেন, হাফেযদের শাহাদাতের কারণে কুরআন শরীফের সংরক্ষণ কঠিন হয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে পূর্ণ কুরআন শরীফ যেমনি প্রায় সকলের বক্ষে ও স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল, তেমনি লিপিবদ্ধ আকারেও ছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে একত্রে ছিল না। বিভিন্ন চামড়া, পাথরের টুকরা, খেজুরের শাখা ইত্যাদিতে সংরক্ষিত ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধের ঘটনার পর হযরত আবু বকর রাযি. হযরত উমরের পরামর্শে সেগুলোকে সহিফা আকারে একত্র করেন। এরপর হযরত উসমান রাযি.-এর আমলে সে সকল সহিফাকে একত্র করে গ্রন্থাকারে তা সংকলন করা হয়। কুরআনের আয়াতের বিন্যাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলেই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সূরাসমূহের বিন্যাস করেছেন সাহাবায়ে কিরাম।

"সূরা তাওবার শেষ অংশ আমি আবূ খুযামা আনসারি ছাড়া আর কারো কাছে পাই নি।" হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি.-এর এ কথার মর্ম হল, নবী করীম ﷺ-এর যুগে পূর্ণ কুরআন শরীফ অল্প কয়েকজন সাহাবী মুখস্থ করেছিলেন। যেমন : উবাই ইবনে কা'ব, মু'আয ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে ছাবেত ও আবূ দারদা প্রমুখ। এদের সকলের স্মৃতিতে তা সংরক্ষিত ছিল। আবূ খুযামা আনসারী রাযি. ছাড়া অন্য কারো কাছে না পাওয়ার অর্থ হল, "লিখিত আকারে না পাওয়া।"

"লিখিত সহিফাগুলো মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর রাযি.-এর কাছেই ছিল।" অর্থাৎ যখন যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. কুরআন শরীফ সংকলন করেন, তখন ওই লিখিত অংশগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। একেক ভাগকে সহিফা বলা হত। তখনো একই গ্রন্থে একত্রিত করা হয় নি। সে খণ্ড খণ্ড অংশগুলো আমরণ আবূ বকর রাযি.-এর নিকটেই রক্ষিত ছিল। এরপর এগুলো হযরত উমর রাযি.-এর দায়িত্বে ন্যস্ত হয়। উমর রাযি.-এর ওফাত হলে এগুলো তদীয় কন্যা হযরত হাফসার নিকট ছিল। এরপর হযরত উসমান রাযি. তদীয় খেলাফত কালে সেই খণ্ড খণ্ড সহীফাগুলোকে একই গ্রন্থভুক্ত করে এর কয়েকটি কপি তৈরি করে বিভিন্ন ইসলামি শহরে পাঠিয়ে দেন। এজন্য হযরত উসমান রাযি.-কে جَامِعُ الْقُرْاٰنِ বা আল-কুরআনের সংকলক বলা হয়।

www.banglakitab.weebly.com

এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় হল, হযরত উমর রাযি. আবূ বকর রাযি.-কে বারবার বুঝানো সত্ত্বেও তিনি বলছিলেন, যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, আমি তা কিভাবে করব? কিন্তু বিষয়টি যখন পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন তিনি উমর রাযি.-এর প্রস্তাবে সম্মত হন। অনুরূপভাবে যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি.-ও বলেছিলেন, যে কাজ আল্লাহর রাসূল ﷺ করেন নি, আমরা সে কাজ কিভাবে করব? কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পর তিনিও তা করতে সম্মত হন। চিন্তা করুন! যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি, তা করার ক্ষেত্রে তারা কতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন!

(١١٩) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رض قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابُ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا وَقَالَ فِيْهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهٖ مَاشَاءَ يَعْنِى عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِىْ رِوَايَتِهٖ اِرْتَاٰى رَجُلٌ بِرَائِهٖ مَاشَاءَ يَعْنِىْ عُمَرَ.

(رواه مسلم : ٤٠٢-٤٠٣)

সহজ তরজমা

(১১৯) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্ব এবং উমরাকে একত্রে আদায় করেছেন। এরপর এ ব্যাপারে কুরআনের কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয় নি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তা থেকে আমাদের নিষেধ করেন নি। কিন্তু এক ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত উমর রাযি. নিজের মতে যা ইচ্ছা বলেছেন। আর ইবনে হাতেম তাঁর রেওয়ায়েতে বলেন, এক ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত উমর রাযি. তাঁর নিজস্ব চিন্তায় যা ইচ্ছা রায় পেশ করেছেন। (অর্থাৎ উমর রাযি. এক সাথে হজ্ব ও উমরা আদায় করতে নিষেধ করেছেন।) –মুসলিম : ১/৪০২-৪০৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত উমর রাযি. যে নিষেধ করেছেন, তা তাহরীমী নয় বরং তানযীহী। অর্থাৎ তিনি স্নেহবশত এরূপ করেছেন। কেননা একই সফরে উভয়টি করতে গেলে কষ্ট হতে পারে। তা ছাড়া উভয়টির জন্য আলাদা আলাদা সফর করলে সাওয়াবও বেশি হবে। ইমরান ইবনে হুসাইনের কথা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার বিপরীতে উমর রাযি.-এর কথা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়।

(١٢٠) عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ اَيُصْلِحُ لِىْ اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ اٰتِىَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَاْتِىَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ

www.banglakitab.weebly.com

ابْنُ عُمَرَ قَدْ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَ الْمَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ اَنْ تَاْخُذَ اَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ـ

(رواه مسلم : ٤٠٥)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُوْشِكُ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُوْنَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ

(كتاب التوحيد : ١٠٨)

সহজ তরজমা

(১২০) হযরত ওবারা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ইবনে উমর রাযি.-এর কাছে বসা ছিলাম। ইত্যাবসরে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল: আমার জন্য কি আরাফার ময়দানে যাওয়ার পূর্বেই তওয়াফ করা ঠিক হবে? উত্তরে তিনি বললেন : হ্যাঁ, ঠিক হবে। লোকটি পুনঃ বলল : অথচ ইবনে আব্বাস রাযি. তো বলেন, তুমি আরাফায় যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফ করো না। এরপর ইবনে উমর রাযি. বলেন, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্ব করেছেন এবং তাতে বায়তুল্লাহ-এর তওয়াফ করেছেন আরাফায় যাওয়ার পূর্বেই। তুমি যদি সত্যিই দীন অন্বেষণকারী হয়ে থাক, তা হলে বলো– তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত অবলম্বন করা বেশি সমীচীন নাকি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মত? –মুসলিম : ৪০৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ব্যতীত সকলের মতে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে তাওয়াফে কুদূম করা সুন্নত। কেননা এটা হুজুর ﷺ-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত।

তবে হযরত ইবনে আব্বাসের ভিন্নমত পোষণ করার কারণ হল, তিনি হয়তো রাসূলে কারীম ﷺ-এর আমল সম্পর্কে জানতেন না। আর যদি ধরা হয় তিনি জানতেন, তা হলে হয়তো অন্য কোনো কারণে নিষেধ করেছিলেন। কেননা তিনিও ইবনে উমরের মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাজ ও কথার বিপরীত অন্য কারো কথা ও কাজকে গ্রহণীয় মনে করতেন না। তিনি বলতেন : তোমরা এমন কথা বলো, যার কারণে তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। কোনো মাসআলা সম্পর্কে আমি বলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন। অথচ তোমরা এর বিপরীতে বল। আবূ বকর রাযি. ও উমর রাযি. তো এরূপ বলেন।

www.banglakitab.weebly.com

(١٢١) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٢٧)

সহজ তরজমা

(১২১) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন : যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন সম্পর্কে কোনো নতুন কথা আবিষ্কার করবে –যা তাতে নাই, তার সে কথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীনের আমল বা অংশরূপে এমন কাজ উদ্ভাবন করল, যার পক্ষে কুরআন সুন্নাহতে কোনো প্রমাণ নেই; এমনকি প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন কোনো ইঙ্গিতও নেই, তা হলে সে বিষয়টিকে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে; তা গ্রহণযোগ্য হবে না। مَا لَيْسَ مِنْهُ বাক্যাংশ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নতুন উদ্ভাবিত যে বিষয় কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হবে, তা প্রত্যাখ্যাত নয়। এ ধরনের নতুন বিষয় উদ্ভাবন নিন্দনীয় নয়।

(١٢٢) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّابَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ النَّسَائِىِّ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ ـ (مشكوة : ٢٧)

সহজ তরজমা

(১২২) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এরপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে, আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, মুহাম্মদের পন্থা। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে, যা দ্বীন সম্পর্কে (মনগড়াভাবে) নূতন সৃষ্টি করা হয়েছে আর (এরূপ) প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই (বিদ'আত) গোমরাহী। –মুসলিম

অবশ্য নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় আরও আছে : আর প্রত্যেক গোমরাহীই [পথভ্রষ্টতাই] জাহান্নামে নিয়ে যাবে। –মিশকাত : ২৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের পরে দীনের মধ্যে নতুন যা কিছু উদ্ভাবিত হয়েছে, আভিধানিক দৃষ্টিকোণে তার সবই বিদ'আত। তবে তন্মধ্যে যেগুলো দীনের মূলনীতি ও সুন্নাহ সমর্থিত, সেগুলোকে বিদ'আতে হাসানা বলা হয়। আর যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির পরিপন্থী, সেগুলোকে বলা হয় বিদ'আতে সাইয়িআহ বা জঘণ্য বিদ'আত। كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ বাক্যাংশ দ্বারা এ জঘণ্য বিদ'আতই উদ্দেশ্য।

www.banglakitab.weebly.com

কিছু কিছু বিদ'আত আছে, যেগুলো সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব বলে গণ্য। যেমন: আরবী ব্যাকরণের নাহব-সরফ পঠন-পাঠন। আর কিছু বিদ'আত আছে হারাম। যেমন : জাবরিয়া, কাদরিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভাবিত ভ্রান্ত মতবাদ। এগুলোর বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান ওয়াজিব। আবার কিছু বিদ'আত মুস্তাহাব পর্যায়ের। যেমন : মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করা এবং সেসব ভালো কাজও এর অন্তর্ভুক্ত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না। কিছু বিদ'আত মাকরূহ। যেমন : মসজিদ ও কুরআন শরীফ অলঙ্কৃত করা। কিছু বিদ'আত জায়েয। যেমন : ফযরের নামাযের পরে মুসাফাহা করা শাফিঈ মাযহাব মতে জায়েয। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে মাকরূহ।

সারকথা, বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ– নতুন উদ্ভাবিত যে কোনো নিয়ম, বস্তু, কাজ ইত্যাদি। তবে বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ হল: দীনি বিষয় বা কাজ হিসেবে উদ্ভাবিত ও দীনের সাথে সংযোজিত এমন যে কোনো বিষয়, যা কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত নয় কিংবা দীনের জন্য সহায়ক নয়।

বিদ'আতের স্বরূপ

–মুফতি আযম ফয়যুল্লাহ রহ.

মহান রাব্বুল আলামিনের স্তুতি জ্ঞাপন করছি। দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দীন বহির্ভূত কোন নতুন বিষয় যদি কেউ দীনের সাথে সংযোজন করে, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।" তিনি (ﷺ) আরও বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতির সম্মান করল, সে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করল।

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। সে সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, বিদ'আত অত্যন্ত ঘৃণিত বস্তু। বিদ'আত ও তার সমর্থক দীনের জন্য ক্ষতিকারক। বিদ'আত দীনের সৌধকে ধসিয়ে দেয়। এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা দীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করো না। দীনের সীমা লঙ্ঘন করে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ধ্বংস হয়েছে, তারা বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়েছে।

উল্লিখিত প্রথম হাদীসটির আলোকে বিদ'আতের স্বরূপ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এ হাদীসের মর্মার্থ অনুযায়ী বিদ'আত হল, এমন নব উদ্ভাবিত কাজ বা আকীদা, যাকে দীনের অংশ হিসেবে দীনের সাথে যুক্ত করা হয়। অথচ সেগুলোর উপর দীনের সংরক্ষণ ও প্রবৃদ্ধি মোটেও নির্ভরশীল নয়। নব আবিষ্কৃত ও সংযোজিত এ সকল বিষয় আকীদা সংশ্লিষ্টও হতে পারে আবার সামাজিক কুসংস্কারও হতে পারে। এমনকি তা ইবাদত সদৃশ কাজকর্মও হতে পারে। আকীদা সম্পর্কিত বিদআত হল, খারেজি, রাফেজি, শী'আ, মুতাযিলা, মুরজিয়া ও

www.banglakitab.weebly.com

কাদরিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত দলসমূহের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদ। এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার পরিপন্থী অলীক আকীদা-বিশ্বাসের উদ্ভাবক। আর আম-খাস নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে দীন হিসেবে নব আবিষ্কৃত যে সকল বিষয় প্রচলিত, সে সম্পর্কে একটু পরেই আলোচনা করছি।

উভয় ধরনের বিদআতই ঘৃণিত ও পরিত্যজ্য। হাদীসে এ বিদ'আতের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তবে আকীদাগত বিদ'আত কার্যত বিদ'আতের চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।

আমাদের দেশে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেসকল আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি পালন করা হয়, এগুলো নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ বটে; কিন্তু বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন : বিবাহ ও খৎনা উপলক্ষে যে সকল সামাজিক নিয়ম-কানুন পালন করা হয়, এগুলো বিদ'আত নয় বরং গর্হিত আচরণ। কেননা মানুষ এগুলোকে ধর্মীয় বিধান বা দীনি কর্মকাণ্ড হিসেবে পালন করে না বরং সামাজিক প্রথা, মানরক্ষা, লৌকিকতা ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য করে থাকে। তাই এগুলোকে ধর্মের মধ্যে সংযোজন বলা যাবে না।

আর নব আবিষ্কৃত যে সকল বিষয় বস্তুত দীনের হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য সহায়ক, এগুলোও নিন্দনীয় বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং এগুলো প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর ব্যাখ্যা হল: ধর্মীয় কর্মকাণ্ড দু'ভাগে বিভক্ত। (১) কিছু ধর্মীয় বিষয় মৌলিকভাবেই ধর্মীয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃত ও সৃষ্ট। যেমন : নামায, রোযা, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত। (২) ধর্মীয় বিষয়াদী সংরক্ষণের মাধ্যম হওয়ার কারণে যেগুলো ধর্মীয় কাজ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন: মাদরাসা-মকতব প্রতিষ্ঠা করা, নাহু-সরফ, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি মৌলিকভাবে ধর্মীয় কাজ নয়; কিন্তু যেহেতু দীনের সংরক্ষণ ও দীনী জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন এগুলোর উপর নির্ভরশীল, তাই নব আবিষ্কৃত এ বিষয়গুলোও দীনি কর্মকাণ্ডের মর্যাদা লাভ করেছে। কাজেই এগুলো শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উল্লিখিত বিষয়গুলো সাল্‌ফে সালেহীনের যুগে না থাকলেও এগুলো যেহেতু দীন সংরক্ষণের জন্য সহায়ক, তাই এগুলো নব আবিষ্কৃত হলেও নিন্দনীয় জঘণ্য বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং মাধ্যম হিসেবে এগুলো ধর্মীয় বিষয় বলে গণ্য। তদুপরি কিন্তু আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো বিদ'আতেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে এ আভিধানিক বিদ'আতসমূহের কিছু ভালো আর কিছু মন্দ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিদ'আতের এ ভালো-মন্দ শ্রেণীভাগ আভিধানিক বিদ'আতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পারিভাষিক যে বিদ'আতের আলোচনা একটু পূর্বে করা হয়েছে, তার সবই নিন্দনীয়, ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। "اياكم ومحدثات الامور"

www.banglakitab.weebly.com

হাদীসখানায় সে কথাই বলা হয়েছে। বস্তুত যারা বিদ'আতকে ভালো ও মন্দ এ দুভাগে বিভক্ত করেছেন, তারা মূলত আভিধানিক বিদ'আতকেই বিভক্ত করেছেন। পারিভাষিক বিদ'আতকে নয়। আমাদের উক্ত আলোচনা থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পারিভাষিক বিদ'আতের পরিধি খুবই সঙ্কীর্ণ। পক্ষান্তরে আভিধানিক বিদ'আতের পরিধি অনেক ব্যাপক। তাই পারিভাষিকভাবে যেগুলো বিদ'আত, সেগুলো আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিদ'আত বলে গণ্য। কিন্তু সকল আভিধানিক বিদ'আত পারিভাষিক বিদ'আত হওয়া আবশ্যক নয়।

হযরত উমর রাযি. জামাতের সাথে তারাবীহর নামায আদায় করাকে যে "উত্তম বিদ'আত" বলেছেন, এর দ্বারা তিনি আভিধানিক বিদ'আত বুঝিয়েছেন। তা ছাড়া বিদ'আতকে যারা ভাগ করেন, তারা 'মধ্যম' পর্যায়ের বিষয়গুলোকে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত করে ভাগ করে থাকেন। কেননা "মূল উদ্দেশ্য" পর্যায়ে কোনো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্তি সিদ্ধ নয়; সর্বদা পরিত্যজ্য। (মাজালিসুল আবরার)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে প্রচলিত ঈসালে সাওয়াবের মাহফিল, ফাতেহাখানি, কুলখানি, মিলাদ-মাহফিল, কিয়াম, ওয়াজের মাঝখানে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দরূদ শরিফ পাঠ করার রীতি, শবিনা খতম, খতমে খাজেগান ইত্যাদি নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর সবই এমন নব উদ্ভাবিত বিষয়, যার উপর দীনের সংরক্ষণ নির্ভরশীল নয়। অথচ এগুলোকে ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতিরূপে উদ্ভাবন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দীনের কোনো বিধানের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া বা হ্রাস করা দীন পরিবর্তনের নামান্তর। যেমন : মুস্তাহাবকে সুন্নতের মর্যাদা দেওয়া কিংবা সুন্নতকে ওয়াজিবের মতো গুরুত্ব দেওয়া নিন্দনীয় বিদ'আত।

শরী'অতের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান প্রবর্তন করা নবীদের কাজ। তাই যে ব্যক্তি নতুন কোনো নিয়ম চালু করে, সে যেন আকারে-ইঙ্গিতে ও কার্যত নবুওয়ত দাবি করে। আর যারা তার অনুসরণ করে, তারা যেন প্রকারান্তরে তাকে নবী হিসেবে মেনে নেয়। নাউযুবিল্লাহ। তাই বলা যায়, বিদ'আত হল নবুওয়তের ক্ষেত্রে অংশিদারিত্ব।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ইবাদতের শেষে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করার যে প্রচলন দেখা যায়, তা সালফে সালেহীনের যুগে ছিল না। যেমন : ওয়াজের শুরুতে বা শেষে দু'আ করা, ঈদের নামাযের পরে বা খুৎবার পরে দু'আ করা, তারাবীর নামাযের শেষে দু'আ, বিবাহের পরে দু'আ, কবর যিয়ারত করে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা, খতমে বুখারীর পরে ঘটা করে দু'আ করা, খতমে তারাবীহর শেষে দু'আ, ফরয নামাযের শেষে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা। এসবগুলো নতুন প্রচলিত বিষয়। এগুলোর একটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না। সাহাবায়ে কিরামের সময়েও ছিল না। তাবেঈ বা তাবে

www.banglakitab.weebly.com

তাবেঈদের আমলে এমনকি মুজতাহিদ ইমামগণের সময়েও ছিল না। এগুলোর ওপর দীনের অস্তিত্ব বা সংরক্ষণ নির্ভরশীল নয়। অথচ এগুলো ধর্মীয় বিষয় হিসেবে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ের মতোই মর্যাদা লাভ করেছে। এমনকি এগুলোর গুরুত্ব আম-খাস সকলের মনে এতো দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এগুলোকে বিদ'আত বলা বা বর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে ফরয নামাযের পর পাঠ্য বেশ কিছু দু'আর কথা হাদীসে আছে; কিন্তু সেগুলো সম্মিলিতভাবে বা হাত তুলে পড়ার কথা নেই বরং সেগুলো ব্যক্তিগতভাবে হাত না তুলে পড়ার কথা রয়েছে।

দু'আ হল নফল ও মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল। জামাতবদ্ধভাবে বা ডাকাডাকি করে দু'আ করার অবকাশ নেই বরং এমন করলে দু'আ বিদ'আত ও মাকরূহ হয়ে যায়। তা ছাড়া যে কোনো দু'আতে হাত তোলা আদব নয়। যেমন : পোশাক পরিধানের সময় বা বাথরুমে যাওয়ার সময় কিংবা মসজিদে প্রবেশ করার সময় ও মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় দু'আয় হাত তোলার ব্যাপারটি প্রমাণিত নয়। অনুরূপভাবে ফরয নামাযের পর যে দু'আ রয়েছে, তাতেও হাত তোলার কথা হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তাই যে সকল দু'আর ক্ষেত্রে হাদীসে হাত তোলার কথা বর্ণিত হয় নি, সেখানে হাত তোলা সুন্নতের পরিপন্থী। এ ছাড়া যেখানে হাত তুলে দু'আ করার কথা প্রমাণিত আছে, সেখানে হাত তুলে দু'আ করা সুন্নত ও আদব। অনুরূপভাবে কেউ যদি এমন কোনো ক্ষেত্রে দু'আ করতে চায়, যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো দু'আ নেই, সেখানে যদি এমনিতেই দু'আ করতে চায়; সুন্নতের নিয়তে নয়, তা হলে সেখানে হাত তোলা আদব বলে গণ্য হবে। বিষয়টি খুবই প্রনিধানযোগ্য।

অধম ফয়যুল্লাহ

২২ রবিউল আউয়াল ১৩৮৭ হি:

(١٢٣) عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ. (رواه احمد ، مشكوة : ٣١)

সহজ তরজমা

(১৩২) হযরত গোযাইফ ইবনুল হারেস সুমালী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখনই কোনো জাতি একটি বিদ'আত আবিষ্কার করেছে, তখনই একটি সুন্নত লোপ পেয়েছে। সুতরাং একটি সুন্নতের আমল করা (যদিও তা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়) একটি বিদ'আত আবিষ্কার করা হতে উত্তম। (যদিও তা বিদ'আতে হাসানা হয়।) –আহমদ, মিশকাত : ৩১

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা নূর বা বিশেষ আলো সৃষ্টি হয় আর বিদ'আতের অনুসরণের ফলে অন্ধকার ছেয়ে যায়। সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যের সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে সুন্নত বর্জন করার ফলে আল্লাহর নৈকট্যের বিশেষ সম্মান থেকে ছিটকে পড়ে অধঃপতিত হয়ে যায়। ফলে তার থেকে উত্তম ও ভালো ভালো কাজ ছুটে যায়। আর এভাবে চলতে থাকলে এক সময় তার অন্তর শক্ত হয়ে যায়। তখন তার নেক কাজ আর ভালো লাগে না।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ প্রমাণিত– তা ওই কাজ থেকে অনেকগুণ শ্রেয়– যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি প্রমাণিত নয়। যেমন, বাথরুমের আদব ও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার চেয়ে উত্তম। কেননা প্রথমোক্ত বিষয়টি রাসূলের হাদীসের মাধ্যমে সরাসরি প্রমাণিত। কিন্তু শেষোক্ত বিষয়টি যদিও অনেক বড় সদকায়ে জারিয়ার কাজ, কিন্তু তা সরাসরি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

(١٢٤) عَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلَّانَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَايُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

(رواه الدارمى ، مشكوة : ٣١)

সহজ তরজমা

(১২৪) হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত রাযি. বলেন, যখনই কোনো জাতি দ্বীন সম্পর্কে কোনো বিদআত আবিষ্কার করেছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে হতে সে পরিমাণ সুন্নত উঠিয়ে নিয়েছেন। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত তা আর তাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন না। – দারমী

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

আল্লামা তীবী রহ. বলেন : বিদ'আতের কারণে সুন্নত উঠে যাওয়ার কারণ হল, বিদ'আত আসার আগে সুন্নত স্বস্থানে বহাল ছিল। কিন্তু বিদ'আত আমদানী করার কারণে সুন্নত তার জায়গা হতে উঠে গেছে এবং বিদ'আত সেখানে জেঁকে বসেছে। আর বিদ'আতের বাহ্যিক রূপ যেহেতু খুব চমৎকার ও আকর্ষণীয় হয়, তাই তাকে সরানো সহজ নয়। সবাই তার প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন : কোনো গাছের মূল ও শিকড় যখন মাটির নিচে থাকে, তখন তাকে সেখান থেকে বের করে যদি বাইরে নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে এ গাছটিকে কখনো আর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। (মিরকাত)

হযরত ইয়াহইয়া বিন মু'আয রাবী বলেন, সকল মতদ্বৈততার মূল হল তিনটি বিষয়। আর সে তিনটির বিপরীতে আরো তিনটি বিষয় রয়েছে। কেউ যদি মূল বিষয় তিনটি হতে দূরে সরে যায়, তা হলে এগুলোর বিপরীত বস্তুগুলোর সাথে

www.banglakitab.weebly.com

তাকে জড়িয়ে যেতে হবে। উক্ত মূল বিষয় তিনটি হল: তাওহীদ, সুন্নত ও আনুগত্য। তাওহীদের বিপরীত শিরক। কেউ তাওহীদ হতে ছিটকে পড়লে তাকে শিরকে লিপ্ত হতে হবে। সুন্নতের বিপরীত বিদ'আত। কেউ সুন্নত তরক করলে তাকে বিদ'আতে জড়িয়ে পড়তে হবে। আর আনুগত্যের বিপরীত অবাধ্যতা। আনুগত্য মানে আল্লাহর আনুগত্য। কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তাকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ডুবে যেতে হবে।

(١٢٥) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ۔ (بيهقى، : ٣١)

সহজ তরজমা

(১২৫) তাবিঈ হযরত ইব্রাহীম ইবনে মায়সারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে সম্মান প্রদর্শন করল, সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংসসাধনে সাহায্য করল। –বায়হাকী : ৩১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বিদ'আতীর সম্মান হল, তাকে দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া, তার প্রশংসা করা, তাকে কোনো মাহফিলের সভাপতি বানানো অথবা বাধ্য না হয়ে তার খেদমত করা। বিদ'আতির সম্মান করা প্রকৃতপক্ষে সুন্নতের অবমাননা করা। বস্তুত সুন্নতের অনুসরণকারীর সম্মান ও বিদাতীর অবমাননার মধ্যে ইসলামের সৌধ অটুট থাকে। আর এর বিপরীত হলে ইসলামের সৌধ নড়বড়ে হয়ে যায়।

মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. বলেন, সুন্নত হল দীপ্তি তারকাসদৃশ। সুন্নতের এ তারকা অন্ধকারে পথ দেখায়। পক্ষান্তরে বিদ'আত হল হামানদিস্তার মতো, যা ইসলামের বুনিয়াদকে ধ্বংস করে দেয়।

ইমামে তরিকত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতির সাহচর্য অবলম্বন করে, সে জ্ঞান-প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত থাকে।

(١٢٦) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَايُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَاعَدْلٌ۔ (مراسيل ابى داود : ٢٠)

সহজ তরজমা

(১২৬) হযরত হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো নতুন কথা বা বিষয় সৃষ্টি করবে অর্থাৎ বেদ'আতী কাজ করবে অথবা কোনো নতুন কথা সৃষ্টিকারীকে তথা বেদ'আতীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত এবং সমস্ত ফেরেশতা ও মানুষের লা'নত। [এমনকি] তার ফরয, নফল কোনো ইবাদতই কবুল করা হবে না। –মারাসীলে আবূ দাউদ : ২০

www.banglakitab.weebly.com

(١٢٧) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّهٗ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه احمد وابو داود) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِىِّ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ ، (مشكوة : ٢٩-٣٠)

সহজ তরজমা

(১২৭) হযরত ইরবায ইবনে সারিয়াহ রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নসিহত করলেন, যাতে চক্ষুসমূহ অশ্রুবর্ষণ করল এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে গেল। তখন জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! এটা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ! আমাদের আরো কিছু উপদেশ দিন! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদেরকে আমি উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করতে, (ইমাম বা নেতার কথা) শুনতে এবং আনুগত্য করতে, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন।

আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখবে। তখন তোমরা আমার সুন্নতকে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতকে (পথ ও মতকে) আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দ্বারা কামড়ে রাখবে। অতএব সাবধান! তোমরা (দীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরের) নতুন কথা ও মতবাদ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কথাই 'বিদ'আত' এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী। -আহমদ : ২/২৭৯; আবূ দাউদ

অবশ্য নাসাঈর রেওয়ায়েতে একটু বেশি রয়েছে : আর প্রত্যেক গোমরাহীই জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (মিশকাত : ২৯-৩০)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে চার খলিফা তথা হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযি. উদ্দেশ্য। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, 'আমার

www.banglakitab.weebly.com

পরে খেলাফত থাকবে ৩০ বছরব্যাপী।' হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত গিয়ে এ ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। এ চার খলিফা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী হওয়ার কারণে এ বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা সর্বদা নবুওয়তের সুপেয় বারি পানে সিক্ত ও পরিতৃপ্ত হতেন। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। তাঁরাও ইসলামের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করেছেন। নিজেদের জান-মাল দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লড়েছেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে খেলাফতের মহান দায়িত্বে ভূষিত করেছেন।

সকল সাহাবীর ঐকমত্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু, গম্ভীর প্রকৃতির ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর যখন মুসলমানদের মধ্যে নৈরাশ্য ছেয়ে যায়, তখন তিনিই সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে একতাবদ্ধ রাখেন। মুরতাদদের ফেতনা অঙ্কুরেই ধ্বংস করেন। এ ছাড়া তিনি কুরআন সঙ্কলনের কাজ শুরু করেন ও বিভিন্ন শহর বিজয় করেন।

হযরত উমর রাযি. ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, সংগঠক, সুশাসক ও কঠোর প্রকৃতির মানুষ। তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার নজীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

হযরত উমর রাযি.-এর পরে খলিফা নির্বাচিত হন হযরত উসমান রাযি.। খেলাফতকালে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দেন। তার কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কুরআন শরীফকে এক গ্রন্থে সংকলিত করণ। তাঁর এ কৃতিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত অবিস্মরণীয়।

হযরত উসমান রাযি. এর পরে খলিফা মনোনীত হন হযরত আলী রাযি.। তিনি অনেক সঙ্কট থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন। তাঁর পরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাসূলে কারীম ﷺ যে বলেছেন, "আমার পরে খেলাফত থাকবে ৩০ বছর। এরপর বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।" এ কথা সম্পূর্ণসত্য প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আলী রাযি. এর খেলাফতকালেই ৩০ বছর পূর্ণ হয়। যেমন : নিচের সারণী থেকে খোলাফায়ে রাশেদার খেলাফতের সময়কালের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

খলিফাদের নাম	খেলাফতকাল	মাস	দিন
১. আবূ বকর রাযি.	০২ বছর	০৩ মাস	১০ দিন
২. উমর ফারুক রাযি.	১০ বছর	০৬ মাস	১০ দিন
৩. উসমান রাযি.	১২ বছর	০০ মাস	০০ দিন
৪. আলী রাযি.	০৫ বছর	০২ মাস	১০ দিন
মোট	৩০ বছর	০০ মাস	০০ দিন

www.banglakitab.weebly.com

তাঁদের খেলাফতের সময়কাল হিসাব করলে দেখা যায়, বাস্তবেই তা ৩০ বছর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এটা বস্তুত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মুজিযা। খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের সুন্নতের সমমর্যাদা সম্পন্ন বলে সাব্যস্ত করার কারণ হল, তিনি (ﷺ) জানতেন যে, তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃতি ও মেজায বিরোধী কোনো নিয়মনীতি চালু করবেন না।

(١٢٨) عَنْ جَرِيْرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ۔ (رواه مسلم، مشكوة : ٣٣)

সহজ তরজমা

(১২৮) হযরত যাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতি-নীতি চালু করবে, তার জন্য তার কাজের গুনাহ এবং পরে যারা এ কাজ করবে, সকলের গুনাহ রয়েছে। অথচ এর দ্বারা তাদের (পরে আমলকারীদের) গোনাহের কিছুই কম করা হবে না।

–মুসলিম, মিশকাত : ৩৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। পূর্ণ হাদীসটি হল : হযরত জারীর রাযি. বলেন, একবার দিনের শুরুভাগে আমরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইতঃমধ্যে হুজুর ﷺ এর নিকট কিছু লোক এল। দীনতার কারণে তারা পূর্ণ শরীর পোশাকে আবৃত করতে পারে নি। তাদের তরবারির খাপও ছিল না। ফলে তা ছিল ঘাড়ে ঝুলানো। তাদের সিংহভাগ লোক ছিল মুযার গোত্রের। তাদের চোখে মুখে ক্ষুধার চিহ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারকে অস্থিরতার ছাপ ফুটে উঠল। তিনি ঘরে গিয়ে ফিরে এসে বেলাল রাযি.-কে আযান দেওয়ার জন্য বললেন। আযান ও ইকামতের পর নামায আদায় করে হুজুর ﷺ ওয়াজ শুরু করলেন। ওয়াজের শুরুতে তিনি ﷺ সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর উপস্থিত সাহাবিদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহ দিলেন। ইতঃমধ্যে জনৈক আনসারি সাহাবি সোনা বা রূপার একটি ভারী থলে নিয়ে উপস্থিত হল। তার এ দান দেখে অন্য লোকজন দান করতে শুরু করল। দেখতে দেখতে খাদ্য ও বস্ত্রের দু'টি স্তূপ পড়ে গেল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক খুশিতে ঝলমল করতে লাগল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً الخ তথা যে ব্যক্তি ইসলামে .....।

www.banglakitab.weebly.com

رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِىْ دُعَاءٍ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ الرَّفْعُ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ

যে দু'আয় হাত উঠানোর প্রমাণ নেই, তাতে হাত উঠানো ঘৃণিত বিদ'আত

(١٢٩) عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ الْقَصِيْرَتَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ ـ (رواه الترمذى : ١/١٤٤)

সহজ তরজমা

(১২৯) হযরত হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমারাহ ইবনে রুওয়াইবা (কুফার অধিবাসী এক সাহাবী) এবং বিশর ইবনে মারওয়ান (কুফার আমীর) সম্পর্কে শুনেছি– একবার বিশর (কুফার জামে মসজিদে) খুতবা পড়া অবস্থায় দু'আর সময় দু'হাত উত্তোলন করলে হযরত উমারাহ রাযি. বলে উঠলেন, আল্লাহ পাক এ তুচ্ছ ও ছোট দু'হাতকে বরবাদ করুন! অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (খুতবা পড়তে) দেখেছি, কিন্তু তাঁকে (দু'আ বা কালিমায়ে তাওহীদ পড়ার সময়) শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করার অতিরিক্ত কিছু করতে দেখি নি। –তিরমিযী : ১/১৪৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবায় দু'আ করার সময় কালিমা শাহাদাত বা অন্য কোনো বিশেষ বাক্য উচ্চারণ করতে গিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলি বা তর্জুনি উপরে তুলে ধরতেন, এ ছাড়া উভয় হাত তুলতেন না। এজন্য যেখানে দু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাত তোলা প্রমাণিত নয়, সেখানে হাত উঠানো বিদ'আত হবে। যেমন : খাওয়ার শেষে যে দু'আ আছে, সেখানে হাত তোলা প্রমাণিত নয়। এখন কেউ যদি সে দু'আ পড়তে গিয়ে হাত তোলে, তা হলে তা অবশ্যই বিদ'আত হবে।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা তীবী রহ. বলেন, ফরয নামাযের পর দু'আয় হাত তোলা প্রমাণিত নয়।

تَخْصِيْصُ الذِّكْرِ بِمَحَلٍّ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ بِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ

শরী'আতে যেখানে যে দু'আ প্রমাণিত নেই, সে দু'আ সেখানে পাঠ করা নিন্দিত বিদ'আত

(١٣٠) عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلًا عَطَسَ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

www.banglakitab.weebly.com

وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَقُوْلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٠٢)

সহজ তরজমা

(১৩০) (তাবেঈ) হযরত নাফে' বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইব্নে উমর রাযি.-এর কাছে বসে হাঁচি দিয়ে বলল: 'আলাহামদু লিল্লাহ্ ওয়াস্সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ্'। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বললেন, আমিও বলছি 'আল্হামদু লিল্লাহ্ ওয়াস্সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ্; তবে (সুন্নত পদ্ধতি) এরূপ নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেন আমরা বলি– আল্হামদু লিল্লাহি আ'লা কুল্লি হাল। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪০২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এর দ্বারা বুঝা গেল, শরী'অতের কোথাও কোনো কিছু বাড়ানোর বা কমানোর এখতিয়ার কারো নেই। কেউ যদি এমন করে, তা হলে তা পরিত্যজ্য ও বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

(١٣١) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رض قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَاتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَلٰكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا ـ (رواه البخارى، مشكوة)

সহজ তরজমা

(১৩১) হযরত আবু মূছা আশ্আরী রাযি. বলেন : আমরা একসফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। লোকজন তখন উচ্চঃস্বরে তাক্বীর বলছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন : ও মিঞারা! তোমরা নিজেদের প্রতি রহম কর, তোমরা বধিরকে ডাকছ না আর না অনুপস্থিতকে! তোমরা ডাকছ শ্রোতা ও দর্শককে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। এমনকি যাকে তোমরা ডাকছ, তিনি তোমাদের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের নিকটে আছেন। –মুত্তাঃ

كَرَاهَةُ الْقِيَامِ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবীজীর কিয়ামের অপছন্দতা

(١٣٢) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٤٠٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১৩২) হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাঠিতে ভর করে ঘর হতে বাইরে আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা (অমুসলিম) অনারব লোকদের মতো দাঁড়াবে না। তারা এভাবে দাঁড়িয়ে একে আপরকে সম্মান প্রদর্শন করে। –আবু দাউদ

(١٣٣) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذَالِكَ. (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٠٣)

সহজ তরজমা

(১৩৩) হযরত আনাস রাযি. বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা কোনো ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না। –তিরমিযী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সশব্দে যিকির সম্পর্কে কিছু উক্তি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী– "اِرْبَعُوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ" "তোমরা নিজেদের প্রতি দয়া করো!" এর দ্বারা বুঝা যায়, দু'আ বা যিকির সশব্দে করা মাকরূহ। সাহাবী ও তাবিঈনসহ প্রায় সকল সালফে সালেহীন এ মতের পক্ষে ছিলেন।

ইবনে কাত্তান বলেন–

اَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ الْمُتَّبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ مُتَّفِقُوْنَ عَلٰى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيْرِ وَالذِّكْرِ

'অনুসৃত মাযহাবসমূহের পথিকৃতগণ এবং অন্যান্য মনীষীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তাকবীর ও যিকির সশব্দে করা মুস্তাহাব নয়।'

আল্লাহ তা'আলাও বলেন–

اُدْعُوْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

'তোমাদের রবকে তোমরা বিনয়ের সাথে ও নিঃশব্দে আহ্বান করো। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا

'তুমি নামায একদম সশব্দেও পড়বে না এবং নিঃশব্দেও পড়বে না বরং মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করবে।'

www.banglakitab.weebly.com

এসব উদ্ধৃতি ছাড়াও আরও অনেক দলীল-প্রমাণের আলোকে বুঝা যায়, যিকির ও দু'আ ইত্যাদি সশব্দে পড়ার চেয়ে নিঃশব্দে করা উত্তম। তবে সশব্দে যিকির জায়েয হওয়ার পক্ষেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যথা–

(১) রিয়া বা লোকদেখানো মনোভাব না থাকতে হবে।

(২) অতি উচ্চ শব্দে না হতে হবে।

(৩) একে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সওয়াবের মাধ্যম মনে না করতে হবে।

(৪) সশব্দে যিকির করার কারণে মুসল্লি বা ঘুমন্ত ব্যক্তির ব্যাঘাত না হতে হবে।

(৫) নিঃশব্দে যিকিরের চেয়ে সশব্দে যিকির সর্বদিক দিয়ে উত্তম বলে দাবী না করতে হবে।

মিলাদের অনুষ্ঠান : একটি পর্যালোচনা

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি ইশক ও মহব্বত তথা আন্তরিক ভালবাসা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর জীবন একটি উত্তম আদর্শ। এ জন্য তাঁর জীবনচরিত অধ্যয়ন ও আলোচনা করা এবং তার বাণী ও আদর্শ উপস্থাপন করা আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার মাধ্যম।

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাঁকে মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন, তাই তার জীবনচরিত ও জীবনাদর্শ জানা এবং নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। বছরের প্রত্যেক মাসে, মাসের প্রত্যেক সপ্তায়, সপ্তার প্রতিটি দিনে আর দিনের প্রতিটি ঘণ্টা ও মিনিটে, এমন কোনো সময় বা ক্ষণ নেই, যে ক্ষণে তাঁর জীবনী পাঠ বা আলোচনা নিষিদ্ধ বরং জীবনের প্রতি ক্ষণে ও সময়ের প্রতি পলে তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনা ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম। কিন্তু শুধু রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখকে নির্দিষ্ট করে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত করা, শোভাযাত্রা বের করা, দরিদ্র-অভাবী লোকদেরকে ভোজ দেওয়া ইত্যাদি স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কিরাম ও খায়রুল কুরুনের [স্বর্ণালি যুগের] কোনো যুগে কি ছিল? যদি তাদের যুগে থাকে বা তাদের থেকে এরূপ প্রমাণিত হয়, তা হলে এ নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই। কেননা যা কিছু তারা করেছেন বা বর্জন করেছেন, তাই দীনরূপে বিবেচিত। কিন্তু তাঁদের যুগে কি বর্তমানে প্রচলিত মিলাদ, কিয়াম, শোভাযাত্রা ইত্যাদি ছিল? হাদীসের কিতাবপত্র ও ইতিহাস সাক্ষী যে, তাঁদের যুগে এমন কিছুই ছিল না। এখন আমাদের প্রশ্ন হল: কল্যাণস্বীকৃত ওই যুগে যে কাজ ছিল না, সে কাজ বর্তমান যুগে এসে কিভাবে সাওয়াবের কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়ে গেল? এটা সত্যিই ভাবার বিষয়!

www.banglakitab.weebly.com

প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠানের ইতিহাস

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও প্রচলিত মিলাদের নাম গন্ধও ছিল না। এমনকি মুসলমানদের মধ্যে এ অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। এই দীর্ঘ ছয় শ' বছরে মুসলমানদের মধ্যে কত ওলি, আউলিয়া, গাউস, কুতুব, মুজতাহিদও ইমাম অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁদের কেউ এ মিলাদ বা কিয়ামের সাথে পরিচিত ছিলেন না। কোনো মুহাদ্দিস, আলেম, ফকীহ বা মুজতাহিদ ইমামও এর প্রচলন করেন নি। এ মিলাদের প্রচলন করেছেন জনৈক স্বেচ্ছাচারী, অপব্যয়ী ও বদদীন বাদশাহ। সে ছিল ইরাকের মুসেল শহরের অধিবাসী। মুজাফফর উদ্দীন কাওকারি ইবনে আরবাল (মৃত : ৬৩০ হি.) তার নাম ৬০৪ হিজরীতে সে জনৈক দরবারি মৌলভীর মাধ্যমে এর প্রচলন ঘটায়। এতে তার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করা এবং আশেকে রাসূল ﷺ হিসেবে নিজেকে জাহির করা। তার সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মিসরী মালিকীর মন্তব্য বেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন–

كَانَ مَلِكًا مُسْرِفًا يَأْمُرُ عُلَمَاءَ زَمَانِهِ اَنْ يَّعْمَلُوْا بِاسْتِنْبَاطِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ وَاَنْ لَّا يَتَّبِعُوْا لِمَذْهَبِ غَيْرِهِمْ حَتّٰى مَالَتْ اِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الْفُضَلَاءِ وَيَحْتَفِلُ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الرَّبِيْعِ الْاَوَّلِ وَ هُوَ اَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَ مِنَ الْمُلُوْكِ هٰذَا الْعَمَلَ

"সে ছিল একজন অপব্যয়ী রাজা। সে আলেমদেরকে নিজস্ব ইজতিহাদ মতে আমল করার জন্য বলত। অন্যের মাযহাবের অনুসরণ না করার জন্য সে উৎসাহ দিত। এমনকি তার প্রতি অনেক আলেম-উলামা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। রবিউল আউয়াল মাসে সে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত করত। সেই সর্বপ্রথম এ অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করে।"

অতএব যার মন চায় সে যেন এ স্বার্থান্বেষী রাজার অনুসরণ করে। প্রকৃত মুসলমানদের উচিত কল্যাণস্বীকৃত যুগের আলেম-উলামা, বুযুর্গ ইমাম ও মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা। আমরা তাঁদের অনুসরণ করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণের তাওফীক দান করুন। প্রত্যেক যুগের হক্কানী উলামায়ে কিরাম এ মিলাদের বিরোধিতা করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী, ইমাম নাসীরুদ্দীন শাফিঈ, মুজাদ্দিদে আলফে সানী হানাফি, আল্লামা ইবনু আমীরিল হাজ্ মালিকী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এর বিরোধিতা করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

মিলাদ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের আরো বক্তব্য

(১) আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকিহানী রহ. বলেন:

لَا اَعْلَمُ لِهٰذَا الْمَوْلِدِ اَصْلًا فِىْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا يُنْقَلُ عَمَلُهُ عَنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ هُمُ الْقُدْوَةُ فِى الدِّيْنِ الْمُتَمَسِّكُوْنَ بِاٰثَارِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ ....

প্রচলিত এ মিলাদের প্রমাণ কুরআনে নেই; হাদীসেও নেই। এমনকি অনুসৃত উলামাদের থেকেও এর সমর্থনে কোনো কিছু পাওয়া যায় না বরং এটা বিদ'আত। ..... (আলজুন্নাহ লি আহলিস সুন্নাহ : ১৭৬)

(২) আল্লামা ইবনু আমীরিল হাজ্জ 'মাদখাল' কিতাবে লিখেন :

وَمِنْ جُمْلَةِ مَا اَحْدَثُوْهُ مِنَ الْبِدَعِ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ اَنَّ ذٰلِكَ مِنْ اَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ وَاِظْهَارِ الشَّعَائِرِ مَا يَفْعَلُوْنَهُ فِىْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ مِنَ الْمَوْلِدِ وَقَدِ احْتَوٰى عَلٰى بِدَعٍ وَمُحَرَّمَاتٍ

"বিদ'আতিরা যে সকল বিদ'আত উদ্ভাবন করেছে, তন্মধ্যে একটি বিদ'আত হল, বরিউল আউয়াল মাসে মিলাদের অনুষ্ঠান করা। তারা এটাকে সবচেয়ে বড় ইবাদত ও ইসলামের প্রতীক বলে মনে করে। অথচ এতে অনেক বিদ'আত ও হারাম কাজের সংমিশ্রণ রয়েছে।"

বিভিন্ন হারাম ও বিদ'আত কাজের বিবরণ দেওয়ার পর তিনি আরো বলেন, যদি সে সকল গর্হিত কাজ না থাকে এবং রবিউল আউয়াল উপলক্ষে কেবল খাবারের আয়োজন করা হয় এবং লোকজনকে এর প্রতি আহ্বান করা হয়, তা হলেও তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। কেননা এটা দীনের মধ্যে নতুন বিষয় বৃদ্ধি করার নামান্তর। তদুপরি সালফে সালেহীনের যুগে এ জাতীয় কোনো আমল ছিল না। সালফে সালেহীনের অনুসরণ-ই কাম্য ও নিরাপদ।

(৩) আল্লামা আবদুর রহমান আল-মাগরিবি আল-হানাফি রহ. বলেন:

اِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَفْعَلْ بِهٖ وَلَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ وَالْاَئِمَّةُ كَذَا فِى الشَّرْعَةِ الْاِلٰهِيَّةِ (الجنة لاهل السنة : ١٧٧)

"মিলাদের অনুষ্ঠান উদযাপন করা বিদ'আত। রাসূলে কারীম ﷺ খোলাফায়ে রাশেদীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের পক্ষ হতে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই; এমনকি তারা এটা উদযাপনও করেন নি।"

(৪) আল্লামা নাসীরুদ্দীন আওদী শাফিঈ রহ. জনৈক প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেন:

www.banglakitab.weebly.com

لَا يُفْعَلُ لِاَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَاِنَّمَا اُحْدِثَ بَعْدَ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ فِى الزَّمَنِ الطَّالِحِ وَنَحْنُ لَا نَتَّبِعُ الْخَلْفَ فِيْمَا اَهْمَلَ السَّلَفُ لِاَنَّهُ يَكْفِىْ بِهِمُ الْاِتِّبَاعُ فَاَىُّ حَاجَةٍ اِلَى الْاِبْتِدَاعِ

"মিলাদের অনুষ্ঠান করা যাবে না। কেননা এটা পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নয়। এটা পরবর্তী মন্দ যুগের আবিষ্কার। প্রবীণ বুযুর্গগণের যুগে যা ছিল না বরং পরবর্তীদের আবিষ্কৃত হয়েছে, আমরা তা গ্রহণ করব না। কেননা প্রবীণ বুযুর্গগণের অনুসরণই যথেষ্ট। নতুন করে কোনো কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই।"

(৫) হাম্বলী মাযহাবের শায়খ আল্লামা শারফুদ্দীন রহ. বলেন,

اِنَّ مَا يَعْمَلُ بَعْضُ الْاُمَرَاءِ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ اِحْتِفَالًا لِمَوْلِدِ النَّبِىِّ ﷺ فَمَعَ اشْتِمَالِهٖ عَلَى التَّكَلُّفَاتِ الشَّنِيْعَةِ بِنَفْسِهٖ بِدْعَةٌ اَحْدَثَهُ مَنْ يَّتَّبِعُ هَوَاهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا اَمَرَهُ ﷺ صَاحِبُ الشَّرِيْعَةِ وَنَهَاهُ

"কোনো কোনো আমীর-উমারা প্রতিবছর (রবিউল আউয়াল মাসে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান করে, তাতে অনেক গর্হিত কৃত্রিমতা রয়েছে; বিধায় তা বিদ'আত হিসেবে গণ্য। প্রবৃত্তির পূজারী ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞরাই এ অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করেছে।"

অনুরূপভাবে কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী "তুহফাতুল কুযাত" গ্রন্থে, আল্লামা ফযলুল্লাহ জৌনপুরী রহ. "বাহজাতুল উশশাক" গ্রন্থে, কাজী নাসীরুদ্দীন গুজরাটী "তরীকাতুস সালাফ" গ্রন্থে, হাফেয আবু বকর বাগদাদী "ফাতাওয়া" গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী তার গ্রন্থের সীরাত অধ্যায়ে মিলাদের বিরুদ্ধে ও এর বিদ'আত হওয়ার বিষয়ে কলম ধরেছেন।

তা ছাড়াও আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ মিসরী মালিকী "আল-কওলুল মুতামাদ" গ্রন্থে চার মাযহাবের উলামাদের মন্তব্য ও উদ্ধৃতির আলোকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রচলিত মিলাদ বিদ'আত ও নিন্দনীয় কাজ। উপসংহারে তিনি যে মন্তব্য করেন, তা হল: قَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ لِمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ عَلَى ذَمِّ الْعَمَلِ بِهٖ "মাযহাব চতুষ্টয়ের আলেমগণ এর নিন্দাবাদের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।"

কিয়াম সম্পর্কে

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. লিখেছেন: মিলাদে রাসূল ﷺ-এর আলোচনাকালে দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি কল্যাণস্বীকৃত তিন যুগের কোনো যুগে পাওয়া যায় না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত ও জীবনাদর্শ সে যুগের ওয়াজ মাহফিলে ও হাদীসের ক্লাসে ক্লাসে ব্যাপক আকারে আলোচনা হত।

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু কোনো রেওয়ায়াত বা হাদীসের বর্ণনা দ্বারা কিয়াম বা দাঁড়ানো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুভজন্মের সময় কেউ কখনো দাঁড়িয়েছেন বা রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবৎকালে দাঁড়ানোকে পছন্দ কিংবা সমর্থন করেছেন, এমন কোনো প্রামাণ্য বর্ণনা নেই। কেউ কখনো ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে, সেটা এখানের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, মিলাদের অনুষ্ঠান বা আলোচনায় কেউ কখনো দাঁড়িয়েছেন কি-না? দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, এটা কস্মিনকালেও প্রমাণ করা যাবে না। এ বিষয়টি বিদ'আত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তা ছাড়া এটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হচ্ছে যে, বর্তমান যুগের জাহেলরা একে ওয়াজিব মনে করছে। কিয়াম বর্জনকারীদেরকে তিরস্কার করছে। বস্তুত বাড়াবাড়ির কারণে অনেক বৈধ বিষয়ও নিষিদ্ধ হয়ে যায় আর কিয়াম তো নব আবিষ্কৃত একটি অবৈধ বিষয়। এ ব্যাপারে নিচের উদ্ধৃতিটি প্রতিধানযোগ্য।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِّنْ صَلٰوتِهٖ يَرٰى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَنْصَرِّفَ اِلَّا عَنْ يَمِيْنِهٖ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهٖ ، متفق عليه.

وَقَالَ عَلِيٌّ الْقَارِيُّ فِىْ شَرْحِ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَنْ اَصَرَّ عَلٰى اَمْرٍ مَنْدُوْبٍ وَجَعَلَهٗ عَزْمًا وَلَمْ يَعْمَلْ بِالرُّخْصَةِ فَقَدْ اَصَابَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْاِضْلَالِ فَكَيْفَ مَنْ اَصَرَّ عَلٰى بِدْعَةٍ وَّمُنْكَرٍ

উক্ত উদ্ধৃতির সারকথা হল: ইসলাম যে বিধানকে যে স্তরে স্থান দিয়েছে কিংবা যে বিধানের যে মর্যাদা দিয়েছে, তাকে সে মর্যাদাই দিতে হবে। এর চেয়ে বেশি মর্যাদা দেওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হওয়ার নামান্তর। কোনো মুস্তাহাব কাজকে মুস্তাহাবের সমান মর্যাদাই দিতে হবে। একে ওয়াজিব বা ফরযের অনুরূপ মর্যাদা দেওয়া যাবে না। যেমন : নামাযে ডানদিকে সালাম ফিরানো সুন্নত। একে ওয়াজিব বা ফরয মনে করা কিংবা আবশ্যকরূপে তা পালন করার অবকাশ নেই। মুস্তাহাব বা সুন্নত আমলের অবস্থা যদি এরূপ হয়, সেখানে বিদ'আত বা নিষিদ্ধ কোনো কাজ জরুরী মনে করার অবকাশ কোথায়?

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহতে যেহেতু কিয়ামের কোনো প্রমাণ নেই, সেখানে কিয়ামকে জরুরী মনে করা অবশ্যই গোনাহের কাজ। ... কিয়ামের প্রবক্তারা যদি রাসূলে কারীম ﷺ-কে 'আলিমুল গাইব' মনে করে কিয়াম করে, তবে তা হবে শিরক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আসমান ও যমিনের সকল অদৃশ্যের চাবিকাঠি আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত।" কিন্তু যারা "আলিমুল গাইব" বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়, তথাপি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিলাদের মাহফিলে তাশরীফ আনার পক্ষে যুক্তি পেশ করেন, তাদেরকে বলছি: আকীদা প্রমাণের জন্য অকাট্য প্রমাণ জরুরী। খবরে ওয়াহিদ বা ধারণাপ্রসূত খোঁড়া যুক্তি

www.banglakitab.weebly.com

দিয়ে আকীদার বিষয় প্রমাণিত করা যায় না, দুর্বল ও জাল হাদীস তো দূরের কথা! এখন বলুন, "মিলাদ মাহফিলে হুজুর ﷺ তাশরীফ আনেন" এর সপক্ষে এমন কী অকাট্য রেওয়ায়াত রয়েছে? প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো রেওয়ায়াতই নেই।

ظُهُوْرُ الْبِدَعِ وَالْاَهْوَاءِ ، وَتَغَيُّرُ النَّاسِ

বিদআত ও কু-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ও মানুষের মাঝে পরিবর্তন

(١٣٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ ـ (رواه الترمذى مشكوة : ٣٠) وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِكِتَابِ اللّٰهِ حِيْنَ يُتْرَكُ وَيَعْمَلُوْنَ بِالسُّنَّةِ حِيْنَ تُطْفٰى (الاعتصام)

সহজ তরজমা

(১৩৪) রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর মতো যাত্রা শুরু করেছে, আবার প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব সে সকল প্রবাসীর জন্য সুসংবাদ আর তারা সে সকল লোক, যারা আমার পর মানুষ যে সব সুন্নাতকে নষ্ট করে দিয়েছে, সেগুলোকে পুনরায় ঠিক করে নেয়।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৩০

ই'তিছামের এক বর্ণনায় আছে : তারা সেসব লোক, যারা কিতাবুল্লাহকে মজবুতভাবে ধরে রাখবে যখন তাকে বর্জন করা হবে এবং সুন্নতের উপর আমল করতে থাকবে, যখন তা নির্বাপিত করা হবে। –ই'তিছাম

(١٣٥) عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ يَدْرُسُ الْاِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْىُ الثَّوْبِ لَايَبْقٰى اِلَّا شَيْخٌ كَبِيْرٌ اَوْ عَجُوْزٌ فَانِيَةٌ يَقُوْلُوْنَ : قَدْ كَانَ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ مَا يَقُوْلُوْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

(شرح مسند امام اعظم : ٢٧٦)

সহজ তরজমা

(১৩৫) হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধীরে ধীরে ইসলাম এমনি মিটে যেতে থাকবে, যেমনি কাপড়ের রঙ, নকশা ও প্রিন্ট ক্রমেই মিটতে থাকে। দুনিয়াতে শুধু এমন কিছু বৃদ্ধ ও অতিশয় বৃদ্ধা লোক থাকবে, যারা বলবে– পূর্ব যুগে কিছু লোক ছিল, তারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলত। কিন্তু তারা নিজেরা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার লোক হবে না। –শরহে মুসনাদে ইমাম আযম : ২৭৬

www.banglakitab.weebly.com

(١٣٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ اُمَّتِهٖ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ لَهٗ فِىْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالَايَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالَايُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ٢٩)

সহজ তরজমা

(১৩৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোনো নবীকে তাঁর উম্মতের মধ্যে পাঠান নি, যাঁর উম্মতের মধ্যে তাঁর কোনো 'হাওয়ারী বা সাহাবী ছিলেন না; তাঁরা সুন্নতের সাথে আমল করতেন ও তাঁর হুকুমের অনুসরণ করতেন। এরপর এমন লোকেরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হল, যারা অন্যদের তাই বলত, যা নিজেরা করত না আর করত তাই, যার আদেশ (শরী'অতে) তাদেরকে দেওয়া হয় নি। (সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যেও এরূপ লোক হতে পারে।) অতএব যে নিজ হাতে তাদের সাথে জিহাদ করবে, সে (পূর্ণ) মুমিন আর যে মুখের দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করবে, সে-ও মুমিন আর যে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে, সে-ও মুমিন। কিন্তু এর পর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নাই। –মুসলিম

(١٣٧) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَخْرُجُ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهٖ لَا يَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ اِلَّا دَخَلَهٗ ـ

(احمد و ابوداؤد ، مشكوة : ٣٠)

সহজ তরজমা

(১৩৭) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব লোক জাহির হবে (আত্মপ্রকাশ করবে), যাদের সর্বশরীরে সে সকল বিদ'আত ও কু-প্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে, যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ রোগীর সর্বশরীরে অনুপ্রবেশ করে। ফলে তার কোনো শিরা বা গ্রন্থি বাকি থাকে না, যাতে তা সঞ্চার হয় না।

–আহমদ, আবূ দাউদ, মেশকাত : ৩০

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"মাজাহিরে হক" গ্রন্থে লিখেন: হাদীসে উল্লিখিত লোকদেরকে জলাতঙ্করোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করার কারণ হল, জলাতঙ্করোগে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর পানির ভয় প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে। সে পানি দেখে পলায়ন করে অথচ পিপাসায় বুক ফেটে মারা যায়। অনুরূপ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী ও বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর কুপ্রবৃত্তি এমনভাবে চেপে বসে যে, তারা জ্ঞান ও সত্যের আলো থেকে দূরে সরে মিথ্যা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে ধ্বংস হয়ে যায়।

(١٣٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَأْتِيَنَّ عَلٰى أُمَّتِىْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتٰى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِىْ أُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٣.)

সহজ তরজমা

(১৩৮) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মতেরও ঠিক তাই হবে, যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়। এমনকি, যদি তাদের মধ্যে এরূপ কেউ থেকে থাকে– যে নিজের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে কুকাজ করেছিল, তা হলে আমার উম্মতের মধ্যেও সে লোক হবে, যে এরূপ কাজ করবে। এ ছাড়া বনী ইসরাঈল (আকীদাগতভাবে) বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর দলে আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে। এদের সকলেই দোযখে যাবে একদল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেটি কোন্ দল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি, যে দল তার উপর থাকবে। –তিরমিযী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

'আমার উম্মত' বলে আহলে কেবলা বা নামমাত্র মুসলমান উদ্দেশ্য। 'প্রত্যেকে জাহান্নামি' কথাটির অর্থ হল, গোনাহের কারণে বা মন্দ আকীদার কারণে দোযখে যাবে। এরপর যাদের আকীদা কুফরির সীমারেখা পর্যন্ত পৌঁছাবে

www.banglakitab.weebly.com

না, আল্লাহ তা'আলার রহমতে তারা দোযখ থেকে রক্ষা পাবে। আহলে ইসলাম বা মুসলমানদের মৌলিক ফেরকা ৮টি। যেমন:

(১) নাজিয়া (নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ)

(২) মুতাযিলা।

(৩) শী'আ।

(৪) খাওয়ারেজ।

(৫) মুরজিয়া।

(৬) নাজ্জারিয়া।

(৭) জাব্‌রিয়া।

(৮) মুশাব্‌বিহা।

উল্লিখিত ৮ ফেরকার অনেকগুলোর আবার একাধিক উপদল/উপফেরকা রয়েছে। নিচে এর পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

মুতাযিলাদের সর্বমোট ফেরকা ২০টি।

শী'আদের সর্বমোট ফেরকা ২২টি।

খারিজীদের সর্বমোট ফেরকা ২০টি।

মুরজিয়াদের সর্বমোট ফেরকা ৫টি।

নাজ্জারিয়াদের সর্বমোট ফেরকা ৩টি।

জাব্‌রিয়াদের সর্বমোট ফেরকা ১টি।

মুশাব্‌বিহাদের সর্বমোট ফেরকা ১টি।

নাজিয়া বা নাজাতপ্রাপ্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দল ১টি।

সর্বমোট দল ৭৩টি।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত ফেরকাসমূহের অনেক ফেরকার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তবে নতুন নতুন অনেক ফেরকা জন্ম লাভ করেছে।

(١٣٩) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ؟ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٤٥٨)

সহজ তরজমা

(১৩৯) হযরত আবু সাঈদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলি এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণ অনুসরণ করে চলবে; এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে,

www.banglakitab.weebly.com

তা হলে তোমরাও এতে তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা কি ইহুদি-খ্রিষ্টান? তিনি বললেন : তবে আর কারা?

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪৫৮

(١٤٠) عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَيَّ اَبُوالدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا اَغْضَبَكَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اَمْرِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا ، اِلَّا اَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا ـ

(رواه البخارى ، مشكوة : ٩٧)

সহজ তরজমা

(১৪০) হযরত উম্মে দারদা রাযি. বলেন : একবার (আমার স্বামী) আবুদ্দরদা অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার এই রাগ করার কারণ কী? তিনি বললেন : খোদার কসম! আমি উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় এ ছাড়া আর কিছুই জানি না যে, তারা সকলে মিলে একত্রে নামায পড়ে (অথচ আজ দেখছি, কেউ কেউ জমাআত তরক করে চলছে।)

–বুখারী, মিশকাত : ৯৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাফেয ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন : সেই স্বর্ণযুগকেই যদি হযরত আবূ দারদা রাযি.-এর দৃষ্টিতে এরূপ মনে হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের সময়ের অবস্থা কী তা একটু চিন্তা করে দেখুন! বস্তুত জনৈক বুযুর্গ ঠিকই বলেছেন : "তারা আমাদেরকে দেখলে বলতেন, আমরা মুরতাদ হয়ে গেছি আর আমরা তাদেরকে দেখলে বলতাম তারা পাগল হয়ে গেছেন।"

(١٤١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا اَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَيْنَ الصَّلٰوةُ؟ قَالَ : اَوَلَمْ تَصْنَعُوْا فِىْ صَلٰوتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ـ (رواه الترمذى)

সহজ তরজমা

(১৪১) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা দীন এবং শরী'অতের যে বিষয়াবলীর উপর [আমলব্রতী] ছিলাম, তার কোনো নমুনাই আজ অবশিষ্ট নেই চেনার মতো। আমি বললাম : (আনাস রাযি.-এর জনৈক শিষ্য) আমাদের নামায কোথায় (অর্থাৎ সেটাও কি ঠিক নেই)? আনাস রাযি. উত্তরে বললেন, তোমরা তোমাদের নামাযে

www.banglakitab.weebly.com

কি ওইসব করছ না, যা তোমাদের কাছে ভালো বলে মনে হয়? (অর্থাৎ পূর্বযুগের নামাযে যে রকম খুশু-খুযূ' ও সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ ছিল, সে রকম খুশু-খুযূ' কি আজকের নামাযে আছে? আছে কি সুন্নতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ?) –তিরমিযী

(١٤٢) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ ـ

(رواه الترمذى ، مشكو : ٤٥٩)

সহজ তরজমা

(১৪২) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে, যখন তাদের মধ্যে দীন-শরী'আতের উপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণকারীর অবস্থা হবে হাতের মুষ্ঠিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৪৫৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যেমনিভাবে খুব ধৈর্যধারণ না করে জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে ফেতনা ও গোমরাহীর ক্রান্তিকালে দীনের উপর অটল-অবিচল থাকাও অত্যন্ত কঠোর ধৈর্যধারণ ছাড়া সম্ভব হবে না। শেষ যুগে দীন ও ঈমান টিকিয়ে রাখার জন্য খুব ধৈর্যসহকারে অটল থাকতে হবে।

(١٤٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ فِىْ زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا اُمِرَ بِهٖ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِىْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا اُمِرَ بِهٖ نَجَا ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٣١)

সহজ তরজমা

(১৪৩) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা এমন যমানায় আছ, যে যমানায় তোমাদের কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও তরক করে, সে ধ্বংস হবে। তারপর এমন এক যমানা আসবে, যখন কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশের সাথেও আমল করে, সে নাজাত পাবে। –তিরমিযী, মিশকাত : ৩১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কেননা সাহাবায়ে কিরামের যুগ হল, ইসলামের আবির্ভাব ও উত্থানের যুগ। তখন ভালো লোকের ও ভালো কাজের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু সাহাবাগণের পরবর্তী যুগ হল ফেতনা-ফাসাদের যুগ। এ যুগে খারাপ লোক ও মন্দ কাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এ যুগে এবং এর পরবর্তী যুগসমূহে আমর বিল

www.banglakitab.weebly.com

মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের (সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধের) কাজ সাহাবা-যুগের তুলনায় অনেক কঠিন হবে। তাই এ যুগে যদি কেউ সে যুগের দশভাগের একভাগ দায়িত্বও পালন করে, তা হলে এটা তার মুক্তির জন্য সহায়ক হবে।

(١٤٤) عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ وَيَرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ اِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْئٌ قِيْلَ تُرِكَتِ السُّنَّةُ قَالُوْا وَمَتٰى ذَاكَ؟ قَالَ اِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ جُهَلَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاءُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ اُمَرَاءُكُمْ وَقَلَّتْ اُمَنَاءُكُمْ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ (رواه الدارمى : ٦٤)

সহজ তরজমা

(১৪৪) হযরত আলকামা রাযি. থেকে বর্ণিত। হযরত আবদুল্লাহ রাযি. বলেছেন, ওই সময় তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের এ রকম ফেতনা ঘিরে নিবে, যে ফেতনায় যুবক পর্যন্ত বুড়ো হয়ে যায়, ছোটরা হয়ে যায় যুবক? ওই সময় যখন কোনো গোমরাহী তরক করা হবে, তখন বলা হবে (এটা তো) সুন্নত তরক করা হল! তারা (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর ছাত্রগণ) বলল : এ রকম ফেতনা কখন আসবে? তিনি উত্তরে বললেন, (এরূপ ওই সময় হবে) যখন (১) হক্কানী আলেমগণ চলে যাবেন। (২) জাহেলরা বেড়ে যাবে। (৩) বেড়ে যাবে কারীগণ; (৪) কিন্তু ফকীহগণ (ইলম অনুযায়ী আমলকারীগণ) কমে যাবে। (৫) নেতার ছড়াছড়ি হবে; (৬) কিন্তু আমানতদার খুব কমই হবে। (৭) এবং আখেরাতের আমলের দ্বারা দুনিয়াকে তালাশ করা হবে ও (৮) গায়রে দীন অর্থাৎ শুধু দুনিয়ার জন্যই ইলমে দীন অর্জন করতে থাকবে।

-দারমী : ১/৬৪

(١٤٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ لَايَاْتِىْ عَلَيْكُمْ عَامٌ اِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَهُ اَمَا اِنِّىْ لَسْتُ اَعْنِىْ عَامًا اَخْصَبَ مِنْ عَامٍ وَلَا اَمِيْرًا خَيْرًا مِنْ اَمِيْرٍ وَلٰكِنْ عُلَمَائُكُمْ وَخِيَارُكُمْ وَفُقَهَائُكُمْ يَذْهَبُوْنَ ثُمَّ لَا تَجِدُوْنَ مِنْهُمْ خَلَفًا وَتَجِىْءُ قَوْمٌ يَقِيْسُوْنَ الْاَمْرَ بِرَائِيْهِمْ. (رواه الدارمى : ١/٧٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১৪৫) হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের উপর কোনো বছর আসবে না; কিন্তু সেটা পূর্ববছর থেকে বেশি খারাপ হবে। আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক বছর অন্য বছর থেকে বেশি শস্য-শ্যামল হবে; এক আমীর অন্য আমীর থেকে ভালো হবে বরং আমার উদ্দেশ্য হল– আলেম, নেককার এবং ফকীহগণ সব চলে যাবেন অর্থাৎ মারা যাবে। এরপর তোমরা তাদের যোগ্য উত্তরসূরী বা খলীফা খুঁজে পাবে না বরং এমন জাতি (তাদের খলীফা হয়ে) আসবে, যারা শুধু নিজেদের চিন্তা-চেতনা দ্বারাই সমস্ত বিষয়কে অনুমান করবে (অর্থাৎ দীনের ব্যাপারেও নিজেদের সুবিধামতো বিষয় অবলম্বন করবে)। –দারমী : ১/৭৫

(١٤٦) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَا يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامٍ اِلَّا اَحْدَثُوْا فِيْهِ بِدْعَةً وَاَمَاتُوْا سُنَّةً حَتّٰى تَحْيَى الْبِدَعُ وَتَمُوْتُ السُّنَنُ (الاعتصام للشاطبى : ١/١٤٤)

সহজ তরজমা

(১৪৬) হযরত ইববে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপর কোনো বছর আসে না, কিন্তু তাতে তারা কোনো না কোনো একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করেই; সেইসঙ্গে একটি সুন্নতকে মিটিয়ে দেয়। এভাবে চলতে চলতে একসময় বিদ'আত (পূর্ণ) জীবিত হয় এবং সুন্নতসমূহ (সবিশেষ) মিটে যায় (অর্থাৎ জগতে তখন শুধু বিদ'আতেরই সয়লাব থাকে; সুন্নতের কোনো নাম-গন্ধও থাকে না)। –শাতিবীর ই'তিসাম : ১/১৪৪

(١٤٧) اَخْبَرَنَا الْحَكِيْمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ عَلٰى بَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَاِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ (رض) فَقَالَ اَخَرَجَ اِلَيْكُمْ اَبُوْعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَعْدُ قُلْنَا لَا فَجَلَسَ مَعَنَا حَتّٰى اِذَا خَرَجَ قُمْنَا اِلَيْهِ جَمِيْعًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى: يَا اَبَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ! اِنِّىْ رَاَيْتُ فِى الْمَسْجِدِ اٰنِفًا اَمْرًا اَنْكَرْتُهُ وَلَمْ اَرَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا خَيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ اِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَسْجِدِ قَوْمًا

www.banglakitab.weebly.com

حِلَقًا جُلُوْسًا يَنْتَظِرُوْنَ الصَّلٰوةَ فِىْ كُلِّ حَلَقَةٍ رَجُلٌ وَفِىْ اَيْدِيْهِمْ حَصًا فَيَقُوْلُ كَبِّرُوْا مِائَةً فَيُكَبِّرُوْنَ مِائَةً فَيَقُوْلُ هَلِّلُوْا مِائَةً فَيُهَلِّلُوْنَ مِائَةً فَيَقُوْلُ سَبِّحُوْا مِائَةً فَيُسَبِّحُوْنَ مِائَةً قَالَ فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا اِنْتِظَارَ رَأْيِكَ وَانْتِظَارَ اَمْرِكَ قَالَ اَفَلَا اَمَرْتَهُمْ اَنْ يَعُدُّوْا سَيِّاٰتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ اَنْ لَّا يَضِيْعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ثُمَّ مَضٰى وَمَضَيْنَا مَعَهٗ حَتّٰى اَتٰى حَلَقَةً مِّنْ تِلْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ حَصًا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلَ وَالتَّسْبِيْحَ قَالَ فَعُدُّوْا سَيِّئَاتِكُمْ فَاَنَا ضَامِنٌ اَنْ لَّا يَضِيْعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْئٌ وَيْحَكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ! مَا اَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هٰؤُلَآءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُوْنَ وَهٰذِهٖ ثِيَابُهٗ لَمْ تَبْلَ وَاٰنِيَتُهٗ لَمْ تُكْسَرْ ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّكُمْ لَعَلٰى مِلَّةٍ هِىَ اَهْدٰى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ اَوْ مُفْتَتِحُوْا بَابَ ضَلَالَةٍ قَالُوْا وَاللّٰهِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! مَا اَرَدْنَا اِلَّا الْخَيْرَ قَالَ وَكَمْ مِنْ مُرِيْدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُّصِيْبَهٗ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا اَنَّ قَوْمًا يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا اَدْرِىْ لَعَلَّ اَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلّٰى عَنْهُمْ قَالَ عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ رَاَيْنَا عَامَّةَ اُوْلٰئِكَ الْحِلَقِ يُطَعِّنُوْنَنَا يَوْمَ النَّهْرِ وَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ ـ

(رواه الدارمى : ٦٩/١)

সহজ তরজমা

(১৪৭) হযরত হাকেম ইবনে মুবারক আমাদের অবহিত করেছেন, উমর ইবনে ইয়াহইয়াহ এর দাদা বয়ান করেন, আমরা ফজরের নামায পড়ার পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর দ্বারে বসে থাকতাম। যখন তিনি বাইরে তাশরীফ আনতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে মসজিদের দিকে রওনা করতাম। একবার এ অবস্থায় আমাদের কাছে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি.

www.banglakitab.weebly.com

তাশরীফ এনে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ আবদুর রহমান অর্থাৎ ইবনে মাসউদ কি বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন? আমরা জবাব দিলাম, না। সুতরাং তিনিও আমাদের সাথে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর ইবনে মাসউদ রাযি. বাইরে তাশরীফ আনলে আমরা তাঁর কাছে সবাই গেলাম। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. তাঁকে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! একটু আগে মসজিদের অভ্যন্তরে এমন কার্যকলাপ দেখলাম, যা আপনি খারাপ মনে করেন এবং অপছন্দ করেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি ওই কাজকে আলহামদুলিল্লাহ্ ভালোই মনে করি। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, সে কাজটি কী? আবূ মূসা আশ'আরী রাযি বললেন, আপনি জীবিত থাকলে স্বচক্ষেই তা দেখতে পাবেন। আমি দেখেছি, কিছু লোক গোল হয়ে বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বৈঠকের মধ্যখানে এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সবার হাতে রয়েছে পাথর দানা। যখন বৈঠকের মধ্যবর্তী বসা ব্যক্তি বলছে : একশতবার 'আল্লাহু আকবার' পড়, তখন সবাই একশত বার আল্লাহু আকবার পড়ছে। যখন সে বলছে– একশত বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়, তখন সবাই একশবার 'লা ইলাহা ইল্লাহ' পড়ছে। যখন বলছে, একশতবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়, তখন তারা সবাই একশতবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়ছে। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন, আপনি এ অবস্থা দেখে তাদের কী বলেছেন? আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বললেন, আমি আপনার রায় ও হুকুমের অপেক্ষায় থাকায় তাদের কিছু বলি নি। ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন, আপনি তাদের কেন আদেশ দিলেন না যে, যেন তারা তাদের গোনাহ গণনা করে। আর আপনি তাদের জন্য জামিন হতেন যে, (অপরাধের তওবা করলে) তাদের নেক আমলকে নষ্ট করা হবে না। তারপর (এ আলোচনার পর) তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। সাথে আমরাও গেলাম। তিনি মসজিদে এসে এক বৈঠকের নিকটে থামলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের যা করতে দেখছি, এসব কী? তারা জবাব দিল, হে আবূ আবদুল্লাহ! এই হল কিছু কঙ্কর মাত্র, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল্লাহ গণনা করি। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন, তোমরা তোমাদের অপরাধ গণনা কর! (তা হলে) আমি জামিন হচ্ছি, তোমাদের কোনো নেক আমল নষ্ট করা হবে না। হায়, তোমাদের ধ্বংস হে উম্মতে মুহাম্মদ! তোমাদের ধ্বংস কত নিকটবর্তী? এখনও পর্যন্ত এ সমস্ত (অগণিত) সাহাবায়ে কিরাম রাযি. জীবিত ও বিদ্যমান আছেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বস্ত্র মুবারকও এখনও পুরাতন হয় নি, ভেঙ্গে যায় নি তাঁর ব্যবহৃত তৈজসপত্র! ওই মহান সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আমার জীবন! নিশ্চয় তোমরা হয়ত এমন এক তরীকার উপর আছ, যা মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা থেকে বেশি হেদায়াতদাতা! অথবা তোমরাই (সর্বপ্রথম) গোমরাহীর দ্বার উন্মোচনকারী। তারা বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহর কসম! আমরা ভালো ছাড়া অন্য কিছুর ইচ্ছা করি নি! হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন : অনেক লোক এমন

www.banglakitab.weebly.com

আছে, যারা ভালোর ইচ্ছা করে; কিন্তু বাস্তবে তারা কখনওই কল্যাণ তথা সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি বয়ান করেছেন, কতক লোক এমন আছে, যারা কুরআন পড়বে; কিন্তু তা কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না। (অর্থাৎ অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলবে না।) আল্লাহর কসম! আমার জানা নাই, হয়তবা তাদের অধিকাংশ লোকই হবে এই তোমাদের মতো। তারপর ইবনে মাসউদ রাযি. ওখান থেকে ফিরে আসলেন।

উমর ইবনে সালমা রাযি. বর্ণনা করেন : 'নাহরওয়ান' এর দিনে আমরা দেখেছি, এ বৈঠক অধিকাংশ লোকই খারেজীদের সাথে মিলে আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করেছে। (দারমি : ১/৬৯)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নাহরওয়ান হল, বাগদাদ ও ওয়াসিতের মাঝামাঝি এক বিস্তীর্ণ এলাকার নাম। এখানে হযরত আলী ও খারেজীদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হযরত উসমান রাযি.-এর আমলে ইন্তিকাল করেন।

খতমে খাজেগান সম্পর্কে
হযরত মুফতি সাহেব রহ.-এর অভিমত

খতমে খাজেগান বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অনেক গুরুত্বের সাথে এ খতম আদায় করা হয়। নিশ্চিতরূপে বলা যায়, এ আমল না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল; না সাহাবায়ে কিরামের যুগে। এমনকি তাবিঈ বা আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের যুগেও ছিল না। এটা নব আবিষ্কৃত একটি আমল। কোনো সূফি বা শায়খ হয়তো এর উদ্ভাবন করেছেন। এটা কখনো দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই দীনের অন্তর্ভুক্ত বা দীন মনে করে করলে তা অবশ্যই বিদআত হবে। আর যদি দীন মনে না করা হয়, তা হলে এমন একটি কাজের প্রতি এতো গুরুত্বারোপ, ডাকাডাকি ও লোকসমাগম করা নিঃসন্দেহে গোমরাহী। ডাকাডাকি করে নফলের জন্য লোকসমাগম করার কারণে নফল এবং মুস্তাহাব কাজও মাকরূহ বা বিদআত হয়ে যায়। নব আবিষ্কৃত বিষয় তো আরো আগে বিদআত ও মাকরূহ হবে। এ ধরনের নব আবিষ্কৃত আমল দ্বারা চাঁদা দানকারী মুসলমানদের হক আদায় হয় না বরং গুরুত্বসহকারে সঠিকভাবে তালিমের ধারা অব্যাহত রাখলে, ছাত্ররা দীনদার ও যোগ্য হলে তাদের প্রদেয় অর্থের হক আদায় হবে। পক্ষান্তরে নব আবিষ্কৃত এ কাজ দ্বারা তাদের হক নষ্ট হয়। তাই মাদরাসাসমূহে শিক্ষাসংস্কার ও দীক্ষাদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত। কেননা শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতির জন্যই তো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই এ ধরনের নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা উচিত।

অধম ফয়যুল্লাহ
৯ জুমাদিউল উখরা, ১৩৮৫ হিজরী

www.banglakitab.weebly.com

খতমে ইউনুস সম্পর্কে শরঈ বিধান

দু'আয়ে ইউনুস অত্যন্ত বরকতময় দু'আ। এটি কুরআন শরীফের একটি আয়াত। বিপদ-আপদে এ দু'আ পড়া অনেক উপকারী। হাদীসে এ দু'আ পড়ার প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এ দু'আ পাঠ করা উচিত। এ দু'আর অনেক উপকারিতা রয়েছে। তবে বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্মিলিতভাবে খতমে ইউনুস পড়ার যে রেওয়াজ দেখা যায়, এটা ইবাদত নয়। তদুপরি এটা যেমনি সুন্নত নয়; তেমনি সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নয়। অবশ্য এটা একটি তদবিরবিশেষ। তাবিজ-কবচ ও ঝাড়-ফুঁকের উপায়-উপকরণের মতো একটি উপায় মাত্র। এটা কোনো ইবাদত নয়। একে ইবাদত মনে করা ধর্মের মাঝে নব আবিষ্কারের নামান্তর।

একে যদি ইবাদত মনে না করা হয় বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয়, তা হলে তো এটা দুনিয়াবী কাজ। আর দুনিয়াবি কাজকে দীনের কাজের মতো গুরুত্বসহকারে ও সম্মিলিতভাবে করা, বিশেষভাবে মসজিদে করা নিশ্চিতরূপে নাজায়েয হবে। এটা অবশ্যই মসজিদের পবিত্রতা ও সম্মানের পরিপন্থী।

বিপদ-আপদে ও ক্রান্তিলগ্নে ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলা পড়া সুন্নত। সালাফে সালেহীন থেকেও এ বিষয়টি বর্ণিত আছে।

বিপদ-আপদ ও দুর্যোগকালে করণীয় সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ ও মুহাক্কিকদের কিতাবপত্রে যা পাওয়া যায়, তা হল–

(১) ইখলাসের সাথে তাওবা করা। (২) শরী'আত বিরোধী ও গোনাহের কাজ বর্জন করা। (৩) ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হওয়া। (৪) পাঞ্জেগানা নামায জামাতের সাথে আদায় করা। (৫) সুন্নত ও নফল নামাযে মশগুল হওয়া। (৬) প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিষ্ঠার সাথে দু'আ করতে থাকা। (৭) বেশি বেশি ইস্তেগফার করা। (৮) সামর্থ্য অনুযায়ী দান-সদকা করা ইত্যাদি। এ সকল কাজ বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ প্রতিরোধে অনেক উপকারী। তাই এ সকল বিষয় অবলম্বন করা আর নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ পরিহার করা সকলের কর্তব্য।

দু'আ একটি মুস্তাহাব ও নফল কাজ। এতে ডাকাডাকি, বিশেষ গুরুত্বারোপ ও লোকসমাগম ঘটানো সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নয় বরং এগুলো দীনের সাথে নতুন সংযোজন। সেটা দু'আয়ে ইউনুস হোক বা অন্য কোনো দু'আই হোক।

অধম ফয়যুল্লাহ
২৩ রবিউস সানি, ১৩৯১ হিজরী
হাটহাজারী

www.banglakitab.weebly.com

عُرُوْضُ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوْبِ

অন্তরের উপর ফিতনা আগমন করা

(١٤٨) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَاَيُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَاَيُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ اَبْيَضُ مِثْلَ الصَّفَا فَلَاتَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَالْاٰخِرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَايَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَايُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ۔

(رواه مسلم ، مشكوة :٤٦١)

সহজ তরজমা

(১৪৮) হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– মানুষের অন্তরে ফিত্নাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে, যেমনি বিছানা ও মাদুরের আঁশ বা অংশসমূহকে (যাকে বাংলা সেলাই বলে) এক এক করে জোড়ানো হয়। এরপর যে অন্তরে ফেতনা সিঞ্চিত ও সংযুক্ত হয়, তাতে একটি কাল দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে স্থান দেয় না, তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একপ্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের মতো শুভ্র। যাকে আসমান ও যমীন বহাল থাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) কোনো ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কৃষ্ণ। যেমনি উপুড় হওয়া পাত্র, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না: ফলে কেবল তা-ই গ্রহণ করে, যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়। –মুসলিম

فَضْلُ الْعَمَلِ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

আখেরী যামানায় আমলের ফযীলত

(١٤٩) عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى

www.banglakitab.weebly.com

إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَابُدَّ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ فَإِنَّ وَرَائَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ فِيْهِنَّ قَبَضَ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ أَجْرُ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ ـ

(رواه الترمذى وابن ماجة، مشكوة : ٤٣٧)

সহজ তরজমা

(১৪৯) হযরত আবূ সা'লাবা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "হে ঈমানদারগণ! নিজকে রক্ষা করাই তোমাদের (প্রথম) কর্তব্য। যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়েছে, সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা হেদায়তের উপর অবিচল থাকবে।" শুনিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! এ আয়াত সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন : তোমরা বরং ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান কর। অবশেষে যখন তুমি দেখবে কৃপণতা অনুসরণ করা হয়, প্রবৃত্তির পূঁজা করা হয়, ইহকালকে (পরকালের উপর) প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক জ্ঞানী নিজ জ্ঞানের অহমিকায় মত্ত হয়; তদুপরি তুমি এমন অবস্থা দেখবে, যাতে জড়িয়ে পড়া ব্যতীত তোমার কোনো উপায় থাকবে না, তখন তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা করে চল আর সাধারণ মানুষদেরকে তাদের অবস্থার উপরে ছেড়ে দাও। এর কারণ, তোমাদের পরবর্তী যুগ [ছিল] ধৈর্যের যুগ। সুতরাং এ যুগে যে ধৈর্যধারণে দৃঢ় থাকবে, সে যেন জ্বলন্ত কয়লা মুঠোর মধ্যে রাখল। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি দীনের কাজে দৃঢ় থাকবে, তার মতো পঞ্চাশ জন আমলকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান সে পাবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই পঞ্চাশ জন কি তাদের মধ্য হতেই? তিনি বললেন : না, বরং তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে।

–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪৩৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যের কারণে সাহাবীদের মর্যাদা নিঃসন্দেহে সবার ওপরে। তাদের এ অবিসংবাদিত মর্যাদার কথা সর্বজন স্বীকৃত। এ মর্যাদায় অন্য কেউ তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। তবে এখানে শেষযুগে ধৈর্যধারণকারী ও আমলে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যে মর্যাদার কথা আলোচিত হয়েছে, তা তার আংশিক বিবেচনায় মর্যাদার কথা অর্থাৎ এ ব্যক্তি কোনো এক দিকের বিবেচনায়

www.banglakitab.weebly.com

মর্যাদাসম্পন্ন; সর্বদিক দিয়ে নয়। কেননা সাহাবী নয় এমন কোনো ব্যক্তির মধ্যে এমন বিশেষ গুণ থাকতে পারে, যা বিশেষ কোনো সাহাবীর মধ্যে ছিল না। এ গুণের বিবেচনায় সে ব্যক্তি ওই সাহাবির চেয়ে মর্যাদায় আংশিকভাবে এগিয়ে থাকবে; সার্বিক দিক থেকে নয়।

এ জন্য মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন : যে সকল সাহাবি এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নি, তাদের পঞ্চাশ জনের সাওয়াবের সমতুল্য হবে শেষযুগের ওই ব্যক্তি, যে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

(١٥٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَيْفَ بِكَ اِذَا اُبْقِيْتَ فِيْ حُثَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ مَرَجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ قَالَ فَبِمَ تَأْمُرُوْنِيْ؟ قَالَ عَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَاتُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَاِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَاتَعْرِفُ وَدَعْ مَاتُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِاَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ اَمْرَ الْعَامَّةِ۔ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٢٣)

সহজ তরজমা

(১৫০) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আমর ইবনুল আস রাযি. হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আব্দুল্লাহ্! তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন তুমি নিকৃষ্ট ও ইতর লোকদের মধ্যে থেকে যাবে– তাদের অঙ্গীকার ও আমানতের মধ্যে ভেজাল এসে যাবে এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়বে? তাদের অবস্থা হবে এরূপ এবং (এই কথা বলে তিনি) উভয় হাতের অঙ্গুলীসমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন। আব্দুল্লাহ্ বললেন : তখন আমার করণীয় কাজ কি হবে, আপনিই আমাকে নির্দেশ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে কাজটি তুমি সত্য ও ভালো বলে জান, কেবল তা-ই করবে এবং যা অসত্য ও মন্দ বলে জান, তা বর্জন করবে আর শুধু নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এবং সাধারণ মানুষ হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে– আপন ঘরে বসে থাকবে, নিজের মুখ ও রসনাকে নিজের আয়ত্তে রাখবে। আর যা ভালো মনে করবে, শুধু তাই করবে এবং মন্দকে বর্জন করবে। কেবল নিজের ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা পরিহার করবে। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪২৩

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আসকে ফেতনা-ফাসাদের যমানায় লোকালয়ে থেকে কাউকে কিছু না বলে নিজের এসলাহ ও সংশোধনের ফিকিরে লিপ্ত থাকতে বলেছেন, অথচ অন্য হাদীসে হযরত হুযাইফা রাযি.-কে জনপদ ছেড়ে বন-জঙ্গলে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন- এর কারণ কী? এর কারণ হল, মানুষের মেযাজ ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একেক জনের একেক রকম প্রকৃতি হওয়ার কারণে বিধানও ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাই যার জন্য যে বিধান প্রযোজ্য, তাকে সে ধরনের বিধান দিয়েছেন। এজন্য পীর-মাশায়েখদেরও উচিত মুরীদদের অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা প্রদান করা।

وَعِيْدُ اَهْلِ الْبِدَعِ وَالشُّرُوْرِ وَاَصْحَابِ الْفِسْقِ وَالْفُجُوْرِ

পাপী, অপধাধী, নিকৃষ্ট, বিদ'আতীদের জন্য হুঁশিয়ারী

(١٥١) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُرَدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَاتَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ! فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٤٨٧)

সহজ তরজমা

(১৫১) হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : [আমি (হাশর মাঠে) তোমাদের পূর্বেই হাউযে কাওসারের নিকটে পৌঁছুব। যে ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছুবে, সে তার পানি পান করবে। আর যে একবার ওই পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। তখন] আমার নিকটে এমন কিছু লোক নিশ্চয় আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে : আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সমস্ত নতুন নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। একথা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক (অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফা'আত ও আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূরে থাকারই যোগ্য।)

-মুত্তাঃ, মিশকাত : ৪৮৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাফেয ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন, যারা দীনের সাথে দীনবহির্ভূত নতুন কিছু সংযোজন করেছে, তাদেরকে হাউজে কাউছারের কাছ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। খারেজী, রাফেজী, বিদআতী ও যালিমরা এ দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.banglakitab.weebly.com

"মাজালিসুল আবরার" কিতাবে আছে : যাদেরকে হাউজে কাউসারের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, তারা হল- (১) কাফির (২) মুনাফিক (৩) বিদ'আতি (৪) প্রকাশ্যে কবিরা গুনাহকারী (৫) গোনাহকে হালকা ধারণাকারী (৬) জালিম ও তাদের দোসর।

تَظْهَرُ اَنْوَاعُ الْبَلَايَا وَالْفِتَنِ وَفَسَادُ الْعَالَمِ بِشُيُوْعِ الْمَعَاصِىْ

পাপের বিস্তৃতির কারণে বিভিন্ন বিপদাপদ, ফিতনা ও বিশ্ববিপর্যয় দেখা দেয়

(١٥٢) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعَيْهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا قَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنَهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ : نَعَمْ! اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

(متفق عليه ، مشكوة : ٤٥٦)

সহজ তরজমা

(১৫২) হযরত যয়নত বিন্‌তে জাহ্‌শ রাযি. হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট এসে বললেন : আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নাই। আরবের জন্য মহাবিপদ সেই দুর্যোগের কারণে, যা অতি নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। একথা বলে তিনি নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার নিকটবর্তী (তর্জনী) অঙ্গুলী দুটি গোল করে (ছিদ্রের পরিমাণটি) দেখালেন। তখন হযরত যয়নব জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! আমাদের মধ্যে নেককার লোক বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন : হাঁ, যখন পাপাচার বেশী হবে।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪৫৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইয়াজুজ-মাজুজ (Gag Mag) কারা? তাদের বর্তমান অবস্থান কোথায়? যুলকারনাইন (আলেকজাণ্ডার) কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? বর্তমান বিশ্ব আজ পর্যন্ত এগুলোর অবস্থান নির্ণয় করতে পারে নাই। এ কারণে ইসলামবিরোধীরা কুরআন শরীফের স্পষ্ট বক্তব্য ও সহীহ হাদীসসমূহের বিবরণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে। আমাদের মতে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের সংবাদ এমন সত্য, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে এর অবস্থান

www.banglakitab.weebly.com

কোথায়? এ সম্পর্কে রুহুল মাআনী তাফসীর গ্রন্থের লেখক আল্লামা আলূসী রহ. বলেন, আমরা এর অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ। সম্ভবত আমাদের ও তাদের মধ্যে দুর্গম দুর্ভেদ্য পাহাড় ও সমুদ্র বাধা হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা তার সন্ধানে সারা পৃথিবীর জল-স্থল চষে বেড়িয়েছেন; খুঁজে পান নি। তাই বলে এর অনস্তিত্ব স্বীকার করা জরুরী নয়। আজ থেকে ছয়শ বছর আগে যেরূপ তৎকালীন পৃথিবীর মানুষ আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে জানতো না, তদ্রূপ এখনো এমন কোনো মহাদেশ থাকতে পারে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা জানি না। মাটির নিচেও এমন অনেক শহর আবিষ্কৃত হচ্ছে, যা সভ্যতার বিস্ময় বলে পরিগণিত হচ্ছে। হতে পারে সে প্রাচীর মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত কোনো ভূমিকম্পে তা জেগে উঠবে।

(١٥٣) عَنْ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيْدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِى الْأٰخِرَةِ۔

(رواه البخارى ، مشكوة : ١٠٩)

সহজ তরজমা

(১৫৩) হযরত উম্মে সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাতে সন্ত্রস্তভাবে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, সুবাহানাল্লাহ! এ রাতে কত রহমত নাযিল হল আবার কত বিপদ এসে পড়ল! কে জাগিয়ে দিবে এই হুজরাবাসিনীদেরকে। এর দ্বারা তিনি তাঁর বিবিগণের প্রতিই ইঙ্গিত করছিলেন– যাতে তাঁরা নামায পড়ে। আহা! দুনিয়াতে বস্ত্র পরিহিত সুশোভিত কত নারী আখেরাতে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন হবে। –বুখারী, মিশকাত : ১০৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সে রাতে রহমতের খাযানা অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ : এ উম্মতের জন্য যে অগণিত রহমত অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় নির্ধারিত ছিল, সব সে রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। অনুরূপভাবে এ উম্মতের মধ্যে যত ফেতনা আপতিত হওয়ার বিষয় নির্দিষ্ট ছিল, সব ওই রাতে অবতীর্ণ হয়েছে।

رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِى الْأٰخِرَةِ : এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। (১) দুনিয়াতে উত্তম ও দামী দামী কাপড় পরিধানকারী অনেক নারী এমন হবে, আখিরাতে যারা উলঙ্গ তথা আমলশূন্য হবে। (২) আখিরাতে তারা ঘুমের পোশাক পরিহিত থাকবে। অর্থাৎ এরা ঘুমে অচেতন থাকার কারণে আল্লাহর

www.banglakitab.weebly.com

স্মরণবিস্মৃত হয়ে পড়বে। (৩) দুনিয়াতে অনেক নারী বড় বড় সম্মানও পদমর্যাদার অধিকারী হবে অর্থাৎ নবী ওলী বা বুযুর্গদের কন্যা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে, কিন্তু আখিরাতে তারা মর্যাদাহীন ও আমলশূন্য হবে। মোটকথা, দুনিয়ার সম্পর্ক বা চাকচিক্য আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না। আখিরাতে কাজে আসবে কেবল দুনিয়ায় কৃত নেক আমল।

(١٥٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّيَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى أَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلٰى اُوْلٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ

(رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٥٤)

সহজ তরজমা

(১৫৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ যমানায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া হাসিল করবে। (অর্থাৎ দ্বীনদারী প্রকাশ করে মানুষকে ধোঁকায় ফেলবে) মানুষের দৃষ্টিতে বিনয়ভাব প্রকাশের জন্য মেষ-দুম্বার চামড়া পরিধান করবে (অর্থাৎ মোটা কম্বল বা মোটা পোশাক পরিধান করে নিজেকে সূফী-দ্বীনদার বলে প্রকাশ করবে।) তাদের মুখের ভাষা হবে চিনি অপেক্ষা মিষ্টি। পক্ষান্তরে তাদের অন্তর হবে ব্যাঘ্রের মতো (হিংস্র)। আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে বলেন : তারা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চায়, নাকি আমার উপরে ধৃষ্টতা পোষণ করছে ? (জেনে রাখ!) আমি শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতে এমন বিপদ প্রেরণ করব, যদ্দরুন তাদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও দিশেহারা হয়ে পড়বে। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৫৪

(١٥٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاَبْتَحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ فَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٤٥٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১৫৫) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আমি এমন কতিপয় মাখ্লুক সৃষ্টি করেছি, যাদের মুখের বাণী চিনি অপেক্ষা সুমিষ্ট। অথচ তাদের অন্তর মুছাব্বর অপেক্ষা তিক্ত। আমি শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর এমন বিপর্যয় নাযিল করব যে, তাদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণও দিশেহারা হয়ে পড়বে। তারা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে নাকি আমার উপর ধৃষ্টতা পোষণ করছে?

–তিরমিযী, মিশকাত : ৪৫৫

(١٥٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْئُ دُوَلاً وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ اُمَّهُ وَاَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعَ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٧٠)

সহজ তরজমা

(১৫৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন গনীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে ব্যবহার করা হবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, দীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে, স্বামী তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে আর বন্ধুকে খুব নিকটে স্থান দিবে এবং পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদসমূহে হৈচৈ করা হবে, ফাসেক ব্যক্তি গোত্রের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং এই উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। সেই সময় তোমরা অপেক্ষা কর, রক্তিম বর্ণের ঝড়ের, ভূ-কম্পনের, ভূমি ধসের, রূপ বিকৃতির, পাথর বৃষ্টির এবং সূতা ছিঁড়া দানার মতো একটির পর একটি নিদর্শনসমূহের। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৭০

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. লিখেন, মসজিদে উচ্চ শব্দে যিকির করা হলেও তা হারাম। উল্লিখিত বিষয়গুলো কিয়ামতের আলামত বিশেষ।

(١٥٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ مَاظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَافَشَا الزِّنَا فِىْ قَوْمٍ اِلَّاكَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَانَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَاحَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا فَشَافِيْهِمُ الدَّمُ وَلَاخَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ. (رواه مالك، مشكوة : ٤٥٩)

সহজ তরজমা

(১৫৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন : যে সম্পদায়ের মধ্যে খেয়ানত বা আত্মসাতের ব্যাধি ঢুকে পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে দুশ্মনের ভয় ঢেলে দেন। যে কওমের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়। যে সম্প্রদায় মাপে কম দেয়, তাদের রিযক উঠিয়ে নেওয়া হয়। যে সম্প্রদায় বিচারে ন্যায়-নিষ্ঠা রক্ষা করে না, তাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। -মালেক, মিশকাত : ৪৫৯

(١٥٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ. (رواه احمد، مشكوة : ٣١٣)

সহজ তরজমা

(১৫৮) হযরত আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, ওই জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের (উৎকোচ গ্রহণের) প্রচলন হবে, সে জাতিকে ভীরুতা ও কাপুরুষতায় গ্রাস করবে। -আহমদ, মিশকাত : ৩১৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلرِّشَا অর্থ, ঘুষ। যেমন : কারো উপর কোনো দায়িত্ব অর্পিত আছে। এর জন্য সে নির্ধারিত বেতন-ভাতাও পেয়ে থাকে, কিন্তু ওই দায়িত্ব পালনের জন্য সে যদি সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের নিকট অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে, তা হলে একে ঘুষ বলা হয়। যেমন সরকার জনগণের সেবা দানের জন্য কোনো এলাকায় সুনির্দিষ্ট

www.banglakitab.weebly.com

বেতনে কোনো ডাক্তার নিযুক্ত করল। এখন ডাক্তার যদি সেবাদানের জন্য জনগণের কাছে কোনো অর্থ দাবি করে, তা হলে ঘুষ নেওয়া হবে। এটা হারাম। বর্তমান যুগে হারাম জিনিসের নাম পরিবর্তন করে হালাল করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন : এই সুদকে বলা হচ্ছে ইন্টারেষ্ট। মদের নাম দেওয়া হচ্ছে বিয়ার, হান্টার ইত্যাদি। আবার ঘুষকে বলা হচ্ছে স্পীড মানি (Speed mony)। কিন্তু স্মরণে রাখবেন, নাম পরিবর্তনের দ্বারা বাস্তবতা পরিবর্তন হয়ে যায় না।

(١٥٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا (رواه الترمذى ، مشكوة :٤٥٩)

সহজ তরজমা

(১৫৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ভালো লোকেরা, তোমাদের ধনবান ব্যক্তিরা হবে দানশীল এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদিত হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন জমির পেট অপেক্ষা তার পিঠ হবে তোমাদের জন্য উত্তম। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের শাসক, বিত্তবান লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের কাজ-কর্ম ন্যস্ত থাকবে নারীদের ওপর, তখন জমির পিঠ অপেক্ষা পেট হবে তোমাদের জন্য উত্তম।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৪৫৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, সে পুরুষও মহিলাসদৃশ, যে ধন-সম্পদ ও যশ-খ্যাতির মোহগ্রস্ত; কিন্তু দীনের জন্য ক্ষতির বিষয়সমূহ উপলব্ধি করতে পারে না।

হাদীসে وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ এর বিপরীতে وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ বলার তাৎপর্য হল, পৃথিবীতে অধিকাংশ মতানৈক্য ও অনৈক্য নারীদের কথা অনুসরণের কারণে হয়ে থাকে।

(١٦٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اِنَّ الظَّالِمَ لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ بَلٰى وَاللّٰهِ حَتَّى الْحُبَارٰى لَتَمُوْتُ فِىْ وَكْرِهَا هُزْلًا لِظُلْمِ الظَّالِمِ ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ٤٣٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১৬০) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন : জালিম একমাত্র নিজেরই ক্ষতি করে থাকে। একথা শুনে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বললেন : হাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! (তুমি ঠিকই বলেছ। তবে) জালিমের অত্যাচারের অভিশাপে সারস পাখী পর্যন্ত নিজের বাসায় কাতর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। –বায়হাকী, মিশকাত : ৪৩৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জালেমের জুলুমের কারণে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ রাখেন। আর অনাবৃষ্টির কারণে মানুষসহ অন্যান্য পশু-পাখি খাদ্যের অভাবে মারা যায়। হাদীসে সারস পাখির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, সারস পাখি খাদ্যের সন্ধানে অনেক দূর পর্যন্ত উড়ে চলে যায়। এমনই দূর-দূরান্ত সফরে অভ্যস্ত পাখি পর্যন্ত খাদ্যের অভাবে মারা যাওয়া খুব কঠিন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ।

(١٦١) عَنْ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَايَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ اِلَّا الْبِرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ۔ (رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٤١٩)

সহজ তরজমা

(১৬১) হযরত ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাকদীরকে (ভাগ্যলিপিকে) শুধু দু'আই পরিবর্তন করতে পারে। আর বয়স বাড়াতে পারে একমাত্র সদ্ব্যবহারই। মানুষ রিয্‌ক থেকে বঞ্চিত হয় নিছক তার কৃত গুনাহের কারণে। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪১৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَايَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ : "তাকদীর যদি কোনো কিছু বদলাতে পারে, তবে তা কেবলই দু'আ।" দু'আর মাধ্যমে যে তাকদীর বদলানোর কথা বলা হয়েছে, সেটি তাকদীরে মু'আল্লাক বা ঝুলন্ত তাকদীর। তাকদীরে মুবরাম পরিবর্তনযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, তাকদীর দুই প্রকার। তাকদীরে মু'আল্লাক; তাকদীরে মুব্‌রাম। যে তাকদীর চূড়ান্তরূপে নির্ধারিত ও অপরিবর্তণীয়, তাকে তাকদীরে মুব্‌রাম বলা হয়। পক্ষান্তরে যে তাকদীর দু'আ, তদবির, ঔষধ ও নেকআমল ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য, একে তাকদীরে মু'আল্লাক বা ঝুলন্ত তাকদীর বলা হয় অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে রেখেছেন যে, যদি অমুক বান্দা দু'আ করে বা তদবির করে, তা হলে তার উপর থেকে পূর্বনির্ধারিত বিপদ দূর হয়ে যাবে

www.banglakitab.weebly.com

কিংবা সহজ হয়ে যাবে। আর যদি দূর না হয় বা সহজও না হয়, তা হলেও দু'আর কারণে সে মনে স্বস্তি পাবে।

وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ اِلَّا الْبِرُّ : পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করলে জীবনায়ু বাড়ার তাৎপর্য হল, জীবনে বরকত লাভ করা। স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করা, নেকআমল বেশি বেশি করার তাওফীক লাভ করা এবং আত্মা আলোকিত হওয়া। কিংবা এর অর্থ হবে– এর ফলে পৃথিবীতে তার সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে, তার নাম দীর্ঘদিন মানুষের মাঝে অমর হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, জীবনায়ু বৃদ্ধির অর্থ নেক সন্তান লাভ করা। কেননা নেকসন্তান তার জন্য দু'আ করবে এবং তার সুনাম বজায় রাখবে। বস্তুত সন্তানের মাধ্যমে মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। সন্তান হল পিতা-মাতার প্রতিনিধি।

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ : এ অংশের সারমর্ম হল, "গোনাহের কারণে মানুষ রিযিক হতে বঞ্চিত থাকে।" হাদীসের এ অংশের উপর প্রশ্ন হয়– কোনো কোনো নাফরমান গোনাহগারকে তো দেখা যায়, তারা অনেক মুমিন ও নেককারের চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দময় ও প্রাচুর্যভরা জীবন যাপন করে। এর জবাবে কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীসে রিয্ক বলে আখিরাতের রিয্ক উদ্দেশ্য। আর আখিরাতের রিযিক হল সাওয়াব। আর গোনাহের কারণে সাওয়াব থেকে তো বঞ্চিত হতে হয় নিঃসন্দেহে।

পক্ষান্তরে রিযিক দ্বারা যদি দুনিয়ার রিযিক তথা মাল-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে এর থেকে বঞ্চিত থাকার অর্থ হল, রিযিকের স্বচ্ছতা, অন্তরের প্রশান্তি, সাচ্ছন্দময় জীবন ও পবিত্র জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়া।

(١٦٢) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَالِكُ الْمُلُوْكِ وَمَلِكُ الْمُلُوْكِ قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ فِىْ يَدِىْ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا اَطَاعُوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا عَصَوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوْكِ وَلٰكِنْ اِشْغَلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَىْ اَكْفِيَكُمْ مُلُوْكَكُمْ .

(رواه ابو نعيم فى الحلية ، مشكوة : ٣٢٣)

সহজ তরজমা

(১৬২) হযরত আবু দারদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন– আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্

www.banglakitab.weebly.com

(মা'বুদ) নেই। আমিই রাজা-বাদশাহদের মালিক এবং রাজাধিরাজ (শাহান শাহ)। সমস্ত বাদশাহর অন্তর আমার (কুদরতী) হাতের মুঠোয়। বস্তুত বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে, (আদেশ-নিষেধ মেনে চলে) তখন আমি শাসকদের অন্তরকে দয়া ও হৃদ্যতার সাথে তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিই। আর বান্দারা যখন আমার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তখন আমি তাদের (শাসকদের) অন্তরকে প্রজাদের জন্য কঠোর ও নিষ্ঠুর করে দিই। এর ফলেই তারা জনগণকে বিভিন্নভাবে কঠিন যাতনা দিতে থাকে। সুতরাং তোমরা তখন তোমাদের শাসকদের জন্য বদ-দু'আ করো না বরং নিজেদেরকে আল্লাহ্র যিকির ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ কর। যেন আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হই। –আবু নুয়াঈম হিলইয়া গ্রন্থে

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আমরা আজ পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন অন্ধভক্ত হয়ে গেছি যে, তারা যা বলে তাকেই সঠিক ও চূড়ান্ত বলে মনে করি। পাশ্চাত্যের চিন্তা-দর্শনের বিপরীত কোনো কিছু মানতে আমরা মোটেও প্রস্তুত নই। এমনকি কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশ বা ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলেও তা আমরা মানতে পারি না। জালেম শাসকদের মসনদ উল্টিয়ে দেওয়ার জন্য তথা তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আমরা কত চেষ্টা করি। তুমুল গণআন্দোলন গড়ে তুলি। কিন্তু আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি, ওই জালেম শাসকদের জুলুম তো আমাদের বদআমলের পরিণতি; আমাদের বদআমলের কারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যালেমদেরকে চাপিয়ে দেন! তাই যতদিন আমরা নিজেরা ভালো ও সৎকর্মশীল না হব, ততদিন আমাদের উপর একের পর এক জালেম শাসক চাপতেই থাকবে। তাই জালেম শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের আগে আমাদের নিজেদের আমলের সমীক্ষা চালানো উচিত। হযরত মুফতী আযম রহ. পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ব্যাপারে "পান্দে নামায়ে খাকী"তে চমৎকার কথাই বলেছেন বটে! তিনি বলেন :

ایں سیاست نیست دینی آئے اخی
ایں وہم بنیاد ایں ہم مغربی

প্রচলিত এ রাজনৈতিক ধারা সম্পূর্ণরূপে দীনবিরোধী।
এ রাজনীতি ও এর ভিত্তি সব পাশ্চাত্য থেকে উদ্ভূত।

(١٦٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰيَةً لَوْاَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ (رواه احمد وابن ماجة والدارمى، مشكوة : ٤٥٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১৬৩) হযরত আবু যার রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুরআনের এমন একটি আয়াত আমি জানি, যদি লোকেরা সেমতে আমল করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত। সেটি হল– وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ অর্থ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, তিনি তার মুক্তির পথ করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিয্ক প্রদান করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।' –আহ্মদ, ইবনে মাজাহ ও দারমী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত আবু যর রাযি.-এর হাদীসটিতে যে আয়াখানার উল্লেখ হয়েছে, তা একটি আয়াতাংশ মাত্র। পূর্ণ আয়াতখানা নিম্নরূপ :

"... وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ، اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا"।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল বিপদ আপদ দূরীভূত করার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজ যেভাবেই হোক পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা সব জিনিসের একটি পরিমাণ ধার্য করে রেখেছেন।"

প্রকৃতপক্ষে হাদীসটিতে আয়াত বলে উল্লিখিত পূর্ণ আয়াতই উদ্দেশ্য। পূর্ণ আয়াতখানায় যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম হল– যে তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিপদ-আপদ ও শঙ্কা-ভীতি থেকে মুক্ত রাখবেন।

"اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ" দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলার তাওফীকের উপরই রিযিক ইত্যাদি সবকিছু নির্ভরশীল। তাই তার চূড়ান্ত ভাগ্যলিপি মেনে নেওয়া ও তার উপর ভরসা করে তার কাছে আত্মসমর্পন করা ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই।

(٢٦٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ اَنَّ عَبِيْدِىْ اَطَاعُوْنِىْ لَاَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ اَسْمَعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ ـ

(رواه احمد، مشكوة : ٤٥٤)

সহজ তরজমা

(১৬৪) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মহাপরাক্রমশালী পালনকর্তা বলেন : যদি আমার বান্দাগণ আমার

www.banglakitab.weebly.com

আনুগত্য করে, তা হলে আমি তাদের জন্য রাতে বৃষ্টি বর্ষণ করব এবং দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে দিব; তদুপরি তাদেরকে মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের শব্দ শোনাব না। –আহ্‌মদ, মিশকাত : ৪৫৪

اَلنَّهْىُ عَنِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْغِنَاءِ

ঢোল, বাদ্যযন্ত্র ও গানের নিষেধাজ্ঞা

(١٦٥) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَعَثَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ وَاَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ـ
(رواه احمد، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(১৬৫) হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত ও বরকত এবং দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়েত ও পথপ্রর্শক হিসাবে পাঠিয়েছেন; এ ছাড়া আমার সেই মহাপরক্রশালী প্রভু সর্বপ্রকারের ঢোল ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিসমূহ ও ক্রুশের এবং জাহেলী যুগের কুপ্রথা-কুসংস্কর নির্মূল ও ধ্বংস করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। –আহ্‌মদ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَعَازِف শব্দের অর্থ, গানবাদ্য করার বিভিন্ন যন্ত্র। যেমন : ঢোল, নাকারা, তবলা, গিটার, হারমোনিয়াম, পিয়ানো ইত্যাদি। مَزَامِيْر অর্থও বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। যেমন : শানাই, বাঁশি ইত্যাদি। এ হাদীস দ্বারা এগুলোর নিষিদ্ধতা বুঝা যায়। কারণ, প্রাচীনকাল থেকেই এগুলো পাপাচারী ও ভোগবাদীদের পাপাচার ও বিলাস সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর ইসলাম তো পাপাচার ও বিলাসিতার ঘোর বিরোধী। বাদ্যযন্ত্রসহ গান তো হারাম। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গানের বিষয়বস্তু যদি শালীন না হয়, তা হলে তা মাকরূহ। পক্ষান্তরে গানের বিষয়বস্তু যদি শালীন হয়, তা হলে তা জায়েয। তবে এ ধরনের গানও পরনারীদের কণ্ঠে শোনা পুরুষদের জন্য হারাম।

খ্রিষ্টানদের ক্রুশচিহ্ন † এ রকম। তাদের ধারণা মতে এ চিহ্নটি হযরত ঈসা আ.-কে ক্রুশবিদ্ধ করার প্রতীকি রূপ। একে তারা ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে। ইসলাম এ চিহ্নকেও নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। সাথে সাথে জাহেলি যুগের সকল প্রথা-প্রচলন, যেমন : মৃতের জন্য বিলাপ করা, নিজের বংশ নিয়ে গর্ব করা, অন্যদের বংশের উপর কালিমা লেপন করা ইত্যাদিও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

www.banglakitab.weebly.com

(١٦٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَ الْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔

(ورابوداؤد، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(১৬৬) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদ জুয়া, কুবা ও গোবাইরা প্রভৃতিকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৩১৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْكُوْبَةُ : অর্থ, اَلطَّبْلُ الصَّغِيْرُ الْمُخَصَّرُ তথা বিশেষ ধরনের ছোট তবলা, নাকারা।

اَلْغُبَيْرَاءُ : চানাবুট থেকে তৈরি মদ বিশেষ। হাবশার লোকজন তা পান করত।

(١٦٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ قَوْمٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔

(ابن ماجة من فتاوى العلامة اللكهنوى : ٨)

সহজ তরজমা

(১৬৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হবে, যারা রেশমি বস্ত্র, শরাব পান এবং খেলার সামগ্রী অর্থাৎ খেলাধুলাকে হালাল ও ভালো মনে করবে। –ইবনে মাজাহ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পুরুষদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা হারাম। তবে যদি অন্য কাপড়ের উপর তিন-চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমি কাপড় দিয়ে ডিজাইন করা হয় বা ঝালর স্বরূপ কিংবা কলারে লাগানো হয়, তা হলে তা জায়েয। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে রেশমি কাপড়ের বালিসে কিংবা চাদরে শোয়া জায়েয। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে রেশমি চাদর বা বালিশ ব্যবহার করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মাকরূহে তাহরীমী। তবে নারীদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়েয। অনুরূপভাবে রেশমী কাপড়ের পর্দা লাগানো ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে জায়েয; কিন্তু উল্লিখিত ইমামদের মতে মাকরূহে তাহরীমী।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত বিধান প্রাকৃতিক রেশমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিমভাবে যে রেশম উৎপাদন করা হয়, সে রেশম শরী'আত মতে রেশম হিসেবে গণ্য নয়।

www.banglakitab.weebly.com

(١٦٨) عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ الْخَمْرَ يَسُمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُوْضَعُ عَلٰى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ ـ (ابن ماجة : ٢٩٠)

সহজ তরজমা

(১৬৮) হযরত আবূ মালেক আশ'আরী রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে, যারা মদকে ভিন্ন নাম দিয়ে পান করবে। তাদের মাথার কাছে সবসময় খেলার উপকরণ এবং গায়িকার দল শোভা পাবে। আল্লাহ পাক তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে পরিণত করবেন ঘৃণিত বানর ও শূকরে।

–ইবনে মাজাহ : ২৯০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহর ভয় অন্তরে পোষণ করা আমাদের প্রত্যেকের উচিত। মুসলমানদের কোনো এলাকা মনে হয় শরাবের আক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। ঘরে ঘরে আজ বাদ্যযন্ত্রের মহড়া চলছে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে টেলিভিশনের ফেতনা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। আর কিছুদিন পর হয়তো এমন কোনো ঘর অবশিষ্ট থাকবে না, যে ঘরে টেলিভিশন নেই। পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে, তা অনুমান করাও কঠিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে পাশ্চাত্যের এ সকল ফেতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

(١٦٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ ـ (رواه الترمذى)

সহজ তরজমা

(১৬৯) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ধসে যাওয়া এবং আকৃতি বিকৃতির ঘটনা ঘটবে। আর তা হবে সে সময়, যখন গায়িকার দল এবং বিভিন্ন রকমের খেলার সরঞ্জামাদি ব্যাপক আকারে প্রকাশ পাবে।

–তিরমিযী : ২/৪৫)

(١٧٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ ـ (رواه احمد ، مشكوة : ٣٨٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১৭০) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ পাক মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং দাবা খেলাকে হারাম ও অবৈধ করেছেন। -আহমাদ, মিশকাত : ৩৮৬

(١٧١) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.

(رواه لبيهقى، مشكوة : : ٤١١)

সহজ তরজমা

(১৭১) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গান মানুষের অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকী উৎপাদন করে, যেমনি পানি শস্য উৎপাদন করে।

-বায়হাকী, মিশকাত : ৪১১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্বলিত সুরেলা শব্দমালাকে গান বলা হয়। এ ধরনের গান বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গাওয়াও মাকরূহ এবং শোনাও মাকরূহ। আর পর নারীদের কণ্ঠে গাওয়া হলে পুরুষদের জন্য তা শোনা কঠিন পর্যায়ের মাকরূহ। তদুপরি ঢোল, তবলা, নাকারা তথা বাদ্যযন্ত্রসহ যদি এ ধরনের গান গাওয়া হয়, তা হলে তা হারাম হয়ে যায় এবং শোনাও হারাম। (মিরকাত, মাজাহিরে হক)

(١٧٢) عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَنَاءَ عَنِ الطَّرِيْقِ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخِرِ ثُمَّ قَالَ لِىْ بَعْدَ اَنْ بَعُدَ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لَا فَرَفَعَ اِصْبَعَيْهِ مِنْ اُذُنَيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ وَكُنْتُ اِذْ ذَاكَ صَغِيْرًا

(رواه احمد و ابو داؤد، مشكوة : ٤١١)

সহজ তরজমা

(১৭২) নাফে' বলেন, একবার কোনো এক পথে আমি হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর সঙ্গে ছিলাম। এই সময় তিনি বাঁশীর সুর শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজের দুই অঙ্গুলী দুই কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং সেই রাস্তা হতে অন্যদিকে সরে গেলেন। বহুদূর যাওয়ার পর আমাকে বললেন : হে নাফে'! এখন কি তুমি কোনো কিছু শুনতে পাও? আমি বললাম, না। এবার তিনি উভয় কান

www.banglakitab.weebly.com

হতে অঙ্গুলী সরিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি (কোথাও হতে) বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং আমি যা করেছি, তিনিও তা-ই করলেন। নাফে' বলেন, আমি তখন ছোট ছিলাম। - আহ্মদ ও আবু দাউদ, মিশকাত : ৪১১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَغِيْرًا : নাফে' রাযি. এ কথা বলা উদ্দেশ্য হল, তিনি যেহেতু সে সময় ছোট ছিলেন, তাই তাঁকে কানে আঙ্গুল দেওয়ার জন্য আদেশ করেন নি। এর অর্থ এই নয় যে, গান শোনা মাকরূহে তানযীহী।

প্রচলিত কুরুচিপূর্ণ গানের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিস, সূফী ও ফকীহ কারো দ্বিমত নেই। তবে সূফীদের মধ্যে প্রচলিত সুরেলা শব্দমালা, যাকে বর্তমানের পরিভাষায় গজল বা শে'র কিংবা বয়েত বলা হয়- তাতে যদি বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ না ঘটে, তা হলে তা আবৃত্তি করার অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের বক্তব্য হল, এ ধরনের গান নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ যদি কানে এসে পড়ে, তা হলে কোনো গোনাহ নেই। তথাপি না শোনার জন্য চেষ্টা করতে হবে। গানের আওয়াজ কানে আসার সাথে সাথে কানে আঙ্গুল দেওয়া তাকওয়ার আলামত; শোনার ইচ্ছা না করা ওয়াজিব।

(١٧٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَلَيْسَ يَشْهَدُوْنَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ : بَلٰى! وَيَصُوْمُوْنَ وَيَحُجُّوْنَ وَيُصَلُّوْنَ ، قِيْلَ فَمَا بَالُهُمْ؟ قَالَ اِتَّخَذُوْا الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ رَوَاهُ ابْنُ اَبِي الدُّنْيَا وَفِي اُخْرٰى لَهُ عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ وَاِيَّاكُمْ وَالْغِنَاءَ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ الْحَيَاءَ وَيَزِيْدُ فِي الشَّهْوَةِ

(كذا في الفتاوى اللكهنوية)

সহজ তরজমা

(১৭৩) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শেষ জামানায় এ উম্মতের কিছু লোকের আকৃতি বানর ও শূকরে বিকৃত হবে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি এ সাক্ষ্য দিবে না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এমনকি তারা রোযাও রাখবে, হজ্ব করবে এবং নামাযও পড়বে। কেউ জিজ্ঞাসা করল,

www.banglakitab.weebly.com

তা হলে তাদের এ অবস্থা হবে কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা খেলার সরঞ্জামাদি এবং গায়িকা ব্যাপক হারে অবলম্বন করবে। (এটা ইবনে আবিদ্দুনিয়ার বিবরণ। তার অপর বর্ণনায় হযরত ওয়ালীদ কর্তৃক বর্ণিত আছে : তোমরা গান থেকে দূরে থাকো। কেননা গান লজ্জা হ্রাস করে দেয়। শাহওয়াত তথা যৌনাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়। (ফাতওয়ায়ে লাখনবী)

(١٧٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَاتَشْتَرُوْهُنَّ وَلَاتُعَلِّمُوْهُنَّ وَلَاخَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَفِىْ مِثْلِ هٰذَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ"

(رواه الترمذى)

সহজ তরজমা

(১৭৪) হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা গায়িকাদের ক্রয়-বিক্রয় করো না, তাদেরকে এর শিক্ষাও দিও না। তাদের ব্যবসায় কোনও লাভ নেই; তাদের (ক্রয়-বিক্রয়কৃত লভ্যাংশ) মূল্য হারাম। আর এ ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা অবান্তর কথাবার্তা (নভেল, উপন্যাস ইত্যাদি কল্পকাহিনী) ক্রয় করে। যাতে সে কোনো জ্ঞান ছাড়াই মানুষদেরকে আল্লাহর পথ তথা হেদায়াত থেকে গোমরাহ ও ভ্রষ্ট করতে পারে। –তিরমিযী : ২/১৫৪০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَهْوَ الْحَدِيْثِ অর্থ– এমন সব কথাবার্তা, যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল-উদাসীন করে দেয়। যেমন : শিক্ষাশূন্য গল্প, অমূলক কাহিনী, রাক্ষস-ক্ষোক্কস ও ভূতপ্রেতের গল্প, আজেবাজে উপন্যাস, হাঁসির খোরাক, গানবাদ্য ইত্যাদি।

مَافِيْهِ التَّرَقِّىْ لِلنَّاسِ وَالتَّنَزُّلُ لَهُمْ

মানুষের উন্নতি ও অবনতি যার মধ্যে

(١٧٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ الدُّنْيَا اِلَّا مَاقُدِّرَ لَهُ۔

(رواه الترمذى)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(১৭৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার চিন্তা হয় শুধুই আখেরাত, আল্লাহ তার অন্তরে অমুখাপেক্ষীতা সৃষ্টি করে দেন। তার জমাকৃত বা গোছানো বিষয়াবলী শামাল দেন (হেফাযত করেন)। দুনিয়া তার কাছে তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু যার চিন্তা হয় শুধুই দুনিয়া, আল্লাহ তার সামনে সদা অভাব-অনটন রেখে দেন, তার সাজানো বিষয়াবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন, দুনিয়া তার কাছে নির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত পরিমাণই আগমন করে থাকে (অর্থাৎ যতই সে চেষ্টা করুক না কেন, যেটুকু তার তাকদীরে আছে, কেবল সেটুকুই সে প্রাপ্ত হবে)।–তিরমিযী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আমাদের মনে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তা হলে হাদীসে উল্লিখিত কথা মানতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আল্লাহর যে সকল বান্দারা দুনিয়াকে লাথি মেরেছে, দুনিয়া সর্বদা তাদের পদচুম্বন করেছে এবং তাদের পদতলে এসে লুটোপুটি খেয়েছে।

(١٧٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهٖ لَسَادُوْا بِهٖ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ اَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِيْ اَيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ ـ (ابن ماجة مشكوة : ٥١)

সহজ তরজমা

(১৭৬) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাযি. বলেছেন : যদি আলেমগণ এলেমের মর্যদা রক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তা সোপর্দ করতেন, তা হলে নিশ্চয়ই তাঁরা তা দ্বারা নিজেদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব দিতে পারতেন; কিন্তু তাঁরা তা দুনিয়াদারদের বিলিয়েছেন, যাতে তাঁরা তাদের নিকট হতে দুনিয়ার কিছু লাভ করতে পারেন। ফলে তাঁরা দুনিয়াদারের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে গেছে। আমি তোমাদের নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিজের সব চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় পরিণত করবে, আল্লাহ্ই তার দুনিয়ার (সমস্ত) চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যাকে দুনিয়ার নানা চিন্তা নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহ্ কোনো পরোয়াই করবেন না; সে দুনিয়ার যে কোনো ময়দানে ধ্বংস হয়ে যাক না কেন।

–ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৫১

www.banglakitab.weebly.com

(١٧٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِبْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ ـ

(رواه احمد و ابن ماجة، مشكوة : ٤٤.)

সহজ তরজমা

(১৭৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– হে আদম সন্তান! আমার এবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-অনটন থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত করে দিব এবং তোমার দারিদ্রের পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মোচন করব না। –আহ্মদ ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪৪

(١٧٨) عَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعِى الْاَكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا ، فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَّحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ـ

(رواه ابو داؤد و البيهقى ، مشكوة : ٤٥٩)

সহজ তরজমা

(১৭৮) হযরত সাওবান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে (ইসলাম বিদ্বেষী) অন্যান্য সম্প্রদায় একে অন্যকে আহব্বান করবে, যেরূপ খাবারের বরতনের দিকে একে অপরকে ডেকে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে সাহাবীদের কেউ বললেন : এটা কি এজন্য হবে যে, আমরা সেই সময় সংখ্যায় কম হব? তিনি বললেন : না; বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশী হবে; কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতে (ভেসে যাওয়া) আবর্জনার মতো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমদেরকে ভয়-ভীতি বের করে দিবেন। তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহ্ন' সৃষ্টি করে দিবেন। তখন কোনো একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ 'ওয়াহ্ন' কী? তিনি বললেন : দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা (অর্থাৎ বাঁচার লোভ)। –আবূ দাউদ ও বায়হাকী, মিশকাত : ৪৫৯

www.banglakitab.weebly.com

اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

(١٧٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالِسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاٰكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ : وَ "ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ" قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِيًا فَقَالَ لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى تَاْطُرُوْهُمْ اَطْرًا ، رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ عَلٰى يَدَى الظَّالِمِ وَلَتَاْطُرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنُنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ ـ (مشكوة : ٤٣٨)

সহজ তরজমা

(১৭৯) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসঊদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লহ্ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈল যখন পাপাচারে লিপ্ত হল, তখন তাদের আলেমগণ (প্রথম প্রথম) তাদেরকে এই কাজে বাধা দিল। কিন্তু তারা বিরত হল না। তারপর ওইসব আলেম তাদের সাথে উঠা-বসা ও পানাহারে শরীক হয়ে গেল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কলুষিত করে দিলেন। তখন তিনি হযরত দাউদ আ. হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের ভাষায় (মাধ্যমে) তাদের উপর লা'নত করলেন। আর এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এরপর তিনি বললেন : সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহ্র শাস্তি হতে) রেহাই পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যালিম ও পাপীদেরকে তাদের পাপকার্যে বাধা প্রদান না করবে। – তিরমিযী ও আবু দাঊদ।

অপর এক বর্ণনায় আছে : হুযুর ﷺ বলেছেন, (কখনও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।) আল্লাহ্র কসম! তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ করবে এবং

www.banglakitab.weebly.com

মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং যালিমের হাত ধরে ফেলবে। তাকে ভালো কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং ভালো কাজের উপর তাকে বাধ্য করবে। নতুবা তিনি তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপে কলুষিত করে দিবেন। তারপর বনী ইসরাঈলকে যেভাবে লা'নত করেছেন, তোমাদেরকেও অনুরূপভাবে লা'নত করবেন।

(١٨٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٤٣٦)

সহজ তরজমা

(১৮০) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি (অপর কোনো মুসলমানের মধ্যে) কোনো শরী'অত বিরোধী কাজ দেখে (বা জানে), তা হলে তার কর্তব্য নিজের হাত দ্বারা তা বাধা দেওয়া (যেমন– বাদ্য হলে তা ভেঙে ফেলা, নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হলে তা উপুড় করে দেওয়া, ছিনতাইকৃত বস্তু হলে মালিককে তা ফিরিয়ে দেওয়া)। আর যদি হাত দ্বারা বাধা প্রদানের শক্তি না রাখে (কেননা কর্তা তার থেকে বেশি শক্তিশালী) তা হলে নিজের জবান দ্বারা তা প্রতিহত করবে। (যেমন– তাকে ওই কাজের কঠোর পরিণতির কথা শুনাবে, আখেরাতের ভয় দেখাবে এবং নসিহত করবে)। আর যদি জবান দ্বারাও প্রতিহত করার শক্তি না রাখে, তখন (কমপক্ষে) আপন অন্তর থেকে তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে (অর্থাৎ নিজের অন্তর থেকে ওই কাজকে খারাপ ও গর্হিত বুঝবে এবং শক্তি হলে হাত বা জবান দ্বারা নির্মূলের দৃঢ় ইচ্ছা রাখবে। আর এহেন কর্মকারী থেকে সদা দূরে থাকবে) আর এটা (অন্তরে খারাপ জানা) সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।

–মুসলিম : ১/৫১; মিশকাত : ৪৩৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শরী'আতবিরোধী কাজ যদি হারাম পর্যায়ের হয়, তা হলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ওয়াজিব। আর যদি তা মাকরূহ পর্যায়ের হয়, তা হলে এর বিরুদ্ধে কথা বলা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে "আমর বিল মারূফ" তথা ভালো কাজের আদেশ ওয়াজিব হবে, যদি সে কাজটি ওয়াজিব পর্যায়ের হয়। পক্ষান্তরে সে কাজটি যদি মুস্তাহাব হয়, তা হলে সেক্ষেত্রে আমর বিল মারূফও মুস্তাহাব হবে। তদুপরি আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করার জন্য কিছু শর্ত আছে। যেমন : (১) এটা ফেতনার কারণ না হতে হবে। (২) গ্রহণ করার প্রবল ধারণা

www.banglakitab.weebly.com

থাকতে হবে। 'গ্রহণ করবে না' এমন ধারণা হলে তখন আমর বিল মারূফ ওয়াজিব নয় বরং উত্তম।

ইমাম নাওয়াবি রহ. বলেন, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা স্বীকৃত অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু কিছু রাফেযি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কারো কোনো দ্বিমত নেই। আমর বিল মারূফ ওয়াজিব হওয়ার অর্থ, এটা ফরযে কিফায়াহ। কারো যদি তা করার ক্ষমতা থাকে; কিন্তু কোনো ওজর না থাকা সত্ত্বেও তা না করে, তা হলে সে গোনাহগার হবে। অবশ্য আমর বিল মারূফ কখনো কখনো ফরয হয়ে যায়। যেমন : খারাপ ও নিষিদ্ধ কাজ এমন জায়গায় হচ্ছে, যেখানে সে ছাড়া আর কেউ এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জানে না কিংবা সে ছাড়া আর কেউ তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়; এমতাবস্থায় সে ব্যক্তির জন্য আমর বিল মারূফ ফরয। অনুরূপভাবে নিজের স্ত্রী-সন্তান অথবা দাস-দাসীকে যদি খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ করতে দেখে, তা হলে তাদেরকে নিষেধ করা ফরয়। 'তারা শুনবে না' এ অজুহাতে ফরযের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। কেননা এখানে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে।

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার কেবল শাসক-প্রশাসকদের কাজ নয়; এটা প্রত্যেকের দায়িত্ব। নারী-পুরুষ, দাস-দাসী, ভালো-মন্দ সব ধরনের লোকের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত। সালাফে সালেহীন শাসকদেরকেও আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতেন। যিনি এটা করবেন, তার জন্য নিজে এর উপর পূর্ণাঙ্গরূপে আমলকারী হওয়া জরুরি নয়। কেননা এখানে দুটি ওয়াজিব রয়েছে। (১) নিজে পূর্ণাঙ্গরূপে আমল করা। (২) অন্যকে আদেশ করা। প্রথমটা না করার কারণে দ্বিতীয়টা তার উপর থেকে রহিত হবে না।

(١٨١) عَنْ حُذَيْفَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

(رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٣٦)

সহজ তরজমা

(১৮১) হযরত হুযাইফা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। তারপর তোমরা (আযাব মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট দু'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে না। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৩৬

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দু'আর কারণে আযাব ও বিপদ-আপদ দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার না করার কারণে যে আযাব আপতিত হয়, তা দু'আর মাধ্যমে দূর হয় না। এক্ষেত্রে দু'আ কবুল হয় না। বাযযার ও তাবারানীতে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে : "তোমরা যদি আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার না কর, তা হলে তোমাদের উপর মন্দ লোকদেরকে শাসক ও নেতা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হবে। তখন তোমাদের ভালো লোকেরা দু'আ করলেও তা কবুল হবে না।"

(١٨٢) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَايُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ فَلَا يُنْكِرُوْا فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ.

(وراه فى شرح السنة ، مشكوة : ٤٣٨)

সহজ তরজমা

(১৮২) আদী ইবনে আল্‌কিন্‌দী রহ. বলেন : আমাদের আযাদকৃত এক গোলাম বলেছেন, তিনি আমার দাদাকে বলতে শুনেছেন– আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা কোনো বিশেষ ব্যক্তির (মন্দ) কাজের দরুণ ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উক্ত মন্দকে তাদের মাঝে হচ্ছে দেখেও প্রতিরোধ করে না, অথচ তারা তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। যখন তারা এরূপ নীরবতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ দোষী ও সাধারণ লোককে শাস্তি প্রদান করেন। –শরহে সুন্নাহ [অবশ্য অধিকাংশ ক্ষমতাহীন হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।]

(١٨٣) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَايُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة ، مشكوة : ٤٣٨)

সহজ তরজমা

(১৯২) হযরত জারীর ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়,

www.banglakitab.weebly.com

অথচ সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিবর্তন করে না, তখন তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার আযাব তাদের উপর পতিত হবে।

–আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪৩৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার না করলে আখিরাতে তো আযাব হবেই, সাথে সাথে দুনিয়াতেও আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য গোনাহসমূহ এগুলোর জন্য দুনিয়াতে আযাব হওয়া অকাট্য নয়। তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, জুলুম এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে দুনিয়াতেও শাস্তি হওয়ার কথা হাদীসে আলোচিত হয়েছে।

(١٨٤) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدٌ فُلَانٌ لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهٗ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىَّ سَاعَةً قَطُّ ـ

(بيهقى، مشكوة : ٤٣٨)

সহজ তরজমা

(১৮৪) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহাপরক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল আ.-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীদেরসহ উলটিয়ে দাও। তিনি বললেন : হে রব্ব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে, যে মুহূর্তের জন্যও তোমার নাফরমানী করে নি। হুযুর ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : তার ও তাদের সকলের উপরই শহরটি উলটিয়ে দাও। কারণ, তার নিজের সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যও তার চেহারা মলিন হয় নি।

(١٨٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ لِبَعْضِ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَ وَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ ـ (رواه ابن ماجة ، مشكوة :٤٤٤)

সহজ তরজমা

(১৮৫) হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় এ সম্পদ বিরাট ধন। ওই ধনভাণ্ডারের চাবিও আছে। সুতরাং

www.banglakitab.weebly.com

সেই বান্দার জন্য সুসংবাদ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণের দ্বার খোলা এবং অকল্যাণের দ্বার বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। আর সেই বান্দার জন্য ধ্বংস, যাকে আল্লাহ তা'আলা অকল্যাণের দ্বার খোলা এবং কল্যাণের দ্বার বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪৪৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

خَيْر এর ব্যাখ্যায় ইমাম রাগেব ইস্পাহানী রহ. বলেন : যার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ বিদ্যমান, তা-ই খায়র বা কল্যাণ। যেমন : বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতা, গুণ ও কৃতিত্ব এবং উপভোগ্য সকল বস্তু। একই বস্তু কখনও কারো জন্য হয় কল্যাণ, আবার অন্যের জন্য হয় অকল্যাণ। যেমন, ধন-দৌলত যদি সঠিক ও বৈধ পথে আসে এবং সঠিক খাতে ব্যয় হয়, তা হলে তা কল্যাণ। অন্যথায় তা অকল্যাণ। তেমনিভাবে সহীহ নিয়তে ইলম শিখলে তা হয় কল্যাণকর। পক্ষান্তরে নিয়ত সহীহ না হলে তা হয় শাস্তির কারণ। অনুরূপভাবে ইবাদতের কারণে নিজের মধ্যে যদি অহঙ্কার সৃষ্টি হয়, তা হলে এটা ক্ষতিকর। কিন্তু যদি ইবাদত ইখলাসের সাথে হয়, তা হলে তাই উপকারী সম্পদ।

كِتَابُ الْعِلْمِ

ইলম অধ্যায়

(١٨٦)عَنْ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٣٢)

সহজ তরজমা

(১৮৬) হযরত মু'আবিয়া রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দীনের সুষ্ঠুজ্ঞান দান করেন। তবে আমি নিছক বণ্টনকারী আর দান করেন আল্লাহ্। – মুত্তাফাকুন আলাইহি

(١٨٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

(متفق عليه ، مشكوة : ٣٢)

সহজ তরজমা

(১৮৭) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুই ব্যক্তি ব্যতীত কেউ হাছাদের (ঈর্ষার) পাত্র নয়– প্রথমত যাকে

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্ তা'আলা ধন দান করেছেন এবং সেইসঙ্গে তাকে তা সত্যের খাতিরে ও সৎকার্যে ব্যয় করার প্রচুর মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয়ত যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন আর সে তাকে কাজে লাগায় এবং (লোকদের) তা শিক্ষা দেয়। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে "হাসাদ" শব্দ দ্বারা "ঈর্ষা" বা কোনো কিছু লাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য; 'হিংসা' উদ্দেশ্য নয়। কেননা হিংসা হল, কারো মধ্যে কোনো গুণ বা সম্পদ দেখে তার থেকে তা দূর হওয়া এবং নিজে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করা। তবে কোনো জালেম বা পাপকারী যদি আল্লাহ প্রদত্ত কোনো নেয়ামতের মাধ্যমে জুলুম বা পাপাচার করে, তা হলে সেক্ষেত্রে ভালো নিয়তে 'হাসাদ' জায়েয। পক্ষান্তরে "ঈর্ষা" হল, অন্যের গুণ বা কৃতিত্ব কিংবা সম্পদের অনুরূপ নিজে অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। ভালো কাজের জন্য এ আকাঙ্ক্ষা জায়েয।

কেউ কেউ বলেছেন : হাদীসটির অর্থ হল, যদি হিংসা জায়েয হত, তা হলে এই দুই ক্ষেত্রে জায়েয হত। কিন্তু হাসাদ কোনো ক্ষেত্রেই জায়েয নয়।

(١٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا عَلٰى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ. (متفق عليه ، مشكوة :١٨٤)

সহজ তরজমা

(১৮৮) হযরত ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ঈর্ষা নেই কেবল দু' ব্যক্তি ছাড়া। (১) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা নিয়ে বিদানিশি মগ্ন থাকে। (২) এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ (প্রাচুর্য) দান করেছেন আর সে তা দিবানিশি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে ব্যয় করতে ব্যস্ত।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৮৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাসাদ বা হিংসা দুই প্রকার। (১) প্রকৃত হিংসা। (২) রূপক হিংসা। প্রকৃত হিংসা হল, অন্যের নেয়ামত দেখে তা দূর হওয়ার ও নিজে অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা করা। এটা সর্বসম্মতভাবে হারাম। রূপক হিংসা হল, অন্যের নেয়ামত দেখে তা নিজে অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা; কিন্তু অন্যেরটা দূর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করা। একে বলা হয় ইর্ষা। জাগতিক বিষয়ে ইর্ষা করা জায়েয।

www.banglakitab.weebly.com

তবে ধর্মীয় বিষয়ে মুস্তাহাব। যেমন : কাউকে মসজিদ-মাদ্‌রাসা নির্মাণ করতে দেখে কেউ কামণা করল, আহ! আমার যদি টাকা থাকত, তা হলে আমিও এরূপ মাদ্‌রাসা-মসজিদ বানাতাম।

(١٨٩) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة :٣٦)

সহজ তরজমা

(১৮৯) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম অনুসন্ধানে বের হয়েছে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় রয়েছে যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করবে। –তিরমিযী ও দারমী

(١٩٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا ـ (دارمى ، مشكوة : ٣٦)

সহজ তরজমা

(১৯০) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের কিছু অংশ (দীনি) ইলমের চর্চা করা সারা রাত [নফল] ইবাদত করার চেয়ে শ্রেয়।

–দারমী : ১/৭১; মিশকাত : ৩৬

(١٩١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ
(رواه الترمذى و ابن ماجة، مشكوة : ٣٤)

সহজ তরজমা

(১৯১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একজন ফকীহ (আলেম) শয়তানের পক্ষে হাজার আবেদ অপেক্ষাও মারাত্মক। –তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কেননা শয়তান যখন সাধারণ ও সরলমনা মানুষের সামনে কু-প্রবৃত্তি ও গোনাহের দ্বার উন্মুক্ত করে, তখন ফকীহ তার জ্ঞানের আলোতে তা বুঝে ফেলে। ফকীহ তখন মানুষকে তা থেকে বাঁচার পথ বলে দেয়। এজন্য শয়তান ফকীহকে খুব ভয় পায়। পক্ষান্তরে ইলমহীন আবেদ [কুরআন-হাদীসের জ্ঞানশূন্য এবাদতকারী] অনেক সময় শয়তানের সূক্ষ্ম জালে আটকে যায়; কিন্তু সে খবরও তার থাকে না।

www.banglakitab.weebly.com

١٩٢) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْدًا ـ (رواه البيهقى ، مشكوة : ٣٢)

সহজ তরজমা

(১৯২) হযরত আবূ দারদা রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল– হে আল্লাহ্র রাসূল! এলেমের কোন্ সীমায় পৌঁছালে একজন মানুষ ফকীহ (বা আলেম) হতে পারে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ৪০টি হাদীস মুখস্থ করেছে। (এবং অপরকে তা পৌঁছুয়েছে) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে ফকীহরূপে (কবর থেকে) উঠাবেন। এ ছাড়া কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবে। –বায়হাকী, মিশকাত : ৩২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের ভিত্তিতে অতীত ও বর্তমানের অনেক উলামায়ে কিরাম ৪০ হাদীসের বিশেষ সংকলন বের করেছেন। এর মধ্যে ইমাম বায়হাকির শোয়াবুল ঈমান ও আশরাফ আলী থানভি রহ.-এর ফুরূউল ঈমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা এ অধমকেও এ রচনার মাধ্যমে সে সাওয়াবের ভাগী করুন।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, ৪০টি মাসআলার প্রচার করার দ্বারাও এ সাওয়াব লাভ করা যাবে। এখানে মুখস্থ করা অর্থ প্রচার করা।

١٩٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِىْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ خُلَفَائُكَ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يَرْوُوْنَ الْاَحَادِيْثَ وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ ـ (رواه الطبرانى فى الاوسط)

সহজ তরজমা

(১৯৩) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার খলীফাগণের উপর অনুগ্রহ কর। আমরা (সাহাবীরা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কারা আপনার খলীফা? উত্তরে তিনি জানালেন, যারা হাদীসসমূহ বর্ণনা করে এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেয় (তারাই আমার খলীফা)। –তাবারানী

www.banglakitab.weebly.com

(١٩٤) عَنْ عِيْسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ يُدْعٰى فِى الْمَلَكُوْتِ عَظِيْمًا (مرقات شرح مشكوة : ٣٣٣) وَفِى التِّرْمِذِيِّ قَالَ فُضَيْلُ بْنُ عَيَاضٍ عَالِمٌ عَامِلٌ مُعَلِّمٌ يُدْعٰى كَبِيْرًا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ

সহজ তরজমা

(১৯৪) হযরত ঈসা আ. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে নিজে আমল করে এবং (অন্যদেরকে) তার শিক্ষা দেয়, ফিরিশতাদের মধ্যে তাঁকে অতি সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে ডাকা হয় (অর্থাৎ ফিরিশতারা যখন পরস্পর এ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন অতি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করেন অর্থাৎ তাঁকে খুব মর্যাদা প্রদান করেন)। -মিরকাত : ৪/৩৩৩

(١٩٥) عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ۔ (رواه احمد و الترمذى، مشكوة : ٣٣ -٤٣)

সহজ তরজমা

(১৯৫) তাবেঈ হযরত কাছীর ইবনে কায়ছ বলেন : আমি দামেস্কের মসজিদে হযরত আবূ দারদা সাহাবীর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট একজন লোক এসে পৌঁছুল। এরপর বলল : হে আবূ দারদা! আমি সুদূর মদীনায়ে-রাসূল ﷺ থেকে আপনার নিকট মাত্র একটি হাদীসের জন্য এসেছি; এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসি নি। শুনেছি, আপনি নাকি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা

www.banglakitab.weebly.com

করে থাকেন। তখন হযরত আবূ দারদা রাযি. বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– যে ব্যক্তি ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে : আল্লাহ্ তা'আলা এর কারণে তাকে বেহেশ্‌তের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছুয়ে দেন এবং ফিরিশ্‌তাগণ ইলম তলবকারীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এতদ্ব্যতীত যারা আলেম– তাদের জন্য আসমানে ও জমীনের অধিবাসীগণ সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করে থাকে; এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থেকেও (দু'আ করে থাকে)। আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব (বে-ইলম) আবেদের উপর এরূপ, যেরূপ পূর্ণ চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য তারকারাজির ওপর। নিশ্চয় আলেমগণ হচ্ছেন নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ কোনো দীনার-দেরহাম মীরাছ (উত্তরাধিকার) হিসেবে রেখে যান না ; তাঁরা মীরাছরূপে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

–আহ্‌মদ তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনে মাজাহ ও দারমী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমাম সাওরী রহ. বলেন, আমার জানা মতে ইলম অর্জনের চেয়ে উত্তম কোনো কিছু নেই। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, ইলম অন্বেষণ নফল নামাযের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ইমাম মালিক রহ. বলেন : ইলম হল নূরবিশেষ। এ নূরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে চান, হেদায়াত দান করেন। অধিক জানার নাম ইলম নয়। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, জান্নাতের সকল পথ ইলমের পথের সাথে যুক্ত।

ইলম অন্বেষণকারীর জন্য ফিরিশতার পাখা বিছিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে বাস্তব অর্থে প্রয়োগ করে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. আহমদ ইবনে শুয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমরা একবার বসরায় জনৈক মুহাদ্দিসের নিকটে ছিলাম। তিনি মজলিসে এ হাদীস বর্ণনা করলেন। সেখানে জনৈক মুতাযিলাপন্থী লোক ছিল। সে এ হাদীস নিয়ে উপহাস করে বলল, তা হলে তো আমি আগামীকাল জুতা পরিধান করে ফিরিশতাদের পাখা দলিত মথিত করব। সত্যিই সে এমন করল। ফলে তার উভয় পা ফুলে পেকে তাতে পোকা হয়ে গেল।

ইমাম তাবারানী রহ. বলেন : ইবনে ইয়াহইয়া সাজী বলতেন, আমরা বসরার এক গলিতে জনৈক মুহাদ্দিসের নিকট দ্রুত যাচ্ছিলাম। আমাদের সাথে একজন বদদীন প্রকৃতির লোক ছিল। সে হাদীসের সাথে উপহাস করে বলল, "ফিরিশতাদের পাখার উপর থেকে পা সরিয়ে নাও। নইলে তো এপা ভেঙে যাবে।" এটা বলতে না বলতেই তার পা ভেঙে সেখানেই সে পড়ে গেল।

www.banglakitab.weebly.com

(١٩٦) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ ـ (رواه ابن ماجة ، مشكوة :٩٣٤)

সহজ তরজমা

(১৯৬) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয এবং অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শূকরের গলায় জহরত, মুক্তা বা সোনার মালা স্থাপনকারী। –ইবনে মাজাহ

[কিন্তু বায়হাকী তাঁর শো'আবুল ঈমানেঃ "ইলম তলব করা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরয।" শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসের 'মতন' তো মশ্হুর কিন্তু 'সনদ' জঈফ। এ হাদীসখানা অবশ্য বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবে সকল সূত্রই জঈফ। কিন্তু মোহাদ্দেছ ছিদ্দিক রহ. এটাকে 'হাসান' এবং আল্কামী 'সহীহ লিগাইরিহি' অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের সহীহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন। –অনুবাদক]

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জীবন চলার পথে মানুষকে যে সকল বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মতে চলার জন্য যে জ্ঞান বা ইলম দরকার, তা অর্জন করা ফরয। এটা যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয, তাই একে ফরযে আইন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ কেউ ইসলাম গ্রহণ করল বা জন্মসূত্রে মুসলমান হল, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা ও তার গুণাবলির পরিচয় এবং ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের জ্ঞান অর্জন করা ফরয। নামাযের জন্য নামাযের বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন শিক্ষা গ্রহণ করা ফরয। রমাযানের রোযার হুকুম আহকাম জানা আবশ্যক। সে যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়, তা হলে যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানা তার জন্য ফরয হয়ে যায়। হজ্ব ফরয হলে হজ্বের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান জানা ফরয হয়ে যায়। বিবাহ করার আগে বিবাহের মাসায়েল জানা জরুরী হয়ে যায়। মোটকথা, জীবন চলার পথে আল্লাহর কখন কী আদেশ-নিষেধ বান্দার উপর আরোপিত হয়, তা জানা বান্দার উপর ফরয। অনুরূপভাবে ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ও চাকরি-বাকরি ইত্যাদি সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল জানা ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবীদের জন্য ফরয। এ ধরনের ইলমকে ইলমুল হাল বলা হয়। পক্ষান্তরে মাঝে মধ্যে যে সকল বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, সে সকল বিষয়ের ইলম অর্জন করা ফরযে কিফায়াহ। এলাকার কোনো একজন ব্যক্তিও যদি তা অর্জন করে, তা হলে সকলের উপর থেকে এর আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু একজনও যদি তা অর্জন না করে,

www.banglakitab.weebly.com

তা হলে সবাই গোনাহগার হবে। প্রত্যেক ৪৮ মাইল অন্তর অন্তর কমপক্ষে একজন বিশেষজ্ঞ আলেম রাখা সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর উপর ফরয।

আত্মিক বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করাও ফরয। অর্থাৎ মানুষের মনের সাথে সম্পর্কিত যে ইবাদত ও গোনাহের বিষয় রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে জানা এবং সঠিক পথে চলার জন্য যে জ্ঞান দরকার তা অর্জন করা প্রত্যেকের উপর ফরয। এজন্য হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার ইত্যাদির তাৎপর্য জানা ও তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা ফরয। সাথে সাথে তাওয়াক্কুল, সবর, বিনয় ও ক্ষমা ইত্যাদি সদগুণগুলো সম্পর্কে জানা ও তা নিজের মধ্যে অর্জন করা সকলের জন্য ফরয।

উল্লিখিত হাদীসটির শেষাংশে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল– প্রত্যেককে নিজ নিজ যোগ্যতা, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তদ্রুপ শিক্ষকেরও উচিত নিজ নিজ ছাত্রদের মেধা যাচাই করে, তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া। কাউকে তার ধারণ ক্ষমতার বেশি জ্ঞান দান করা তার প্রতি জুলুম।

(١٩٧) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ اَلْفَ رَكْعَةٍ ـ (رواه ابن ماجة : ٢٠)

সহজ তরজমা

(১৯৭) হযরত আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, হে আবূ যর! তোমার সকাল বেলা কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা একশত রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার সকাল বেলা ইলমের এক অধ্যায় শিক্ষা করা, চাই তার আমলের প্রচলন থাক (যেমন– ওযূ, নামায ইত্যাদি) অথবা না থাক (অর্থাৎ তার আমলের অবকাশ না থাক), তা এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম। –ইবনে মাজাহ : ২০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া বস্তুত অধিক পরিমাণে ইবাদত ও আমল করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। "عُمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ" এর অর্থ হল, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার সুযোগ না ঘটলেও সে ব্যক্তি ইলম অর্জনের সাওয়াব পেয়ে যাবে। ফকীহগণ লিখেছেন : কোনো আলেম যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, লোকজন মাসআলা-মাসায়েল জানার

www.banglakitab.weebly.com

জন্য তার কাছে ভিড় জমায়, তখন তার জন্য সুন্নত নামায ত্যাগ করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দানে মগ্ন হওয়া জায়েয। অধিকন্তু সে এলাকায় যদি তিনি ছাড়া অন্য কোনো আলেম না থাকে, তা হলে তার জন্য এলাকা ত্যাগ করে জিহাদে যাওয়াও জায়েয হবে না।

(١٩٨) عَنْ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٣٤)

সহজ তরজমা

(১৯৮) হযরত ছাখবারা আজদী রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করবে, তার জন্য তা তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গোনাহ্সমূহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। –তিরমিযী : ২/৯৩; মিশকাত : ৩৪০

(١٩٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّهٗ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُلَمَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَذَلَهٗ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ طَمَعًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهٖ ثَمَنًا ، فَذٰلِكَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ حِيْتَانُ الْبَحْرِ وَدَوَابُّ الْبَرِّ وَالطَّيْرُ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهٖ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَشَرٰى بِهٖ ثَمَنًا فَذٰلِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ وَيُنَادِىْ مُنَادٍ هٰذَا الَّذِىْ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهٖ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَشَرٰى بِهٖ ثَمَنًا وَذٰلِكَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ـ

(رواه الطبرانى فى المعجم الكبير : ٧٢-٧١)

সহজ তরজমা

(১৯৯) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের আলেমগণ দু'প্রকার। (১) ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পাক ইলম দিয়েছেন, এরপর সে তা মানুষদের (উপকারের) জন্য ব্যয় করে, লোভ করে কোনোই বদলা বা বিনিময় নেয় না এবং তা কোনো মূল্যে বিক্রয়ও করে না, তা হলে তার জন্য সমুদ্রের মৎস্যকুল, স্থলের সমস্ত প্রাণী এবং আকাশের নিচের পাখ-পাখালী ক্ষমা প্রার্থনা করে। (২) ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পাক ইলম দান করেছেন, কিন্তু সে এ ইলমের ব্যাপারে মানুষের সাথে কৃপণতা করেছে, লোভ করে বিনিময় গ্রহণ করেছে এবং কোনো মূল্যে তা বিক্রয় করেছে,

www.banglakitab.weebly.com

তা হলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকবে– এই সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পাক ইলম দিয়েছিলেন, কিন্তু সে আল্লাহর বান্দাদের থেকে তার ব্যাপারে কৃপণতা করেছে, লোভ করে তার বিনিময় নিয়েছে এবং তা (ইলম) বিক্রয় করেছে। তা (অর্থাৎ ওই ঘোষণা হাশরের ময়দানে) সমস্ত হিসাব থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। –তাবারানী : ৭১-৭২

(٢٠٠) عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ رح اَنَّهٗ قَالَ نُبِّئْتُ اَنَّ بَعْضَ مَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ يَتَاَذَّى النَّارُ بِرِيْحِهٖ فَيُقَالُ لَهٗ وَيْلَكَ مَاكُنْتَ تَعْمَلُ مَا يَكْفِيْنَا مَا نَحْنُ فِيْهِ حَتّٰى ابْتَلَيْنَا بِكَ وَبِنَتْنِ رِيْحِكَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ عَالِمًا فَلَمْ اَنْتَفِعْ بِعِلْمِىْ. (الطريقة المحمدية : ٧٢)

সহজ তরজমা

(২০০) হযরত মানসুর ইবনে যাযান রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে অবহিত করা (অর্থাৎ হাদীস সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া) হয়েছে যে, জাহান্নামে যাদের নিক্ষেপ করা হবে, তাদের কেউ কেউ তার দুর্গন্ধ দ্বারা খোদ জাহান্নামকে পর্যন্ত কষ্ট দিবে। তাকে বলা হবে– তোমাদের জন্য বরবাদি এবং ধ্বংস। তুমি কী বদ আমল করতে? যে আযাবে আমরা নিমজ্জিত ছিলাম, তা–ই যথেষ্ট ছিল আমাদের জন্য; অনন্তর তোমার এবং তোমার ভীষণ দুর্গন্ধের দ্বারা আমাদের আচ্ছাদিত করা হয়েছে (অর্থাৎ এদের দুর্গন্ধ জাহান্নামের শাস্তি অপেক্ষাও অধিক অসহনীয় ও নিকৃষ্ট হবে)। তখন সে উত্তরে বলবে, আমি আলেম ছিলাম; কিন্তু আমার ইলমের দ্বারা আমি উপকৃত হয় নি। (অর্থাৎ নিজেও আমল করি নি এবং অন্যকেও তা শিখাই নি)। –তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়্যাহ : ৭২

(٢٠١) عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّهٗ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ عِبَادٌ جُهَّالٌ وَعُلَمَاءُ فُسَّاقٌ. (الطريقة المحمدية : ٧٣)

সহজ তরজমা

(২০১) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ জামানায় জাহেল (মূর্খ) আবেদ (সাধক) এবং ফাসেক (গুনাহগার ও অবাধ্য) আলেম বের হবে। (অর্থাৎ এ ধরনের ব্যক্তিদের আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ ঘটবে।) –তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়্যাহ : ৭৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. লিখেছেন, জনৈক বুযুর্গ একবার ইবলিসকে বেকার ঘুরাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী?

www.banglakitab.weebly.com

তোমাকে যে বেকার ও ফুরফুরে মেযাজে দেখতে পাচ্ছি৷ জবাবে ইবলিস বলল, বর্তমানের আলেমগণ আমাদের কাজ করে দিচ্ছে। মানুষদেরকে গোমরাহ করার জন্য তারাই যথেষ্ট। (মাকতূবাত : ১/৭০)

তিনি আরো লিখেছেন, বর্তমান যুগে দীনি বিষয়সমূহের মধ্যে যে অলসতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতা দেখা দিয়েছে, আল্লাহর কসম! এগুলো সব দুষ্ট আলেমদের কুপ্রভাবের কারণে দেখা দিয়েছে। এগুলো তাদের বদনিয়তের প্রতিফল। বস্তুত দুষ্ট আলেমরা দীনের জন্য ডাকাতসদৃশ। তাদের উদ্দেশ্য শুধু যশ-খ্যাতি ও নেতৃত্ব অর্জন। তারা কেবল মানুষের সামনে মূল্যায়ন পেতে চায়।

(মাকতূবাত : ১/১৯৪)

اَلْعِلْمُ مَا هُوَ

প্রকৃত ইলম কী?

(٢٠٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِلْمُ ثَلٰثَةٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ۔ (رواه ابو داود و ابن ماجة ، مشكوة : ٣٥)

সহজ তরজমা

(২০২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইলম তিন ধরনের (অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের ইলমই প্রকৃত ইলম)। (১) আয়াতে মুহকামাত। (২) সুন্নতে কায়েমাহ। (৩) ফরীযায়ে আদেলাহ। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ : ৬; মিশকাত : ৩৫)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শরী'আতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত ইলমের উৎস চারটি। (১) কুরআন। (২) হাদীস। (৩) ইজমা (৪) কিয়াস। তবে মূল উৎস হল, কুরআন ও হাদীস। আর ইজমা ও কিয়াস হল, কুরআন-হাদীস থেকে উৎসারিত প্রমাণ। তাই ইজমা বা কিয়াস দ্বারা যে বিধান প্রমাণিত হয়, তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধানের মতো করণীয় বা বর্জনীয়। এ ইলম অর্জন করার জন্য যে সকল ইলম অর্জন করা প্রয়োজন সেগুলোর মর্যাদাও মূল কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সমান। যেমন : নাহব, সরফ, বালাগাত উসূলে ফিকাহ ইত্যাদি।

আল্লামা তীবি রহ. লিখেছেন, ইলম তিন ধরনের। (১) ইলমুল কিতাব অর্থাৎ মুহকাম বা অদ্ব্যর্থবোধক আয়াত বলে কুরআন শরীফ এ ইলমের দিকেই ইঙ্গিত করেছে। এ প্রকারের মধ্যে সে সমস্ত ইলমও অন্তর্ভুক্ত, যা ছাড়া কিতাবুল্লাহর ইলম অর্জন করা যায় না। যেমন : আরবি ভাষার জ্ঞান, নাহব, সরফ ও বালাগাত

www.banglakitab.weebly.com

ইত্যাদির ইলম এর অন্তর্ভুক্ত। (২) হাদীস বা সুন্নাহর ইলম। এর সাথে যত ইলম সম্পৃক্ত, সব এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : "জরহ" ও "তাদীল" বিষয়ক ইলম, হাদীসের প্রকার ভেদের ইলম। (৩) ইলমুল ইজমা ওয়াল কিয়াস।

اَلْاِسْتِيْصَاءُ بِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ

'তালিবে ইলম'-এর সাথে উত্তম ব্যবহার এবং তার সদুপদেশ প্রদান

(٢٠٣) عَنْ اَبِىْ هٰرُوْنَ قَالَ كُنَّا نَأْتِىْ اَبَا سَعِيْدٍ (رض) فَيَقُوْلُ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّ رِجَالاً يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا ـ (رواه الترمذى : ٨٩/٢ ، مشكوة : ٣٤)

সহজ তরজমা

(২০৩) হযরত আবূ হারুন রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.-এর কাছে এলে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উপদেশকে স্বাগতম এবং অভিনন্দন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (আমার পর) মানুষ তোমাদের অনুসরণকারী হবে। দিক দিগন্ত হতে লোক তোমাদের নিকট দীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে, তাদের সদুপদেশ (দীনের তালিম) দিবে।

–তিরমিযী : ২/৯৩; মিশকাত : ৩৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا : "তাদের সাথে কল্যাণকামিতা স্বরূপ আচরণ করো" কথাটির অনেক ব্যাখ্যা হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য সেখানে দেখা যেতে পারে। এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

قَوْلُهٗ : فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا اَىْ فِىْ تَعْلِيْمِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ وَاَخْلَاقِ الْمُهْتَدِيْنَ كَمَا قِيْلَ فِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِىِّ لِدَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِذَا رَاَيْتَ لِىْ طَالِبًا فَكُنْ لَهٗ خَادِمًا، وَتَحْقِيْقُهٗ : اُطْلُبُوْا الْوَصِيَّةَ وَالنَّصِيْحَةَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ لِلطَّلَبَةِ.

অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও তালিম-তারবিয়তের উন্নতির প্রতি কল্যাণকামিতার সাথে খেয়াল রাখবে। তাদের সর্ববিধ উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রয়াস অব্যাহত রাখবে। একদম তাদের খাদেম হয়ে যাবে। যেমন :

www.banglakitab.weebly.com

হাদীসে কুদসিতে আছে, যখন তুমি কোনো আল্লাহর সন্ধানকারীকে পাবে, তখন তুমি তার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

فَضْلُ مَنْ مَاتَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ

ইলম অন্বেষন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত

(٢٠٤) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ ـ (رواه الدارمى، مشكوة : ٣٦)

সহজ তরজমা

(২০৪) হযরত হাসান বসরী রহ. মুরছাল হিসাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, এমন অবস্থায় যখন সে ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম তলবে মশ্‌গুল আছে বেহেশতে তার ও নবীগণের মধ্যে মাত্র এক ধাপের পার্থক্য থাকবে। (অর্থাৎ সে নবীগণের অতি নিকটে থাকবে।)

–দারমী, মিশকাত : ৩৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেছেন : এ ফযিলত ওই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যিনি আমরণ কোনো না কোনো প্রকারের ইলমের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বস্তুত আমলদার আলেমদের মর্যাদা নবীদের মর্যাদার কাছাকাছি। তাদের ও নবীদের মর্যাদার পার্থক্য কেবল নবুওয়ত।

قَوْلُهُ : عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا : এ হাদীসটি বিশিষ্ট তাবিঈ হাসান বসরী রহ. হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। মুরসাল হল, এরূপ রেওয়ায়েত, যাতে তাবিঈ সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন অর্থাৎ তাবিঈ কোনো কারণে সাহাবীর নাম উল্লেখ না করেই সরাসরি রেওয়ায়েত করেন।

(٢٠٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً ـ (رواه البخارى ، مشكوة : ٣٢)

সহজ তরজমা

(২০৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পক্ষ হতে মানুষকে পৌছাতে থাকো; যদিও একটি মাত্র 'আয়াত' হয়। –বুখারী : ১/৪৯১; মিশকাত : ৩২

www.banglakitab.weebly.com

(٢٠٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْأً فَبَلَّغَهُ كَمَاسَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ ـ (رواه الترمذى و ابن ماجة ، مشكوة : ٣٥)

সহজ তরজমা

(২০৬) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি : "আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে সতেজ ও দীপ্তিময় রাখুন, যে আমার কোনো কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরকে পৌঁছুয় দিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক বোধসম্পন্ন হয়।

–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৩৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"সতেজ ও দীপ্তিময়" রাখুক অর্থাৎ তার মান-মর্যাদা উন্নীত ও স্বীকৃত হোক। দুনিয়া ও আখিরাতে সে আনন্দঘন জীবন যাপন করুক। হাদীসের মান-মর্যাদা ও হাদীস শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গুণস্তুতিতে এ হাদীসটি অতুলনীয় ও চমৎকার। এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى شَرَفِ الْحَدِيْثِ وَفَضْلِهٖ وَدَرَجَةِ طُلَّابِهٖ حَيْثُ خَصَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وسلم بِدُعَاءٍ لَمْ يُشْرِكْ فِيْهِ اَحَدًا مِنَ الْاُمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ وَحِفْظِهٖ وَتَبْلِيْغِهٖ فَائِدَةٌ سِوٰى اَنْ يَّسْتَفِيْدَ بَرَكَةَ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ لَكَفٰى ذٰلِكَ فَائِدَةً وَغُنْمًا وَجَلَّ فِى الدَّارَيْنِ حَظًّا وَقِسْمًا

হাদীসের মান-মর্যাদা, এর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য বিশেষভাবে দু'আ করেছেন। এ হাদীসে বর্ণিত মর্যাদা ছাড়া হাদীস শেখার আর কোনো মর্যাদা না থাকলেও কোনো অসুবিধা ছিল না। কারণ, এ হাদীসে বর্ণিত মর্যাদা হাদীস শিক্ষার্থী ও বর্ণনাকারীদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য যথেষ্ট।

মোল্লা আলী কারী রহ. আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ কবুল করেছেন। এ জন্যই আপনি খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে, মুহাদ্দিসদের চেহারা উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় থাকে। বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বর্ণনা করেন, হাদীস শিক্ষার্থীদের চেহারায় বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক এক ধরনের নূর বিরাজমান থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

(٢٠٧) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ اَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِىْ اِلٰى قَوْمِهٖ فَاِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّىْ (رواه الترمذى)

সহজ তরজমা

(২০৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় নিজেকে মানুষের মজলিসে পেশ করে (অর্থাৎ তিনি স্বশরীরে মানুষদের মজলিসের কাছে গিয়ে) বলতেন, আছে কি কোনো ব্যক্তি যে আমাকে তার কওমের কাছে নিয়ে যাবে? কেননা কুরাইশরা আমাকে আমার প্রভুর কালাম (মানুষদের কাছে) পৌছানো থেকে বাঁধা দিচ্ছে, নিষেধ করছে। –তিরমিযী

(٢٠٨) قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلٰى هٰذِهٖ وَاَشَارَ اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ اَنِّىْ اُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ اَنْ تُجِيْزُوْا عَلَىَّ لَاَنْفَذْتُهَا ـ (رواه البخارى : ١٦/١)

সহজ তরজমা

(২০৮) হযরত আবূ যর রাযি. বলেছেন, যদি তোমরা তলোয়ার রাখ এর উপর এবং তিনি (এই বলে) ইশারা করলেন তার গলার দিকে অর্থাৎ যদি তোমরা আমার গলার উপর তলোয়ার রাখ, তথাপি আমি মনে করি, আমার উপর তলোয়ার চালানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি কথা হলেও যা আমি শ্রবণ করেছি তা আমি চালু করতে পারব, তা হলে অবশ্যই তা আমি চালু করব। (তোমাদের পরওয়া করব না।) –বুখারী : ১৬

(٢٠٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِىٍّ (رض) فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ـ (رواه البخارى : ٦٠٦/٢)

সহজ তরজমা

(২০৯) রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাযি.-কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা এক ব্যক্তিকেও হিদায়েত দেন, তা হলে তা তোমার জন্য অগণিত লাল উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম।

–বুখারী : ২/৬০৬

www.banglakitab.weebly.com

يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيُقِيْمُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ -

(رواه الدارمى، مشكوة : ٣٦)

সহজ তরজমা

(২১০) হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দু'জন লোকের (ফযীলত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যারা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ছিলেন– তাদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি শুধু ফরয নামায আদায় করতেন; এরপর বসে লোকদেরকে ইলম শিক্ষা দিতেন। অপর ব্যক্তি (ছিলেন আবেদ ; যিনি) সারাদিন রোযা রেখে কাটাতেন এবং সারারাত নামাযে থাকতেন –তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে (আবেদ) সারাদিন রোযা রাখে আর সারারাত নামাযে কাটায়, তার অপেক্ষা ওই আলেমের সম্মান –যিনি শুধু ফরয নামায আদায় করেন, এরপর বসে ইলম শিক্ষা দেন– ওই পরিমাণ; আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর যে পরিমাণ।

–দারমী মুরছাল হিসাবে, মিশকাত : ৩৬

(٢١١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ أَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَ يَرْغَبُوْنَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ -

(رواه الدارمى ، مشكوة : ٣٦)

সহজ তরজমা

(২১১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মসজিদে পৌঁছে (সাহাবীদের) দুটি মজলিস দেখতে পেলেন। (একটি মজলিস দু'আর; অপরটি মজলিস ইলমের।) তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উভয় মজলিসই ভালো কাজে আছে ; তবে এক মজলিস অন্য মজলিস অপেক্ষা উত্তম। এই যে দলটি (দু'আয় মশ্গুল আছে), তারা অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলাকে

www.banglakitab.weebly.com

ডাকছে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন আর ইচ্ছা করলে পূরণ নাও করতে পারেন। কিন্তু এই যে দলটি, তারা যে ফিকহ্ বা ইলম (রাবীর সন্দেহ) শিক্ষা করছে এবং যারা জানে না তাদের শিক্ষা দিচ্ছে, তারাই উত্তম (তাদের কাজের ফায়দা নগদ।) আর আমিও মুআল্লিম (শিক্ষক) রূপেই প্রেরিত হয়েছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দলের সাথেই বসে গেলেন। (ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত এর চাইতে অধিক আর কী হতে পারে?) –দারমী, মিশকাত : ৩৬

(٢١٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهٗ اَوْ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ۔

(رواه البيهقى، مشكوة :٣٧)

সহজ তরজমা

(২১২) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমারা বলতে কি পার দানের দিক দিয়ে সর্বপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবীগণ উত্তর করলেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: দানের দিক দিয়ে আল্লাহ্ই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বড়। এরপর বনী আদমের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ইলম মিক্ষা করবে এবং তা বিস্তার করতে থাকবে; কেয়ামতের দিন সে একাই (দলবল সহ) একজন আমীর অথবা (রাবীর সন্দেহ) একটি উম্মত হয়ে উঠবে। – বায়হাকী

اَلْعَالِمُ الْحَقِيْقِىُّ

প্রকৃত আলিম

(٢١٣) عَنْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ ۔ (رواه الدارمى ، مشكوة : ٣٧)

সহজ তরজমা

(২১৩) হযরত সুফিয়ান রাযি. থেকে বর্ণিত। হযরত উমর রাযি. একদিন কা'ব রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন : (প্রকৃত) আলেম কারা? তিনি উত্তরে বললেন,

www.banglakitab.weebly.com

যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন। হযরত উমর রাযি. পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : আলেমদের অন্তর হতে ইলমকে বের করে দেয় কিসে? তিনি বললেন, (দুনিয়ার) লোভ। –দারেমী : ১/১১৭, মিশকাত : ৩৭

(٢١٤) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَالِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ ـ (رواه الدا مى، مشكوة : ٣٧)

সহজ তরজমা

(২১৪) হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন : ইলম দুই প্রকার। এক প্রকার ইলম হচ্ছে অন্তরে আর তা-ই উপকারী ইলম। আরেক প্রকার ইলম হচ্ছে মুখে আর তা মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পক্ষে দলীল। (আল্লাহ্ বলবেন : তোমাকে ইলম দিয়েছিলাম, তুমি কেন এরূপ করেছ?) –দারামী, মিশকাত : ৩৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, সেই ইলম উপকারী, যার আলোতে অন্তর দীপ্তিমান হয়। অন্তরের উপর থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার ও আচ্ছাদন দূরীভূত হয়। এ উপকারী ইলম দুই প্রকার।

(১) عِلْمُ مُعَامَلَة তথা যে ইলম আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

(২) عِلْمُ مُكَاشَفَة আমলের প্রভাবে যে নূর অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরে চান এ নূর প্রক্ষেপণ করেন।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেছেন : প্রথমোক্ত ইলম হল, ইলমে বাতেন আর শেষোক্ত ইলম হল, ইলমে জাহির। তবে জাহিরি ইসলাহ ছাড়া ইলমে বাতেন হাসিল হয় না। আর বাতেনের ইসলাহ ছাড়া ইলমে জাহিরও পূর্ণতায় পৌছতে পারে না।

এজন্যই ইমাম মালিক রহ. বলেছেন : যে জাহিরি ইলম অর্জন করল; কিন্তু বাতিনি ইলম অর্জন করল না, সে তো ফাসেক। কিন্তু যে জাহিরি ইলম অর্জন না করে বাতিনি ইলম অর্জন করল, সে যিন্দীক বা ধর্মদ্রোহী। আর যে উভয়বিধ ইলম অর্জন করল, সে পূর্ণাঙ্গ ও বিশেষজ্ঞ আলিম।

আবু তালিব মক্কী রহ. বলেন, ইলমে জাহির ও ইলমে বাতেন উভয়টিই ইলম। একটির সাথে অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটি পূর্ণাঙ্গ নয়।

www.banglakitab.weebly.com

مُجَدِّدُ الْأُمَّةِ

উম্মতের সংস্কারক

(٢١٥) عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) فِيْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا ـ (رواه ابو داود ، مشكوة : ٣٦)

সহজ তরজমা

(২১৫) হযরত আবূ আলকামাহ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন : (আবূ হুরাইরা রাযি. বলেছেন,) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা অবগত হয়েছি তা হল, তিনি বলেছেন, মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ পাক এ উম্মতের (মঙ্গলের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করবেন। –আবূ দাউদ : ২/৫৮৯; মিশকাত : ৩৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অধিকাংশ আলিম এ হাদীসের যে মর্ম অনুধাবন করেছেন তা হল, প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন একজন ব্যক্তি আসবেন, যিনি ধর্মের এমন অনেক বিষয়– যা অপ্রচলিত হয়ে গেছে তার প্রচলন করবেন। ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অধর্মের বিষয়গুলো বের করে দিবেন। এককথায় যিনি ধর্মের মধ্যে সংস্কার করবেন। এভাবে প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন করে ছিলেন; ভবিষ্যতেও আসবেন। তবে কোনো কোনো আলেম এটাকে ব্যাপক আকারে ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেন, দীনের এ সংস্কারের কাজ কোনো একক ব্যক্তিই করবেন– এমনটি জরুরী নয় বরং এ কাজ কোনো একক ব্যক্তি করতে পারেন কিংবা যুগপৎ একাধিক ব্যক্তির দ্বারাও হতে পারে।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন : আমার কাছে মনে হয়, মুজাদ্দিদ বলতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা বিশেষ গোষ্ঠী উদ্দেশ্য। প্রত্যেক এলাকায় একেক শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সংস্কারধর্মী কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের প্রত্যেকে মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য হবেন।

সংস্কারের এ কাজ আপেক্ষিক। প্রত্যেক যুগের যুগ চাহিদা হিসেবে এর ক্ষেত্র, মাধ্যম ও ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হবে। এ জন্যই দেখা যায়, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে আকাশ-মাটি তফাত।

www.banglakitab.weebly.com

كِتْمَانُ الْعِلْمِ

ইলম গোপন করা

(٢١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ ـ

(رواه احمد و ابو داؤد ، مشكوة : ٣٤)

সহজ তরজমা

(২১৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করেছে, কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।

–আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত : ৩৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ সতর্কবাণী ও হুমকি ওই ইলম গোপন করা তথা না বলার উপর প্রযোজ্য, যা জানা জরুরী। ফরযে আইন পর্যায়ের ইলম এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : ইসলাম সম্পর্কে বা নামাযের ফরয মাসআলা সম্পর্কে জানতে চাইল, এ অবস্থায় যে জানে তার জন্য তা গোপন রাখা বা না বলা জায়েয হবে না।

قَبْضُ الْعِلْمِ

ইলম উঠে যাওয়া

(٢١٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٣٣)

সহজ তরজমা

(২১৭) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (শেষ জামানায়) আল্লাহ্ তা'আলা ইলম উঠিয়ে নিবেন না তাঁর বন্দাদের (অন্তর) থেকে টেনে বের করে বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার দ্বারাই ইলম উঠিয়ে নিবেন; অবশেষে যখন তিনি (দুনিয়ায়) কোনো আলেমকেই বাকি রাখবেন না, তখন লোক অজ্ঞ-জাহেলদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। এরপর

www.banglakitab.weebly.com

তাদের নিকট (মাছায়েল) জিজ্ঞাসা করা হবে আর তারা বিনা এলেমেই ফাতওয়া দিবে ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৩

وَعِيْدُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِفَسَادِ النِّيَّةِ

অসৎ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনকারীর প্রতি ধমকি

(٢١٨) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُمَارِيَ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ ، اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٣)

সহজ তরজমা

(২১৮) হযরত কা'ব বিন মালেক রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা বা জাহেল মুর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করা অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যার নিয়ত শুরুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে কোনো কারণে রিয়ার (লৌকিকতার) অনুপ্রবেশ ঘটল, এ হাদীসের অর্থে সে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এক্ষেত্রে সে অপারগ। এ হাদীস সে ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে কেবল দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য ইলম অর্জন করেছে।

(٢١٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا ـ
(رواه وابو داؤ، مشكوة :٣٤)

সহজ তরজমা

(২১৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইলম -যদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করা যায়, দুনিয়ার কোনো সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যেই যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে, সে কেয়ামতের দিন বেহেশতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না (অর্থাৎ সে প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং প্রথমে তার গন্ধ লাভ করতে পারবে না।) -আবূ দাউদ, মিশকাত : ৩৪

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ : "সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না" এর অর্থ হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে বেহেশতের সুঘ্রাণ দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হবে। ফলে তারা বিশেষ মানসিক প্রশক্তি লাভ করবে। চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবে। তবে যে ব্যক্তি দুনিয়াবি স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইলম অর্জন করে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই জ্ঞান অর্জন করল; কিন্তু এর মাধ্যমে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়া অর্জন হয়ে গেল, সে এ সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে না বরং ইখলাসের সাথে ইলম হাসিল করার সুফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়া তার পদচুম্বন করে।

হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণিত আছে : তিনি একদিন জনৈক বাজিকর দড়িবাজকে দেখলেন, দড়ি খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করছে। তখন তিনি বললেন, এ লোক আমাদের লোকদের চেয়ে ভালো। সে দুনিয়া দিয়ে দুনিয়া উপার্জন করছে। কিন্তু আমাদের লোকজন দীনের মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জন করে।

এখানে একটি বিষয় খুব প্রণিধানযোগ্য, আখেরাতের কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নিয়তে দুনিয়া উপার্জন করা প্রশংসনীয়। কিন্তু দুনিয়া উপার্জনের জন্য আখেরাতের কাজ করা নিন্দনীয়।

اَلْكِذْبُ عَلَى الرَّسُوْلِ

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যাচার (মিথ্যা হাদীস বর্ণনা)

(٢٢٠) عَنْ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّى اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ (وراه الترمذى، مشكوة : ٣٥)

সহজ তরজমা

(২২০) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক হবে, যে পর্যন্ত না তোমরা তা আমার বলে জানবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, সে যেন তার বাসস্থান দোজখে তৈরি করে নেয়। –তিরমিযী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে প্রচার করা কবীরা গোনাহ। চাই সেটা ফযিলতের বিষয় হোক বা অন্য কোনো বিষয়। এমনকি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা এবং স্পষ্ট ভুল উচ্চারণে হাদীস বর্ণনা করাকেও অনেকে এ সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।

www.banglakitab.weebly.com

(٢٢١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاءُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ٢٨)

সহজ তরজমা

(২২১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ জামানায় কিছু মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব (মিথ্যা-মনগড়া) কথাবার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা কখনও শুনেছ আর না তোমাদের বাপ-দাদারা শুনেছে। সাবধান! তোমরা তাদের (সংশ্রব) হতে দূরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে কিংবা বিপর্যয়ে ফেলতে না পারে। –মুসলিম : ১/১০, মিশকাত : ২৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে "اَحَادِيْث" বলে মনগড়া কথা ও নতুন আবিষ্কৃত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে; পারিভাষিক হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য নয়।

اِتْيَانُ الْعُلَمَاءِ الْاُمَرَاءَ

শাসকদের নিকট আলিমদের যাওয়া

(٢٢٢) عَنْ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُنَاسًا مِنْ اُمَّتِىْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَيَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ نَاْتِى الْاُمَرَاءَ فَنُصِيْبَ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَايَكُوْنُ ذَالِكَ كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ كَذَالِكَ لَايُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ اِلَّا قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَاَنَّهٗ يَعْنِىْ بِهِ الْخَطَايَا ـ

(رواه ابن ماجة، مشكوة : ٣٧)

সহজ তরজমা

(২২২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন আমার উম্মতের মধ্যে কোনো কোনো লোক দ্বীনের জ্ঞানলাভে তৎপর হবে ও কুরআন শিক্ষা করবে এবং বলবে, আমরা আমীর –উমারাদের নিকট যাব এবং তাদের দুনিয়ার কিছু অংশগ্রহণ করে পরে আবার আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের কাছ থেকে সরে পড়ব।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে

www.banglakitab.weebly.com

তা হবার নয়। যেমন কাতাদ গাছ। এ থেকে যেমন কাঁটা ব্যতীত কোনো ফল লাভ করা যায় না; তেমনি এদের নিকট হতেও কোনো ফল লাভ করা যায় না। কিন্তু পরবর্তী রাবি মুহাম্মদ বিন ছাব্বাহ রাযি. বলেন, 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা হুজুর গোনাহ্‌র প্রতিই ইংগিত করেছেন অর্থাৎ আমীরদের নৈকট্য দ্বারা গোনাহ্ ব্যতীত কিছুই লাভ হবে না। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৩৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ বলেন, মলমূত্রের উপর উপবিষ্ট মশা-মাছিও ওই আলেম-উলামার চেয়ে উত্তম, যারা জালেম, দুনিয়াদার ও আমীর-উমারাদের নিকট দুনিয়ার লাভের জন্য উপস্থিত হয়।

(٢٢٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهٖ لَسَادُوْا بِهٖ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ ـ

(رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٣٧)

সহজ তরজমা

(২২৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন : যদি আলেমগণ ইলমের মর্যদা রক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তা সোপর্দ করতেন, তা হলে নিশ্চয়ই তারা এর মাধ্যমে সমকালীন লোকদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা দুনিয়াদারদের বিলিয়েছেন, যাতে তাঁরা তাদের নিকট থেকে দুনিয়ার কিছু লাভ করতে পারেন। ফলে তাঁরা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে গেছেন। –ইবনে মাজাহ; মিশকাত : ৩৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যশ্-খ্যাতি ও সম্পদের মোহে দুনিয়াদারদের সংস্পর্শে না যাওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকা ইলম সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম। বস্তুত তারাই ইলমের কর্ণধার, যারা ধর্মপরায়ণ, ইলমের মূল্যায়ণকারী, ইলম অর্জনের উপযুক্ত ও আলেম-উলামার সংস্পর্শে ধন্য হয়েছে।

(٢٢٤) (مَقُوْلَة) كَانَ يَقُوْلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَوْلَا نَقَصَ دَخَلَ عَلٰى اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ لَكَانُوْا اَفْضَلَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمْ صَارُوْا يَحْتَرِفُوْنَ بِعِلْمِهِمْ وَيَصْطَادُوْنَ بِهِ الدُّنْيَا فَهَانُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ (الواقع الانوار : ٢٦١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(২২৪) বাণী : আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এক বিশিষ্ট শিষ্য) বলতেন : যদি মুহাদ্দিস ও মুফতীগণের মধ্যে কোনোরূপ ত্রুটি কিংবা অসৎ প্রবণতা না আসত, তা হলে তারা মানুষদের নিকট উত্তম ও মর্যাদাবান বিবেচিত হতেন। কিন্তু যখনই তারা ইলমকে পেশা এবং দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন, তখনই তারা নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের সকল সৃষ্টির কাছে হেয় প্রতিপন্ন ও নিকৃষ্ট পরিগণিত হয়েছেন।

-লাওয়াকিহুল আনওয়ার : ২৬১

اَلْعَالِمُ الَّذِىْ لَايَنْتَفِعُ بِعِلْمِهٖ

যে আলেম নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না

(٢٢٥) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رضـ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَايَنْتَفِعُ بِعِلْمِهٖ ـ (رواه الدارمى ، مشكوة : ٢٦١)

সহজ তরজমা

(২২৫) হযরত আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে ওই আলেম, যে তার ইলমের দ্বারা উপকৃত হয় নি (অর্থাৎ তদানুযায়ী নিজে আমল করে নি কিংবা অন্যদেরও তা শিখায় নি)। -দারমী, মিশকাত : ২৬১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ সে এমন জ্ঞান অর্জন করেছে, যার মাধ্যমে তার কোনো দীনী উপকার লাভ হয় নি। এর দুটি অর্থ হতে পারে। (১) শরী'অত পরিপন্থী জ্ঞান করেছে। (২) শরী'অত সমর্থিত জ্ঞান অর্জন করেছে, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে নি।

(٢٢٦) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ ـ (وراه مسلم، مشكوة : ٣٧)

সহজ তরজমা

(২২৬) তাবেঈ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাযি. বলেন : নিশ্চয় এই কিতাব ও সুন্নতের ইলম হচ্ছে দ্বীন (অর্থাৎ দ্বীনের ভিত্তি)। সুতরাং লক্ষ্য রাখবে, তোমাদের দ্বীন কার নিকট হতে গ্রহণ করছ। -মুসলিম, মিশকাত : ৩৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে কারো কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। জ্ঞান অর্জনের জন্য যাচাই বাছাই করতে হবে। ভালো উস্তাদ গ্রহণ করতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

مَايَهْدِمُ الْاِسْلَامَ

যা ইসলামকে (ইসলামের ভিত্তিকে) ধ্বংস করে

(٢٢٧) عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْاِسْلَامَ؟ قَالَ قُلْتُ لَا، قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ ـ (رواه الدارمى، مشكوة : ٣٧)

সহজ তরজমা

(২২৮) তাবিঈ হযরত যিয়াদ বিন জাদীর রহ. বলেন, একবার আমাকে হযরত উমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি বলতে পার ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? আমি বললাম : না। তখন তিনি বললেন : আলেমদের পদস্খলন, মুনাফিকদের আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া এবং গোমরাহ্ শাসকদের শাসন। -দারমী, মিশকাত : ৩৭

فَضَائِلُ الْقُرْاٰنِ

কুরআনের ফযীলত ও মর্যদা

(٢٢٨) عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ـ (رواه البخارى ، مشكوة : ١٨٣)

সহজ তরজমা

(২২৮) হযরত উসমান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিক্ষা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

-বুখারী, মিশকাত : ১৮৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের ভাষ্য অধিকাংশ রেওয়ায়েতে تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ তথা সংযোজক অব্যয় واو (এবং) দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনা অনুযায়ী উত্তমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কুরআন নিজে শিখার পর অপরকেও শেখাতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে او (অথবা) সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসেবে হাদীসের অর্থ হবে :

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল ওই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে অথবা অপরকে শিক্ষা দেয়।" এ হিসেবে শিক্ষা লাভকারী ও শিক্ষাদানকারী উভয়ের জন্য আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন শিখার সর্বোচ্চ পর্যায় হল, কুরআনের শব্দ ও মর্ম অনুধাবন করা। তবে শুধু শব্দ শিখাও কুরআন শিখার অন্তর্ভুক্ত বটে; কিন্তু এটা সর্বনিম্ন পর্যায়ের।

www.banglakitab.weebly.com

(٢٢٩) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ١٨٤)

সহজ তরজমা

(২২৯) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লিপিকার ফিরিশতাদের সাথে আর যে কুরআন পড়ে ও তাতে আটকায় এবং কুরআন তার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৮৪

(٢٣٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهٗ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِىْ اَلَا مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ ـ (رواه فى الشرح السنة، مشكوة : ١٨٦)

সহজ তরজমা

(২৩০) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : তিনটি জিনিস কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের নিচে থাকবে– (১) কুরআন, তা বান্দাদের (পক্ষে বা বিপক্ষে) আরজি করবে। তার বাইর-ভিতর দুই রয়েছে। (২) আমানত এবং (৩) আত্মীয়তাবন্ধন। (এদের প্রত্যেকে) ফরিয়াদ করবে, ওহে! যে আমাকে রক্ষা করেছে, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন এবং যে আমাকে ছিন্ন করেছে, আল্লাহ্ তাকে ছিন্ন করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে আলোচিত বিষয় তিনটি। আরশের নিচে থাকার অর্থ হল, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে। যারা কুরআন শরীফের হক আদায় করবে, কুরআন তাদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার কাছে জোর দিয়ে সুপারিশ করবে। তাদের মর্যাদা উন্নীত করবে।

এহইয়াউল উলূমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রহ. হতে বর্ণিত আছে, বছরে কমপক্ষে দুইবার কুরআন শরীফ খতম করা কুরআনের হক।

কুরআন শরীফের জাহের হল, তার শব্দ আর বাতেন হল, তার মর্ম। কেউ কেউ বলেছেন : কুরআন শরীফের যেমনি জাহিরি ও সর্বজনবোধ্য অর্থ আছে, তেমনি তার বাতিনি অর্থও আছে, যার সম্পর্কে সবাই অবগত নয়।

www.banglakitab.weebly.com

এ হাদীসে أَمَانَة (আমানত) বলে আল্লাহর হক ও বান্দার হক বুঝানো হয়েছে। এ আমানত আদায় করা আবশ্যক।

رِحْم শব্দের আভিধানিক অর্থ, জরায়ু। তবে এখানে رِحْم বলে আত্মীয়তার সম্পর্ক উদ্দেশ্য।

(٢٣١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَ ارْتَقِ وَ رَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا ، مَنْزِلُكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا ۔ (رواه احمد ، مشكوة : ١٨٦)

সহজ তরজমা

(২৩১) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (কেয়ামতের দিন) কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে– পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। [অক্ষর-অক্ষর, শব্দ-শব্দ] স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতে। তোমার স্থান শেষ আয়াতের নিকটে, যা তুমি পাঠ করবে। –আহমদ, মিশকাত : ১৮৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে কুরআন নিয়মিত তিলাওয়াত করে ও কুরআন মতে আমল করে, সে–ই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের ধারক-বাহক। পক্ষান্তরে যে কুরআন তিলাওয়াত করে না ও কুরআন মোতাবেক জীবন চালায় না, কুরআন তার উপর লানত করে।

এক বর্ণনায় আছে : কুরআন তিলাওয়াত না করেও যে কুরআনমতে আমল করে, সে যেন নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে। পক্ষান্তরে যে নিয়মিত মৌখিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে, কিন্তু কুরআন মোতাবেক জীবন গড়ে না, কুরআন মতে আমল করে না, সে যেন কুরআন তিলাওয়াত করে না।

ইবনে হাজার রহ. হতে বর্ণিত আছে : সাহিবুল কুরআন অর্থ, হাফিযে কুরআন। আয়াত পড়ে পড়ে উপরে চড়ার অর্থ হল, মর্যাদার এক এক স্তর অতিক্রম করে উপরে উত্তীর্ণ হওয়া। জান্নাতের মর্যাদার স্তরসমূহ কুরআন শরীফের আয়াতের সমপরিমাণ। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের হাফেয ও আমলকারী হবে, সে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় থাকবে।

কুরআন শরীফের আয়াতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে এর আয়াত সংখ্যা ৬০০০ (ছয় হাজার)। মতভেদ এর পরের সংখ্যা নিয়ে। কুফী আলিমদের গণনা হিসেবে ৬২৩৬ (ছয় হাজার দুইশ ছত্রিশ)।

তারতীল শব্দের অর্থ, স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে পড়া। তবে ইলমুত-তাজবীদের পরিভাষায় তারতীল হল, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে পড়া।

www.banglakitab.weebly.com

(১) অক্ষরসমূহ মাখরাজ অনুযায়ী সহীহভাবে উচ্চারণ করা।
(২) ওয়াক্‌ফের জায়গাসমূহে স্থির হয়ে থামা।
(৩) হরকতসমূহ পরিষ্কাররূপে উচ্চারণ করা।
(৪) একটু উচ্চস্বরে পড়া, যেন কালামুল্লাহ শরীফের ধ্বনি কান পর্যন্ত পৌঁছয়। এরপর সেখান থেকে তা হৃদয়ে রেখাপাত করে।
(৫) আবেগের সাথে ও দরদ নিয়ে তিলাওয়াত করা।
(৬) তাশদীদ ও মদ্দ খুব ভালোভাবে আদায় করা।
(৭) রহমতের বিষয় সম্বলিত আয়াত পড়ার সময় খুশি হওয়া এবং মনে মনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তা কামনা করা। আর আযাবের আয়াত পড়ার সময় আতঙ্কিত হওয়া ও আল্লাহর কাছে তা থেকে পানাহ চাওয়া।

(٢٣٢) عَنْ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ١٨٦)

সহজ তরজমা

(২৩২) হযরত ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে পেটে কুরআনের কিছু নাই, তা বিরান ঘর সমতুল্য। –তিমমিযী ও দারমী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কুরআন বিহীন ব্যক্তির অন্তরকে বিরান ঘরের সাথে তুলনা করার তাৎপর্য হল, যেমনিভাবে বিরান ঘরে ভূত-প্রেত ইত্যাদি আশ্রয় নেয়, অনুরূপভাবে কুরআন বিহীন হৃদয়ে শয়তান আস্তানা গাড়ে এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(٢٣٣) عَنْ مُعَاذٍ الْجُهَنِىِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا ـ

(رواه احمد وابوداؤد ، مشكوة)

সহজ তরজমা

(২৩৩) হযরত মু'আয জুহানী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে, সে মতে আমল করেছে, তার পিতা-মাতাকে কেয়ামতের দিন এমন একটি মুকুট পরানো হবে, যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বল হবে– যদি সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে তোমাদের মধ্যে থাকত! সুতরাং তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা, যে নিজে কুরআন মতে আমল করেছে? –আহমদ ও আবু দাউদ

www.banglakitab.weebly.com

(٢٣٤) عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِىْ عَشْرٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ـ

(رواه احمد ، ترمذى ، مشكوة : ١٨٧)

সহজ তরজমা

(২৩৪) হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কুরআন পড়েছে এবং তাকে মুখস্থ রেখেছে, তারপর তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনেছে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে দাখেল করবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবূল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য দোজখ অবধারিত হয়েছিল।–আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারমী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ যদি চান, তবে প্রত্যেক মুমিন একসময় না একসময় জান্নাতে যাবে। পাপী মুমিন পাপের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে। আর কিছু মুমিন বিনা হিসেবে প্রথমেই জান্নাতে চলে যাবে। কুরআনের যে বাহক কুরআন মতে আমল করবে, এর হালাল-হারাম মেনে চলবে, সে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করার মর্যাদা লাভ করবে এবং পাপাচারী দশজনের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হবে। তাই নিজেরা হাফেয এবং কুরআনের বাহক হতে না পারলে নিজের কোনো আত্মীয়কে হাফেয বানানো ও তাকে কুরআন মতে আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও সে পরিবেশ গড়ে দেওয়া জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম।

(٢٣٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا جِلَاؤُهَا ؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ

(رواه البيهقى ، مشكوة : ١٨٩)

সহজ তরজমা

(২৩৫) হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ অন্তরসমূহে মরীচা ধরে যেভাবে লোহায় মরীচা ধরে, যখন তাতে পানি লাগে। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! তার পরিষ্কারকরণের পদ্ধতি কী? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বেশী বেশী মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত।–বায়হাকী, মিশকাত : ১৮৯

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গোনাহের কারণে অন্তরে ঝং ও মরীচিকা পড়ে। যেমনি লোহায় পানি লাগলে ঝং পড়ে। লোহা থেকে ঝং দূর করার মাধ্যম হল, রেত দিয়ে ঘর্ষণ করা আর অন্তরের ঝং দূর করার মাধ্যম হল যিকির করা, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা এবং বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা।

(٢٣٦) عَنْ صُهَيْبٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهٗ۔ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٩١)

সহজ তরজমা

(২৩৬) হযরত সুহাইব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকে হালাল মনে করেছে, সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

(٢٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَجِيْئُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ : يَارَبِّ! حُلِّهٖ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : يَارَبِّ! زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : يَارَبِّ! اِرْضَ عَنْهُ ، فَيَرْضٰى عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهٗ: اِقْرَأْ وَارْقَ وَيُزَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً۔ (رواه الترمذى : ١١٥)

সহজ তরজমা

(২৩৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেয়ামতের দিন সাহেবে কুরআন যখন আসবে, তখন কুরআন বলবে– হে প্রভু! তুমি তাকে মুকুট দান কর! ফলে তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। তারপর কুরআন বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি তাকে আরও বাড়িয়ে দাও। ফলে তাকে সম্মানের কাপড়-জোড়া পরিধান করানো হবে। কুরআন পুনঃ আরজ করবে, প্রভু হে! তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও! ফলে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তারপর তাকে বলা হবে : তুমি (কুরআন) পড় এবং জান্নাতে চড়তে থাক। প্রতি আয়াতের মোকাবেলায় তার জান্নাতের একেকটি স্তর বৃদ্ধি করা হবে। –তিরমিযী : ২/১১৫

www.banglakitab.weebly.com

اِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْاٰنِ

পবিত্র কুরআনের ধারক-বাহকের সম্মান ও মর্যদা

(٢٣٨) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَلَا الْجَافِىْ عَنْهُ وَاِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ -

(رواه ابو داؤد، مشكوة : ٤٢٣)

সহজ তরজমা

(২৩৮) হযরত আবু মূসা (আশ্'আরী) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (১) বৃদ্ধ মুসলিমের সম্মান করা, (২) ওই কুরআন সংরক্ষণকারী অর্থাৎ হাফেয, কারী, আলেম, মুফাস্সির প্রমুখের সম্মান করা, যারা এতে (কুরআনে) কোনোরকম অতিরঞ্জনকারী নয় এবং তা থেকে দূরে অবস্থানকারীও নয় (৩) এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশার সম্মান করা যেন আল্লাহকেই সম্মান করা। -আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪২৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

غَالِى বা অতিরঞ্জনকারী দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল, শব্দ বা অর্থগতভাবে কুরআনের কোনো বিকৃতি সাধনকারী কিংবা তাজবীদের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী। কেউ কেউ বলেছেন : এখানে অতিরঞ্জনকারী বলে ওই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে অন্যান্য ইলম -হাদীস, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদি বাদ দিয়ে সারাক্ষণ শুধু কুরআন শরীফের তিলাওয়াতে মশগুল থাকে; অন্যান্য ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত হয় না।

اَلْجَافِىْ عَنْهُ বা কুরআন শরীফ হতে বিমুখ বলে ওই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে কুরআনের তিলাওয়াত করে না এবং এর হুকুম আহকাম মেনে চলে না।

اَلتَّغَنِّىْ بِالْقُرْاٰنِ

উত্তম সুরে কুরআন পড়া

(٢٣٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ - (متفق عليه ، مشكوة : ١٩٠)

সহজ তরজমা

(২৩৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ পাক কান পেতে শুনেন না কোনো কথাকে, যত না কান পেতে শুনতেন কোনো নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। -মুত্তাঃ, মিশকাত : ১৯০

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"আল্লাহ তা'আলা কান পেতে শোনেন" এর অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। নবীগণ যেহেতু তিলাওয়াতের আদব পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করে তিলাওয়াত করতেন, তাই তাঁদের তিলাওয়াতের প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোনিবেশ করতেন। যার তিলাওয়াত নবীগণের তিলাওয়াতের মতো সুন্দর ও আদবপূর্ণ হবে তার দিকেও আল্লাহ তা'আলা তেমনিভাবে মনোনিবেশ করবেন। এখানে মনোনিবেশ করার অর্থ হল, তাকে ভালোবাসা। তার প্রতি রহমত নাযিল করা ও তাকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করা।

(٢٤٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ ـ (رواه البخارى ، مشكوة : ١٩٠)

সহজ তরজমা

(২৪০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে আমাদের দলে নয়, যে উত্তম সুরে কুরআন পড়ে না।

–বুখারী, মিশকাত : ১৯০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"تَغَنِّى بِالْقُرْاٰنِ" বা উত্তম সুরে পড়ার অর্থ হল, সুন্দর আওয়াজে মিষ্টি স্বরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ার চেষ্টা করা। তবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ. বলেন, হাদীসে উল্লিখিত تَغَنِّى অর্থ اِسْتِغْنَاء অর্থাৎ কুরআন নিয়েই সন্তুষ্ট ও অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের মূল আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে "تَغَنِّى" এর সাতটি অর্থ ব্যাখ্যাসহ উদ্ধৃত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য সেখানে দেখা যেতে পারে।

কুরআনের তিলাওয়াতে সুন্দর আওয়াজ ও মিষ্টিস্বর তো কাম্য। কিন্তু গানের মতো করে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। এভাবে তিলাওয়াতকারী এবং শ্রোতা উভয়ে গোনাহগার হবে।

(٢٤١) عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَاَصْوَاتِهَا وَاِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَسَيَجِيْئُ بَعْدِىْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَا وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ ـ (رواه البيهقى ، مشكوة : ١٩١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(২৪১) হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন পড় আরবদের সুরে ও স্বরে এবং দূর থাকো প্রেমে বিরহী ও আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিষ্টানদের) স্বর হতে। শীঘ্রই আমার পরে এমন লোকজন আসবে, যারা কুরআন পাঠে গান ও বিলাপের সুর ধরবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (অর্থাৎ উপরে উঠবে না যে গ্রাহ্য হবে এবং নিচেও নামবে না যে অন্তরে প্রভাব ফেলবে)। তাদের অন্তর হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত এবং অনুরূপভাবে তাদের অন্তরও, যারা তাদের (মোহগ্রস্তদের) পদ্ধতিকে পছন্দ করবে। –বায়হাকী, মিশকাত : ১৯১

(٢٤٢) عَنْ طَاؤُسٍ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ النَّاسِ اَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْاٰنِ وَاَحْسَنُ قِرَاءَةً قَالَ مَنْ اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ اُرِيْتَ اَنَّهُ يَخْشَى اللّٰهَ قَالَ طَاؤُسٌ وَكَانَ طَلْقٌ كَذَالِكَ ـ

(رواه الدارمى، مشكوة : ١٥١)

সহজ তরজমা

(২৪২) তাবিঈ হযরত তাউছ ইয়ামানী মুরছালরূপে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআনে স্বর প্রয়োগ ও ভালো তিলাওয়াতের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যার কুরআন পাঠ শুনে তোমার কাছে মনে হয় যে, সে আল্লাহ্র প্রতি ভয় পোষণ করছে। রাবি বলেন, (তাবিঈ) তাল্ক এরূপই ছিলেন। –দারমী

كَيْفِيَّةُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তিলাওয়াত পদ্ধতি ও নিয়ম

(٢٤٣) عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَئَلَ اُمَّ سَلَمَةَ رض عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا ـ

(رواه الترمزى ، مشكوة : ١٩١)

সহজ তরজমা

(২৪৩) তাবিঈ ইয়ালা বিন্ মাম্লাক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি একবার বিবি উম্মে ছালামা রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। দেখা গেল, তিনি তা প্রকাশ করছেন অক্ষর অক্ষর পৃথক পৃথক করে। –তিরমিযী, মিশকাত : ১৯১

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লামা তীবি রহ. বলেন, উম্মে সালামা রাযি. হয়ত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিলাওয়াতের বিবরণ দিয়েছেন কিংবা নিজে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন।

نِسْيَانُ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া

(٢٤٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ ، فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا ـ (متفق عليه ، مشكوة : ١٩٠)

সহজ তরজমা

(২৪৪) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। কসম তাঁর যার হাতে আমার জীবন! নিশ্চয় কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর। –মুত্তাঃ

(٢٤٥) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنِ امْرِءٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْذَمُ.
(رواه ابو داؤد ، مشكوة : ١٩١)

সহজ তরজমা

(২৪৫) হজরত ছা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে গেছে, কেয়ামতের দিন সে অঙ্গহীনঅবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। –আবূ দাউদ ও দারমী

(٢٤٦) عَنْ عُبَيْدٍ الْمُلَيْكِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوْهُ وَتَغَنُّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَاتَعْجَلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ١٩٢)

সহজ তরজমা

(২৪৬) হযরত উবাইদ মুলাইকী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে কুরআনধারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানিও না বরং তোমরা তা নিশিদিন তিলাওয়াত করার মতো তিলাওয়াত করো, তেমনি তাকে প্রকাশ করবে ও সুর

www.banglakitab.weebly.com

করে পড়বে; অধিকন্তু তাতে যা আছে, সে-সব (বিষয়বস্তু) সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার; কিন্তু অতি দ্রুত (দুনিয়ায়) এর প্রতিফল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবে না। কেননা (আখেরতে) তার (উত্তম) প্রতিফল রয়েছে। –বায়হাকী, মিশকাত : ১৯২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন : কুরআন শরীফের দিকে পা বিস্তার করে বসা, এর উপর হেলান দেওয়া, কুরআন শরীফের উপর অন্য কিছু রাখা, কুরআন শরীফের দিকে পিঠ দিয়ে বসা, পদদলিত করা বা নিক্ষেপ করা হারাম কিংবা মাকরূহে তাহরীমী।

وَعِيْدُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ رِيَاءً اَوْلِاَجَلِ الدُّنْيَا

লোকদেখানো ও দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি সতর্কবাণী

(٢٤٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ ـ (رواه الترمذى) وَكَذَا ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ فِيْهِ وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِىُّ يَعْنِى الْجَوَرَةَ ـ
(مشكوة : ٣٨)

সহজ তরজমা

(২৪৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা 'জুব্বুল হুযন' হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'জুব্বুল হুযন' কী? তিনি বললেন, জাহান্নামের মধ্যে একটা গর্ত– যা হতে (জাহান্নামবাসী তো দূরের কথা স্বয়ং) জাহান্নামও দৈনিক চারশ' বার পানাহ চেয়ে থাকে। সাহাবীগণ পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে কারা যাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সকল কুরআন পাঠকারী, যারা নিজেদের কাজ অন্যকে দেখিয়ে থাকে (অর্থাৎ দেখানোর উদ্দেশ্যেই পাঠ করে মাত্র)। –তিরমিযী

ইবনে মাজাহও এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন– কুরআন পাঠকারীদের মধ্যে

www.banglakitab.weebly.com

তারাই আল্লার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত, যারা আমীর-উমরাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, মেলামেশা করবে। (এ হাদীসের পরবর্তী এক রাবী) মুহারেবী বলেন, আমীর-উমারা অর্থে এখানে জালিম-অত্যাচারী আমীর-উমারাগণই উদ্দেশ্য।

-মিশকাত : ৩৮

(٢٤٨) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِيُّ وَالْعَجَمِيُّ فَقَالَ اِقْرَءُوْا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهٗ كَمَا يُقَامُ الْقَدَحُ يَتَعَجَّلُوْنَهٗ وَلَا يَتَاَجَّلُوْنَهٗ ـ (رواه ابوداؤد ، مشكوة : ١٩١)

সহজ তরজমা

(২৪৮) হযরত জাবের রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট পৌছুলেন, তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মধ্যে আরবও ছিল এবং আনারবও ছিল (যারা ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছিল না, তবু) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পড়তে থাক, প্রত্যেকটিই ভালো। শীঘ্রই এমন দল আসবে, যারা কুরআনের পাঠ ঠিক করবে যেভাবে তীর ঠিক করা হয়। তারা (দুনিয়াতেই-) দ্রুতলয়ে তার ফল চাইবে এবং আখেরাতের অপেক্ষা করবে না।

-আবূ দাউদ, মিশকাত : ১৯১

(٢٤٩) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهٗ مَرَّ عَلٰى قَاصٍّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَسْئَلُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْئَلِ اللّٰهَ بِهٖ سَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْئَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ ـ

(رواه احمد و الترمذى، مشكوة : ١٩٢)

সহজ তরজমা

(২৪৯) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. হতে বর্ণিত। একবার তিনি এক ওয়ায়েজের নিকট পৌছলেন, দেখলেন সে কুরআন পড়ছে আর মানুষের নিকট সওয়াল (যাঞ্ঞা) করছে। তিনি দুঃখে ইন্নালিল্লাহ পড়ে বললেন; আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে কুরআন পড়ে, সে যেন তার বিনিময়ে আল্লাহর নিকট সওয়াল করে। শীঘ্রই এমন লোকজন আসবে, যারা কুরআন পড়ে তার বিনিময়ে মানুষের নিকট সওয়াল করবে।

-আহমদ, তিরমিযী : ২/১১৯, মিশকাত : ১৯২

www.banglakitab.weebly.com

(٢٥٠) عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَأَكَّلُ بِهٖ لِلنَّاسِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهُهٗ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.
(رواه البيهقى، مشكوة : ١٩٣)

সহজ তরজমা

(২৫০) হযরত বুরাইদা আসলামী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কুরআন পড়ে মানুষের নিকট খাবার চাইবে, কেয়ামতে সে উপস্থিত হবে তার চেহারায় হাড় থাকবে, তার উপর গোশ্ত থাকবে না।

–বায়হাকী; মিশকাত : ১৯৩

وَعِيْدُ تَفْسِيْرِ بِالرَّائِي

মনগড়া তাফসীর করার ব্যাপারে ধমকি

(٢٥١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.
(رواه الترمذى ، مشكوة : ٣٥)

সহজ তরজমা

(২৫১) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের (ব্যাখ্যায়) নিজের মনগড়া কোনো কথা বলেছে, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে তৈরি করে নেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাফসীর বিশারদগণ লিখেছেন, কুরআন শরীফের তাফসীর করার জন্য ১৫টি ইলমে পারদর্শী হওয়া জরুরি। যথা–

(১) কুরআনে ব্যবহৃত আরবি শব্দসমূহের 'অভিধান' সম্পর্কিত জ্ঞান।

(২) আরবি ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্ব (Syntax) বা ইলমে নাহব জানা।

(৩) আরবি ব্যাকরণের শব্দপ্রকরণ (Morphology) বা ইলমে ছরফ জানা।

(৪) শব্দের ব্যুৎপত্তি (Root) বা عِلْمُ الْاِشْتِقَاق জানা।

(৫) عِلْمُ الْمَعَانِى বা বাক্যের বিন্যাস সম্পর্কিত জ্ঞান।

(৬) عِلْمُ الْبَيَان অলঙ্কারবিদ্যা জানা।

(৭) عِلْمُ الْبَدِيْع বা শব্দালংকার জ্ঞান। এই শেষোক্ত তিনটিকে ইংরেজিতে Prosody, আরবিতে علم البلاغة আর বাংলায় বলা হয় অলঙ্কার শাস্ত্র।

www.banglakitab.weebly.com

(৮) ইলমুল কিরাআতি ওয়াত তাজবিদ।
(৯) ইলমুল আকাইদ।
(১০) উসূলে ফিকাহ।
(১১) ইলমু আসবাবিল নুযূল।
(১২) ইলমুন নাসিখি ওয়াল মানসুখ।
(১৩) ইলমুল ফিকহ।
(১৪) তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।
(১৫) আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান।

উপর্যুক্ত জ্ঞানগুলো একজন মুফাসসিরের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। তাই কেউ যদি উল্লিখিত ইলমসমূহ ছাড়া তাফসীর করতে উদ্যত হয়, তা হলে তার সে তাফসীর মনগড়া তাফসীর বলেই গণ্য হবে।

(٢٥٢) عَنْ جُنْدُبٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٣٥)

সহজ তরজমা

(২৫২) হযরত জুন্দুব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের (মনগড়া) মতে কোনো কথা বলেছে আর (ঘটনাক্রমে) তাতে সে সত্যেও উপনীত হয়েছে, তথাপি সে নিশ্চয়ই ভুল করেছে। (কারণ, সে ভুল পন্থা অবলম্বন করেছে)। –তিরমিযী, মিশকাত : ৩৫

سِمَاعُ الْقُرْاٰنِ مِنَ الْغَيْرِ

অন্যের কাছ থেকে কুরআন মজীদ শ্রবণ করা

(٢٥٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهٗ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : "فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا" ـ قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (متفق عليه ، مشكوة : ١٩)

সহজ তরজমা

(২৫৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে অধিষ্ঠিত অবস্থায় আমাকে বললেন : তুমি আমার সামনে কুরআন

www.banglakitab.weebly.com

পড় (আমি শুনব)। আমি বললাম : হুজুর! আপনার সামনে আমি কুরআন পড়ব অথচ তা আপনার উপরই নাজিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তা অন্যের মুখে শুনতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছুলাম : "তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে উপস্থিত করব সাক্ষীরূপে তাদের বিরুদ্ধে"! তখন তিনি বললেন : এবার বন্ধ কর! এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকালাম; দেখি তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ওয়াজের মাহফিলে তিলাওয়াতের লাভ-ক্ষতি

বর্তমানে ওয়াজের মাহফিলসমূহে ব্যাপকভাবে মাইকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয়। এর কারণে কুরআন শরীফের সম্মান-রক্ষা হয় না। কেননা কুরআন শরীফের তিলাওয়াত কানে পৌঁছুলে ইচ্ছা করে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা ওয়াজিব। অথচ ওয়াজের মাহফিলের আশেপাশে অনেক লোক বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। ব্যস্ততার কারণে তারা কুরআনের তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারে না। তাই যারা অক্ষমতাবশত মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারে না, তাদের গোনাহ তো হবে না; কিন্তু যারা মাইকে উচ্চ স্বরে পড়বে, তাদের গোনাহ হবে। তা ছাড়া সক্ষমতা সত্ত্বেও যারা তিলাওয়াতে মনোযোগ দেয় না, তাদেরও গোনাহ হবে। মুনিয়া কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ কাবিরীতে আছে :

يَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ إِحْتِرَامُهُ بِاَنْ لَايَقْرَأَ فِى الْاَسْوَاقِ وَمَوَاضِعِ الْاِشْتِغَالِ فَاِذَا قَرَأَ فِيهَا كَانَ هُوَ الْمُضِيْعُ لِحُرْمَتِهِ فَيَكُوْنُ الْاِثْمُ عَلَيْهِ دُوْنَ اَهْلِ الْاِشْتِغَالِ ـ

"কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য কুরআন তিলাওয়াতের সম্মান বজায় রাখা জরুরি। আর কুরআনের সম্মান হল, বাজার ও রাস্তা-ঘাটে এবং ব্যস্ত মানুষের সামনে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত না করা। এমন জায়গায় যদি কারী সাহেব তিলাওয়াত করেন, তা হলে স্বয়ং তিনি কুরআনের মর্যাদা নষ্টকারী বলে গণ্য হবেন। তাই এর গোনাহ তার নিজের উপরই বর্তাবে; ব্যস্ত মানুষদের উপরে নয়।"

"কিছু কিছু লোক শুনলে সকলের পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে" এমন ধারণা ভুল। কেননা কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শ্রবণ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। (শামি, আলমগীরী)

মোটকথা, ওয়াজের মাহফিলে কুরআন তিলাওয়াত বস্তুত কুরআনের অবমাননার নামান্তর। এ কারণে বর্তমানে বহুল প্রচলিত শবীনা খতমও নাজায়েয। তা ছাড়া শবীনা খতমের মধ্যে উল্লিখিত ক্ষতির সাথে সাথে اِسْتِيْجَار বা ইবাদতের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করার গুনাহও রয়েছে। عَلَى الطَّاعَةِ

www.banglakitab.weebly.com

কোনো কোনো লোক ওয়াজের মাহফিলে তিলাওয়াতের পক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে উল্লিখিত রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে থাকেন। হযরত মোল্লা আলী কারী রহ.-এর শামায়েলে নববী এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ جَمْعُ الْوَسَائِلِ কিতাবে এর বিরুদ্ধে লিখেন :

واما قول ابن حجر رح تبعا للحنفى يوخذ منه استحباب القرائة فى مجلس الوعظ والواعظ على المنبر .... فباطل ايضا لانه ليس فى شئ من طرق هذا الحديث التصريح بانه ﷺ قال هذا الكلام لابن مسعود فى اثناء الوعظ والنصيحة للصحابة ومجرد الجلوس على المنبر لا يدل على الوعظ لاحتمال ان يكون لمصلحة اخرى

অর্থাৎ হাদীস ব্যাখ্যাকার হানাফী রহ.-এর অনুসরণে ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের আলোকে ওয়াজের মাহফিলে কিরাত পড়া মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে যে দাবী করেছেন, তা সঠিক নয়।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শায়খ আবদুর রউফ মুনাবি মিসরি শামায়েলে নবী গ্রন্থে আল্লামা কসতলানী থেকে এরূপ কিরাতের বিরুদ্ধে কঠিন মন্তব্য উল্লেখ করেছেন:

قال القسطلانى وهى باطل لانه ليس فى شئ من طرق الحديث ان المصطفى قال لابن مسعود اثناء الوعظ ومجرد الجلوس على المنبر لا يلزم منه الوعظ لاحتمال كونه لمصلحة اخرى

অর্থাৎ আল্লামা কসতলানী রহ. বলেন : এরূপ করা (ওয়াজের মাহফিলে কিরাত পড়া) ভ্রান্তি। কেননা এ হাদীসের কোনো স্থানে এমন বর্ণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে মাসউদকে ওয়াজের মাঝখানে তিলাওয়াত করতে বলেছেন। মিম্বরে বসে বলার অর্থ ওয়াজের মাহফিলে বসে বলা নয়। কেননা মিম্বরে ওয়াজ ছাড়া অন্য কারণেও বসতে পারেন।

বর্তমান যুগে যেহেতু ওয়াজের মাহফিলের চতুর্দিকে দূর-দূরান্তে মাইক লাগানো হয় এবং আওয়াজ আশেপাশের এক/দুই কিলোমিটার পর্যন্ত চলে যায়। এ বিস্তৃত এলাকায় প্রচুর টয়লেট বা বাথরুম থাকে। যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যেতে বাধ্য হয়। তাই তাদের ইচ্ছা না থাকলেও মাইকের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছয়। কাজেই এমতাবস্থায় এ ধরনের ওয়াজের মাহফিলে কিরাত পড়ার দ্বারা কুরআনের সম্মান রক্ষা করা সম্ভব কিনা একটু ভেবে দেখাই দরকার।

ফাযায়েলে যিকির

বুখারী শরীফের টীকায় আছে : আল্লাহর যিকিরের অর্থ হল, ওই সকল শব্দ উচ্চারণ করা, যেগুলো পড়ার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

কখনো যিকির বলে ওই সমস্ত আমলও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেগুলো হয়তো ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নত-মুস্তাহাব। যেমন : নামায, তিলাওয়াত, হাদীস পাঠ, ইলম অধ্যয়ন ইত্যাদি।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. বলেন : শরী'অত মোতাবেক যে আমল করবে, তাই যিকির হিসেবে গণ্য হবে। ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেনও যদি ইসলাম মোতাবেক করা হয়, তা হলে তাও যিকির। কেননা যিকির অর্থ হল, উদাসীন না হওয়া। তাই যখন সকল কাজে আল্লাহর বিধি-বিধানের কথা স্মরণ রাখবে এবং সে মোতাবেক চলবে, তখন তার এ সকল কাজকর্মও যিকির হিসেবে গণ্য হবে।

قَالَ الْجَزَرِيُّ : لَيْسَ فَضْلُ الذِّكْرِ مُخْتَصِرٌ فِى التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ بَلْ كُلُّ مُطِيْعٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ عَمَلٍ فَهُوَ ذَاكِرٌ لَهٗ.

(مرقاة المفاتيح)

"আল্লামা জাযারী রহ. বলেন : যিকির শুধু সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলার নাম নয় বরং যে কোনো আমলে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যকারী আল্লাহর স্মরণকারী বলে গণ্য।"

মোটকথা, যিকির যেমন জিহ্বা দ্বারা হয়, তেমনি আমলের মাধ্যমেও যিকির হয়। বস্তুত সর্বদা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলাই উত্তম যিকির।

(٢٥٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض وَاَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لَايَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ. (رواه احمد ومسلم و الترمذى ، مشكوة : ١٩٦)

সহজ তরজমা

(২৫৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. ও আবূ সাঈদ রাযি. উভয়ই সাক্ষ্য দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মজলিসে আল্লাহর যিকির হয়, ফিরিশতাগণ ওই মজলিসকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে নেন। রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আর আল্লাহ পাক তাঁর নিকটবর্তীদের কাছে তাদের আলোচনা (স্মরণ) করেন। (অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা ও নবী-রাসূলগণের রূহ মুবারকের কাছে তাঁদের আলোচনা করেন।

-আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত : ১৯৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে যে ফিরিশতাদের কথা আলোচিত হয়েছে, তারা এক বিশেষ শ্রেণীর ফিরিশতা। যেখানে যেখানে আল্লাহর স্মরণ বা আল্লাহর কথা আলোচিত হবে, সে সব জায়গায় যাকিরীনকে বিশেষ রহমতের চাদরে ঢেকে ফেলার জন্য এঁরা নিয়োজিত।

www.banglakitab.weebly.com

"سَكِيْنَة" শব্দের আভিধানিক অর্থ- স্থিরতা, প্রশান্তি, বিশেষ রহমত। এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি মতামত রয়েছে : (১) হযরত আলী রাযি. বলেন, এটা এক বিশেষ ধরনের বাতাস। (২) বিশিষ্ট তাবিঈ সুদ্দি হতে বর্ণিত, এটা জান্নাতের স্বর্ণ নির্মিত এক বিশেষ তশতরীর [পেয়ালার] নাম। এর মধ্যে নবীদের কলব ধৌত করা হয়। (৩) ইমাম নববী রহ. বলেন, এটা সেই বিশেষ বস্তু, যার মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তি ও আল্লাহর রহমত লাভ হয়। -ফাযায়েলে কুরআন, মাযাহিরে হক

(٢٥٥) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَايَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ (متفق عليه ، مشكوة : ١٩١)

সহজ তরজমা

(২৫৫) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আপন প্রতিপালকের স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না, তাদের উদাহরণ যথাক্রমে জীবিত ও মৃতের মতো। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৯১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

'যিকির' বস্তুত যিকিরকারী বান্দার কলবের জীবন আর বিস্মৃতি হল, কলবের জন্য মৃত্যুসদৃশ। জীবিত মানুষের দেহ জীবনের ছোঁয়ায় সতেজ-চঞ্চল থাকে, তেমনি তার আত্মা থাকে জ্ঞানের রশ্মিতে দীপ্তিময়। অনুরূপভাবে "যিকির" দ্বারা যাকিরের দেহ আনুগত্যের প্রভায় বিকশিত ও তাঁর আত্মা মারেফাতের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

(٢٥٦) عَنِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ - (متفق عليه، مشكوة : ١٩٦)

সহজ তরজমা

(২৫৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- আমি আমার বান্দার নিকটে সেরূপ, সে আমাকে যেরূপ ভাবে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি আমাকে সে স্মরণ করে তার মনে মনে, আমিও তাকে স্মরণ করি আমার মনে আর যদি সে আমাকে স্মরণ করে মানুষ দলে, আমি স্মরণ করি তাকে তাদের অপেক্ষা উত্তম দলে।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"বান্দার সাথে তার ধারণা মতে আচরণ করা হয়" এর অর্থ হল, বান্দা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে

www.banglakitab.weebly.com

বান্দা যদি শান্তির ধারণা পোষণ করে, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শান্তি দেন। তাই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভালো ও কল্যাণকর আশা রাখা উচিত।

কেউ কেউ বলেছেন, "ধারণা মতে আচরণ" সাধারণ অবস্থা ও বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত; মাগফিরাতের সাথে নয়। দু'আ, সুস্থতা, প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় অবশ্য এর অন্তর্গত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বান্দা যদি বিশ্বাস করে, "আমার দু'আ কবুল হবে", তা হলে অবশ্যই তার দু'আ কবুল হয়। পক্ষান্তরে বান্দা যদি মনে করে, তার দু'আ কবুল হবে না, তা হলে তার সাথে অনুরূপ আচরণ করা হয়।

فِىْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ : "তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশ" বলে ফিরিশতাদের সমাবেশ উদ্দেশ্য। এখানে ফিরিশতাদেরকে উত্তম বলা হয়েছে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ তারা নিষ্পাপ, তাদের দ্বারা কোনো গোনাহ হয় না, তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত কিংবা মানুষের ধারণার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে উত্তম বলা হয়েছে। কেননা মানুষরা ফিরিশতাদেরকে উত্তম বলে মনে করে। অথবা তাদের মজলিসের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে সে মজলিসকে উত্তম মজলিস বলা হয়েছে।

(٢٥٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رضـ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - (رواه احمد والترمذى، مشكوة : ١١٩)

সহজ তরজমা

(২৫৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুছরা রাযি. বলেন, একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার জন্য সুসংবাদ যে দীর্ঘ হায়াত পেয়ে নেক আমল করেছে। তারপর সে বলল, কোন্ আমল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি দুনিয়া ত্যাগ করবে আর তোমার রসনা থাকবে আল্লাহর যিকরে। –আহমদ ও তিরমিযী, মিশকাত : ১১৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ : "তোমার রসনা থাকবে আল্লাহর যিকিরে সতেজ-সিক্ত।" এখানে সতেজ-সিক্ত অর্থ, গতিশীল ও চলন্ত। আর এ গুণ যিকিরের আধিক্য ও সার্বক্ষণিকতা দ্বারা লাভ হয়।

www.banglakitab.weebly.com

(٢٥٨) عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا! قَالُوْا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : حِلَقُ الذِّكْرِ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ١٩٨)

সহজ তরজমা

(২৫৮) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে পৌঁছুবে তার ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতের বাগান কী? তিনি বললেন : জিকিরের হালকা।

–তিরমিযী, মিশকাত : ১৯৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যিকিরের মজলিসকে জান্নাতের বাগান বলার কারণ হল, এর মাধ্যমে জান্নাতের বাগানে প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয় কিংবা জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে গিয়ে মানুষ যে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করবে, যিকিরের মজলিসে তার কিছু নমুনা লাভ করা যায়। বস্তুত আল্লাহর যিকিরের মধ্যেই রয়েছে আত্মার প্রশান্তি।

ইমাম নববী রহ. লিখেছেন : যিকির করা যেমনি মুস্তাহাব, তেমনি যিকিরকারীদের সাথে বসাও মুস্তাহাব। "খুব বিচরণ করো" দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, খুব ভালোভাবে ও নিবিষ্ট মনে যিকিরের মাহফিলে অবস্থান করতে হবে। যেমন : সবুজ-শ্যামল চারণভূমিতে পশু যখন বিচরণ করে, তখন তাকে সহজে সেখান থেকে সরানো যায় না বরং সে মনভরে খেতেই থাকে। লাঠির ঘা দিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে অথবা টেনে হিঁচড়ে তাকে সেখান থেকে সরাতে হয়। অনুরূপ তোমরাও যিকিরের মাহফিলে জোঁকের মতো লেগে থাকবে। আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে এর অমৃত সুধা পান করতে থাকবে।

(٢٥٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ ـ

(رواه البخارى ، مشكوة : ١٩٩)

সহজ তরজমা

(২৫৯) হযরত ইবনে আব্বাস রযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শয়তান আদম সন্তানের দিলের উপরে জেঁকে বসে থাকে, যখন সে আল্লাহর স্মরণ করে সরে যায় আর যখন সে গাফেল হয় তার দিলে প্রবঞ্চনা দিতে থাকে।

–বুখারী তা'লীকরূপে, মিশকাত : ১৯৯

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর যিকির হতে সামান্য সময় বা এক মুহূর্ত বিস্মৃত হওয়া শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে আল্লাহর যিকির শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকার বিশাল বড় হাতিয়ার।

اَلتَّرْغِيْبُ اِلَى الدُّعَاءِ

দু'আর প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ

(٢٦٠) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ـ
(رواه الترمذى ، مشكوة : ١٩٤)

সহজ তরজমা

(২৬০) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'আ হল ইবাদতের মগজ। কেননা তাতে রয়েছে চরম বিনয়।–তিরমিযী, মিশকাত : ১৯৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দু'আর প্রকৃতি হল, নিজের অক্ষমতা ও অপারগতার কথা আল্লাহ তা'আলার কাছে পেশ করা। তার সামনে চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ করা। আর ইবাদতের উদ্দেশ্যও তাই। এজন্য দু'আকে ইবাদতের সার বা মগজ বলা হয়েছে। যে ইবাদতে বিনয় ও নম্রতা নেই কিংবা নিজের হীনতা ও দীনতার বহিঃপ্রকাশ নেই, তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। অনুরূপ যে দু'আয় মনোনিবেশ নেই, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি ও আকুলতা নেই, তাও দু'আ নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ ধরনের নিষ্প্রাণ দু'আ আল্লাহ তা'আলা কখনও কবুল করেন না। বস্তুত দু'আ আর ইবাদত একইসূত্রে গাঁথা। উভয়টির মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর দরবারে তার আবদিয়ত ও দাসত্বের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলে। তাই যে ইবাদত ও দু'আয় দাসত্বের চেতনা বিকশিত হয় না, তা ইবাদত ও দু'আ অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়।

(٢٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ١٩٤)

সহজ তরজমা

(২৬১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (যিকির বা ইবাদতসমূহের মধ্যে) আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ অপেক্ষা কোনও জিনিসই অধিক সম্মানিত নয়। –তিরমিযী, মিশকাত : ১৯৪

www.banglakitab.weebly.com

(٢٦٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ ـ

(رواه الترمذى ، مشكوة : ١٩٥)

সহজ তরজমা

(২৬২) হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'আ তদপেক্ষা বেশি উপকার করে, যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয় নি। সুতরাং বন্দাগণ! তোমরা দু'আ করবে। –তিরমিযী; মিশকাত : ১৯৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

'যা অবতীর্ণ হয়েছে' অর্থাৎ যে বিপদ ঝুলন্ত অবস্থায় বা আপতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে আছে, দু'আর মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়। আর যদি তা অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি স্থির হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তার উপর ধৈর্যধারণ করার তাওফীক আল্লাহ তা'আলা দান করেন। সে বিপদ তার কাছে সহনীয় ও সহজ মনে হয়। সে বিপদও তার কাছে আনন্দদায়ক অনুভূত হয়ে যায়। আর যে বিপদ এখনো অবতীর্ণ হয় নি, দু'আ তা প্রতিহত করে দেয়। পক্ষান্তরে সে বিপদ যদি চূড়ান্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তার পক্ষে আল্লাহর গায়বি সাহায্য থাকে। যা তাকে সে বিপদের ক্ষেত্রে বলিয়ান করে তোলে।

(٢٦٣) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلَّا اَتَاهُ اللّٰهُ مَاسَاَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْقَطِيْعَةِ رَحِمٍ ـ

(رواه الترمذى ، مشكوة : ١٩٥)

সহজ তরজমা

(২৬৩) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো দু'আ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন অথবা তদনুরূপ কোনো বিপদকে তার থেকে অপসারিত করেন– যাবৎ না সে দু'আ করে কোনো পাপকাজের অথবা আত্মীয়তা ছিন্নোর। –তিরমিযী, মিশকাত : ১৯৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমাম গাযালী রহ. লিখেছেন : যদি কেউ বলে ভাগ্য তো পূর্ব হতেই নির্ধারিত, দু'আ করে কী লাভ? তার জবাবে আমি বলব, দু'আর মাধ্যমে বিপদ-আপদ দূর হওয়াও ভাগ্যের লিখন। সুতরাং দু'আ হল, বিপদাপদ দূরীকরণ ও রহমত প্রাপ্তির মাধ্যম। যেমনি ঢাল তলোয়ারের ঘা হতে রক্ষা পাওয়ার উপায়; পানি মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যম। তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ এই নয়

www.banglakitab.weebly.com

যে, তরবারির আঘাত আসলে আমরা ঢাল দিয়ে তা রুখতে চেষ্টা করব না। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে উপায়-উপকরণ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। দুনিয়াকে তিনি দারুল আসবাব বা উপকরণ নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছেন। দু'আও সে উপকরণসমূহের একটি।

(٢٦٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْئَلَ وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ ـ
(رواه الترمذى ، مشكوة : ١٩٥)

সহজ তরজমা

(২৬৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ চাও! কেননা তিনি ভালবাসেন তাঁর নিকট কিছু চাওয়াকে। আর বিপদ থেকে মুক্তির অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

-তিরমিযী, মিশকাত : ১৯৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ : "স্বচ্ছলতার অপেক্ষা করা সর্বোত্তম ইবাদত"-এর অর্থ, বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা ও আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করা বস্তুত ভাগ্যের কাছে ও আল্লাহর সকাশে আত্মসমর্পন করার নামান্তর। আর এটা যে অনেক বড় ইবাদত, তা বলাই বাহুল্য।

(٢٦٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ ـ
(رواه الترمذى ، مشكوة : ١٩٥)

সহজ তরজমা

(২৬৫) হযরত আবু হুরাইয়া রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন, তবে সুখের সময় (সুস্থতা ও বিশ্রামের অবস্থায়) যেন সে বেশি বেশি দু'আ করে।

-তিরমিযী : ২/১৭৫, মিশকাত : ১৯৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কৃতজ্ঞ ও সচেতন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল, বিপদ আসার আগেই আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাওয়া ও তার কাছে অগ্রিম দু'আ করতে থাকা।

(٢٦٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهٗ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهَ شَيْئًا يَعْنِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُّسْأَلَ الْعَافِيَةَ ـ رواه الترمذى ، مشكوة : ١٩٥

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(২৬৬) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তির জন্য দু'আর দরজা খোলা হয়েছে অর্থাৎ যাকে বেশি বেশি দু'আ করার তাওফীক দেওয়া হয়েছে, তার জন্য রহমতের দরজা খোলা হয়েছে। (হয়ত তার আশা পূরণ হবে নতুবা তার বিপদ তিরোহিত হবে)। আর আল্লাহর নিকট কুশল কামনা তথা নিরাপত্তা অপেক্ষা প্রিয়তর কোনো জিনিসই চাওয়া হয় না। (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করাকে তিনি যে পরিমাণ ভালোবাসেন, অন্য কিছুকে এত ভালোবাসেন না।)

–তিরমিযী : ২/১৯৫, মিশকাত : ১৯৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَافِيَة শব্দের অর্থ, নিরাপত্তা, সকল বিপদ-আপদ, রোগ, শোক, জরা-খরা ইত্যাদি থেকে মুক্তি এবং ইহলৌকিক, পারলৌকিক, দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল কল্যাণ ও মঙ্গল এর অন্তর্ভুক্ত।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, عَافِيَة অর্থ হল, দীনের ব্যাপারে বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকা। এর সাথে পার্থিব বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভ হোক বা না হোক।

(٢٦٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْقَطِيْعَةِ رِحْمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يُسْتَجَابُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَالِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ۔

(رواه مسلم، مشكوة : ١٩٤)

সহজ তরজমা

(২৬৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বান্দার দু'আ কবুল করা হয়, যাবৎ না সে গোনাহ্‌র কাজের অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছেদের দু'আ করে এবং যাবৎ না সে তাড়াতাড়ি করে। জিজ্ঞাসা করা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাড়াতাড়ি করা কী? তিনি বললেন : এরূপ বলা– আমি দু'আ করেছি, আমি দু'আ করেছি; কৈ আমার দু'আ তো কবূল হতে দেখলাম না! এরপর সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দু'আ করা ছেড়ে দেয়।

–মুসলিম, মিশকাত : ১৯৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দু'আ কবুল হওয়ার বিভিন্ন রূপ বা ধরণ হতে পারে। (১) হুবহু প্রার্থিত বস্তু লাভ করা যে সময়ে সে পেতে চায়, ঠিক সে সময়ে। (২) প্রার্থিত বস্তু লাভ করা

www.banglakitab.weebly.com

অন্য সময়ে। (৩) প্রার্থিত বস্তুর সমতুল্য কোনো বিপদ-আপদ দূর হয়ে যাওয়া। (৪) প্রার্থিত বস্তুর চেয়ে উত্তম অন্য কোনো বস্তু লাভ হওয়া। (৫) প্রার্থিত বস্তু দুনিয়ায় না দিয়ে আখেরাতের জন্য রেখে দেওয়া।

দু'আ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণ হল, প্রত্যেক কাজের জন্য অনাদিতে একটি সময় নির্ধারিত আছে কিংবা বান্দা যেন খুব পীড়াপীড়ি ও কাকুতি-মিনতি করে। কেননা বান্দার কাকুতি-মিনতি ও বিনম্রতা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুব প্রিয়।

(٢٦٨) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

(رواه مسلم، مشكوة : ١٩٤)

সহজ তরজমা

(২৬৮) হযরত আবূ দারদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার পিছনে যে দু'আ করে, তা কবুল করা হয়। তাঁর (দু'আকারীর) শিয়রে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন; যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দু'আ করে, তখন ওই ফিরিশতা বলেন : আমীন এবং তোমার জন্যও তদ্রূপ হোক। –মুসলিম, মিশকাত : ১৯৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইবনে আত্তা রহ. বলেন, দু'আর কিছু রোকন আছে আর কিছু ডানা আছে। কিছু উপায়-উপকরণ আছে আর আছে সময়। দু'আর রোকনগুলো আদায় করে দু'আ করা হলে ওই দু'আ কবুল হয়। দু'আর যদি ডানা থাকে, তা হলে সে দু'আ ঊর্ধ্ব আকাশে উড়ে যায়। দু'আ সময় মতো করা হলে তা সার্থক হয়। আর উপায়-উপকরণসহ করা হলে দু'আ ফলপ্রসু হয়। সুতরাং দু'আর রোকন হল, মনোনিবেশ, কাকুতি-মিনতি, ভয়, চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ ও আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক। দু'আর ডানা হল, সত্যবাদিতা। আর দু'আর সময় হল, শেষ রাত। দু'আর উপকরণ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ।

দু'আর শুরুতে ও শেষে আল্লাহ তা'আলার হাম্দ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। হযরত উমর রাযি. বলেন, দু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পড়া না হলে, সে দু'আ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

তা ছাড়া দু'আর অনেক শর্তও রয়েছে। যেমন :

(১) পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হালাল হতে হবে।

(২) আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন।

(৩) কাকুতি-মিনতি ও চূড়ান্ত বিনয়সহকারে দু'আ করতে হবে।

(৪) দু'আর সময় দু'আর প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট থাকতে হবে।

(৫) দু'আ অবশ্যই কবুল হবে, অন্তরে এ আশা ও বিশ্বাস পোষণ।

فَضْلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيْمًا

রাসূল ﷺ এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের ফযীলত

(٢٦٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ـ (رواه النسائى ، مشكوة : ٨٦)

সহজ তরজমা

(২৬৯) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত নাজিল করবেন। এতদ্ব্যতীত তার দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। –নাসাঈ, মিশকাত : ৮৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলার এতটুকু রহমতই তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য যথেষ্ট। সেখানে একবার দরূদ পড়লে যদি দশটি রহমত নাযিল হয়, তা হলে বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী আছে?

তারগীব কিতাবে বর্ণিত আছে : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক খুশিতে ঝলমল করছিল। আনন্দের রেখা তাঁর চেহারায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনার চেহারায় আমরা খুশির যে ঝলক দেখতে পাচ্ছি, এমন তো আর কখনো দেখি নি। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : একটু আগে জিবরাঈল আ. এসে বলে গেলেন– যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার আমল নামায় দশটি নেকি দান করবেন, তার দশটি গোনাহ মাফ করবেন এবং তার মর্যাদা দশগুণ বাড়িয়ে দিবেন, একথা শুনে আমি কি খুশি না হয়ে পারি?

www.banglakitab.weebly.com

(٢٧٠) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً۔ (رواه الترمذى، مشكوة : ٨٦)

সহজ তরজমা

(২৭০) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেয়ামতে আমার নিকটতম ব্যক্তি সে-ই হবে, যে আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ করবে। –তিরমিযী; মিশকাত : ৮৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইবনে হিব্বান রহ. এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, নিশ্চয় মুহাদ্দিসগণ হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতি নিকটে থাকবেন। কেননা হাদীস বর্ণনার উসিলায় সব সময় তাদের মুখে দরূদ শরীফের ধারা চালু থাকে।

ইমাম মুস্তাগফিরী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রতিদিন ১০০ বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ১০০টি প্রয়োজন পূরণ করবেন। ৩০টি দুনিয়াবি প্রয়োজন অবশিষ্ট ৭০টি আখেরাতের প্রয়োজন।

(٢٧١) وَعَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ أُمَّتِى السَّلَامَ۔

(رواه النسائى والدارمى ، مشكوة : ٨٦)

সহজ তরজমা

(২৭১) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কিছু ফিরিশতা রয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌছান। –নাসাঈ ও দারমী, মিশকাত : ৮৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নিবেদিত দরূদ পৌছানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা একদল ফিরিশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। রওজায়ে আতহার থেকে দূরে অবস্থান করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা দরূদ পাঠ করবেন, তাদের দরূদ ফেরেশতারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বয়ে নিয়ে যাবে। তবে রওযার কাছে থেকে যারা সালাম দেন বা দরূদ পাঠ করেন, তাদের দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে শোনেন।

এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থায়ী হায়াতের বিষয়টি আঁচ করা যায়। আরো জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের সালামের কারণে খুশি হন।

www.banglakitab.weebly.com

(٢٧٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهٗ ـ

(رواه البيهقى ، مشكوٰة : ٨٧)

সহজ তরজমা

(২৭২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, আমি তা সরাসরি শুনব আর যে দূরে থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, তা আমার নিকট পৌছানো হবে। –বায়হাকী, মিশকাত : ৮৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওযার পাশে গিয়ে সালাম দেওয়া ও দরূদ পাঠ করা যে উত্তম, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। কেননা রওযার কাছে গেলে যে আবেগ, ভক্তি ও হৃদয়ের কোমলতা সৃষ্টি হয়, দূরে অবস্থানকালে তা সৃষ্টি হয় না।

(٢٧٣) عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ فَقَالَ مَاشِئْتَ! قُلْتُ اَلرُّبُعَ قَالَ مَاشِئْتَ! فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَلنِّصْفَ قَالَ مَاشِئْتَ! فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ الثُّلُثَيْنِ قَالَ مَاشِئْتَ! فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلٰوتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٨٦)

সহজ তরজমা

(২৭৩) হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বলেন, আমি একদিন [নবীজীকে] জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দু'আ ও দরূদ পাঠের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করেছি। (সে সময়) আমি আপনার উপর দরূদ পাঠ করি, বলুন! আপনার উপর দরূদ পাঠের জন্য কতটুকু সময় নির্দিষ্ট করব? হুজুর বললেন : যে পরিমাণ তুমি চাও! আমি বললাম : চার ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন : তুমি যা চাও। তবে যদি আরো বেশী কর, তা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম : তা হলে কি অর্ধেক? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি যা পছন্দ কর; তবে যদি আরো বেশী কর, তা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম : তা হলে কি তিন ভাগের দুই ভাগ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা তুমি পছন্দ কর;

www.banglakitab.weebly.com

তবে যদি এর চেয়েও অধিক কর, তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম : তা হলে সম্পূর্ণই আপনার জন্য নির্দিষ্ট করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে এখন তোমার মকসূদ পূর্ণ হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৮৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সাহাবির উদ্দেশ্য ছিল, আমি দু'আ দরূদ ও যিকির-আযকারের জন্য কিছু সময় নির্ধারিত করেছি। সে সময়ে আমি কেবল দু'আ-দরূদ ও যিকির-আযকার করব। তবে আমার প্রশ্ন হল, নির্দিষ্ট এ সময়ের কতভাগ আমি দরূদ শরীফ পাঠে লিপ্ত থাকব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হাদীসে বর্ণিত জবাব দিলেন।

أَجْعَلُ لَكَ صَلَوَاتِيْ كُلَّهَا : "আমি আমার পূর্ণ সময় আপনার দরূদে ব্যয় করব।" সাহাবি তার দু'আ-দরূদ ও যিকির-আযকারের জন্য নির্ধারিত সময়টাকেই দরূদ শরীফের জন্য নির্ধারণের ঘোষণা দিলেন। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, إِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ "তা হলে এটা তোমার দীন-দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা-ফিকিরের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং তোমার গোনাহসমূহ আবৃত করে নিবে।" বস্তুত বান্দা যখন নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা আল্লাহর জন্য কুরবান করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সার্বিক দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেন। مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ তথা "যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যায়।" হাদীসে কুদসিতে আছে : "আমার স্মরণে লিপ্ত থাকার কারণে যে আমার কাছে প্রার্থনা করার সুযোগ পায় না, আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের থেকে বেশি দিয়ে থাকি"।

"হিস্‌নে হাসীন" গ্রন্থের লেখক বলেন : দরূদ শরীফের যে কত উপকারিতা, তা লিখে শেষ করা যাবে না। দুনিয়ার প্রয়োজন, রিযিকের চিন্তা-পেরেশানি ও অভাবের বিরুদ্ধে দরূদ শরীফ শক্ত হাতিয়ার সমতুল্য। এটা বহু পরীক্ষিত একটি আমল। দু'আ কবুল হওয়ার জন্য দরূদ শরীফের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দু'আর শুরুতে এবং শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করা হলে, সে দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দরূদ শরীফের উপর অধিকহারে আমল করার তৌফিক দান করুক।

(٢٧٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَايُصْعَدُ مِنْهَا شَيْئٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ.

(رواه الترمذى، مشكوة : ٨٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(২৭৪) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বলেন : দু'আ আসমান ও জমিনের মধ্যে শূন্যে অবস্থান করতে থাকে, তার কিছুই উপরে উঠে না যাবৎ না তোমার নবীর উপর দরূদ পাঠ কর। –তিরমিযী, মিশকাত : ৮৭

(٢٧٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُّغْفَرَلَهٗ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة :٨١)

সহজ তরজমা

(২৭৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আপমানিত হোক সে –যার সম্মুখে আমার নাম নেওয়া হল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না; অপমানিত হোক সে, যার নিকট রমাযান মাস এসে তার গুনাহ মাফের পূর্বেই চলে গেল এবং অপমানিত হোক সে, যার নিকট তার মা-বাপ উভয় অথবা তাঁদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হল, অথচ তাকে তাঁরা বেহেশ্‌ত পৌছায় না (অর্থাৎ তাঁদের খেদমত দ্বারা সে বেহেশ্‌ত লাভের উপোযোগী হয় না।) –তিরমিযী, মিশকাত : ৮১

(٢٧٦) عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَخِيْلُ الَّذِىْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٨٧)

সহজ তরজমা

(২৭৬) হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কৃপণ ওই ব্যক্তি, যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয়, অথচ সে আমর উপর দরূদ পাঠ করে না। –তিরমিযী : ২/১৯৪; মিশকাত : ৮৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভি রহ. "যাদুস সাঈদ" গ্রন্থে লিখেছেন, (১) কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা "يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا" বলে দরূদ পড়ার প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেওয়ার কারণে প্রত্যেক মুমিনের উপর জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরয।

(২) যদি কোনো মজলিসে একাধিকবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উচ্চারণ করা হয়, তা হলে ইমাম তুহাবি রহ.-এর মতে প্রত্যেকবার দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। কিন্তু চূড়ান্ত কথা মতে একবার পড়া ওয়াজিব। এরপর প্রত্যেকবার পড়া মুস্তাহাব।

www.banglakitab.weebly.com

(৩) খুতবায় যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম মোবারক উচ্চারিত হয় বা খতীব সাহেব "يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا" আয়াতখানা তিলাওয়াত করেন, তা হলে ঠোঁট ও জিহ্বা না নেড়ে মনে মনে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" বলবে।

(৪) দুররে মুখতার গ্রন্থে আছে, দরূদ শরীফ পড়ার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করা কিংবা উচ্চ আওয়াজে পড়া মূর্খতার পরিচায়ক।

ইস্তেগফারের বর্ণনা

ইস্তেগফার অর্থ, ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইস্তেগফারের সাথে কখনো তাওবাও থাকে আবার কখনো তাওবা থাকে না অর্থাৎ ইস্তেগফার তাওবাসহও হতে পারে আবার তাওবা ছাড়াও হতে পারে। ইস্তেগফার মুখ বা জিহ্বা দিয়ে করা হয় আর তাওবা অন্তর দিয়ে করতে হয়। তাওবা অর্থ, ফিরে আসা। পরিভাষায় তাওবা হল, গোনাহ থেকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা। অলসতা ও উদাসীনতা থেকে আল্লাহর স্মরণের দিকে যাওয়া। দূরত্ব থেকে নৈকট্যের দিকে যাওয়া। আর ক্ষমা হল, গোনাহকে ঢেকে রাখা; দুনিয়াতে কাউকে না জানানো এবং আখেরাতে শাস্তি না দেওয়া। "تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا" আল্লাহর এ নির্দেশের কারণে প্রত্যেক বান্দার উপর তাওবা করা ওয়াজিব।

তাওবার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। (১) একমাত্র আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে তাওবা করা। (২) অতীতে যে গোনাহ করেছে, তা নিয়ে লজ্জিত-অনুতপ্ত হওয়া। (৩) ভবিষ্যতে সকল ধরনের গোনাহ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা। (৪) বান্দার হক বা আল্লাহর হক যা যিম্মায় রয়েছে, তা আদায় করা।

তাওবা করার পদ্ধতি হল– বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে তাওবার মুহূর্ত পর্যন্ত যে সকল গোনাহ হয়েছে, তা অনুমান করে তার ক্ষতিপূরণ করবে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহর হক যত নষ্ট হয়েছে, অনুমান করে তা কাযা আদায় করবে। আর বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে, নিজের কাছে কারো পাওনা থাকলে হিসাব করে তা পূর্ণাঙ্গরূপে পরিশোধ করবে। কাউকে শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দিয়ে থাকলে, তার কাছ থেকে তার ক্ষমা চেয়ে নিবে।

তাওবা করার পূর্বে গোসল করবে। পবিত্র কাপড় পরিধান করে দুই রাকা'আত নামায পড়বে এবং খুব কায়মনোবাক্যে ও সবিনয় আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সাথে সাথে ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করবে এবং অতীতের গোনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

কেননা গোনাহের উপর অটল থেকে শুধু মুখে মুখে তাওবা-ইস্তেগফার করা আল্লাহর সাথে উপহাস করার নামান্তর। আল্লামা জালালুদ্দীন রুমি রহ. এ ধরনের ইস্তেগফার সম্পর্কে বলেন,

www.banglakitab.weebly.com

سبحه بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه
معصیت را خنده می آیدز استغفار ما

আমরা যে নিষ্প্রাণ তাওবা করি, তাওবার পরও অতীতের গোনাহে অবিচল থাকি, তা দেখে আমাদের গোনাহসমূহ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

(٢٧٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ (رواه احمد و ابو داود ، مشكوة : ٢٠٤)

সহজ তরজমা

(২৭৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ পাক তার জন্য যে কোনও বিপদ হতে মুক্তির একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযক দেন এমন স্থান হতে, যেখানকার কথা সে ধারণাও করে নি।

–আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত : ২০৪

(٢٧٨) عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَ لَهٗ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٢٠٣)

সহজ তরজমা

(২৭৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম যায়দের পুত্র ইয়াছার, তার পুত্র বিলাল বলেন : আমার বাপ আমার দাদার মাধ্যমে বলেন যে, আমার দাদা যায়দ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি বলল–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নাই, যিনি চির জীব চির প্রতিষ্ঠিত এবং তার নিকট তাওবা করি" –আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন যদিও সে জিহাদের কাতার ভেঙ্গে পালয়ন করে থাকে।

(٢٧٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَآءُ فِيْ قَلْبِهٖ فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ

www.banglakitab.weebly.com

قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - (رواه احمد و الترمذى ، مشكوة : ٢٠٤)

সহজ তরজমা

(২৭৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন যখন কোনো গুনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা চায়, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে গুনাহ বেশি করে, দাগও বেশি বেশি পড়তে থাকে, এমনকি তা তার অন্তরকে গ্রাস করে নেয়। আর এটাই সেই মরীচা, যার কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন- كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ কখনোই নয়; তাদের অন্তরে নিজেদের (বদ) কৃতকর্মের কারণে মরীচিকা পড়েছে।

-আহমদ : ২/৫৭৫, তিরমিযী, মিশকাত : ২০৪

(٢٨٠) عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِىْ "وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ" - فَاِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (رواه الترمذى : ١٣٤/٢)

সহজ তরজমা

(২৮০) হযরত আবূদ দারদা তাঁর পিতা আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আবূ মূসা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ আমার উপর আমার উম্মতের জন্য দু'টি নিরাপত্তা অবতীর্ণ করেছেন। [এক. আমার অবস্থান; দুই. ইস্তেগফার। যেমন : সূরা আনফালের এ আয়াতের উল্লিখিত-]

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের মধ্যে আছেন। আর তাদের ইস্তেগফার করা অবস্থায়ও তাদের শাস্তি দিবেন না। সুতরাং আমি কিন্তু প্রস্থান করব অর্থাৎ চলে যাব, ছেড়ে যাব তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত (আমানত তথা নিরাপত্তা হিসেবে শুধু) ইস্তেগফারকে। -তিরমিযী : ২/১৩৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নিরাপত্তার প্রথম বিষয়টি যদিও আমাদের ভাগ্যে জোটে নি; কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি তো আমরা পেয়েছি। তাই এ দ্বিতীয় বিষয় তথা ইস্তেগফারের মূল্যায়ন

www.banglakitab.weebly.com

করা উচিত। আমরা যদি এ বিষয়টি অবলম্বন করি, তা হলে আমরা বিপদ-আপদ ও বালামুসিবতের অতল গহবরে তলিয়ে যাব না। পরকালেও আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা হয়েই যাবে ইনশাআল্লাহ।

اَلتَّوْبَةُ

তওবা

(٢٨١) عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ! فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ
(متفق عليه ، مشكوة : ٢٠٣)

সহজ তরজমা

(২৮১) হযরত আগার মুজানী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার অন্তরে মরীচা পড়ে আর (তা ছাফ করার জন্য) আমি দৈনিক একশত বার 'আস্তগ্ ফিরুল্লা বলি। –মুসলিম, মিশকাত : ২০৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ইস্তেগফার করতেন, তা গোনাহের কারণে নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবসময় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিবিষ্ট ও তন্ময় হয়ে থাকতে চাইতেন। এক মুহূর্তের জন্যও তার মন যেন ওই ধ্যান থেকে বিচ্যুত না হয়, এ চেষ্টায় সর্বদা মগ্ন থাকতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পানাহার করা, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া, স্ত্রী সন্তানদের সাথে সময় কাটানো ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর ধ্যান থেকে হৃদয় একরকম বিচ্যুত হয়ে যায়। আর এ কারণে তাঁর পবিত্র হৃদয়ে একধরনের আচ্ছন্নতা সৃষ্টি হত; তাই তিনি ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা পরিষ্কার করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থা যদি এরূপ হয়, তা হলে আমাদের কেমন সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। তিনি যদি দৈনিক ১০০ বার ইস্তেগফার করেন, তা হলে আমাদের কতবার ইস্তেগফার করা উচিত, তা একটু ভেবে দেখাই দরকার।

কেউ কেউ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি মুহূর্তে মর্যাদার স্তরসমূহ অতিক্রম করতেন। পরবর্তী স্তরের তুলনায় পূর্ববর্তী স্তরসমূহ তাঁর নিকট হেয় ও তুচ্ছ মনে হত। আর সে স্তরে অবস্থান করার কারণে তিনি অনুতপ্ত হয়ে ইস্তেগফার করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইস্তেগফারের অর্থ হল, আল্লাহর সকাশে নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা।

(٢٨٢) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٢٠٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(২৮২) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন বান্দা গোনাহ্ স্বীকার করে এবং মাফ চায় আল্লাহ্ তা কবূল করেন।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২০৩

(٢٨٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهٗ۔ (رواه ابن ماجة، مشكوة : ٢٠٦)

সহজ তরজমা

(২৮৩) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গোনাহ্ থেকে তওবাকারী তার মতো, যার কোনো গোনাহ্ নাই।

–ইব্নে মাজাহ, মিশকাত : ২০৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাওবা যদি সকল শর্ত পালন করে করা হয়, তা হলে তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। আর যার তওবা কবুল হয়েছে, তার তো কোনো গোনাহ থাকতে পারে না।

(٢٨٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔ (رواه البيهقى، مشكوة : ٢٠٦)

সহজ তরজমা

(২৮৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি হল পানিতে নিমজ্জিত সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তির মতো সে তার বাপ-মা, ভাই-বন্ধুর দু'আ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন তার নিকট তা পৌছয়, তখন তা তার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও আহার সামগ্রী অপেক্ষাও প্রিয়তর হয়। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদিগকে জমিনবাসীদের দু'আর কারণে পর্বত সমান রহমত পৌছান আর জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য হাদিয়া হল, তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া। –বায়হাকী, মিশকাত : ২০৬

www.banglakitab.weebly.com

(٢٨٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهِ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ـ (رواه احمد، مشكوة : ٦-٢٠٥)

সহজ তরজমা

(২৮৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতে তাঁর কোনো নেক বান্দার মর্যাদা উঁচু করবেন আর সে বলবে : প্রভু হে! আমার এই মর্যাদা বৃদ্ধি কি কারণে? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা চাওয়ার কারণে।

–আহমদ, মিশকাত : ২০৫-৬

(٢٨٦) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ اَلتَّوَّابُوْنَ ـ (رواه ابن ماجة، مشكوة :٢٠٤)

সহজ তরজমা

(২৮৭) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তাওবা করে।

–ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২০৪

(٢٨٧) عَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ
(رو اه الترمذى، ابو داؤد، مشكوة : ٢٠٤)

সহজ তরজমা

(২৮৭) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেই বাস্তবে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে নি, যে ক্ষমা চেয়েছে– যদিও সে দৈনিক সত্তর বার তা করে থাকে। –তিরমিযী ও আবু দাউদ, মিশকাত : ২০৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অনবরত সগীরা গোনাহ করলে তা একসময় কবীরা গোনাহের দিকে নিয়ে যায়। আর অব্যাহতভাবে কবিরা গোনাহ করতে থাকলে তা কুফরি ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছুয়ে দেয়। কিন্তু যে তাওবা-ইস্তেগফার করে, সে অব্যাহত গোনাহকারী বলে গণ্য হয় না। কেননা ইস্তেগফারের মাধ্যমে তার মধ্যে অনুশোচনার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে, তা একসময় তাকে গোনাহ থেকে বিরত রাখবে।

www.banglakitab.weebly.com

صَلٰوةُ التَّوْبَةِ

তওবার নামায

(٢٨٨) عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَلَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ ..." الى اخر الاية ـ

(رواه الترمذى : ١٢٥/٢)

সহজ তরজমা

(২৮৮) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে, তারপর সেখান থেকে উঠে ভালোভাবে পাকপবিত্র হয়, এরপর নামায পড়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তা হলে আল্লাহ পাক তাকে নিশ্চিত ক্ষমা করে দেন। এরপর হুজুর ﷺ এ আয়াত পাঠ করলেন– وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ....الخ শেষ পর্যন্ত। -তিরমিযী : ২/১২৫

نَبْذَةٌ مِّنْ شَمَائِلِ النَّبِيِّ وَاَخْلَاقِهٖ وَاَحْوَالِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মহানবী ﷺ-এর অত্যুত্তম অভ্যাস, উন্নত চরিত্র মাধুরি এবং উৎকৃষ্টতর বিভিন্ন অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ

(٢٨٩) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلَا بِالْاٰدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهَا اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَابِالْقَصِيْرِ اَزْهَرَ اللَّوْنِ وَقَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهٖ ـ

(متفق عليه، مشكوة : ٥١٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(২৮৯) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব লম্বাও ছিলেন না, আবার বেশি খাটোও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার গায়ের রঙ শ্যামবর্ণও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল খুব বেশি কোঁকড়ানো ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে নবুওয়ত দান করেছেন। এরপর তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আর আল্লাহ তাঁকে ষাট বছর বয়সে ওফাত (মৃত্যু) দান করেন। অথচ তখন তাঁর মাথার চুল ও দাঁড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয় নি। অপর এক বর্ণনায় হযরত আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতির বর্ণনায় বলেছেন, তিনি লোকদের মাঝে মধ্যম (গঠন ও গড়নের) ছিলেন। লম্বাও ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল। হযরত আনাস রাযি. আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছত। অপর বর্ণনায় আছে, কেশরাজি উভয় কান এবং কাঁধের মাঝামাঝিতে ছিল। –বুখারী : ১/৫০২, মিশকাত : ৫১৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রথমত এ রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘকায়ও ছিলেন না আবার খর্বাকৃতিরও ছিলেন না। মাঝামাঝি গড়নের ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, তিনি যখন কোনো সমাবেশে দাঁড়াতেন, তখন তাকে সবার চেয়ে উঁচু দেখা যেত। এটা তাঁর একটি অলৌকিক গুণ। কেননা অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে উপরে যেমনি কেউ নেই, তেমনি বাহ্যিক আকারআকৃতিতেও তিনি যেন সবার ঊর্ধ্বে থাকেন, এজন্য প্রকৃতি তাঁকে এভাবে গড়ে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে যে সকল রেওয়ায়েত রয়েছে, এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রেওয়ায়েতে সময়কাল আনুমানিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যথাযথভাবে হিসেব করে বর্ণনা করা হয় নি। তবে কিছু কিছু রেওয়ায়েতে সময়কাল সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে হিসেবে মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানকাল ছিল ১৩ বছর আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ জীবৎকাল ছিল ৬৩ বছর। তবে যে রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কায় অবস্থানকাল ১০ বছর ও জীবৎকাল ৬০ বছর বলা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা হল, দশক সংখ্যার সাথে যে ভাঙ্গা একক সংখ্যা আছে, আরবরা বর্ণনার সময় সাধারণত ওই ভাঙ্গা সংখ্যা বাদ দিয়ে পূর্ণ দশক সংখ্যা বর্ণনা করত। সে হিসেবে ১৩কে ১০ আর ৬৩ কে ৬০ বলা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুলের পরিমাণ নিয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, কানের মাঝ বরাবর ছিল; অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কানের লতি পর্যন্ত। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, কান ও কাঁধের মাঝ বরাবর। বস্তুত এ সকল বর্ণনায় কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা চুল বর্ধনশীল অঙ্গ। একেক সময় একেক জায়গায় থাকত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকবার চুল মুণ্ডিয়েছেন বলে প্রমাণিত আছে। তাই একেক রেওয়ায়েত একেক অবস্থা-সময়ের সাথে প্রযোজ্য।

'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মাঝে চুল ছোট করতেন। দীর্ঘদিন ছোট না করলে বড় হয়ে যেত। হজ্ব ও উমরা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় মাথা মুণ্ডান নি।

(٢٩٠) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَزْهَرَ اللَّوْنِ كَانَ عَرَقُهُ اللُّؤْلُؤَ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ وَمَا مَسِسْتُ دِيْبَاجَةً وَ لَا حَرِيْرًا اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَاشَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرَةً اَطْيَبَ رَائِحَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٥١٦)

সহজ তরজমা

(২৯০) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৌর বর্ণের ছিলেন। তাঁর ঘাম ছিল মুক্তার মতো। হাঁটার সময় তিনি সম্মুখের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোনো রেশম কিংবা কোনো গরদ স্পর্শ করি নি। তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরের সুগন্ধি অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধি কস্তুরী কিংবা মেশ্‌কে আম্বর আমি কখনও শুঁকি নি। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৫১৬

(٢٩١) عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيْقًا فَيَتَّبِعُهُ اَحَدٌ اِلَّاعَرَفَ اَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيْبِ عَرَقِهٖ قَالَ مِنْ رِيْحِ عَرَقِهٖ ـ (رواه الدارمى، مشكوة : ٥١٧)

সহজ তরজমা

(২৯১) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রাস্তা দিয়ে চলে যেতেন, পরে কেউ সেই পথে গেলে সে অনায়াসে বুঝতে পারত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত পথে গমন করেছেন। আর তা তাঁর গায়ের সুগন্ধির কারণে অথবা (রাবী বলেছেন,) তাঁর ঘামের ঘ্রাণের কারণে। –দারমী, মিশকাত : ৫১৭

www.banglakitab.weebly.com

(٢٩٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ اَضْحِيَانَ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ ـ

(رواه الترمذى والدارمى، مشكوة : ٥١٧)

সহজ তরজমা

(২৯২) হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, একবার আমি চাঁদনী রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখলাম। এরপর একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দিকে তাকাতাম আর একবার চাঁদের দিকে। সেই সময় তিনি লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁকে আমার কাছে চাঁদের চেয়ে অধিকতর মনোহারী মনে হয়েছে। -তিরমিযী ও দারেমী, মিশকাত : ৫১৭

مَعِيْشَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবী করীম ﷺ-এর জীবন ধারণ

(٢٩٣) عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ بْنِ اُخْتِيْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ اَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِيْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يَعِيْشُكُمْ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُسْقِيْنَاهُ ـ

(رواه البخارى : ٢/٩٥٦)

সহজ তরজমা

(২৯৩) হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি আপন ভাগিনা উরওয়া ইবনে যুবায়র রাযি.-কে বলেছেন, হে আমার ভাগিনা! আমরা (মহানবী ﷺ-এর পরিবারবর্গ) এক চাঁদ, এরপর এক চাঁদ করে পূর্ণ দু'মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় চাঁদও দেখছিলাম। অবস্থা এরূপ ছিল যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর কোনো স্ত্রীর ঘরে আগুন জ্বলে নি (রান্না হয় নি)। উরওয়াহ রাযি. বলেন, আমি বললাম, তবে আপনারা কিভাবে জীবন ধারণ করলেন? তিনি বলেন, খেজুর ও পানি দিয়ে। অথচ মহানবী ﷺ-এর কতিপয় প্রতিবেশীর নিকট দুধাল জন্তু ছিল। তাদের থেকে কেউ যদি হাদিয়া স্বরূপ দুধ প্রেরণ করতেন, তা হলে মহানবী ﷺ তা আমাদেরকে পান করাতেন। -বুখারী : ২/৯৫৬

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে মাসের পর মাস আগুন না জ্বলার কারণ হল, আগুন জ্বালিয়ে রান্না করার মতো কোনো কিছুর ব্যবস্থা হত না। পানি আর খেজুর খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। খেজুরও এত পর্যাপ্ত পরিমাণ ছিল না, যা পেট ভরে খাওয়া যেত। তাই পানি আর খেজুর উভয়টির কথা আলোচিত হয়েছে। কয়েকটি খেজুর খেয়ে পানি পান করে পেট ভরতেন। এভাবে তাঁদের ক্ষুধা নিবারণ হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য এ অবস্থাকেই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি দু'আ করতেন : اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ كَفَافًا

"হে আল্লাহ মুহাম্মদের পরিবারকে তুমি চলে পরিমাণ রিযিক দাও।"

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দুনিয়ার সকল ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রাচুর্য ও অভাব এতদুভয়ের মধ্যে হতে একটিকে বেছে নেওয়ার অবকাশ দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি অভাব-অনটনকেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মালিকানায় অনেক ধন-সম্পদ ও খাদ্য-দ্রব্য এসে যেত। কিন্তু তিনি এগুলো সব দান করে দিতেন। নিজেরা কখনো পেটভরে খেতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় স্ত্রীদেরকে এক বছরের খোরাকী একসাথে দিয়ে দিতেন। কিন্তু স্ত্রীরাও এমন ছিল যে, একসাথে সব দান করে দিতেন। একদিনের খাবারও ঘরে সঞ্চয় করে রাখতেন না। তাঁদের অভীষ্ট আখেরাত ছিল বলে তাঁরা এভাবে সব সহ্য করতে পারতেন।

(٢٩٤) عَنْ مَسْرُوْقٍ رض قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رض فَدَعَتْ لِىْ بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا اَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَاَشَاءُ اَنْ اَبْكِىَ اِلَّا بَكَيْتُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَتْ اَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِىْ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدُّنْيَا وَاللّٰهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ـ (رواه الترمذى : ٢/٥٨، والشمائل : ١٠)

সহজ তরজমা

(২৯৪) হযরত মাসরূক রাযি. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট গেলাম। তিনি আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন আর বললেন, আমি যখনই উদরপূর্তি করে খাবার গ্রহণ করি, তখনই আমার হৃদয় ক্রন্দন করতে চায়। ফলে আমি কাঁদি। হযরত মাসরূক রাযি. বললেন, আপনার হৃদয় কেন কাঁদতে চায়? তিনি বললেন : আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই অবস্থা মনে পড়ে যায়, যে

www.banglakitab.weebly.com

অবস্থায় তিনি চিরবিদায় নিয়ে গেছেন। আল্লাহর শপথ! একদিনে দু'বার গোশত বা রুটি ভক্ষণের সুযোগ তার কখনো আসে নি।

–তিরমিযী : ২/৫৮, শামায়েল : ১০

(٢٩٥) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ ـ

(رواه الترمذى : ٢/٥٩، والشمائل : ١١)

সহজ তরজমা

(২৯৫) হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত মহানবী ﷺ একাধারে দু'দিন জবের রুটিও উদরপূর্তি করে খেতে পারেন নি।

–তিরমিযী : ২/৫৯, শামায়েল : ১০

(٢٩٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ مَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهٗ ثَلَاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ـ رواه الترمذى : ٢/٥٩

সহজ তরজমা

(২৯৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বিবিগণ পরপর তিনদিন গমের রুটি দ্বারা পেট ভরে আহার করেন নি। এমনকি তিনি দুনিয়া থেকে (এ অবস্থায়) প্রস্থান করেছেন।

–তিরমিযী : ২/৫৯

(٢٩٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَاَهْلُهٗ لَايَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ اَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ ـ (رواه الترمذى : ٢/٥١ ، الشمائل : ١٠)

সহজ তরজমা

(২৯৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বিবিগণ বহু রাত একের পর এক ক্ষুধার্ত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তাঁরা রাতে খাওয়ার জন্য কিছুই পেতেন না। আর বেশিরভাগই তাঁদের খানা হত যবের রুটি। –তিরমিযী : ২/৫১, শামায়েল : ১০

www.banglakitab.weebly.com

عَلٰى مَا يَأْكُلُ

যে জিনিসের উপর তিনি ﷺ খাবার খেতেন

(٢٩٨) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ مَا اَكَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهٗ مُرَقَّقٌ ، قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلٰى مَا كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ؟ فَقَالَ : عَلٰى هٰذِهِ السُّفُرِ . (شمائل : ١٠)

সহজ তরজমা

(২৯৮) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও টেবিলে আহার করেন নি এবং ছোট পেয়ালা বিশিষ্ট খাঞ্চায়ও খানা খান নি আর না তার জন্য কখনও চাপাতি রুটিও তৈরি করা হয়েছে। ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে কোন জিনিসের উপর তাঁরা খাবার খেতেন? (অর্থাৎ খাওয়ার সময় কি বিছিয়ে খাবার খেতেন?) তিনি বললেন : এ (চামড়ার) দস্তরখানের ওপর। -শামায়েল : ২০০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া ছিল অহংকারীদের বৈশিষ্ট্য। তারা আত্মঅহঙ্কারবশত চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খেত। কাওকাবুদ দুররী কিতাবে আছে, আমাদের এ সময়ে যেহেতু এতে খ্রিষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তাই এটা মাকরূহে তাহরীমী হবে। কেননা বিজাতির সাথে সামঞ্জস্য রাখার বিষয়টি ইসলাম খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখে। এমনকি ইবাদত পালনেও যেন তাদের সাথে মিল না হয়ে যায়, ইসলামে সে দিকেও খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। তাই আশুরার রোযা শুধু ১০ তারিখে না রেখে নয় ও দশ তারিখে কিংবা দশ ও এগার তারিখে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আযান প্রবর্তনের হাদীসেও দেখা যায়, বিজাতির সাথে যেন মিল না হয়ে যায়, সেদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব লক্ষ্য রেখেছেন। কিন্তু আমরা আজ সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করছি না।

لِبَاسُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পোশাক-পরিচ্ছদ

(٢٩٩) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ . (متفق عليه ، مشكوة : ٣٧٤، والشمائل : ٦)

সহজ তরজমা

(২৯৯) হযরত মগীরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রোম দেশীয় আঁটসাট আস্তিন বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেছেন।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৭৩, শামায়েল : ৬

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সাহাবায়ে কিরামের জামার হাতা অনেক প্রশস্ত হত। এজন্য মুনতাকা কিতাবে আছে : জামার হাতা এক বিঘত পরিমাণ প্রশস্ত করা মুস্তাহাব। এ হাদীসে সঙ্কীর্ণ হাতা বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করার যে বিবরণ রয়েছে, তা সফরের সময়ে ছিল। এটা তাবুক যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। সফরকালীন সময়ে এ ধরনের সঙ্কীর্ণ হাতা বিশিষ্ট জামা পরিধান করা জায়েয বরং কেউ কেউ মুস্তাহাব বলেছেন। তবে কেউ বলেছেন : শীতকালে শীতের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের সঙ্কীর্ণ জামা পরিধান করা যায়।

এ হাদীস থেকে আলেমগণ বলেছেন, কাফিরদের তৈরি বস্তু নাপাক নয়। তবে ভিন্নভাবে তা নাপাক হওয়ার কোনো আলামত পাওয়া গেলে তা ভিন্ন কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে রোমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুসলিমদের তৈরি কাপড় পরিধান করেছেন।

(٣٠٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ كَانَ اَحَبَّ الثِّيَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَمِيْصُ ـ (رواه الترمذى وابو داؤد، مشكوة :٣٧٤، والشمائل :٥)

সহজ তরজমা

(৩০০) হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কোর্তাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় লেবাস।

–তিরমিযী ও আবু দাউদ, মিশকাত : ৩৭৪, শামায়েল : ৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার নিম্নভাগের দুই পাশ ফাড়া ছিল না। হাঁটু ও টাখনুর মাঝামাঝি গোড়ালি বরাবর প্রলম্বিত ছিল। আমাদের দেশে একে গোল জুব্বা বলা হয়। এ জামা দিয়ে সহজে সারা দেহ আবৃত করা যায়। ইবনে আব্বাস রাযি. হতেও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুব্বা টাখনুর উপরে থাকত।

(٣٠١) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رض قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّسْغِ ـ
(رواه الترمذى وابوداؤد، مشكوة صـ ٣٧٤، والشمائل : ٥)

সহজ তরজমা

(৩০১) হযরত আস্মা বিনতে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত ছিল।

–তিরমিযী ও আবু দাউদ, মিশকাত : ৩৭৪, শামায়েল : ৫

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লামা জাযারী লিখেছেন, জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত প্রলম্বিত করা; আর অন্যান্য পোষাকের হাতা আরেকটু নিচে হওয়া সুন্নত। কিন্তু আঙ্গুল অতিক্রম করা যাবে না।

شُرْبُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পান করার নিয়ম

(٣٠٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلَاثًا اِذَا شَرِبَ وَيَقُوْلُ هُوَ اَمْرَءُ وَاَرْوٰى - (شمائل ترمذى : ١٤)

সহজ তরজমা

(৩০২) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (পানীয় বস্তু) পান করতেন, তখন পাত্রে তিন বার নিঃশ্বাস নিতেন। (অর্থাৎ একবারে এক ঢোক সবটুকু পান করতেন না) এবং বলতেন, এ নিয়মে পান করা বেশি হজমকারী এবং বেশি তৃষ্ণা নিবারক। -শামায়েলে মিরমিযী : ১৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"খাসায়েলে নববী" গ্রন্থে এক শ্বাসে পানি পান করার নিষেধাজ্ঞাও বর্ণিত আছে। আলেমগণ এক শ্বাসে পানি পান করার অনেক ক্ষতির কথা লিখেছেন। বিশেষ করে এতে মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যায়। এ ছাড়া পাকস্থলি ও যকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পানি দাঁড়িয়ে পান করাও অনুত্তম ও মাকরূহ। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে : হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক পানি দাঁড়িয়ে পান করার যে রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, তার অর্থ হল, পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয- এটা যেন পরিষ্কার হয়ে যায়।

তবে যমযম কূপের পানি দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। অযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয। মোল্লা আলী কারী রহ. অবশ্য এটাকে মুস্তাহাব বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শামী রহ. বলেছেন, অযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা অনেক রোগের জন্য প্রতিষেধক। এটা একটি পরীক্ষিত আমল। পানি বাম হাতে পান করা মাকরূহে তাহরীমী। হাদীসে একে শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পানির প্রত্যেক ঢোক বিসমিল্লাহ বলে পান করবে এবং প্রত্যেক ঢোকের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে।

www.banglakitab.weebly.com

اَكْلُهٗ مَعَ النَّاسِ

লোকজনের সাথে (একত্রে) রাসূল ﷺ-এর খাবার গ্রহণ

(٣٠٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رض قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ فَلَمَّا اَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحٰى اُتِىَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرِّدَ فِيْهَا فَالْتَفُّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَاهٰذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِىْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ثُمَّ قَالَ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا ـ

(رواه ابو داؤد، مشكوة : ٣٦٩)

সহজ তরজমা

(৩০৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুস্র রযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি পাত্র ছিল, যা চার জন লোক বহন করতে হত। তাকে বলা হত গাররা। যখন চাশতের সময় হত এবং সবাই চাশতের নামায পড়তেন, তখন তন্মধ্যে সারীদ প্রস্তুত করা হত এবং সাহাবাগণ সমবেতভাবে তার চতুস্পার্শ্বে খেতে বসে যেতেন। একবার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পা গুটিয়ে বসলেন। ফলে এক বেদুঈন বলে উঠল, এটা কেমন ধরনের বসা? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন; তিনি আমাকে অহংকারী নাফরমান বানান নি। এরপর তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে এর পার্শ্ব থেকে খাও, মধ্যস্থল ছেড়ে রাখ। কেননা সেখানে বরকত প্রদত্ত হয়। –আবু দাউদ, মিশকাত : ৩৬৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের মাধ্যমে চাশতের নামায প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা আরো প্রমাণিত হয়, চাশতের নামায পড়া ছিল সাহাবায়ে কিরামের নিয়মিত আমল। চাশতের নামায কমপক্ষে চার রাকা'আত। সূর্য আকাশে উঠার পর থেকে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরবর্তী ১০/১১ মিনিটের পর থেকে নিয়ে) সূর্য ঠিক মধ্য আকাশে আসার অর্থাৎ ঠিক দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় পড়া যায়। সারকথা, সূর্যোদয়ের ১০/১১ মিনিট পর হতে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় পড়া যায়। হাদীসে আছে : যে দ্বিপ্রহরের আগে চার রাকা'আত নামায পড়ল, সে যেন শবে কদরে নামায পড়ল। হাদীসে আরো আছে, নিয়মিত এ নামায আদায় করলে রিযিকে বরকত হয়।

www.banglakitab.weebly.com

রুটির ছোট ছোট টুকরা গোশতের ঝোলে মিশালে যে খাবার তৈরি হয়, তাকে ছারীদ বলা হয়। স্বাদ, খাদ্যগুণ ও লঘুপাক খাবার হিসেবে এর সুনাম রয়েছে। তৎকালীন আরবে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেকালে একে সর্বোত্তম খাদ্য বলে মনে করা হত।

খাবারের জন্য বিনা ওজরে আসন পেতে বসা মাকরূহ। অনুরূপভাবে হেলান দিয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াও মাকরূহ। খাওয়ার জন্য সুন্নত তরিকার বসা হল, উভয় হাঁটু বিছিয়ে নামাযের সূরতে বসা কিংবা এক হাঁটু উঠিয়ে বসা। তা ছাড়া উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে নিতম্ব মাটির সাথে লগিয়ে বসাও সুন্নত তরিকার অন্তর্ভুক্ত।

(٣٠٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ـ (رواه ابن ماجة، مشكوة : ٣٧)

সহজ তরজমা

(৩০৪) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একত্রে খানা খাও; পৃথক পৃথক খেয়ো না। কেননা জামাআতের সাথে খাওয়ার মধ্যে বরকত হয়ে থাকে। –ইবনে মাজাহ

(٣٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ اَسْرَعُ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِىْ يُؤْكَلُ فِيْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ اِلٰى سَنَامِ الْبَعِيْرِ ـ
(رواه ابن ماجة، مشكوة : ٣٧)

সহজ তরজমা

(৩০৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উটের কুঁজের দিকে ছুরি যত দ্রুত অগ্রসর হয়, তার চেয়েও দ্রুত অগ্রসর হয় কল্যাণ (বরকত) ওই গৃহের দিকে, যাতে (মেহমানদের অনবরত) খানা খাওয়ানো হয়। (অর্থাৎ বেশি মেহমানদারী করা হয়)।

–ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৩৭০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উটের কুঁজের গোশত অন্য অংশের গোশতের চেয়ে বেশি স্বাদ হওয়ার কারণে তা যেমনি দ্রুত কেটে খাওয়া হয়, তেমনি যে ঘরে মেহমানের আগমন বেশি হয়, সে ঘরে বরকত ও সমৃদ্ধি অতিসত্বর আগমন করে।

www.banglakitab.weebly.com

نَهْسٌ بِالذِّرَاعِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁজরের গোশত দাঁত দ্বারা ছিড়ে খেতেন

(٣٠٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَدُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا .

(رواه الترمذى وابن ماجه، مشكوة : ٣٦٦)

সহজ তরজমা

(৩০৬) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিছু গোশত আনা হল এবং তাঁর সম্মুখে পাঁজরের অংশটিই রাখা হল। তিনি তা খেতে খুব বেশী পছন্দ করতেন। তাই তিনি তা থেকে দাঁত দিয়ে কামড়ে খেলেন। –তিরমিযী ও ইবনে মাজহ, মিশকাত : ৩৬৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে গোশত আহার করতেন। এভাবে খাওয়া বিনয় ও অনাড়ম্বরতার লক্ষণ। এর ফলে হযম দ্রুত হয়। কেননা এভাবে খেতে হলে হাত দিয়ে ধরতে হয়। আর খাবার হাত দিয়ে ধরলে হাত থেকে বিশেষ রস খাদ্যের সাথে যুক্ত হয়। এ রস খাদ্য হজমে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এজন্য এভাবে হাত দিয়ে ধরে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে খাওয়া মুস্তাহাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জীব-জন্তুর হাতের গোশত পছন্দ করতেন। কারণ, হাতের গোশত নরম, সুস্বাদু ও লঘু পাক। তা ছাড়া এটা নাজাসাতের জায়গাসমূহ হতে দূরে থাকে। এটা নিশ্চিন্তে ও দ্রুত আহার করা যায়।

(٣٠٧) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ فَاِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْاَعَاجِمِ وَانْهَسُوْهُ فَاِنَّهُ اَهْنَأُ وَاَمْرَأُ

(رواه ابو داؤد، مشكوة صـ ٣٦٦)

সহজ তরজমা

(৩০৮) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ছুরি দ্বারা গোশত কাটিও না। কেননা তা অনারবদের (পারসিকদের) অভ্যাস। তোমরা বরং দাঁত দিয়ে কেটে খাও! কেননা এটা হজমের জন্যও উপকারী এবং শরীরের জন্যও বেশ ভালো।

–আবু দাউদ, মিশকাত : ৩৬৬

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"অনারব" বলে এখানে পারসিকগণ উদ্দেশ্য। কেননা পারস্যের লোকজন অহঙ্কারবশত গোশত ছুড়ি দিয়ে কেটে কেটে খেত। তবে গোশত যদি ভালো করে সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ শক্ত হয়, তা হলে ছুড়ি দিয়ে কেটে খাওয়ার অবকাশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (এরূপ অবস্থায়) ছুড়ি দিয়ে কেটে কেটে খাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। তাই গোশত ছুড়ি দিয়ে কেটে হাত দিয়ে খাওয়া যায়। তবে ছুড়ি দিয়ে কেটে ছুড়ি দিয়েই মুখে তুলে খাওয়া ঠিক নয়। কেননা এতে বিজাতিদের অনুসরণ পাওয়া যায়।

حُبُّ الدُّبَّاءِ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- এর লাউ পছন্দ করতেন

(٣٠٨) عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِ يُدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٣٦٤)

সহজ তরজমা

(৩০৮) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দাওয়াত করল। সুতরাং আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে গেলাম। সে যবের রুটি ও ঝোলবিশিষ্ট তরকারি উপস্থিত করল, তাতে ছিল কদু ও গোশ্তের টুকরা। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেয়ালার আশপাশ থেকে কদু খুঁজে নিচ্ছেন। ফলে সেইদিন থেকে আমিও সর্বদা কদু খাওয়া পছন্দ করতে লাগলাম। –মুত্তাঃ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দাওয়াত দানকারী সাহাবি হয়তো আনাস রাযি.-কেও দাওয়াত দিয়েছিলেন কিংবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম হিসেবে সাথে গিয়েছিলেন। দাওয়াতদাতা যদি এতে সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে আমাদের জন্যও এরূপ করতে সমস্যা নেই। নতুবা অনাহূত হয়ে কোনো নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করার অনুমতি ইসলামে নেই।

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল, খাদ্যের থালায় যদি বিভিন্ন রকম খাদ্য-দ্রব্য থাকে, তা হলে অন্যের সামনে থেকেও নিজের কোনো প্রিয় খাবার তুলে খাওয়া দোষণীয় নয়। তবে শর্ত হল, খাবারের সাথী একে অপছন্দ না করতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

লাউ বা কদু পছন্দ করা সুন্নত। কদু অনেক উপকারী সব্জি। কদু মস্তিষ্ককে সজীব, তীক্ষ্ম ও সতেজ করে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী লিখেছেন, কদু সবচেয়ে লঘুপাক খাবার। কদু খেলে পেট ঠাণ্ডা থাকে। চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী। পিত্তরস দূর করে, পিপাসা নিবারণ করে। হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি যখন তরকারি পাকাবে, তখন কদু বেশি করে দিবে। কেননা কদু অবসাদ দূর করে। মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করে।

হযরত ইউনুস আ. মাছের পেট হতে মুক্তি লাভ করে যখন নদীর পাড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি কদু গাছের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন। এতে কদু ও কদু গাছের উপকারিতা বুঝা যায়।

حُبُّ الدُّبَّاءِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্যাংশ খেতে পছন্দ করতেন

(٣٠٩) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ ـ
(رواه الترمذى، مشكوة : ٣٦٦)

সহজ তরজমা

(৩০৯) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যপাত্রের তলচাট (নিচে লেগে থাকা অংশ) পছন্দ করতেন।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৩৬৬

لَعْقُ الْاَصَابِعِ وَ الْقَصْعَةِ

খাদ্যপাত্র ও আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়া

(٣١٠) عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّفْحَةِ وَقَالَ اِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ فِىْ اَيَّةٍ الْبَرَكَةُ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٣٦٣)

সহজ তরজমা

(৩১০) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (খাওয়ার শেষে) অঙ্গুলীসমূহ ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন : খাদ্যের কোন অংশটির মধ্যে বরকত রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমরা তা অবগত নও। –মুসলিম

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আঙ্গুল চেটে খাওয়া সুন্নত। এতে আঙ্গুল থেকে নিষিক্ত রস খাদ্যের হজমক্রিয়ার সহায়ক হয়। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। পাত্রভর্তি কোনো খাবার যদি আপন হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে রেখে দেন, তা হলে দেখবেন– ওই খাবার খুব দ্রুত তা নষ্ট হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

এখানে উল্লেখ্য যে, আঙ্গুল চেটে খাওয়াকে অপছন্দ করা এবং ঘৃণিত মনে করা কুফরি সমতুল্য। এমনকি কেউ যদি স্বভাবগতভাবে এটাকে পছন্দ করতে না পারে, তা হলে তার জন্য পছন্দ করার অভ্যাস করা উচিত। অন্যথায় নিজেকে ধিকৃত মনে করবে। এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করবে না। বস্তুত আঙ্গুল চেটে খাওয়ার মধ্যে তো ঘৃণার কিছু নেই। আমরা তো আম খাওয়ার সময়ও আম একবার মুখে দিই, এরপর চুষে চুষে বের করি। আবার মুখে দেই। এর চাইতে কি আঙ্গুল চেটে খাওয়া বেশি "দৃষ্টিকটু" (!) হয়ে গেল?

(٣١١) عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَكُلِّ شَيْئٍ مِنْ شَانِهٖ حَتّٰى يَحْضُرَهٗ عِنْدَ طَعَامِهٖ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَعْلَقْ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ اَيَّ طَعَامِهٖ يَكُوْنُ الْبَرَكَةُ۔ (رواه مسلم، مشكوة : ٣٦٣)

সহজ তরজমা

(৩১১) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : তোমাদের প্রতিটি কাজের সময় শয়তান তার পাশে উপস্থিত হয়, এমনকি খাওয়ার সময়ও উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারও লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর খাওয়ার শেষে যেন অঙ্গুলী চেটে নেয়। কেননা সে জানে না, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে। -মুসলিম, মিশকাত : ৩৬৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মানুষের প্রতি পদে পদে শয়তান বাধা সৃষ্টি করে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ও পলে পলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা শয়তানের কাজ। তাই মানুষকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। খাবার আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশাল নেয়ামত। এ খাবারেও শয়তান তার ভাগ বসাতে চায়। বিসমিল্লাহ না বলে খানা শুরু করলে শয়তান সে খাবারে অংশীদার হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে খাবারের কোনো অংশ পাত্র থেকে পড়ে গেলে, তাতেও শয়তান ভাগ বসায়। কাজেই এখানে "শয়তানের জন্য রেখে দেওয়া ও শয়তান ভাগ বসানো" আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য হতে পারে। দ্বিতীয়ত ওই লোকমা না উঠানো আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতকে নষ্ট করার নামান্তর। পড়ে যাওয়া খাবার অংশকে তুচ্ছ মনে করা অহঙ্কারীদের অভ্যাস। অহঙ্কারবশতই মানুষ পড়ে যাওয়া খাবার

www.banglakitab.weebly.com

তুলে খায় না। আর অহঙ্কার শয়তানের বড় একটি বৈশিষ্ট্য। এ জন্য পড়ে যাওয়া খাবার না তোলাকে শয়তানের জন্য রেখে দেওয়া বলা হয়েছে।

(٣١٢) عَنْ نُبَيْشَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اِسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ.

(رواه احمد والترمذى، مشكوة : ٣٦٦)

সহজ তরজমা

(৩১২) হযরত নোবায়শা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পেয়ালাতে খায় এবং তা চেয়ে নেয়, পাত্রটি তার জন্য মাগফিরত কামনা করে। – আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজহ ও দারমী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পেয়ালা ক্ষমা প্রার্থনা করার অর্থ হল, পেয়ালা চেটে খাওয়ার কারণে অহঙ্কার দূর হয়ে বিনয় সৃষ্টি হয়। আর বিনয় গোনাহ মাফের কারণ হয়। তাই রূপক অর্থে ইস্তেগফারের সম্পর্ক পেয়ালার দিকে করা হয়েছে।

مِشْيَتُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাঁটা-চলা

(٣١٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. (شمائل ترمذى : ٨)

সহজ তরজমা

(৩১৩) হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চলতেন, তখন নিচের দিকে নামার মতো ঝুঁকে চলতেন। –শামায়েলে তিরমিযী : ৮

(٣١٤) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ رح قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رض اِذَا وَصَفَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا مَشٰى تَقَلَّعَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ فِىْ صَبَبٍ.

(شمائل ترمذى : ٨)

সহজ তরজমা

(৩১৪) হযরত ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাযি. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুনাগুণ বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিচের দিকে নামার মতো দৃঢ় পদভারে চলতেন। (মহিলাদের মতো পা টেনে টেনে চলতেন না)। –শামায়েলে তিরমিযী : ৮

www.banglakitab.weebly.com

تَعَطُّرُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা

(٣١٥) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا ـ (شمائل : ١٤)

সহজ তরজমা

(৩১৫) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আতরদানি ছিল। তিনি তা থেকে আতর-খুশবু ব্যবহার করতেন। –শামায়েলে : ১৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগতিক কোনো সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার না করলেও তার শরীর মোবারক হতে অলৌকিকভাবে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরের ঘাম সাহাবায়ে কিরামের কেউ কেউ সুগন্ধিরূপে ব্যবহার করতেন মর্মে একাধিক ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। সুগন্ধি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম প্রিয়বস্তু ছিল।

سُكَّةٌ শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন : سُكَّةٌ অর্থ, আতরদানি, সুগন্ধি রাখার পাত্র। সে পাত্র থেকে সুগন্ধি নিয়ে ব্যবহার করতেন। আবার কেউ বলেছেন : سُكَّةٌ অর্থ একধরনের যৌগিক আতর। কামুস, মুহীত ইত্যাদি অভিধানগ্রন্থে এ অর্থটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, প্রথমোক্ত অর্থটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

(٣١٦) وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ ـ (شمائل : ١٤)

সহজ তরজমা

(৩১৬) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খোশবু প্রত্যাখ্যান করতেন না। –শামায়েল : ১৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অনুরূপভাবে বালিশ, তেল, দুধ ইত্যাদি কেউ হাদিয়াস্বরূপ পেশ করলে ফেরত দিতেন না। কেননা এগুলো সামান্য জিনিস। এগুলো দিলে দাতার উপর কোনো চাপ পড়ে না। তদুপরি এগুলো ফেরত দিলে দাতার মনে কষ্ট লাগতে পারে। এসব ছোট-খাটো জিনিসও ওইসব বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো দান করা দাতার জন্য কষ্টকর নয়।

www.banglakitab.weebly.com

(٣١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهٗ وَخَفِىَ لَوْنُهٗ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهٗ وَخَفِىَ رِيْحُهٗ. (شمائل : ١٤)

সহজ তরজমা

(৩১৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষের খুশবু হল ওই জিনিস, যার সুগন্ধি প্রকাশ পায় এবং রং উহ্য থাকে। আর নারীর খুশবু হল ওই জিনিস, যার রং প্রকাশ পায় এবং সুগন্ধি উহ্য থাকে (তথা প্রকাশ পায় না)। –শামায়েল : ১৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মহিলাদের প্রসাধনী ও খুশবুতে রঙের প্রাধান্য থাকবে; কিন্তু ঘ্রাণ থাকবে কম। পক্ষান্তরে পুরুষদের সুগন্ধিতে ঘ্রাণ থাকবে, কিন্তু রঙ থাকবে না।

كَلَامُهٗ وَضِحْكُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাবার্তা বলা ও হাসি

(٣١٨) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّهٗ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهٗ مَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ. (شمائل : ١٤)

সহজ তরজমা

(৩১৮) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মতো এরকম দ্রুত এবং একাধারে কথা বলতেন না বরং স্পষ্ট ও আলাদা আলাদা করে কথা বলতেন। তাঁর নিকটস্থ ব্যক্তি তা মুখস্থ করে নিত। –শামায়েল : ১৪

(٣١٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ. (شمائل : ١٤)

সহজ তরজমা

(৩১৯) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কথা তিন তিন বার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে তাঁর কথাটি শ্রোতাগণ সুস্পষ্টভাবে বঝতে পারে। –শামায়েল : ১৪

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্পষ্টভাবে বা খুব দ্রুত কথা বলতেন না বরং এমন ধীরগতিতে কথা বলতেন, যেন শ্রোতারা সবাই বুঝতে পারে। কথার বিষয়বস্তু যদি কঠিন হত অথবা শ্রোতা অনেক বেশি হত, তা হলে একটি কথা মজলিসের তিন দিকে ফিরে তিনবার বলতেন। যেন শ্রোতারা সবাই ভালো করে অনুধাবন করতে পারে। এ তিনবার বলা সর্বোচ্চ পরিমাণ। অনেক সময় দু'বারও বলতেন। যদি মনে করতেন, দু'বার বলার মাধ্যমেই শ্রোতারা উপলব্ধি করে ফেলেছে।

(٣٢٠) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضـ قَالَ سَأَلْتُ خَالِيْ هِنْدَ بْنَ أَبِيْ هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا قُلْتُ صِفْ لِيْ مَنْطِقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلَ السَّكْتِ لَايَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ كَلَامُهُ فَصْلٌ لَا فُضُوْلٌ وَلَا تَقْصِيْرٌ لَيْسَ بِالْجَافِيْ وَلَا الْمُهِيْنِ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ لَايَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَايَمْدَحُهُ وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَاكَانَ لَهَا فَإِذَا تَعَدَّى الْحَقَّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْئٌ حَتّٰى يَنْتَصِرَ لَهُ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَايَنْتَصِرُ لَهَا إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ إِتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنٰى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرٰى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ يَفْتِرُ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ۔
(شمائل ١٥-١٤)

সহজ তরজমা

(৩২০) হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবূ হালাকে জিজ্ঞাসা করলাম আর তিনি ছিলেন অধিক গুনাগুণ বর্ণনাকারী। আমি তাকে বললাম : আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথোপকথনের ধরণ বর্ণনা করুন। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আখেরাতের) চিন্তায় সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকতেন। সর্বদা ফিকিরগ্রস্ত ও বিমূর্ষ থাকতেন (উম্মতের ব্যাপারে) তার কোনো বিশ্রাম বা নিশ্চিন্ততা ছিল না।

www.banglakitab.weebly.com

অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি কথা শুরু করতেন এবং শেষ করতেন মুখ ভরে (অর্থাৎ কথা বলার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাই পরিষ্কার ও পরিপূর্ণভাবে বলতেন)। তিনি কথা বলতেন জাওয়ামে কালিম এর সাথে (অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক স্বল্প শব্দে)। তাঁর কথা ছিল পৃথক পৃথক। তাতে খুব অতিরঞ্জনও ছিল না, আবার একেবারে স্বল্পতাও না। তিনি কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না এবং কাউকে তিনি অপদস্থ করতেন না। নিয়ামতকে খুব বড় মনে করতেন যদিও তা ক্ষুদ্র হত; তার কোনো নিন্দা করতেন না। এছাড়া খাদ্যদ্রব্যের বেশি দোষ ধরতেন না, আবার বেশি প্রশংসাও করতেন না। দুনিয়া ও দুনিয়ার কোনো বিষয় তাকে রাগান্বিত করত না (অর্থাৎ তিনি দুনিয়াবী বিষয়ে রাগান্বিত হতেন না)। অবশ্য কোনো হকের [অধিকারের] বিষয়ে (কেউ) সীমালঙ্ঘন করলে (অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন। ফলে তখন) কোনো কিছুই তাঁর রাগকে দমাতে পারত না, যতক্ষণ না তার প্রতিশোধ নিতেন। যখন তিনি ইশারা করতেন, তখন পূর্ণ হাতের (পাঞ্জা) দ্বারা ইশারা করতেন। আর যখন রাগান্বিত হতেন, তখন হাতকে মিলাতেন (অর্থাৎ কথার সাথে সাথে হাতও নাড়াতেন) এবং ডান হাতের পাঞ্জার দ্বারা বাম হাতের পেটে তথা পাঞ্জার তালুতে করাঘাত করতেন। আর যখন রাগান্বিত হতেন (কারো উপরে, তখন তাঁর থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং অমনোযোগীভাব দেখাতেন। খুশি হলে চোখ বন্ধ করে ফেলতেন। তাঁর হাসির অধিকাংশই ছিল মুচকি হাসি। এ সময় তাঁর দাঁত মোবারক বৃষ্টির ফোটার মতো উজ্জ্বল ও ঝকঝকে দেখাত। –শামায়েল : ১৪-১৫

(٣٢١) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَضْحَكُ اِلَّا تَبَسُّمًا ، فَكُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ قُلْتُ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِاَكْحَلَ ـ (شمائل : ١٥)

সহজ তরজমা

(৩২১) রাসূলুল্লাহ ﷺ সশব্দে হাসতেন না বরং মুচকি হাসি দিতেন। সুতরাং যখন আমি তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিতাম, (মনে মনে) বলতাম– চক্ষুদ্বয়ে সুরমা লাগানো, অথচ ওই সময় সুরমা লাগানো ছিল না। (শামায়েল : ১৫)

خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র মাধুর্য

(٣٢٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلَا لِشَىْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ

www.banglakitab.weebly.com

خُلُقًا وَلَامَسِسْتُ قَطُّ خَزًّا وَلَا حَرِيْرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَاعِطْرًا كَانَ اَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ (شمائل : ٢٥)

সহজ তরজমা

(৩২২) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি। তিনি (এ দীর্ঘ সময়ে) আমাকে কখনও উহ্ শব্দ পর্যন্ত বলেন নি। আমি কোনো (অনুচিত) কাজ করে ফেললেও তিনি বলেন নি, এ কাজ কেন করলে? আর কোনো (উচিত) কাজ তরক করে ফেললেও বলেন নি, কেন ওটা তরক করলে অর্থাৎ কেন করলে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের তালু অপেক্ষা নরম কোনো রেশমী কাপড় বা শুধু রেশম বা অন্য কোনো কিছু কখনও স্পর্শ করি নি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ের ঘাম অপেক্ষা অতি সৌরভ ও সুগন্ধিময় কোনো আতর কিংবা মেশক আম্বরও কখনও শুঁকি নি।

–শামায়েল : ২৩

(٣٢٣) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ شَيْئًا قَطُّ اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً ـ (شمائل : ٢٣)

সহজ তরজমা

(৩২৩) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত কখনও কাউকে আপন হাত দ্বারা আঘাত করেন নি; কোনো খাদেমকেও না, কোনো মেয়েলোককেও না। (অর্থাৎ স্ত্রী-কন্যা, বাঁদি বা অন্য কোনো মহিলাকেও নয়।)

–শামায়েল : ২৩

(٣٢٤) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رض سَاَلْتُ اَبِىْ عَنْ سِيْرَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جُلَسَائِهٖ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا صَخَّابٍ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مَشَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِىْ وَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ وَلَا يُجِيْبُ فِيْهِ قَدْ تَرَكَ

www.banglakitab.weebly.com

نَفْسَهٗ مِنْ ثَلَاثٍ اَلْمِرَاءِ وَالْاِكْبَارِ وَمَالَا يَعْنِيْهِ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَا يَذُمُّ اَحَدًا وَلَا يُعَيِّبُهٗ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهٗ وَلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا فِيْمَا رَجَا ثَوَابَهٗ وَاِذَا تَكَلَّمَ اَطْرَقَ جُلَسَائُهٗ كَاَنَّمَا عَلٰى رُؤُوْسِهِمُ الطَّيْرُ فَاِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوْا لَايَتَنَازَعُوْنَ عِنْدَهُ الْحَدِيْثَ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهٗ اَنْصَتُوْا لَهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ حَدِيْثُهُمْ عِنْدَهٗ حَدِيْثُ اَوَّلِهِمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُوْنَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُوْنَ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيْبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِىْ مَنْطِقِهٖ وَمَسْئَلَتِهٖ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَصْحَابُهٗ لَيَسْتَجْلِبُوْنَهُمْ وَيَقُوْلُ اِذَا رَاَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يُطَلِبُهَا فَارْفُدُوْهُ وَلَايَقْبَلُ الثَّنَاءَ اِلَّا مِنْ مُكَافِىٍ وَلَايَقْطَعُ عَلٰى اَحَدٍ حَدِيْثَهٗ حَتّٰى يَجُوْزَ فَيَقْطَعُهٗ بِنَهْىٍ اَوْ قِيَامٍ ـ (شمائل : ٢٤)

সহজ তরজমা

(৩২৪) হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে আলী রাযি. বলেছেন, একবার আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক তাঁর মজলিসের সাথীদের সাথে আচার-আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সদা প্রফুল্লচিত্ত, সহজ-স্বাভাবিক, নরম প্রকৃতির। তিনি কর্কশ কথা বলতেন না, কঠিনহৃদয়ও ছিলেন না। চিৎকার করে কথা বলতেন না, অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো দোষ বলে বেড়াতেন না, কৃপণও ছিলেন না। অপছন্দের বিষয় থেকে বিমুখ ও অমনোযোগী থাকতেন। কাউকে তাঁর থেকে নিরাশ করতেন না, আবার সে ব্যাপারে ওয়াদাও দিতেন না। তিনি তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন : (১) ঝগড়া-বিবাদ। (২) অহঙ্কার-গর্ব ও (৩) অনর্থক বেহুদা কথাবার্তা থেকে। আর তিনটি বিষয় থেকে মানুষদেরকে বাঁচাতেন– (১) তিনি কারো নিন্দাবাদ করতেন না। (২) কারো দোষ বর্ণনা করতেন না এবং (৩) কারো দোষ ও গোপনীয়তা অন্বেষণ করতেন না। তিনি শুধু ওই বিষয়েই কথাবার্তা বলতেন, যাতে সাওয়াবের আশা করতেন। (অর্থাৎ সাওয়াবের কারণ হয় এমন কথা বলতেন।) যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তাঁর মজলিসের লোকজন এমনভাবে ঘাড় ঝুঁকিয়ে ও চুপচাপ বসে থাকতেন, যেন তাদের মাথার উপর পাখি (উপবিষ্ট) রয়েছে। তিনি চুপ করলে তবেই তারা কথা বলতেন। তারা কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে কোনো কথা নিয়ে ঝগড়া করতেন না। কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বললে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কথা বলা থেকে বিরত না হত,

www.banglakitab.weebly.com

ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিশ্চুপ থাকতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাদের (মজলিসে উপস্থিত প্রত্যেকের) কথা ছিল প্রথম কথনের মতো। (অর্থাৎ শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম গুরুত্বের সাথে শুনতেন।) তাঁরা যে বিষয়ে হাসতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাতে হাসতেন। আবার তাঁরা যে বিষয়ে আশ্চার্যন্বিত হতেন, তিনিও তাতে আশ্চার্যন্বিত হতেন।

তিনি মুসাফির অপরিচিত ব্যক্তিদের অসংযত কথাবার্তা এবং উদ্ভট বেআদবিমূলক প্রশ্নের উপর ধৈর্যধারণ করতেন। এমনকি সাহাবীগণ তাদের (গ্রাম্য ও অপরিচিত লোকদের)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিস পর্যন্ত নিয়ে আসতেন (যাতে তারা যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচবোধ করেন, এ সমস্ত গ্রাম্য ব্যক্তিদের প্রশ্নের দ্বারা তার উত্তর জানতে পারেন)। তদুপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোনো অভাবীকে সাহায্য চাইতে দেখ, তখন তাকে সাহায্য করো। তিনি কারো প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। অবশ্য শরী'অতের সীমায় থেকে (কৃতজ্ঞতা আদায় স্বরূপ প্রশংসা) করলে তা গ্রহণ করতেন। তিনি কারো কথাকে মাঝখানে কেটে দিতেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করলে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বা দাঁড়িয়ে তা কেটে দিতেন। (অর্থাৎ তার কথা পূর্ণ করতে দিতেন না।) –শামায়েল : ২৪

(٣٢٥) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْزُنُ لِسَانَهُ اِلَّا فِيْمَا يَعْنِيْهِ وَيَتَفَقَّدُ اَصْحَابَهُ وَيَسْئَلُ النَّاسَ وَيُحْسِنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيْهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيْحَ وَيُوْهِيْهِ مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَاَمَانَةٍ لَا تُرْفَعُ فِيْهِ الْاَصْوَاتُ وَلَاتُؤْبَنُ فِيْهِ الْحَرَمُ وَلَا تُنْثٰى فَلَتَاتُهُ يُوَقِّرُوْنَ فِيْهِ الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمُوْنَ فِيْهِ الصَّغِيْرَ وَيُؤْثِرُوْنَ ذَاالْحَاجَةِ وَيَحْفَظُوْنَ الْغَرِيْبَ ـ (شمائل : ٢٣-٢٢)

সহজ তরজমা

(৩২৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জিহ্বাকে জরুরি বিষয় ছাড়া সংযত রাখতেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। মানুষের পরস্পরের অবস্থা তদারকি ও জিজ্ঞাসা করতেন। ভালো কথাকে ভালো বলে তাকে দৃঢ় সমর্থন করতেন। আর খারাপকে খারাপ বলে তা দূরে ছুঁড়ে ফেলতেন। তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞান, লজ্জা, ধৈর্য এবং আমানতের মজলিস। তথায় আওয়াজকে উচ্চ করা হত না, মানুষের সম্মানহানী করা হত না, কারো পদস্খলন ছড়িয়ে দেওয়া হত না। সেখানে তাঁরা বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করতেন। তাঁরা বিপদাপদে মুখাপেক্ষীদের প্রধান্য দিতেন এবং মুসাফির ও অপরিচিত ব্যক্তিদের দেখাশুনা ও খোঁজ-খবর নিতেন। –শামায়েল : ২২-২৩

www.banglakitab.weebly.com

(٣٢٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رض قَالَ كُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا (شمائل : ٢٣)

সহজ তরজমা

(৩২৬) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন দুনিয়ার আলোচনা করতাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আমাদের সাথে দুনিয়ার আলোচনা করতেন। যখন আমরা আখেরাতের আলোচনা করতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে আখেরাতের আলোচনা করতেন। আর যখন আমরা খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে তার আলোচনা করতেন। –শামায়েল : ২৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন : দুনিয়াবি আলোচনার অর্থ হল, দুনিয়াবী বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা, যা আখেরাতের সাথে পরোক্ষভাবে হলেও সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত সব আলোচনা অনর্থক নয় বরং দুনিয়ার অনেক আলোচনা এমন আছে, যা জরুরি পর্যায়ের। এগুলো সম্পর্কিত বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আলোচিত না হলে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আলোচনা না করলে জানা সম্ভব ছিল না।

حَيَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাজুকতা

(٣٢٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهٖ ـ (شمائل : ٢٤)

সহজ তরজমা

(৩২৭) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দানশীল (অর্থাৎ পর্দাবৃত) কুমারী মেয়েদের চেয়ে বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন তিনি কোনো কথা বা বিষয়কে অপছন্দ করতেন, আমরা তা তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারতাম। –শামায়েল : ২৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"اَلْعَذْرَاءُ فِىْ خِدْرِهَا" এর দুটি অর্থ হতে পারে। (১) অন্তপুরের পর্দানশীল কুমারী নারী। (২) বাসররাতের লজ্জাবনতা নারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

تَوَاضُعُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনম্রতা

(٣٢٨) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِىْ بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ اَحَدُكُمْ فِىْ بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ . (رواه الترمذى، مشكوة : ٥٢٠)

সহজ তরজমা

(৩২৮) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জুতা নিজেই ঠিক করতেন, নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। তোমাদের প্রত্যেকেই যেমনি নিজ নিজ গৃহের কাজকর্ম কর, তেমনি তিনিও নিজ গৃহের কাজকর্ম করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. আরও বলেছেন, তিনি অন্যান্য মানুষের মতোই একজন [সাধারণ] মানুষ ছিলেন। নিজের কাপড় হতে নিজেই উকুন বাছতেন এবং নিজে বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের [প্রয়োজনীয়] কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ৫২০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ : 'তিনি একজন মানুষ ছিলেন' অর্থাৎ সাধারণ ও নিরহঙ্কার মানুষের মতো নিজের গৃহস্থালি কাজকর্ম নিজেই করতেন। নিজের ব্যক্তিগত কাজ ও সাংসারিক কাজ করতে তিনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন।

এ হাদীসটিতে কাপড়ে বা শরীরে উকুন খোঁজার কথা বলা হয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে বা পোশাকে উকুন হত না। কারণ, শরীরের ময়লা থেকে উকুন জন্ম নেয় আর ঘামের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পায়। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে তো ময়লাই ছিল না। সেখানে উকুন আসবে কোত্থেকে? তবে স্ত্রীদের গা থেকে উকুন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীসটিতে হয়ত এ কারণেই উকুনের প্রসঙ্গ এসেছে।

(٣٢٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ .
(شمائل : ٢٢)

সহজ তরজমা

(৩২৯) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন, জানাযায় উপস্থিত হতেন, গাধায় আরোহণ করতেন এবং গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন। –শামায়েল : ২২

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ঘোড়ার তুলনায় গাধা নিম্নমানের বাহন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল নবী-রাসূল ও মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও গাধায় চড়তে উন্নাসিকতা প্রকাশ করতেন না। আমাদের এ যুগে প্রাইভেট কার ও মাইক্রো বাসের তুলনায় যাত্রীবাহী বাসকে নিম্নমানের যানবাহন মনে করা হয়। কিন্তু নবীজীর শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরও যাত্রীবাসে চড়ে যাতায়াতকে অপছন্দ করা উচিত নয়। তবে কারো কোনো সমস্যা থাকলে ভিন্ন কথা।

(٣٣٠) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى إِلٰى خُبْزِ الشَّعِيْرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيْبُ وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتّٰى مَاتَ. (شمائل : ٢٢)

সহজ তরজমা

(৩৩০) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যবের রুটি এবং বাসি চর্বি খাওয়ার দাওয়াত দিলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন। এমনকি জনৈক ইহুদীর নিকট তাঁর একটি বর্ম বন্ধক ছিল; কিন্তু তিনি শেষজীবন পর্যন্ত তা ছাড়ানোর মতো সামর্থ্যের অধিকারী হন নি।

–শামায়েল : ২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

চর্বি পুরান হয়ে গেলে তাতে কিছুটা দুর্গন্ধও হয়ে যেতে পারে। দাওয়াতকারীর অবস্থা দেখে বা তার বর্ণনার দ্বারা দাওয়াতের অবস্থা জানা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয়ের প্রমাণ।

এ হাদীসের শেষে ঋণের কথা আলোচিত হয়েছে। এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয়ের প্রমাণ। তিনি ইহুদির কাছ থেকেও ঋণ নিতে কুণ্ঠিত হন নি। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রাচুর্য ও ধন-দৌলত গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ﷺ তা গ্রহণ না করে অভাব-অনটন ও নিঃস্বতাকে অবলম্বন করেছিলেন। বরাবরই তিনি দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিঃস্ব অবস্থায় বাঁচিয়ে রেখো! নিঃস্ব অবস্থায় আমার মৃত্যু দিও! অবশেষে নিঃস্বদের সঙ্গেই আমার হাশর করো!"

এখানে প্রশ্ন জাগে, ধনী ও বিত্তশালী সাহাবিদের কাছ থেকে ঋণ না নিয়ে একজন ইয়াহুদীর কাছ থেকে তিনি ﷺ ঋণ নিলেন কেন? এর জবাবে মোল্লা আলী কারী রহ. جَمْعُ الْوَسَائِل গ্রন্থে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন।

(১) বৈধতার বর্ণনার জন্য। অর্থাৎ এটা যে জায়েয, বাস্তবে আমল করে তা দেখিয়েছেন।

www.banglakitab.weebly.com

(২) হতে পারে তখন ধনী সাহাবিদের কাছে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য ছিল না।

(৩) সম্ভাবনা ছিল সাহাবিদের কারো কাছ থেকে নিলে তিনি মূল্য গ্রহণ করতেন না বা অর্থ ফেরত নিতেন না।

(৪) ধনী সাহাবিরা বিষয়টা হয়তো জানতেন না আর যারা জানতেন তাদের সামর্থ্য ছিল না।

(٣٣١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَاَجَبْتُ ـ (شمائل : ٢٣)

সহজ তরজমা

(৩৩১) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমাকে বকরির একটি পাও হাদিয়া দেওয়া হয়, তবুও আমি তা গ্রহণ করব আর যদি এর (বকরির পায়ের) দাওয়াত দেওয়া হয়, অবশ্যই তা কবুল করব (এবং সেখানে যাব)। –শামায়েল : ২৩

(٣٣٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ وَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ ـ (شمائل : ٢٢)

সহজ তরজমা

(৩৩২) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার প্রশংসায় এমন বাড়াবাড়ি করো না, যেমন করেছিল খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর ব্যাপারে– আমি নিছক এক আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা (আমাকে) আবদুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল বলো! –শামায়েল : ২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ এমন কোনো প্রশংসা কর না, যা কোনো বান্দার জন্য শোভনীয় বা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আল্লাহর কোনো বিশেষ গুণের সাথে বান্দাকে যুক্ত ও গুণান্বিত করে ফেলা নিশ্চিতভাবে ভ্রষ্টতা। বান্দা তো বান্দাই। সে তো আর খোদা নয়। প্রশংসা করতে করতে বান্দাকে খোদার আসনে বসিয়ে দেওয়া কখনো সমীচীন নয়। এক্ষেত্রে সীমারেখা বজায় রাখতে হবে। তাওহীদ ও শিরকের গণ্ডি মেনে চলতে হবে।

(٣٣٣) عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اِجْلِسِيْ فِيْ اَيِّ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ شِئْتِ اَجْلِسْ اِلَيْكِ ـ (شمائل : ٢٢)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৩৩) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : যাও! মদীনার যে কোনো রাস্তায় ইচ্ছা বস, (সেখানেই) তোমার কাছে আমি বসব (অর্থাৎ তোমার কথা শুনব)।

–শামায়েল : ২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ মহিলা কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সে মহিলার কথা শুনতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এটা তার উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

রাস্তায় বসার উদ্দেশ্য হল, যেন তার সাথে নির্জনতা না হয়ে যায়। তবে কেউ কেউ বলেছেন, মহিলাটির মাথায় যেহেতু সমস্যা ছিল, তাই সে সারাদিন রাস্তাঘাটে ঘুরাফেরা করত। তাই তাকে রাস্তায় বসার জন্য বলা হয়েছে। কেননা এ ধরনের মহিলাদেরকে ঘরে নিয়ে গেলে ঘরের মহিলাদের মানসিক কষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

(٣٣٤) وَعَنْهُ قَالَ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَحْلٍ رَثٍّ وَعَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ لَا تُسَاوِىْ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لَارِيَاءَ فِيْهِ وَلَا سُمْعَةَ. (شمائل : ٢٢)

সহজ তরজমা

(৩৩৪) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পুরাতন হাওদায় চড়ে হজ্ব করলেন। আর তার উপর একটি কাপড় ছিল, যা (মূল্য হিসেবে) চার দেরহামের সমান ছিল না এবং তিনি এই দু'আ পড়ছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি এই হজ্বকে এমন হজ্বে পরিণত কর, যাতে থাকবে না কোনো লৌকিকতা, থাকবে না কোনো সুম'আ তথা প্রসিদ্ধিচ্ছা। –শামায়েল : ২২

(٣٣٥) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَلَا نَبْنِىْ لَكَ بِنَاءً يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ لَامِنًى مَنَاخُ مَنْ سَبَقَ.

(رواه الترمذى، مشكوة : ٢٣١)

সহজ তরজমা

(৩৩৫) হযতর আয়েশা রাযি. বলেন, আমরা সাহাবীগণ আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি ডেরা তৈরি করব না –যা আপনাকে সর্বদা ছায়া দিবে ? তিনি বললেন, না। মিনায় সে-ই ডেরা স্থাপন করতে পারবে, যে প্রথমে আসবে। –তিরমিযী, মিশকাত : ২৩১

www.banglakitab.weebly.com

(٣٣٦) عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ رضـ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَاطَرْدٌ وَلَيْسَ قِيْلَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٣١)

সহজ তরজমা

(৩৩৬) হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্মার রাযি. বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি ঈদের দিনে তিনি একটি লাল সাদা মিশ্রিত উটনীর উপর থেকে জামরায় কাঁকর মারছেন- যেখানে কাউকেও মারণ নাই, হাঁকানো নাই, সর সর রবও নাই। -তিরমিযী, মিশকাত : ২৩১

فِرَاشُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা

(٣٣٧) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ ـ (شمائل : ٢٢)

সহজ তরজমা

(৩৩৭) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা যার উপরে তিনি ঘুমাতেন, তা ছিল খেজুরের ছাল (ছোবরা) ভরা চামড়ার। -শামায়েল : ২২

(٣٣٨) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِكِ قَالَتْ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ وَسَئَلْتُ حَفْصَةَ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِكِ قَالَتْ مَسْحًا نَثْنِيْهِ ثِنْتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ لَوْ ثَنَيْتُهُ اَرْبَعَ ثَنْيَاتٍ كَانَ اَوْطَأَ لَهُ فَثَنَيْنَاهُ بِاَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ مَا فَرَشْتُمُوْنِى اللَّيْلَةَ قَالَتْ قُلْنَا هُوَ فِرَاشُكَ اِلَّا اَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِاَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ قُلْنَا هُوَ اَوْطَأُلَكَ قَالَ رُدُّوْهُ لِحَالِهِ الْاُوْلٰى فَاِنَّهُ مَنَعَتْنِىْ وَطَأَتُهُ صَلٰوتِى اللَّيْلَةَ ـ (شمائل : ٢٢)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৩৮) হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর পিতা) বলেছেন : একবার কেউ হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বলেন, চামড়ার ছিল, যার মধ্যে খেজুরের ছাল ভরা ছিল। আরেক দিন কেউ হযরত হাফছা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বলেন, একটি চট ছিল, যা আমি দু'ভাজ করে দিতাম। এরপর তিনি তাতে ঘুমাতেন। এরপর হঠাৎ এক রাতে আমার খেয়াল হল যে, চটটি যদি চার ভাঁজ করে বিছানো হয়, তা হলে এটা তাঁর জন্য বেশি নরম ও আরামদায়ক হবে। ফলে আমি তা চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রাতে আমার (পিঠের) নিচে কী বিছিয়ে দিয়েছিলে? হাফছা রাযি. বলেন, আমি বললাম : তা তো আপনারই বিছানা ছিল, কিন্তু আমি তা চার ভাঁজ করে দিয়েছি মাত্র। আমি আরও বললাম, তা আপনার জন্য বেশি আরামদায়ক হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটি পূর্বের মতো করে দাও! কেননা এর কোমলতা আমাকে রাতের (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের) নামায পড়া থেকে বাঁধা দিয়েছে। –শামায়েল : ২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব সাধারণ বিছানায় ঘুমাতেন ও নিদ্রা যেতেন। যেমন, চামড়ার ভিতরে গাছের ছাল ভরে তৈরি তোষকে তিনি রাত্রিযাপন করতেন।

একরাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠতে পারলেন না অথবা নিয়মিত যে সময় উঠতেন, তার চেয়ে খানিক দেরি হয়ে গেল। বস্তুত এর দ্বারা উম্মতকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর তো ঘুমাত না। اَلْعَيْنَانِ تَنَامَانِ وَالْقَلْبُ يَقْظَانِ –চোখদুটো ঘুমায়, কিন্তু হৃদয় জাগ্রত। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ অবস্থা।

بُكَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কান্না

(٣٣٩) عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهٖ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ ـ (شمائل : ٢١)

সহজ তরজমা

(৩৩৯) হযরত মুতাররিফ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর পিতা) বলেছেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম, তখন তিনি নামায

www.banglakitab.weebly.com

পড়ছিলেন আর কাঁদার কারণে তার বক্ষ থেকে হাঁড়ির (জ্বাল দেওয়াকালীন) আওয়াজের মতো আওয়াজ বের হচ্ছিল। –শামায়েল : ২১

صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায

(٣٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ حَتّٰى تَرِمَ قَدَمَاهُ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ تَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ
(شمائل : ١٨)

সহজ তরজমা

(৩৪০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (খুব বেশি বেশি) নামায পড়তেন, এমনকি তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, একবার কেউ তাঁকে বলল : আপনি এরকম করেন অর্থাৎ এত বেশি বেশি নামায পড়েন, অথচ আপনার ব্যাপারে এসেছে– নিশ্চয় আল্লাহ আপনার পর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন! উত্তরে তিনি বলেন, আমি কি অধিক শুকর-গুজার [অধিক কৃতজ্ঞ] বান্দা হব না? –শামায়েল : ১৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য হল, ইবাদত তো গোনাহের কাফফারার জন্য হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা তো আপনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছু মাফ করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আপনি এত কষ্ট কেন করেন? এর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্ত কথার সারমর্ম হল, ইবাদত শুধু গোনাহের কাফফারাস্বরূপ করা হয় না; ইবাদতের আরো উদ্দেশ্য রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা দয়া করেই আমার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার জন্য আরো বেশি বেশি ইবাদত করা উচিত।

এ হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তো কোনো গোনাহও প্রকাশ পায় নি। নবীগণ তো মাসূম ও নিষ্পাপ হয়ে থাকেন।

এর জবাব হল, حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ "নেককারদের নেক কাজ নৈকট্যশীলদের জন্য কখনও মন্দ হিসেবে গণ্য হয়"। আসলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভালো-মন্দ তার অবস্থা অনুপাতে বিবেচ্য। তাই আমাদের জন্য যা অনুত্তম, তা বড়দের এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য গোনাহস্বরূপ। এ জন্যই বলা হয়, "আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের অস্থিরতা বেশি থাকে।" সুতরাং বলা যায়, গোনাহ নয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান হিসেবে যা অনুত্তম– এমন সকল বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

www.banglakitab.weebly.com

صِيَامُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রোযা রাখা

(٣٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يُّفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَّصُوْمَ وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلَّا رَمَضَانَ ـ (شمائل : ٢٠)

সহজ তরজমা

(৩৪১) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কোনো কোনো মাসে অধিক) রোযা রাখতেন। এমনকি আমরা বলতাম অর্থাৎ মনে করতাম যে, তাঁর বোধহয় রোযা ভাঙার কোনো ইচ্ছে নেই। আর কোনো কোনো মাসে রোযা রাখতেন না। এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়তো আর রোযা রাখবেন না। তবে তিনি মদীনায় অবস্থানকালীন সময় পর্যন্ত রমাযান মাস ছাড়া কখনও পূর্ণ এক মাস ধরে রোযা রাখেন নি।-শামায়েল : ২০

اَخْذُهُ الْبَيْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ

মহিলাদের থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাইয়াত গ্রহণ

(٣٤٢) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ فِىْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ : يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ .... الخ ، فَمَنْ اَقَرَّتْ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللّٰهِ مَامَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ فِى الْمُبَايَعَةِ -(متفق عليه ، مشكوة : ٣٥٤)

সহজ তরজমা

(৩৪২) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি নারীদের বাই'আত সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত অনুযায়ী তাদের পরীক্ষা করতেন : "(হে নবী! যখন মুমিন রমণীগণ আপনার কাছে বায়আত করতে আসে..... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত।)" তাদের মধ্যে যারা এই শর্ত মেনে নিত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মুখে বলে দিতেন, আমি তোমার বায়আত গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্‌র কসম! বাই'আত গ্রহণকালে তাঁর হাত কখনও কোনো রমনীর হাতকে স্পর্শ করে নি (বরং তিনি কেবল কথা দ্বারা বাই'আত গ্রহণ করতেন)। -মুত্তাঃ

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপর্যুক্ত হাদীসটিতে বর্ণিত পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَايُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَايَسْرِقْنَ وَلَايَزْنِيْنَ وَلَايَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَايَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ . (سورة ممتحنة : ١٢)

হে নবী! মুসলিম নারীরা যখন আপনার নিকট এ মর্মে অঙ্গীকার করার জন্য আসবে যে, "তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান (ভ্রূণ) হত্যা করবে না, অন্যের সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দিবে না, তারা আপনার অবাধ্য হবে না", তখন আপনি তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু।

হাদীসের শেষ অংশ দ্বারা বুঝা যায়, অঙ্গীকার বা বাই'আত পুরুষদের তো হাতে হাত দিয়ে হত। কিন্তু নারীদের বাই'আত শুধু মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাই'আত উপলক্ষে কখনো নারীদের হাত স্পর্শ করেন নি। শুধু এতটুকু বলতেন, "আমি তোমাকে বাই'আত করে নিলাম।"

(٣٤٣) عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رض قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! بَايِعْنَ تَعْنِيْ صَافِحْنَ ، قَالَ : إِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

(رواه الترمذى و النسائى، مشكوة صـ٣٥٤)

সহজ তরজমা

(৩৪৩) হযরত উমাইমাহ্ বিনতে রোকাইকাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু মহিলার সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বাই'আত করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বলেছেন : আমি তোমার নিকট থেকে এমন সমস্ত ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলাম, যা করতে তোমরা সামর্থ্য রাখ। আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ আমাদের জন্য আমাদের চাইতে অত্যধিক দয়ালু। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদেরকে বাই'আত করে নিন। অর্থাৎ আমাদের হাতে হাত রেখে করমর্দন করুন। তিনি বললেন, শোন! আমার মুখের বাণী (অর্থাৎ কথার) দ্বারা একশত মহিলার বাই'আত গ্রহণ করা একজন মহিলার বাই'আত গ্রহণ করার মতোই।

www.banglakitab.weebly.com

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতার অধ্যায়

أَدَابُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ

প্রশ্রাব-পায়খানার নিয়ম-নীতি

(٣٤٤) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لَايَرَاهُ أَحَدٌ ـ (ابوداؤد، مشكوة : ٤٢)

সহজ তরজমা

(৩৪৪) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাঠে যাওয়ার (অর্থাৎ পায়খানায় যাওয়ার) ইচ্ছা করতেন, তখন এতদূর যেতেন যে, শেষ পর্যন্ত কেউই তাঁকে দেখতে পেত না (অর্থাৎ সকলের অগোচরে চলে যেতেন।)

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪২

(٣٤٥) عَنْ أَبِى مُوْسٰى رض قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَّبُوْلَ فَأَتٰى دِمِثًا فِى أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدَّ لِبَوْلِهِ ـ (ابو داؤد، مشكوة : ٤٢)

সহজ তরজমা

(৩৪৫) হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। (দেখলাম,) তিনি যখন প্রশ্রাব করার ইচ্ছা করলেন, একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম জায়গায় গেলেন এবং (তথায়) প্রশ্রাব করলেন। এরপর বললেন : যখন তোমার কেউ প্রশ্রাব করতে ইচ্ছা করে, তখন যেন এরূপ স্থান তালাশ করে, যাতে শরীরে প্রশ্রাব না পড়ে। –আবূ দাউদ, মিশকাত ; ৪২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খাত্তাবী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দেওয়ালের গোড়ায় প্রশ্রাব করেছেন, হয়তো তা কোনো পতিত দেওয়াল ছিল; কারো মালিকানাধীন ছিল না। কেননা মালিকানাধীন দেওয়ালের গোড়ায় পেশাব করা নিষেধ। প্রশ্রাবের সাথে যে রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়, তা দেওয়ালের ক্ষতি করে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কারো দেওয়ালের ক্ষতি করবেন না। অন্যথায় হয়তো তিনি দেওয়ালের ঠিক গোড়া ঘেসে বসেন নি; একটু দূরে সরে বসেছিলেন অথবা তা কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরের দেওয়াল ছিল।

www.banglakitab.weebly.com

(٣٤٦) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلًا ـ (رواه الترمذى : ١/٥)

সহজ তরজমা

(৩৪৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে : তিনি প্রশ্রাবের জন্য (নরম) স্থান তালাশ করতেন (যাতে প্রশ্রাবের ছিটা নিজের দিকে না আসে), যেমনি (বসবাস বা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য) কোনো উপযোগী মঞ্জিল তালাশ করতেন।

-তিরমিযী : ১/৫

(٣٤٧) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ ـ (الترمذى : ١/٤)

সহজ তরজমা

(৩৪৭) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজত পূরণ তথা ইস্তিঞ্জার ইচ্ছা করতেন, তখন জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন (উঁচু করতেন) না। -তিরমিযী : ১/৪

(٣٤٨) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَاتَسْتَدْبِرُوْهَا وَأَمَرَ بِثَلٰثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى أَنْ يَّسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ ـ

(رواه ابن ماجة و الدارمى، مشكوة : ٤٦)

সহজ তরজমা

(৩৪৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য ওইরূপ, যেমন পিতা তার পুত্রের জন্য। আমি তোমাদেরকে (দ্বীনের সর্ববিষয়) শিক্ষা দিই। সুতরাং যখন তোমরা পায়খানায় যাবে, তখন কেবলাকে সম্মুখে বা পশ্চাতে রাখবে না। এ ছাড়া তিনি (ইস্তেঞ্জায়) তিনটি পাথর (অর্থাৎ ঢিলা-কুলুখ) ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন এবং গোবর (লেদ বা এ জাতীয় নাপাক) ও হাড়ের দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তেমনি নিষেধ করেছেন ডান হাতের দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ শৌচ কাজ করতে। -ইবনে মাজাহ, দারমী, মিশকাত : ৪৬

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব। আর পিতা-মাতার জন্যও সন্তানকে যাবতীয় আদব-কায়দা শিখানো জরুরি।

মাসআলা : পাথর, মাটির ঢেলা, মূল্যহীন কাপড়ের টুকরা, টয়লেট পেপার, ইত্যাদির যে কোনো একটি দিয়ে শৌচকর্ম করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাথর বা ঢিলা ইত্যাদি ব্যবহার করা সুন্নত নয় বরং মুস্তাহাব। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢিলা ইত্যাদি ব্যবহার করা এবং পানি ব্যবহার করা আলাদা আলাদা সুন্নত।

اَلْمَوَاضِعُ الَّتِىْ يُنْهٰى فِيْهَا التَّخَلِّىْ وَالْبَوْلُ

যে সকল স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ

(٣٤٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْيَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ـ (رواه ابو داؤد ، مشكوة صـ ٤٣)

সহজ তরজমা

(৩৪৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রশ্রাব না করে, এরপর তথায় গোছল করে বা ওযু করে। কেননা (মানুষের মনে) অধিকাংশ প্রবঞ্চনা এর থেকে উৎপন্ন হয় (গায়ে কাপড়ে নাপাক পানির ছিটা পড়ে বিধায়)।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪৩

(٣٥٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ ـ (رواه ابو داؤد و النسائى ، مشكوة : ٤٣)

সহজ তরজমা

(৩৫০) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ছারজাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন গর্তে প্রশ্রাব না করে (কেননা তাতে কোনো প্রাণী বা বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে)। –আবূ দাউদ ও নাসাঈ, মিশকাত : ৪৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গর্তে প্রশ্রাব করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, গর্তে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি প্রাণী থাকতে পারে। যদি সাপ থাকে, তা হলে সাপের দংশনের কবলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি দুর্বল প্রাণি থাকে, তা হলে সে প্রাণী এর ফলে কষ্ট পাবে।

www.banglakitab.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, গর্তে জিনেরা বাস করে। তাই সেখানে প্রশ্রাব করলে তাদের কষ্ট হতে পারে। বর্ণিত আছে, সা'দ ইবনে উবাদা খাযরাজি রাযি. একবার কোনো এক গর্তে প্রশ্রাব করেছিলেন। সে গর্তে সাপের আকৃতিতে জনৈক জিন ছিল। প্রশ্রাবের কারণে সে জিন কষ্ট পেয়েছিল। ফলে জিনেরা মিলে তাকে হত্যা করে আবৃত্তি করেছিল এ ছন্দটি :

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ + رَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ تُخْطِئْ فُؤَادَهْ

"খাযরাজ সর্দার সা'দ ইবনে উবাদাকে আমরা হত্যা করেছি।
মর্মভেদী তীর নিক্ষেপ করে তাকে শেষ করে দিয়েছি।"

তবে প্রশ্রাবের জন্য যদি কেউ কোনো গর্ত খনন করে, তা হলে তাতে প্রশ্রাব করা নিষিদ্ধ নয়।

(٣٥١) عَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ اَلْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ ـ

(رواه ابو داؤد وابن ماجة ، مشكوة : ٤٣)

সহজ তরজমা

(৩৫২) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি অভিশাপের যোগ্য কাজ– পানির ঘাটে, চলাচলের পথে ও ছায়ায় পায়খানা করা থেকে বেঁচে থাকবে। –আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ

فَضْلُ السِّوَاكِ

মিসওয়াজের ফযীলত

(٣٥٢) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ـ (الشافعى واحمد ، مشكوة : ٤٤)

সহজ তরজমা

(৩৫২) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।
–শাফিঈ, আহমাদ, মিশকাত : ৪৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মিসওয়াকের বহু উপকারিতা রয়েছে। অনেকে মিসওয়াকের ৭০টি উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছেন। সর্বনিম্ন উপকারিতা হল, মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মিসওয়াক অনেক বড় হাতিয়ার।

www.banglakitab.weebly.com

(٣٥٣) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاجَاءَ نِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ ـ (رواه احمد ، مشكوة : ٤٥)

সহজ তরজমা

(৩৫৩) হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখনই জিব্রাঈল আ. আমার নিকট আসতেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার জন্য বলতেন। ফলে আমার ভয় হচ্ছিল যে, (মিসওয়াক করতে করতে কখন আবার) আমি আমার মুখের সম্মুখ দিক ক্ষয় করে ফেলি।

–আহমদ, মিশকাত : ৪৫

(٣٥٤) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا ـ (رواه البيهقى ، مشكوة : ٤٥)

সহজ তরজমা

(৩৫৪) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নামাযের জন্য মিসওয়াক করা হয়, তার ফযীলত ওই নামাযের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী, যার জন্য মিসওয়াক করা হয় না। –বায়হাকী

(٣٥٥) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَيُرْوٰى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٤)

সহজ তরজমা

(৩৫৫) হযরত আবু আইয়ূব আনছারী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : চারটি বিষয় নবীগণের সুন্নতের অন্তর্গত– (১) (মন্দ কাজ থেকে) লজ্জা করা; অন্য বর্ণনায় এর স্থানে আছে, খত্না করা। (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (৩) মিসওয়াক করা ও (৪) বিবাহ্ করা। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৪

(٣٥٦) عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ

www.banglakitab.weebly.com

زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِى الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلٰى اُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ اُذُنِ الْكَاتِبِ لَايَقُوْمُ إِلَى الصَّلٰوةِ إِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلٰى مَوْضِعِهِ ـ (وراه الترمذى وابو داؤد، مشكوة : ٤٥)

সহজ তরজমা

(৩৫৬) তাবিঈ হযরত আবূ ছালামা রাযি. সাহাবী হযরত জায়দ ইবনে খালেদ জুহানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি– যদি না আমি আমার উম্মতকে কষ্ট ফেলার আশঙ্কা করতাম, তা হলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে (ফরয হিসাবে) নির্দেশ দিতাম এবং এশার নামায রাতের তৃতীয়াংশ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম। আবূ ছালামা বলেন : (আমি দেখেছি) হযরত জায়দ নামাযে উপস্থিত হতেন আর তাঁর মিসওয়াক তার কানে থাকত; যেখানে থাকে লেখকের কলম। যখনই তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন (প্রস্তুত হতেন), তখনই মিসওয়াক করতেন; এরপর একে তার স্থানে রেখে দিতেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ রাযি.-এর এ আমল হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে। এ ব্যাপারে তিনি স্বতন্ত্র মতের অধিকারী। এ জন্য তাঁর একক ব্যক্তিগত আমল প্রমাণযোগ্য নয়। ঠিক নামাযের পূর্ব মুহূর্তে মিসওয়াক করা সুন্নত নয়।

خِصَالُ الْفِطْرَةِ

সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বা আম্বিয়া আ.-এর সুন্নাতবালী

(٣٥٧) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ ، قَالَ الرَّاوِىْ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٤٤)

সহজ তরজমা

(৩৫৭) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দশটি বিষয় হল সহজাত স্বভাবের অন্তর্গত– গোঁফ খাট করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোওয়া,

www.banglakitab.weebly.com

বগলের লোম উপড়ে ফেলা, গুপ্তস্থানের লোম কাটা ও ইস্তিঞ্জা করা (শৌচ করা)। রাবী বলেন : দশমটা আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত তা "কুলি করা" হবে। (মুসলিম) অপর বর্ণনায় দাড়ি লম্বা করার স্থলে খতনা করা রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

'ফিতরত'-এর আসল অর্থ, সৃষ্টি ও জন্ম। এখানে ফিতরত বলে মানুষের সহজাত কিছু গুণের কথা বুঝানো হয়েছে। এ সকল গুণ সকল নবীর মাঝে সমভাবে ছিল। আমাদেরকে এ-সব গুণ অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুণগুলো হল–

(১) মোচ কাটা। মোচ এ পরিমাণ কাটতে হবে, যেন উপরের ঠোঁটের প্রান্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মোচ মুণ্ডানো নিষিদ্ধ ও মাকরূহ। কেউ কেউ হারাম লিখেছেন। আবার কেউ কেউ একে সুন্নতও বলেছেন। মুজাহিদ তথা আল্লাহর রাহে যারা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত, তাদের জন্য মোচ বড় রাখার অবকাশ আছে। কেননা এর ফলে শত্রুরা তাদেরকে দেখলে ভীতসন্ত্রস্ত হবে।

(২) দাড়ি রাখা। দাড়ি এক মুঠ পরিমাণ লম্বা রাখতে হবে। এর চেয়েও বড় রাখা যায়। তবে শর্ত হল, ভারসাম্যপূর্ণ সীমারেখা যেন অতিক্রম না করে। অর্থাৎ নাভি ছুঁই ছুঁই যেন না হয়ে যায়। দাড়ি মুণ্ডানো বা একমুঠের চেয়ে ছোট করা হারাম। দাড়ি পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। মহিলাদের যদি দাড়ি উঠে, তা হলে তা মুণ্ডানো জরুরি।

(৩) মিসওয়াক করা। মিসওয়াক সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত। পিলুগাছের মিসওয়াক সবচেয়ে বেশি উপকারী। নিম, বাবলা, করবি ও যায়তুন গাছের ডালের মিসওয়াকেও অনেক উপকার রয়েছে। মিসওয়াক কনিষ্ঠ আঙ্গুল পরিমাণ মোটা ও এক বিঘত পরিমাণ লম্বা রাখা সুন্নত। মিসওয়াকের ব্যবহৃত আগা প্রতিদিন কেটে নতুন আগা বের করে নিতে হবে।

(৪) নাকে পানি দেওয়া। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে নাকের ভিতর পানি টান দিয়ে নিয়ে যাবে। এরপর তা আবার ফেলে দিবে। এভাবে নাকের ভিতরে পানি দিলে মস্তিষ্ক সতেজ থাকে।

(৫) নখ কাটা। নখে অনেক ময়লা লেগে থাকে, এগুলো দূর না করলে কিংবা নখ না কাটলে এ ময়লা খাদ্যদ্রব্যের সাথে পেটে গিয়ে উদরাময় সৃষ্টি করতে পারে। নখ কেটে মাটির নিচে দাফন করে দিবে। এটা মুস্তাহাব। বাইরেও ফেলা যায়। তবে পেশাব পায়খানা ও গোসলের জায়গায় নিক্ষেপ করবে না।

(৬) উরুসন্ধি, হাঁটুর গ্রন্থি, বোগলের নিচ ও আঙ্গুলের ফাঁকসমূহ ধৌত করা। কেননা এ জায়গাসমূহে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকে। অনুরূপভাবে কানের প্যাঁচ ও নাভির ভিতরেও ধৌত করবে।

www.banglakitab.weebly.com

(৭) বোগলের নিচের চুল বা পশম টেনে টেনে তুলে ফেলবে। এটাই এক্ষেত্রে সুন্নত। তবে যে টেনে তুলতে পারে না বা খুব কষ্ট হয়, তার জন্য মুণ্ডানো বা ঔষধ দিয়ে তোলা জায়েয। কিন্তু উত্তম হল, টেনে টেনে তোলা।

(৮) যৌনকেশ বা নাভিমূলের পশম নারী-পুরুষ সকলের জন্য মুণ্ডিয়ে ফেলা সুন্নত। অন্য কোনোভাবে তুলে ফেললে সুন্নত আদায় হবে না। তবে আল্লামা সুয়ূতী রহ. লিখেছেন, ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে নাভীমূলের পশম দূর করার বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত। কিন্তু কেঁচি দিয়ে ছোট করলে সুন্নত আদায় হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, বিবাহিত নারীদের জন্য উপড়ে ফেলা উত্তম। কেননা মুণ্ডানোর পর যে খোঁচা খোঁচা অবস্থা বিরাজ করে তা স্বামীদের জন্য বিরক্তিকর। তা ছাড়া নারীদের যৌন-উত্তেজনা যেহেতু পুরুষদের তুলনায় বেশি থাকে, তাই নারীদের জন্য উপড়ে ফেলা বা ঔষধ ব্যবহার করা সঙ্গত। কেননা এর দ্বারা যৌন-উত্তেজনা দুর্বল হয়ে ভারসাম্য তৈরি হয়। মলদ্বারের আশেপাশের যে পশম থাকে, তা দূর করা মুস্তাহাব।

এখানে উল্লেখ্য যে, মোচ, বগলের পশম, যৌনকেশ ও নখ কমপক্ষে প্রতি ৪০ দিন অন্তর অন্তর কাটতে হবে। তবে প্রতি সপ্তাহে কাটা উত্তম।

(৯) পানি দিয়ে শৌচ করা। মাটি বা ঢিলা কিংবা টয়লেট পেপার দিয়ে মলমূত্র পরিষ্কার করার পর শৌচকার্যে পানি ব্যবহার করা।

(১০) খতনা করা। খতনা করা ইসলামের প্রতীক বিশেষ। খতনার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। তবে বালেগ হওয়ার আগে খতনা করিয়ে ফেলা উচিত। বালেগ হওয়ার আগে যদি খতনা করা সম্ভব না হয় কিংবা বয়প্রাপ্ত খতনাবিহীন কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে তারও খতনা করতে হবে। এ জন্য সতর খোলার অবকাশ রয়েছে।

فَصْلُ الْوُضُوْءِ

উজুর ফযীলত

(٣٥٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ مَرَّتَيْنِ فِىْ مُسْلِمٍ وَثَلَاثًا فِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ، مشكوة : ٣٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৫৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে, আল্লাহ্ কিসের দ্বারা (মানুষের) গুনাহ্ মুছে দেন এবং (তার) মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন? তারা উত্তর করলেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললন : কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ করা এবং এক নামায শেষ করার পর অপর নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হল 'রেবাত' তথা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু মালেক ইবনে আনাসের বর্ণনায় রয়েছে : এটাই 'রেবাৎ' এটাই 'রেবাৎ –দু'বার। –মুসলিম, তিরমিযীতে এটা তিনবার রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ "এটাই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।" হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণের মতে এখানে শত্রু বলে নফস ও শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ওযু ঠিকমতো করে নামায আদায় করা নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। দ্বিতীয়ত হতে পারে যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে নিজের জীবনবাজি রেখে যে সাওয়াব পাওয়া যায়, ভালোভাবে ওযু করে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণের মধ্যেও সে সাওয়াব রয়েছে।

(٣٥٩) عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ. (متفق عليه ، مشكوة : ٣٨)

সহজ তরজমা

(৩৫৯) হযরত উসমান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে, তার গুনাহ্সমূহ তার শরীর থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচে থেকেও বের হয়ে যায়। –মুত্তাঃ, মিশকাত : ৩৮

(٣٦٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ يَقُوْمُ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهٖ وَوَجْهِهٖ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (رواه مسلم، مشكوة : ٣٩)

সহজ তরজমা

(৩৬০) হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো মুসলমান ওযু করে এবং আপন ওযু উত্তমরূপে সম্পন্ন করে, এরপর উঠে দুই রাকআত নামায পড়ে আপন অন্তর ও আপন চেহারাকে সম্পূর্ণভাবে (আল্লাহ দিকে) রুজু করে, তার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজিব যাবেই। (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিশেষ রহমত তার প্রতি ধাবিত হবে এবং তাকে বেহেশতে পৌঁছয় দিবে)। –মুসলিম, মিশকাত : ৩৯

www.banglakitab.weebly.com

(٣٦١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ (مشكوة : ٣٩)

সহজ তরজমা

(৩৬১) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ওযু করবে এবং ওযুকে সকল নিয়ম-কানুনসহ পরিপূর্ণভাবে সু-সম্পন্ন করবে। তারপর বলবে : اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।) তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে যাবে, সে তার যে কোনোটি দিয়ে ইচ্ছা ভিতরে ঢুকতে পারবে।

কিন্তু ইমাম তিরমিযী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্গত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল করুন।) –মিশকাত : ৩৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ : "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বেশি বেশি তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।" এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অধিক পরিমাণে গোনাহ করব আর তাওবা করব বরং অর্থ হল, আমরা যেন সবসময় তোমার দিকে ধাবিত থাকি। গোনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে যেন তাওবা করে নিই।

(٣٦٢) قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ اُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْاُمَمِ فِيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ اِلٰى اُمَّتِكَ قَالَ هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَ اَحَدٌ كَذَالِكَ غَيْرُهُمْ وَاَعْرِفُهُمْ اَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ وَاَعْرِفُهُمْ تَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ۔ (رواه احمد، مشكو : ٤٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৬২) এক ব্যক্তি (নবীজীর খেদমতে এসে) বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিরূপে নূহ আ. থেকে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেন? উত্তরে বললেন : তারা ওযুর কারণে ধব্ধবে সাদা কপাল ও ধব্ধবে হাত-পা বিশিষ্ট হবে; অন্য কেউ এরূপ হবে না। এতদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে এরূপেও চিনব যে, তারা তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে আর তাদের (না-বালেগ) সন্তানগণ তাদের সম্মুখে দৌড়াদৌড়ি করবে।

–আহমদ, মিশকাত : ৪০

فَضَائِلُ الصَّلٰوةِ

নামাযের ফযীলত

(٣٦٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ؟ قَالُوْا : لَايَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ ، قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ـ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ

(متفق عليه، مشكوة : ٥٧)

সহজ তরজমা

(৩৬৩) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আচ্ছা বলতো, যদি তোমাদের কারো দরজায় একটি নহর থাকে, তাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, ময়লা কোনোকিছু তার বাকি থাকবে কি? তাঁরা উত্তর করলেন : বাকি থাকবে না তার ময়লার কিছু। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপই উদাহরণ পাঁচ ওক্ত নামাযের উদাহরণ; এর বিনিময়ে আল্লাহ্ (নামাযির) অপরাধসমূহ মুছে দেন। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৫৭

(٣٦٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ ، كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَلَهٗ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهٗ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ ـ (رواه احمد وابو داود ، مشكوة : ٥٨)

সহজ তরজমা

(৩৬৪) হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায, আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু

www.banglakitab.weebly.com

করবে এবং ঠিক সময় নামাযগুলো পড়বে এবং তার রুকু ও সেজদা পূর্ণভাবে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে : তিনি তাকে মাফ করে দিবেন। আর যে না করবে, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কোনো প্রতিশ্রুতি নাই; ইচ্ছা করলে তিনি তাকে মাফ করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। –আবূ দাউদ, আহমদ, মিশকাত : ৫৮

(٣٦٥) عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(رواه احمد والترمذى والنسائى وابن ماجة مشكوة : ٥٨)

সহজ তরজমা

(৩৬৫) হযরত বুরাইদাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের ও তাদের (মুনাফিক্‌দের) মধ্যে যে (প্রকাশ্য) শপথ, তা নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিল, সে কাফের হয়ে গেল।

–আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৫৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের মর্ম হল, আমরা মুনাফিকদেরকে যে নিরাপত্তা ও সম অধিকার দিয়ে রেখেছি, তার কারণ হল, তারা মুসলমানদের মতো জামাতের সাথে নামায আদায় করে। তারা যদি জামাতে নামায আদায় না করে, তা হলে তাদের সাথে আমরা মুসলমানদের মতো আচরণ করব না। তাদেরকে আমরা কাফির বলে গণ্য করব।

এ ব্যাখ্যায় স্পষ্ট বুঝা যায়, হাদীসটি মুনাফিকদের ব্যাপারে বর্ণিত। তবে অন্যান্য হাদীসে যেখানে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে : مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ "যে ইচ্ছাকৃত নামায পরিত্যাগ করল, সে কাফির হয়ে গেল।" উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত উমর রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., ইবনে আব্বাস রাযি., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহ. ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. প্রমুখ হযরতগণের অভিমত হল, কেউ যদি ইচ্ছা করে নামায পরিত্যাগ করে, তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে।

তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে সে কাফির হবে না। কিন্তু অনেক বড় ফাসেক ও গোনাহগার হবে। তাদের মতে এ হাদীসের অর্থ হল, "সে কাফিরের মতো কাজ করল, কাফিরের নিকটবর্তী বা মতো হয়ে গেল।" বিশ্বাসগতভাবে সে কাফের হয় নি বরং কার্যগতভাবে সে কাফিরের মতো। তবে যে নামাযকে অস্বীকার করবে বা নামায ত্যাগ করাকে বৈধ মনে করবে, সে নিশ্চিতভাবে কাফির হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীসখানা সতর্কবাণী স্বরূপ। কেউ বলেছেন, "নামায পরিত্যাগ ধীরে ধীরে মানুষকে কুফরির দিকে ধাবিত করে।" এজন্য হাদীসে পরিণতির বিবেচনায় উল্লেখিত 'বিধেয়'টি বলে দেওয়া হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

(٣٦٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ ، قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتَ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ ـ (رواه احمد، مشكوة صـ ٥٨)

সহজ তরজমা

(৩৬৬) হযরত আবূ গিফারী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার শীতকালে বাইরে বের হলেন আর তখন গাছের পাতা ঝরছিল। এ সময় তিনি একটি গাছ থেকে দু'টি ডাল ভেঙে নিলেন। রাবী বলেন, ফলে সেই পাতা আরও অধিক ঝড়তে লাগল। আবূ যর রাযি. বলেন, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন : হে আবূ যর! আমি বললাম, আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তথা এখলাসের সাথে নামায আদায় করে, তখন তার থেকে গুনাহসমূহ এমনিভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে এই পাতা গাছ থেকে ঝরে পড়ছে। –আহমাদ, মিশকাত : ৫৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। কোনো কোনো গাছে একটি পাতাও থাকে না। শীতকালে গাছের পাতা যেভাবে ঝরে পড়ে, ঠিকমতো নামায আদায় করলে তেমনি বান্দার গোনাহ ঝরে যায়। তবে শর্ত হল, তার নামায প্রকৃত নামায হতে হবে। কুরআন হাদীসের অন্যান্য ভাষ্য একত্র করলে বুঝা যায়, ইবাদতের মাধ্যমে মাফ হয় কেবল সগীরা গোনাহ। কেননা কবীরা গোনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। এজন্য নামাযের সাথে সাথে গুরুত্বসহকারে তাওবা-ইস্তেগফার করাও উচিত। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি নিজ দয়ায় কবিরা গোনাহও মাফ করে দেন, তা হলে ভিন্ন কথা।

(٣٦٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ ـ (رواه احمد، والدارمى، مشكوة : ٥٩-٥٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৬৭) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন : যে এর হেফাযত করবে, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তিরূপ হবে। আর যে এর হেফাযত করবে না, তার জন্য তা জ্যোতি, প্রামাণ ও মুক্তিরূপ হবে না। সুতরাং কিয়ামতের দিন সে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সাথে হবে। -আহমদ, দামেরী, মিশকাত : ৫৮-৫৯

(٣٦٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَايَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهٗ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلٰوةِ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٥٩)

সহজ তরজমা

(৩৬৮) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (তাবিঈ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ আমলসমূহের মধ্যে কোনো আমল ত্যাগ করাকেই কুফরী বলে মনে করতেন না নামায ব্যতীত (অর্থাৎ নামায ত্যাগ কারকে তাঁরা কুফুরীর অতি নিকটবর্তী মনে করতেন)। -তিরমিযী, মিশকাত : ৫৯

(٦٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اِنَّ اَهَمَّ اَمْرِكُمْ عِنْدِىَ الصَّلٰوةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ ـ (مالك ، مشكوة : ٥٩)

সহজ তরজমা

(৩৬৯) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বণিত আছে : তিনি প্রশাসকদের নিকট লিখিলেন- আমার নিকট আপনাদের সমস্ত কার্যের মধ্যে নামাযই হল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে এর হেফাজত করেছে এবং যথাযথভাবে একে রক্ষা করেছে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করেছে। আর যে একে বিনষ্ট করেছে, সে এতদ্ভিন্ন অপরগুলির ক্ষেত্রে আরও অধিক বিনষ্টকারী সাব্যস্ত হবে।

-মালিক, মিশকাত : ৫৯

(٣٧٠) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرَدَ يْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٦٢)

সহজ তরজমা

(৩৭০) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের নামায পড়বে, সে বেহেশ্‌তে যাবে।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৬২

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"দুই ঠাণ্ডার সময়" বলে ফজর ও আছর কিংবা ফজর ও ইশা –এই দুই ওয়াক্তের নামায বুঝানো হয়েছে। ফজরের সময় মানুষ ঘুমে বিভোর থাকে আর আসরের সময় ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। তেমনি ইশার নামাযের সময় অন্ধকার ও ঘুমের চাপ থাকে। এজন্য এ সময়ে কষ্ট করে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার সাওয়াব বেশি।

বলা বাহুল্য, এ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, "এ দুই ওয়াক্তের নামায পড়লেই যথেষ্ট হবে বরং এ হাদীসের অর্থ হল, যে এ দুই ওয়াক্তের নামায পড়বে, সে অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযও পড়বে।

(٣٧١) عَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيِّ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهٖ بِشَيْئٍ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهٖ بِشَيْئٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٦٢)

সহজ তরজমা

(৩৭১) হযরত জুন্দুব কাছরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ফজরের নামায পড়ল, সে আল্লাহ্র দায়িত্বে চলে গেল। সুতরাং (হে আল্লাহ্র বান্দাগণ!) আল্লাহ্ যেন আপন দায়িত্বের কোনো বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কেননা তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোনো বিষয় সম্পর্কে বাদী হবেন, তাকে ধরতে পারবেনই। এরপর তিনি তাকে উপুড় করে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। –মুসলিম, মিশকাত : ৬২

(٣٧٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَا سْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ
(متفق عليه ، مشكوة صـ ٦٢)

সহজ তরজমা

(৩৭২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ যদি জানত আযান দেওয়া এবং প্রথম সারিতে নামায পড়ার মধ্যে কী সাওয়াব রয়েছে আর তারপর লটারী দেওয়া ব্যতীত কোনো উপায় না পেত, তা হলে তারা এর জন্য লটারী দিত। এমনকি তারা যদি জানত, যোহরের নামায বা এবাদতে সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কী সাওয়াব, তবে তারা প্রতিযোগিতা

www.banglakitab.weebly.com

করত [একে অন্যের আগে যাওয়ার জন্য দৌড়াত অর্থাৎ খুব তাড়াহুড়া করত।] তদ্রুপ যদি তারা জানত, এশা ও ফজর নামায [এবং এতদুভয়ের জামাত] এর কী সাওয়াব, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে [হলেও] আসত।

–বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ৬২

(٣٧٣) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِىْ شَىْءٍ اَفْضَلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا وَاِنَّ الْبِرَّ لَيَذُرُّ عَلٰى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِىْ صَلٰوتِهٖ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَاخَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ.

(رواه احمد، والترمذى، مشكوة : ١٨٧-١١٧)

সহজ তরজমা

(৩৭৩) হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ পাক বান্দার দুই রাকা'আত নামায পড়ার সময় যে পরিমাণ কান লাগিয়ে শুনেন, সেই পরিমাণ আর কিছুকেই কান লাগিয়ে শুনেন না। বান্দা যতক্ষণ নামাযে থাকে, ততক্ষণ তার উপর নেকী এবং রহমত ছিটানো হয়। আর বান্দা তাঁর মুখ নিঃসৃত বিষয় অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা তাঁর যেমনি নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, তদ্রুপ অন্য কিছুর মাধ্যমে পারে না।

–আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত : ১১৭০১১৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কান লাগিয়ে শোনার অর্থ হল, রহমতের সাথে মনোনিবেশ করা। কেননা নামায সকল শারীরিক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। এ ইবাদতে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত নিবিষ্ট থাকে।

(٣٧٤) عَنْ سَلْمَانَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا اِلٰى صَلٰوةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ.

(رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٦٣)

সহজ তরজমা

(৩৭৪) হযরত সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাযের (পড়ার) দিকে রওয়ানা হয়, সে (যেন) ঈমানের ঝাণ্ডা নিয়েই রওয়ানা হয়। আর যে ভোরে (নামায পড়া ব্যতীতই) বাজারের দিকে রওয়ানা হয়, সে (যেন) শয়তানের ঝাণ্ডা নিয়েই বের হয়।

–ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৬৩

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সকালে ফজরের নামাযের দিকে যাওয়া ঈমানের পরিচায়ক। আর নামায না পড়ে সকালে বাজারের দিকে রওয়ানা হওয়া ইবলিসের কাজে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর।

(٣٧٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَزَالُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهٖ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ ـ (رواه احمد و ابو داود، مشكوة : ٩١)

সহজ তরজমা

(৩৭৫) হযরত আবূ জর গেফারী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার দিকে (রহমতের) দৃষ্টি করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নামাযে রত থাকে এবং এদিকে-সেদিক না দেখে। যখন সে এদিক-সেদিক তাকায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

–আহমদ, আবূ দাউদ, মিশকাত : ৯১

اَلْاِلْتِفَاتُ فِى الصَّلٰوةِ

নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো

(٣٧٦) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ (متفق عليه ، مشكوة : ٩٠)

সহজ তরজমা

(৩৭৬) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এটা শয়তানের ছোঁ মারা; শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার নামাযের কিছু অংশ (অর্থাৎ পূর্ণত্ব) নিয়ে যায়। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৯০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শয়তান চায় বান্দা যেন নামাযে লিপ্ত না হয়। অনন্তর বান্দা যদি নামাযে লিপ্ত হয়েই যায়, তা হলে সে সুযোগ বুঝে শুধু থাবা মেরে নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে চায়। আর নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো শয়তানের থাবা মারার প্রতিক্রিয়া। তাই নামাযে খুব সচেতন থাকতে হবে। নামাযে চেহারা ডানে-বামে ফিরালে নামায ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বুক যদি কেবলার দিক হতে ৪৫° (পয়তাল্লিশ ডিগ্রী) সরে যায়, তা হলে নামায ভেঙ্গে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

فَضْلُ السُّجُوْدِ

সাজদার ফযীলত

(٣٧٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٨٤)

সহজ তরজমা

(৩৭৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সিজদাতেই বান্দা আপন প্রভূর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তখন খুব বেশী করে দু'আ করবে। -মুসলিম, মিশকাত : ৮৪

(٣٧٨) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ رضـ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهٗ بِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَالِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلَىَّ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٨٤)

সহজ তরজমা

(৩৭৮) হযরত রবীআহ ইবনে কা'ব রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর সাথে রাত্রিযাপন করতাম। একবার তাঁর ওযু ও তাঁর এস্তেন্জার পানি উপস্থিত করলে তিনি আমাকে বললেন : তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাইতে পার! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি বললেন : এ ছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, তাও এটাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হলে বেশী বেশী সিজদাহ দ্বারা তুমি এ ব্যাপারে আমার সাহায্য কর। -মুসলিম, মিশকাত : ৮৪

فَضْلُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ بِاللَّيْلِ فَقَرَأَهٗ فِى النَّهَارِ

ঘুমের কারণে রাতের আমল ছুটে গেলে তা দিনে আদায় করার ফযীলত

(٣٧٩) عَنْ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ اَوْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ فَقَرَأَهٗ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهٗ كَاَنَّمَا قَرَأَهٗ مِنَ اللَّيْلِ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ١١٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৭৯) হযরত উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে রাত্রে নিদ্রামগ্ন থাকার কারণে তার নিয়মিত কাজ (এবাদাত) অথবা তার কিয়দাংশ সম্পন্ন করতে পারে নি; কিন্তু এরপর ফজর ও যোহর নামাযের মধ্য সময় তা সম্পন্ন করেছে, তার নেকী লেখা হয়, যেন তা সে রাত্রেই সম্পন্ন করেছে।

–মুসলিম, মিশকাত : ১১০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ কারো অভ্যাস হল, মধ্যরাতে বা শেষ রাতে কিছু যিকির-আযকার, ওযীফা, দু'আ-দরূদ ও নামায পড়া। কিন্তু কোনো রাতে ঘুমের চাপের কারণে তা পড়তে পারল না, তা হলে ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়ে নিলে রাতে পড়ার সম পরিমাণ সাওয়াবই সে পাবে।

(٣٨٠) عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اِمْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلَّا كُتِبَ لَهُ اَجْرُ صَلٰوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً. (رواه ابو داود : ١/١٨٦)

সহজ তরজমা

(৩৮০) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তির রাতে নামায (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ) পড়ার অভ্যাস থাকে (এবং তা সে দৈনিক পড়েও) কিন্তু (যদি ঘটনাক্রমে কোনো দিন) নামাযের সময় তার ঘুম প্রাধান্য পায় (এবং তার নামায ছুটে যায়), তা হলে তার জন্য তার নামাযের (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ার) ছওয়াব লেখা হয়। আর তার ঘুম তার উপর সদকা হয়ে যায়। –আবূ দাউদ : ১/১৮৬

(٣٨١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رض قَالَ مَنْ قَرَأَ اٰخِرَ اٰلِ عِمْرَانَ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. (رواه الدارمى . مشكوة : ١٨٩)

সহজ তরজমা

(৩৮১) হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ পড়বে, তার জন্য পূর্ণ রাত্রি নামাযে কাটানোর ছওয়াব লেখা হবে। –দারমী, মিশকাত : ১৮৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাতের যে কোনো অংশে ওই আয়াত তিলাওয়াত করলে এ ফযীলত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাতে ঘুম থেকে জেগে তিলাওয়াত করতেন।

www.banglakitab.weebly.com

فَضْلُ رَاعِىْ غَنَمٍ يُؤَذِّنُ وَ يُصَلِّىْ

আযান দিয়ে নামায আদাকারী রাখালের ফযীলত

(٣٨٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

(رواه ابوداؤد و النسائى ، مشكوة : ٦٥)

সহজ তরজমা

(৩৮২) হযরত উকবাহ ইবনে আমের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার রব খুশি হন সেই ছাগল-ভেড়া চারণকারীর প্রতি, যে একাকী পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে নামাযের আযান দেয় এবং নামায পড়ে। তখন আল্লাহ ফিরিশতাগণকে বলেন : তোমরা আমার এই বান্দার দিকে দেখ! সে আযান দেয় এবং নামায ক্বায়েম করে –ভয় করে আমাকে। (তোমরা সাক্ষী থাকো!) আমি আমার বান্দাকে মা'ফ করে দিলাম এবং বেহেশতে দাখিল করালাম।

–আবূ দাউদ ও নাসাঈ, মিশকাত : ৬৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লামা ইবনে মালেক রহ. বলেন, পর্বতচূড়ায় রাখালের আযানের অনেক উপকারিতা রয়েছে।

(১) ফিরিশতা ও জ্বিনেরা নামাযের সময় সম্পর্কে অবগত হয়।

(২) যে বস্তুনিচয় তার আযান শুনবে, তারা তার তাওহীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

(৩) নামাযের জন্য আযান-ইকামতের সুন্নত আদায় হবে।

(৪) জামাতের সাথে নামায আদায়কারীদের সাথে তার সাদৃশ্য হয়।

(৫) একাকী কোনো লোক আযান-ইকামত দিয়ে নামায পড়লে ফিরিশতারা তার সাথে নামাযে শরীক হয়। ফলে সে জান্নাতে নামায পড়ার সাওয়াব লাভ করে।

اَلصَّلٰوةُ عِنْدَ الْفَزَعِ

বিপদকালীন নামায

(٣٨٣) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أٰيَتَانِ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذَالِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا متفق عليه، مشكوة : ١٣٠

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৮৩) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তারা কারো মওত বা হায়াতের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। তাঁর মহিমা ঘোষণা করবে, নামায পড়বে এবং দান-খয়রাত করবে। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৩০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকা'আত নামায জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নত। এ নামাযে আযান ও ইকামত নেই। কিরাত উচ্চস্বরে পড়বে। এ নামাযের আগে বা পরে কোনো খুতবা নেই। এ নামাযের রুকু ও সেজদা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা সুন্নত। নামায শেষে সূর্য গ্রহণমুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইমাম-মুক্তাদী সবাই মিলে দু'আ করতে থাকবে।

(٣٨٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضـ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَمَا رَاَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لَاتَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَاَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ - (متفق علىه، مشكوة : ١٣٠)

সহজ তরজমা

(৩৮৪) হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং আশঙ্কা করতে লাগলেন, না জানি কিয়ামত হয়ে যায়। তখন তিনি মসজিদে আসলেন এবং নামায পড়লেন দীর্ঘ কেয়াম, রুকু ও সিজদাসহ, যা আমি তাঁকে কখনও করতে দেখি নি। এরপর বললেন : এসকল আল্লাহর নিদর্শন, যা তিনি কোনো কোনো সময় দেখিয়ে থাকেন। এটা কারো মওত বা হায়াতের কারণে হয় না, এর দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা যখন এদের কোনোটি দেখবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাঁর নিকট দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকবে। -মুত্তাঃ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ : "রাসূলুল্লাহ ﷺ এত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, যেন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন।" এটা সাহাবির ধারণা। ওই

www.banglakitab.weebly.com

সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা ও সন্ত্রস্তভাব বর্ণনা করতে গিয়ে এ শব্দমালা ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়ে ভীত ব্যক্তির যে অবস্থা হয়, তাঁর অবস্থা দেখতে অনেকটা সেরূপ ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায়, এমনকি তাঁর পরে কিয়ামতের আলামতসমূহ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তা সত্ত্বেও তিনি এতো ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ হল, আল্লাহ না করুন অতীতের উম্মতসমূহের মতো সমকালীন অবাধ্য লোকদের উপর ব্যাপক আযাব এসে যায় কি না, এ আশঙ্কায় তিনি ভীত হয়ে পড়তেন।

ঝড়, তুফান, ভূমিকম্প, ভূমিধস, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। পরিবর্তিত অবস্থা ও অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন দেখে যেন মানুষ নিজের অসহায়ত্ব ও মহান প্রভূর অপার ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে তার আনুগত্যের দিকে ফিরে যায়।

(٣٨٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا ـ

(رواه ابوداود ، مشكوة : ١٣٠)

সহজ তরজমা

(৩৮৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন তোমরা কোনো (আল্লাহর কুদরতের) নিদর্শন দেখবে, তখন সেজদা দিবে। -আবূ দাউদ, মিশকাত : ১৩০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লামা তীবি রহ. বলেন, এখানে নিদর্শন অর্থ চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ আর সেজদা করার অর্থ নামায। তবে নিদর্শন যদি ঝড়-তুফান ও ভূমিকম্প ইত্যাদির আকারে হয়, তা হলে সেজদার অর্থ আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে পড়া, কাকুতি-মিনতি করা; তার আনুগত্যে ব্যাপৃত হওয়া।

(٣٨٦) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ بَادَرَ اِلَى الصَّلٰوةِ الجلالين البقرة وَفِى الْمَدَارِكِ وَالْخَازِنِ إِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ فَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ (مدارك : ١١٤)

সহজ তরজমা

(৩৮৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ হলে তিনি দ্রুত নামাযের দিকে ধাবিত হতেন। (জালালাইন : ৭ পৃষ্ঠা বাকারা অংশ) আর তাফসীরে মাদারিক ও খাযেনে আছে : যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আসত, তখনই তিনি নামাযের আশ্রয় নিতেন (অর্থাৎ নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর শরণাপন্ন হতেন)। -মাদারিক : ১১৪ পৃষ্ঠা الم অংশ

www.banglakitab.weebly.com

(٣٨٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهٗ نُعِىَ اِلَيْهِ اَخُوْهُ قُثَمُ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنِ الطَّرِيْقِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَ فِيْهِمَا السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ـ (المدارك : ١١٤)

সহজ তরজমা

(৩৮৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এক সফরে থাকাকালীন একবার তাঁর কাছে তাঁর ভাই কুছামের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন। এরপর রাস্তার এক পাশে গিয়ে (উট থেকে নেমে) দু'রাকাত নামায দীর্ঘ সেজদার সাথে আদায় করলেন। এরপর আপন বাহনে উঠে বললেন, اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর।

-মাদারিক : ১১৪

تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ فِى الْبَيْتِ بِالصَّلٰوةِ فِيْهِ

নামাযের মাধ্যমেই ঘরে কল্যাণ ও বরকত আসে

(٣٨٨) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِنْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلٰوتِهٖ خَيْرًا ـ (رواه مسلم)

সহজ তরজমা

(৩৮৮) হযরত যাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ মসজিদে (ফরয) নামায আদায় করে, তখন তার উচিত নিজের ঘরের জন্য ও (নফল) নামাযের কিছু অংশ নির্দিষ্ট করা (যা সে ঘরে পড়বে)। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তার নামাযের কারণে তার ঘরে বরকত দান করবেন।

-মুসলিম : ১/২৬৫

(٣٨٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ـ (رواه مسلم : ١/٢٦٥)

সহজ তরজমা

(৩৮৯) হযরত ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরে (নফল) নামায পড়ো! তাকে কবর বানিয়ে রেখো না।

-মুসলিম : ১/২৬৫

www.banglakitab.weebly.com

(٣٩٠) وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِجْعَلُوْا مِنْ صَلٰوتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ۔ (رواه مسلم : ١/٢٦٥)

সহজ তরজমা

(৩৯০) ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের নামাযের কিছু অংশ (নফল-সুন্নত) আপন আপন ঘরে আদায় কর। ঘরগুলোকে কবর বানিয়ে রেখ না। –মুসলিম : ১/২৬৫

(٣٩١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ ۔ (رواه مسلم ١/٢٦٥)

সহজ তরজমা

(৩৯১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিও না। –মুসলিম : ১/২৬৫

(٣٩٢) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لَايُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ۔ (رواه مسلم : ١/٢٦٥)

সহজ তরজমা

(৩৯২) হযরত আবূ মূসা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে ঘরে আল্লাহর আলোচনা হয় আর যে ঘরে আল্লাহর আলোচনা হয় না, এদের উপমা যথাক্রমে জীবিত ও মৃতের মতো। –মুসলিম : ১/২৬৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, "ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায ঘরে পড়া আমার এ মসজিদে পড়ার চেয়ে উত্তম।" এর কারণ, ঘরে নামায পড়লে রিয়া বা লৌকিকতার সম্ভাবনা থাকে না। ঘরে আল্লাহর রহমত বরকত ও ফিরিশতাদের আগমন বেশি হয়। সুন্নত ও নফল সব একরকম। এমনকি বিতির নামাযও ঘরে পড়া উত্তম। তবে যে নামাযের মাধ্যমে ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ পায়, সেগুলো ময়দান কিংবা মসজিদে পড়া উত্তম। যেমন : ঈদের নামায, সূর্যগ্রহণের নামায, বৃষ্টি প্রার্থনার নামায, তারাবীহর নামায ইত্যাদি। তবে যারা মসজিদুল হারাম বা মসজিদে নববীর এলাকার বাইরে অবস্থান করেন; হজ্ব, উমরা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যারা সফর করে সেখানে গিয়েছে, তাদের জন্য অবশ্য সুন্নত-নফল মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পড়াই উত্তম। উল্লিখিত হাদীস স্থানীয়দের জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়া অন্য সকল মসজিদের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য অর্থাৎ

www.banglakitab.weebly.com

সুন্নত-নফল ওই সকল মসজিদে না পড়ে ঘরে পড়া উত্তম। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, ঘরে নফল পড়া তখনি উত্তম যদি সেখানে নামাযের পরিবেশ থাকে এবং খুশু-খুযূ ও মনোযোগে বিঘ্ন না ঘটে। যদি এ ধরনের বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থাকে, তা হলে সে অবস্থায় ঘরে না পড়ে মসজিদে পড়াই উত্তম। তা ছাড়া কেউ যদি মনে করে, ঘরে পড়ার জন্য সুন্নত-নফল স্থগিত রাখলে তা আর পড়া হবে না, তা হলে তার জন্য ঘরে না পড়ে মসজিদে পড়া উত্তম।

فَضْلُ الْاَذَانِ

আযানের ফযীলত

(٣٩٣) عَنْ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٦٤)

সহজ তরজমা

(৩৯৩) হযরত মু'আবিয়া রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- কিয়ামতের দিনে মুয়ায্যিনগণ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট হবে।

-মুসলিম, মিশকাত : ৬৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উঁচু গর্দানবিশিষ্ট হওয়ার অর্থ-

(১) অধিক সাওয়াবের অধিকারী হওয়া। (২) নেতৃস্থানীয় হওয়া। (৩) আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের উন্নত ও অধিক মর্যাদা থাকবে। তবে শর্ত হল, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আযান দিতে হবে।

(٣٩٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَيْئٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(رواه البخارى، مشكوة : ٦٤)

সহজ তরজমা

(৩৯৫) হযরত আবু সাইদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো মানুষ, জ্বিন অথবা অন্য কিছু মুয়ায্যিনের স্বরের শেষ রেশটুকুও শুনবে সে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। -বুখারী, মিশকাত : ৬৪

(٣٩٥) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ ـ

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৯৬) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়তে সাত বৎসর আযান দিবে, তার জন্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত। -তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত : ৬৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রবীণ ফকীহগণের মতে আযান-ইকামত ও ইমামতি ইত্যাদি ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয ছিল না। কিন্তু অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে পরবর্তীকালের ফকীহগণ পারিশ্রমিক গ্রহণকে বৈধ করেছেন। তাই অপারগ ও বাধ্য হয়ে যদি কারো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে হয়, তা হলে অন্তরে ইখলাস রাখার চেষ্টা করবে।

(٣٩٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ ـ (ابوداؤد، مشكوة : ٦٦)

সহজ তরজমা

(৩৯৬) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! মুয়াযযিনগণ আমাদের অপেক্ষা অধিক ফযীলত লাভ করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমিও বল- যেরূপ তারা বলে থাকে এবং যখন শেষ করবে, আল্লাহ্র নিকট প্রর্থনা করবে। তাদের মতো তোমাকেও দেওয়া হবে।

-আবূ দাউদ, মিশকাত : ৬৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুখে আযানের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। মসজিদের ভিতরে হোক বা বাইরে সব কাজ ফেলে রেখে আযানের জবাব দিবে। এমনকি কুরআন তিলাওয়াতে রত থাকলেও তিলাওয়াত বন্ধ রেখে আযানের জবাব দিবে। তবে ইলমের আলোচনা বা শিক্ষা দানে লিপ্ত থাকলে ভিন্ন কথা। "আলমগীরি" কিতাবে আযানের সময় সালাম দেওয়া ও সালামের উত্তর প্রদান করা মাকরূহ লিখা আছে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুয়াযযিন আযানের যে শব্দগুলো উচ্চারণ করবে, হুবহু সে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই আযানের জবাব হয়ে যাবে। এমকি حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এর জবাবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বললেও জবাব হবে। কিন্তু উত্তম হল, لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর জবাবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলবে। ফজরের আযানে اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এর জবাবে صدقت وبررت বলা।

www.banglakitab.weebly.com

আযানের পর প্রথমে দরূদ শরীফ পড়বে, এরপর এ দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ ، اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ ، اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আযানের পর (দরূদ শরীফ পড়ে) এ দু'আ পড়বে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত দু'আ পড়ার ক্ষেত্রে হাত উঠানো প্রমাণিত নয়। তাই এ দু'আ পড়ার সময় হাত উঠানো বিদ'আত। এ দু'আ পড়ার পর আল্লাহ তা'আলার কাছে যা খুশি চাইতে পারেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কী চাইব? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর কাছে 'আফিয়ত' তথা মুক্তি চাও। বলো : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

ইকামতের জবাব দেওয়াও মুস্তাহাব। তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর জবাবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا বলবে।

(٣٩٧) عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ "اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ" ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ٦٥)

সহজ তরজমা

(৩৯৭) হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাছ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনে বলবে– اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا "আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নাই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক রূপে, মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দীনরূপে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি", তার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

–মুসলিম, মিশকাত : ৬৫

(٣٩٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة، : ٦٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৩৯৮) হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মেশ্‌কের (কস্তুরীর) স্তূপের উপর থাকবে- (১) যে কৃতদাস আল্লাহ্ তা'আলা ও আপন প্রভূর হক ঠিকমত আদায় করে। (২) যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমাম হল আর সম্প্রদায় তার উপর সন্তুষ্ট থাকল। (৩) যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য প্রত্যেক দিনে ও রাতে আযান দেয়।

-তিরমিযী, মিশকাত : ৬৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোনো ইমাম যদি হকের উপর কায়েম থাকে আর মুসল্লিরা অন্যায়ভাবে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তা হলে সে ইমামও ফযীলত হতে বঞ্চিত হবে না। বস্তুত যাদের যথাযথ ইলম আছে এবং নিষ্ঠাবান, তাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিই গ্রহণযোগ্য; জাহেল ও স্বার্থপরদের অন্যায়-অসন্তুষ্টি গ্রহণীয় নয়।

(٣٩٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٦٨)

সহজ তরজমা

(৩৯৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে-বিকালে মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক বারের পরিবর্তে বেহেশতে একটি মেহমানী (আপ্যায়ন) প্রস্তুত করে রাখবেন।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সকাল-সন্ধ্যা বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায উদ্দেশ্য। মসজিদ আল্লাহর ঘর। যে বান্দা আল্লাহর ঘরে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আসে, আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করে তাকে আপ্যায়ন করান।

(٤٠٠) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ اَوْيَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْغَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ ـ (رواه ابو داؤد ، مشكوة : ٧٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪০০) হযরত আবু উমামাহ্ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি যারা সকলেই আল্লাহ্র দায়িত্বে রয়েছে– (১) যে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে, সে আল্লাহ্র দায়িত্বে রয়েছে, যে পর্যন্ত না তাকে আল্লাহ উঠিয়ে নেন এবং বেহেশতে দাখিল করেন অথবা তাকে গনিমতসহ ফিরিয়ে আনেন। (৩) ওই ব্যক্তি, যে মসজিদের দিকে গিয়েছে, সেও আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। (৩) এবং যে ছালাম সহকারে নিজের ঘরে প্রবেশ করেছে, সেও আল্লাহ্র দায়িত্বে রয়েছে।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ৭০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নত। ঘরে স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা যেই থাকুক না কেন, সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। এতে ঘরে রহমত ও বরকত নাযিল হবে। ঘরে কেউ না থাকলে এই শব্দ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। কেননা ঘরে ফিরিশতা থাকে; জ্বিনও থাকতে পারে।

(٤٠١) عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَايَنْصِبُهٗ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اَثَرِ صَلٰوةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ (احمد، ابوداؤد ، مشكوة : ٧٠)

সহজ তরজমা

(৪০১) হযরত আবূ উমামাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নিজের ঘর থেকে ওযু করে ফরয নামযের জন্য বের হয়েছে, তার সাওয়াব একজন এহরামধারী হাজীর সাওয়াবের সমান। আর যে যোহর নামাযের জন্য বের হয়েছে এবং তাকে এই নামায ব্যতীত অপর কিছু ধাবিত করে নি, তার ছওয়াব একজন ওমরাহকারীর ছওয়াবের সমান। এমনিভাবে এক নামাযের পর অপর নামায পড়া, যার মধ্য সময়ে কোনো বেহুদা কাজ করা হয় নি, তা 'ইল্লিয়্যীনে' লেখা হয়ে থাকে। –আহ্মদ ও আবূ দাউদ, মিশকাত : ৭০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ওযু হল ইহরাম সদৃশ আর নামায হল, হজ্বের মতো। হাজী হজ্বে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সাওয়াব পেতে থাকে। অনুরূপ ওযু করে মসজিদে নামাযের জন্য যাওয়ার সময় থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সাওয়াব লাভ হতে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

(٤٠٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً۔
(مسلم : ١/٢٣٢ ، مشكوة : ٩٨)

সহজ তরজমা

(৪০২) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে মসজিদের দিকে যায়, তার প্রত্যেকটি কদমে একটি করে নেকী লেখা হয়, এক একটি দরজা সমুন্নত (অর্থাৎ মর্যাদা বৃদ্ধি) হয় এবং এক একটি গুনাহ মাফ হয়।
–মুসলিম : ১/২৩২, মিশকাত : ৯৮

فَضْلُ الْمَسْجِدِ

মসজিদের মর্যদা ও ফযীলত

(٤٠٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا! قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ اَلْمَسْجِدُ ۔ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۔ (رواه الترمذى، مشكوة : ٩٧)

সহজ তরজমা

(৪০৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যখন তোমরা বেহেশতের বাগান হয়ে যাবে, তখন তার ফল খাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতের বাগান কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মসজিদ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাতে ফল খাওয়া কি? রাসূলুল্লাহ্ বললেন : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বাক্যগুলো বলা।
–তিরমিযী, মিশকাত : ৯৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মসজিদকে জান্নাতের বাগান বলার কারণ হল, মসজিদে ইবাদত করলে জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয়। মসজিদে বেশি বেশি তাসবীহ-তাহলীল পড়া উচিত। সেখানে দুনিয়াবি গল্প-গুজব ও হৈ চৈ করা মারাত্মক অন্যায়।

(٤٠٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ اِنَّ جِبْرًا مِّنَ الْيَهُوْدِ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ اُسْكُتْ حَتّٰى يَجِئَ

www.banglakitab.weebly.com

جِبْرَائِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ اَسْأَلُ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ثُمَّ قَالَ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ دَنَوْتُ مِنَ اللّٰهِ دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا – (رواه ابن حبان فى صحيحه، مشكوة : ٧١)

সহজ তরজমা

(৪০৪) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী রাযি. বলেন, ইহুদিদের একজন আলেম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : জমিনের মধ্যে উত্তম স্থান কোনটি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব রইলেন এবং বললেন : তুমি নীরব থাক যে পর্যন্ত না জিবরীল আ. আসেন। এরপর জিব্‌রীল আ. আসলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত জিবরীল উত্তর করলেন : জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিক জ্ঞাত নয়। কিন্তু আমি আমার পালনকর্তার কাছে জিজ্ঞাসা করেছি। এরপর তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ! আমি আল্লাহর এত নিকটে হয়েছিলাম, যত নিকটে ইতঃপূর্বে কখনও হই নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন কিরূপে ও কত নিকটে হয়েছিলেন হে জিব্‌রীল! তিনি বললেন : তখন আমার মধ্যে ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "জমিনের নিকৃষ্টতর স্থান বাজার এবং উৎকৃষ্টতর স্থান হল মসজিদ।" – ইবনু হিব্বান, মিশকাত : ৭১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابٍ : "আমার ও তার মাঝে নূরের ৭০ হাজার পর্দা ছিল।" বস্তুত এ পর্দা মানুষের জন্য। মানুষ আল্লাহ তা'আলার নূরের পর্দায় আচ্ছাদিত। আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো পর্দা নেই। আমাদের দৈহিক ও আত্মিক পর্দাসমূহ এমন, যেমনি অন্ধ ব্যক্তি সূর্যের আলো থেকে অন্ধত্বের বিশেষ পর্দায় আচ্ছাদিত। সে সূর্যকে দেখে না, কিন্তু সূর্য তো তাকে দেখছে। সে সূর্যের সর্বব্যাপী আলোর সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রশ্নকারী শ্রেষ্ঠ জায়গা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বনিকৃষ্ট উভয় জায়গার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। যেন রহমানের ঘর ও শয়তানের আড্ডাখানা উভয়টি সম্পর্কে জানা যায়।

(٤٠٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا .

(رواه مسلم ، مشكوة : ٦٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪০৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্থানসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান মসজিদসমূহ এবং সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত স্থান বাজারসমূহ।

–মুসলিম : ১/২৩৬, মিশকাত : ৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"বাজার সবচেয়ে নিকৃষ্ট"। কেননা যত ধরনের প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, মিথ্যাচার রয়েছে, সব সাধারণত বাজারেই বেশি হয়। এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, মদের আড্ডাখানা ও পূজামণ্ডপ তো বাজারের চাইতে বেশি নিকৃষ্ট। তা সত্ত্বেও বাজারকে সর্বনিকৃষ্ট কেন বলা হল? এর জবাব হল, শরী'অতে যে সব জায়গা বহাল রাখার অনুমতি রয়েছে, সেসকল জায়গার মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট জায়গা হল বাজার। মদের আড্ডাখানা এবং পূজার অনুমতি যেহেতু শরী'অতে নেই, সেহেতু এগুলোর কথা আলোচনার বাইরে।

فَضْلُ تَعْمِيْرِ الْمَسَاجِدِ

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

(٤٠٦) عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٦٨)

সহজ তরজমা

(৪০৬) হযরত উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا : "যে আল্লাহর জন্য মসজিদ বানাবে ..... ।"

এখানে لِلّٰهِ শব্দ রয়েছে। এর অর্থ হল, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মসজিদ বানাবে, সে হাদীসে বর্ণিত ফযীলত লাভ করবে। مَسْجِدًا শব্দের তানবীনটি تَحْقِيْر [ক্ষুদ্র] এর অর্থে ব্যবহৃত। আর بَيْتًا শব্দের তানবীনটি تَعْظِيْم [বৃহৎ] অর্থে ব্যবহৃত। এ হিসেবে হাদীসটির অর্থ হল, مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَيْتًا صَغِيْرًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا عَظِيْمًا فِى الْجَنَّةِ তথা "যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছোট্ট একটি মসজিদও বানাবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে সুবিশাল অট্টালিকা তৈরি করবেন।"

www.banglakitab.weebly.com

(٤٠٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

(رواه الترمذى وابن ماجة ، مشكوة : ٦٩)

সহজ তরজমা

(৪০৭) হযরত আবূ সাঈদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কাউকে দেখবে, সে নিয়মিত মসজিদে আসে-যায় এবং এর তত্ত্বাবধান করে, তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দিবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ "আল্লাহর মসজিদসমূহকে সে আবাদ করে, যে আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।" –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ , মিশকাত : ৬৯

(٤٠٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخْرَجَ اَذًى مِّنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ (ابن ماجة : ٥٥)

সহজ তরজমা

(৪০৮) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে ময়লা-আবর্জনা বের করে (দূর করে), আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের একটি ঘর নির্মাণ করেন।

–ইবনে মাজা : ৫৫

بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ

মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা

(٤٠٩) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ يُّنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ ـ (روا ابوداؤد مشكوة : ٦٩)

সহজ তরজমা

(৪০৯) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন। –আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

www.banglakitab.weebly.com

حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ

মসজিদের সম্মান- মর্যাদা

(٤١٠) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى فِيْهِ الْاِنْسُ ـ (مسلم ، بخارى، مشكوة : ٦٩-٦٨)

সহজ তরজমা

(৪১০) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের (কাঁচা পেয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে। কেননা ফিরিশতাগণ এতে কষ্ট পান, যাতে মানুষ কষ্ট পায়। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৬৮-৬৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের মর্ম হল, মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং কারো দ্বারা যেন অন্যের কষ্ট না হয়, এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। কাঁচা পিয়াজ-রসুন ইত্যাদি খেলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, তাই কাঁচা পিয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ধূমপান করে মসজিদে যাওয়ার বা মসজিদে গিয়ে ধূমপান করাও নিষিদ্ধ।

এ বিধান শুধু মসজিদের সাথেই প্রযোজ্য নয় বরং যে কোনো মজলিস, মাহফিল ও জনসমাগমস্থলে দুর্গন্ধ নিয়ে যাওয়া নিষেধ। কেননা এর দ্বারা মানুষের যেমনি কষ্ট হয়, তেমনি ফিরিশতাদেরও কষ্ট হয়।

কারো যদি পিয়াজ-রসুন খেতেই হয়, তা হলে সিদ্ধ করে, ভেজে বা রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে খাবে। এভাবে পিয়াজ খেয়ে মসজিদে গেলে কোনো সমস্যা নেই।

(٤١١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا ـ (ابوداؤد ،مشكوة : ٧٠)

সহজ তরজমা

(৪১১) তাবিঈ মুআবিয়া ইবনে কুর্‌রাহ রহ. তাঁর বাপ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেতে নিষেধ করেছেন এ দুটি বস্তু– পিয়াজ ও রসুন; আরও

www.banglakitab.weebly.com

বলেছেন : যে এটা খাবে, সে যেন আমার মসজিদের নিকটে না আসে। তিনি আরও বলেছেন, তা যদি তোমাদের একান্ত খেতেই হয়, তবে এদু'টোকে রান্না করে দুর্গন্ধ নষ্ট করে দিবে। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৭০

(٤١٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ ـ

(رواه الترمذى، والدارمى، مشكوة : ٧٠)

সহজ তরজমা

(৪১২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা দেখবে, কেউ মসজিদে বিক্রয় অথবা ক্রয় করছে– বলবে : আল্লাহ্ তোমার এই ব্যবসায় তোমাকে লাভবান না করুক! এভাবে যখন দেখবে, কেউ মসজিদে কোনো হারানো বস্তুর অনুসন্ধান করছে, তখন বলবে : আল্লাহ্ তোমাকে তা ফেরৎ না দিক। –তিরমিযী ও দারমী, মিশকাত : ৭০

(٤١٣) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُسْتَقَادَ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ الْاَشْعَارُ وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٧٠)

সহজ তরজমা

(৪১৩) হযরত হাকীম ইবনে হিজাম রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন : মসজিদে (হত্যাকারীর) মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে এবং সেখানে কবিতা পাঠ করতে ও সেখানে হদ ক্বায়েম করতে। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৭০

(٤١٤) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ٧١)

সহজ তরজমা

(৪১৪) হযরত হাসান বছরী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে, যখন মসজিদে তাদের আলোচনা হবে দুনিয়াদারীর বিষয় সম্পর্কে। সুতরাং তোমরা তাদের সঙ্গে বসো না, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোনো আবশ্যকতা নেই।

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লামা ইবনুল হুমাম হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেন, মসজিদে জায়েয কথা বলাও মাকরূহ। এতে সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

(٤١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْئٍ فَهُوَ حَظُّهٗ ـ (رواه ابوداؤد، مشكوة : ٧٠)

সহজ তরজমা

(৪১৫) হযরত আবূ হুরাইরাহ্ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের উদ্দেশ্যে আসবে, তাই হবে তার প্রাপ্য।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ৭০

حَدِيْثُ مَنْ يُّظِلُّهُمْ

যারা হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র আরশের ছায়া লাভ করবে

(٤١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَاخَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفٰهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ ـ (بخارى، مسلم، مشكوة : ٦٨)

সহজ তরজমা

(৪১৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাত ব্যক্তি– তাদের আল্লাহ্ তা'আলা ছায়া দিবেন নিজের ছায়ায়– যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) সেই যুবক, যে বাধিত হয়েছে আল্লাহ্র এবাদতে। (৩) সেই ব্যক্তি যার অন্তর লেগে থাকে মসজিদের সাথে; যখন সে সেখান থেকে বের হয়, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে সেখানে। (৪) সেই দুই ব্যক্তি, যারা একে অন্যকে ভালবাসে আল্লাহ্র ওয়াস্তে, উভয়ে মিলিত হয় তাঁর জন্য এবং উভয়ে পৃথকও হয় তাঁর জন্য (৫) সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে স্মরণ করে আল্লাহ্কে আর অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে তার দুই চক্ষু। (৬) সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী [পাপ কাজে] আহবান করে;

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি এবং (৭) সেই ব্যক্তি, যে দান করে অথচ গোপন করে তাকে, এমকনকি তার বাম হাতও জানে না, তার ডান হাত কি দান করেছে। –মুত্তাঃ

(٤١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ ـ (رواه مسلم)

সহজ তরজমা

(৪১৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো ঋণগ্রস্তকে বাড়তি অবকাশ দিল অথবা সম্পূর্ণ মাফ করে দিল, আল্লাহ পাক তাকে নিজ ছায়ায় স্থান দান করবেন। –মুসলিম : ২/৪১৬

فَضْلُ الْجَمَاعَةِ

জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্ব

(٤١٨) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَاتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ـ
(رواه احمد، وابوداؤد، مشكوة : ٩٦)

সহজ তরজমা

(৪১৮) হযরত আবু দারদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোনো তিন ব্যক্তি –যাদের মধ্যে নামাযের জামাআত কায়েম করা হয় না, চাই তারা (জনবহুল) গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে– নিশ্চয় তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামাআত আঁকড়ে ধরবে। কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগল-ভেড়াকেই খায়, যে দলছুট হয়ে একা থাকে।
–আহ্‌মদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈ

(٤١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهٖ عُذْرٌ ، قَالُوْا : وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ : خَوْفٌ اَوْمَرَضٌ ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى ـ
(رواه ابو داؤد والدارقطنى ، مشكوة : ٩٦)

সহজ তরজমা

(৪১৯) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনেছে আর এর অনুসরণ করতে তাঁকে কোনো 'ওজর' বাধা দেয়

www.banglakitab.weebly.com

নি; অথচ সে জামাআতে হাজির হয় নি, তার সেই নামায কবূল করা হবে না, যা সে একাকী পড়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওজর কি? তিনি বললেন : (শত্রু প্রভৃতির) ভয় অথবা রোগ।

–আবূ দাউদ ও দারা কুতনী, মিশকাত : ৯৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কবুল না হওয়ার অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করার কথা, সে তা পাবে না। অবশ্য তার উপর যে দায়িত্ব ছিল, তা পালন হয়ে যাবে। তদুপরি অনেক সাহাবায়ে কিরামসহ বহুসংখ্যক ইমামের মতানুযায়ী জামাত ছাড়া নামায হয় না। তাদের মতে জামাতে নামায পড়া ফরয। তবে অপারগতার কারণে হলে ভিন্ন কথা।

(٤٢٠) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ۔

(رواه مسلم : ٢٣٢/١)

সহজ তরজমা

(৪২০) হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাতের সাথে পড়ল, সে যেন অর্ধরাতই বিনিদ্র ইবাদতে কাটাল। আর যে ফজরের নামাযও জামাআতে পড়ল, তা হলে সে যেন সমস্ত রাতই বিনিদ্র ইবাদতে কাটাল। (অর্থাৎ এ ব্যক্তি পূর্ণ রাত ইবাদাতের ছাওয়াব পায়।) –মুসলিম : ১/২৩২

(٤٢١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً۔

(متفق عليه ، مشكوة : ٩٤)

সহজ তরজমা

(৪২১) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জামাআতের নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৯৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

একা একা নামায পড়ার চেয়ে জামাতে নামায পড়লে সাতাইশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। কোনো রেওয়ায়েতে আছে : পঁচিশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। এ পার্থক্য অবশ্য খুশু-খুযূ ও ইখলাসের পার্থক্যের কারণে এবং ছোট-বড় জামাতের কারণে হয়ে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. লিখেছেন : কেউ যদি জানে, এক টাকার বিনিময়ে ২৫ টাকা বা ২৭ টাকা পাওয়া যাবে– তা হলে এমন কে আছে, যে এটা ত্যাগ করবে, কেউই তা করবে না। কিন্তু দীনের বিষয়ে আমরা খুব উদাসীনতা ও অলসতা করি। এতগুণ বেশি সাওয়াবের কথা জানা সত্ত্বেও আমরা জামাত পরিত্যাগ করি। এটা আমাদের কেমন উদাসীনতা!

(٤٢٢) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ١٠٢)

সহজ তরজমা

(৪২২) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমায় শামিল হয়ে চল্লিশ দিন যাবৎ জামাআতে নামায পড়েছে, তার জন্য দু'টি মুক্তি নির্ধারিত রয়েছে– (১) দোজখের আগুন হতে মুক্তির (২) এবং কপটতা হতে মুক্তির। –তিরমিযী, মিশকাত : ১০২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাকবিরে উলার অর্থ, নামাযের একদম শুরুতে ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার বলে যে তাহরিমা বাধেন, তার সাথে সাথে মুক্তাদি তাকবির বলে নামায শুরু করা। কেউ বলেছেন, এর সময় সূরা ফাতেহা শেষ করার আগ পর্যন্ত থাকে। আর কেউ কেউ বলেছেন, রুকুর তাকবির বলার আগ পর্যন্ত থাকে। অতএব কেউ যদি ইমামের রুকুর তাকবির বলার আগ পর্যন্ত যে কোনো মুহূর্তে নামাযে শরিক হতে পারে, সে তাকবিরে উলা পেয়েছে বলা হবে। আর কেউ যদি এভাবে চল্লিশ দিন নামায আদায় করে, তা হলে সে দু'টি সনদ লাভ করবে। (১) জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। (২) মুনাফিকি থেকে মুক্তির সনদ।

মোল্লা আলী কারী রহ. লিখেছেন : মুনাফিকি থেকে মুক্তি লাভের মর্ম হল, এ আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে এমন আত্মিক প্রশক্তি দান করবেন, ফলে তার সকল আমলে ইখলাস পয়দা হয়ে যাবে। সে সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করবে। আর আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন। চিন্তা করে দেখুন, এটা কত বড় নেয়ামত!

(٤٢٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لَا تَفُوْتُهُ الرَّكْعَةُ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِهَا عِتْقًا مِّنَ النَّارِ ـ
(ابن ماجة : ٥٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪২৩) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি বলতেন : যে ব্যক্তি জামাতের মসজিদে চল্লিশ দিন এশার নামায এভাবে পড়ে যে, প্রথম রাকাআত তার ছুটে না, তা হলে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি নির্ধারিত করবেন। (অর্থাৎ সে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হবে।) –ইবনে মাজাহ : ৫৮

(٤٢٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْحَاجِّ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَايُنْصِبُهٗ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ـ
(ابو داود ، مشكوة : ٧٠)

সহজ তরজমা

(৪২৪) হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র হয়ে ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে আপন গৃহ থেকে বের হয়, তার সওয়াব হল ইহরামধারী হাজীর সাওয়াবের সমান। আর যে চাশতের নামাযের জন্য বের হয়, যাতে তা ব্যতীত অন্য কিছু তাকে উদ্বুদ্ধ করে না, তা হলে সে ব্যক্তির সওয়াব হল একজন উমরা পালনকারীর সওয়াবের সমান। –আবূ দাউদ : ১/৮২, মিশকাত : ৭০

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

জামাআত তরক করার উপর হুঁশিয়ারী

(٤٢٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَدَ نَاسًا فِىْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَاٰمُرُبِهِمْ فَيُحَرَّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اَحَدُهُمْ اَنَّهٗ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا (وفى رواية) اَوْمِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَهَا يَعْنِىْ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ
(رواه مسلم : ٢٣٢/١ ، وللبخارى نحوه)

সহজ তরজমা

(৩২৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নামাযে মানুষদের না পেয়ে বললেন : আমি ইচ্ছা করেছি, এক ব্যক্তিকে নামায পড়ানোর আদেশ দিয়ে ওই সকল ব্যক্তির কাছে আমি যাব, যারা নামায

www.banglakitab.weebly.com

থেকে দূরে থাকে। এরপর তাদের ব্যাপারে আদেশ দিব, কাঠ জমা করে তাদের বাড়ি-ঘর যেন জ্বালিয়ে দেয়। যদি তাদের কেউ জানত, নিশ্চয় সে মসজিদে গেলে একটি মোটা-তাজা হাড় অথবা (গরু বা বকরির) দু'টি ভালো খুর পাবে, তা হলে ইশার নামাযেও হাজির হত। (মুসলিম : ১/২৩২, বুখারী)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"لَوْ عَلِمَ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا ....." যারা জামাতে হাজির হয় না, তাদের কেউ যদি জানতে পারে, মসজিদে গেলে একটি মোটা-তাজা হাড্ডি পাবে কিংবা ছাগলের খুর পাবে, তা হলে অবশ্যই তারা ইশার জামাতে হাজির হত অর্থাৎ দুনিয়াবি স্বার্থে মসজিদে যেতে কোনো কষ্ট অনুভূত হত না। কিন্তু আখেরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য মসজিদে আসতে কষ্ট লাগে। এটা সম্ভবত মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। কেননা ইশার নামায মুনাফিকদের নিকট খুব আয়াসসাধ্য মনে হয়।

উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীমাহীন ভালোবাসা ও স্নেহমমতা থাকা সত্ত্বেও যারা বিনা ওজরে জামাতে উপস্থিত হয় না, তাদেরসহ তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন। এবার চিন্তা করে দেখুন! ইসলামে জামাতের গুরুত কত! হানাফী মাযহাবে জামাতে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বরং ওয়াজিবের নিকটবর্তী। এমনকি ওযুর ছাড়া জামাত ত্যাগ করলে গোনাহ হবে।

(٤٢٦) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا مَا فِى الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ اَقَمْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَاَمَرْتُ فِتْيَانِىْ يُحَرِّقُوْنَ مَا فِى الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ ـ (رواه احمد ، مشكوة)

সহজ তরজমা

(৪২৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইরশাদ করেন, তিনি বলেছেন : যদি ঘরসমূহে স্ত্রীলোক এবং সন্তান-সন্ততি না থাকত, তা হলে আমি ইশার নামাযের জামাত কায়েম করে আমার যুবকদেরকে আদেশ দিতাম, তারা যেন ঘরে যা কিছু আছে, তার সবই জ্বালিয়ে দেয়। –আহমদ, মিশকাত

(٤٢٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَثْقَلَ صَلٰوةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ وَصَلٰوةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ (مسلم : ٢٣٢/١)

সহজ তরজমা

(৪২৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকদের কাছে ইশা এবং ফজরের নামায সবচেয়ে কঠিন ও

www.banglakitab.weebly.com

কষ্টকর (ভারী)। কিন্তু যদি তারা জানত, এ দুই নামাযের সওয়াব কত, তা হলে তারা তাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত। -মুসলিম : ১/২৩২

(٤٢٨) عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ رح قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رض لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهٗ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِىَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى اَلصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ ـ (مسلم : ١/٢٣٢)

সহজ তরজমা

(৪২৮) তাবিঈ হযরত আবুল আহওয়াস রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন : আমি আমাদের (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) জমানায় দেখেছি, প্রকাশ্য মুনাফিক অথবা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ নামাযের জামাআত থেকে দূরে থাকত না অর্থাৎ তরক করত না। এমনকি যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি দু'জনের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ (কাঁধের উপর ভর দিয়ে) চলতে পারত, তবুও সে নামাযের জামাআতে এসে হাজির হত। হযরত আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এসব সুন্নাত শিক্ষা দিয়েছেন, যা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হিদায়েত। আর সে হিদায়েতপূর্ণ সুন্নতসমূহের একটি হল নামায ওই মসজিদে আদায় করা, যেখানে আযান হয়। -মুসলিম : ১/২৩২

(٤٢٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهٗ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهٖ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ ـ (رواه مسلم : ١/٢٣٢ ، مشكوة)

www.banglakitab.weebly.com

(৪২৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কাল কিয়ামতে পূর্ণ মুসলমান হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আশা রাখে, সে যেন এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে এ রকম স্থানে আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়, যেখানে আযান হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কেননা আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য সুনানে হুদা নির্ধারণ করেছেন। আর এ নামায জামা'আতে পড়াও সুনানে হুদার অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়তে থাক, যেভাবে এ জামাআত তরককারী (জনৈক সরকারী কর্মচারী) তার ঘরে পড়ে থাকে, তা হলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত নিশ্চিত তরক (ত্যাগ) করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ কর, তা হলে নিশ্চিত গোমরাহ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে ওই মসজিদসমূহের মধ্যে হতে কোনো মসজিদে গমন করে, তা হলে তার প্রতি কদমে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি দরজা (পদ) বুলন্দ (উন্নত) করেন এবং একটি গুনাহ মিটিয়ে দেন (অর্থাৎ ক্ষমা করেন)। (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায়) আমি আমাদের (অবস্থা) দেখেছি, প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামা'আত তরক করত না। এমনকি কোনো ব্যক্তি দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে হলেও যদি আসতে পারত, তা হলে তাকেও আনা হত এবং কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। –মুসলিম : ১/২৩২, মিশকাত

تَسْوِيَةُ الصُّفُوْفِ

নামাযের কাতার সোজাকরণ

(٤٣٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٩٨)

সহজ তরজমা

(৪৩০) হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের কাতার সোজা রাখো! নতুবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের পরস্পরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

–মুসলিম, মিশকাত : ৯৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

'মিরকাত' গ্রন্থে আছে : কাতার সোজা না হওয়ার প্রভাব মানুষের অন্তরে পড়ে। কারণ, কাতার সোজা করা প্রকাশ্য আদব। আর প্রকাশ্য আদবের প্রতি লক্ষ্য না রাখার প্রভাব বাতিন তথা অন্তরের উপর পড়ে। কেননা মানুষের অন্তর তার বাহ্যিক আমলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কাজেই বাহ্যিক আমলে যদি

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য না থাকে, তা হলে তা অন্তরসমূহে দ্বিধা-বিভক্তি সৃষ্টি করবে। আর অন্তর এর কারণে অপরিচ্ছন্ন হয়ে বাহ্যিক আমল আরো খারাপ হয়ে যাবে। পরিণামে একে অপরের সাথে অসদাচরণ করবে। পরস্পরে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে।

(٤٣١) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ - بخارى ومسلم اِلَّا اَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ ـ (مشكوة : ٩٨)

সহজ তরজমা

(৪৩১) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতার সোজা করো! নিশ্চয় কাতার সোজা করা নামায কায়েমেরই অন্তর্গত। –বুখারী, মুসলিম; কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, নামায পরিপূর্ণ করার অন্তর্গত। –মিশকাত : ৯৮

(٤٣٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا ـ (مشكوة : ٩٧)

সহজ তরজমা

(৪৩২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষ লোকের কাতারসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল, প্রথম কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট কাতার হল শেষ কাতার আর স্ত্রীলোকের কাতারসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল, শেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার প্রথম কাতার। –মুসলিম

(٤٣٣) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوْلٰى وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ - اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا ـ
(رواه ابوداؤد ، مشكوة : ٩٨)

সহজ তরজমা

(৪৩৩) হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণ 'ছালাত' পাঠান সেই সকল লোকের প্রতি, যারা প্রথম কাতারসমূহের নিকটবর্তী আর আল্লাহর নিকট সেই পদক্ষেপ অপেক্ষা কোনো পদক্ষেপই এত অধিক প্রিয় নয়, যা কাতার ঠিক করার নিমিত্ত বাড়ানো হয়ে থাকে। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৯৮

www.banglakitab.weebly.com

(٤٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.

(رواه ابوداؤد، مشكوة : ٩٨)

সহজ তরজমা

(৪৩৪) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ 'ছালাত' পাঠান কাতারের ডানদিকসমূহের প্রতি।

– আবূ দাউদ, মিশকাত : ৯৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমামের বামদিকে দাঁড়ানো অপেক্ষা ডানদিকে দাঁড়ানো উত্তম। তবে বাম দিক যদি একদম খালি থাকে, তা হলে বাম দিকে দাঁড়ানো উত্তম। বর্ণিত আছে, নামাযে রহমত প্রথমে ইমামের উপর নাযিল হয়। এরপর তার বরাবর পিছনের ব্যক্তির ওপর। এরপর তার ডান পাশের ব্যক্তির ওপর। এরপর বাম পাশের ব্যক্তির ওপর। এরপর পর্যায়ক্রমে ডান ও বামের ব্যক্তিগণের উপর রহমত বর্ষিত হতে থাকে।

(٤٣٥) عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

(رواه ابوداؤد، مشكوة : ٩٨)

সহজ তরজমা

(৪৩৫) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন ডান দিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন : 'সোজা হয়ে দাঁড়াও! তোমাদের কাতার ঠিক কর।' এরূপে বাম দিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন : 'সোজা হয়ে দাঁড়াও! তোমাদের কাতার ঠিক কর।' –আবূ দাউদ

(٤٣٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا حَذَفٌ. (رواه ابوداؤد، مشكوة : ٩٨.)

সহজ তরজমা

(৪৩৬) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার কাতারসমূহে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং এগুলোকে কাছে কাছে রাখবে (অনুমান আড়াই হাত ফাঁক করে)। আর তোমাদের ঘাড়সমূহকে সমপর্যায়ে

www.banglakitab.weebly.com

সোজা রাখবে। সেই খোদার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়, আমি শয়তানকে দেখি, সে কাতারেরর ফাঁকসমূহে প্রবেশ করে, যেন কালো ভেড়ার বাচ্চা। =আবূ দাউদ, মিশকাত : ৯৮

(٤٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِيَارُكُمْ اَلَيِّنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلٰوةِ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٩٨)

সহজ তরজমা

(৪৩৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা মূল নামাযের মধ্যে নিজেদের বাহুসমূহকে নরম রাখে। –আবু দাউদ, মিশকাত : ৯৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নামাযে কাঁধ নরম হওয়ার কয়েকটি অর্থ বর্ণিত আছে। যথা :

(১) এক ব্যক্তি নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে আছে, এমতাবস্থায় কেউ এসে কাঁধে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য বা কাতার সোজা করার জন্য বলল, তা হলে তার কথা শোনা।

(২) কেউ যদি কাতারে ঢুকতে চায় এবং জায়গাও থাকে, তা হলে যথাসম্ভব তাকে জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করা।

(৩) নামাযে খুশু-খুযূ ও বিনয় অবলম্বন করা।

(٤٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ وَلَاتَذَرُوْا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللّٰهُ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٩٩)

সহজ তরজমা

(৪৩৮) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ছফ সোজা করবে, বাহু-মূলসমূহকে সমপর্যায় রাখবে, ফাঁকসমূহ পূর্ণ করবে এবং তোমাদের ভাইদের হাত নরম থাকবে, মধ্যখানে শয়তানের (জন্য) ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতারকে মিলায়, আল্লাহ্ও তাকে (আপন রহ্মতের সাথে) মিলান। আর যে ব্যক্তি কাতারকে পৃথক করে আল্লাহ্ও তাকে (আপন রহ্মত থেকে) পৃথক করেন। –আবু দাউদ, মিশকাত : ৯৯

(٤٣٩) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَاَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ـ
(رواه ابو داؤد، مشكوة : ٩٩)

www.banglakitab.weebly.com

(৪৩৯) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছনে থাকতে চাইবে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে পিছাতে পিছাতে দোযখ পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন।

–আবু দাউদ, মিশকাত : ৯৯

(٤٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ قُرَّائُكُمْ ـ (ابوداؤد ، مشكوة : ١٠٠)

সহজ তরজমা

(৪৪০) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের আযান যেন তোমাদের উত্তম লোকগণই দেয় এবং তোমাদের ইমামতি যেন তোমাদের কারীগণই করে। –আবু দাউদ, মিশকাত : ১০০

(٤٤١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَاتُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ اٰذَانَهُمْ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِمَامُ قَوْمٍ ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ١٠٠)

সহজ তরজমা

(৪৪১) হযরত আবূ উমামা বাহেলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তির নামায তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না। অর্থাৎ কবুল হয় না– (ক) পলাতক দাস, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। (খ) যে নারী রাত্রি যাপন করেছে, অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট। (গ) মানুষের ইমাম, যাকে তারা (সঙ্গত কারণে) অপছন্দ করে। –তিরমিযী, মিশকাত : ১০

(٤٤٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَاتُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلٰوتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ، وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلٰوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَّأْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهُ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً ـ (رواه ابو داؤد و ابن ماجة ، مشكوة : ١٠٠)

সহজ তরজমা

(৪৪২) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না। (১) ওই ব্যক্তি, যে সম্প্রদায়ের ইমাম হয়েছে অথচ

www.banglakitab.weebly.com

সম্প্রদায় তার উপর অসন্তুষ্ট। (২) ওই ব্যক্তি, যে নামাযে পিছে এসেছে [পিছে আসার অর্থ হচ্ছে, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর অথবা ওয়াক্তে মুস্তাহাব অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর অথবা একেবারেই সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাজির হয়েছে এবং এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে।] (৩) এবং ওই ব্যক্তি যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বানিয়ে রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ : তিনজনের নামায কবুল হয় না। এদের মধ্যে একজন হল ওই ব্যক্তি, যে কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ইমামতি করে, অথচ তারা তাকে পছন্দ করে না। এই অপছন্দ করা যদি ন্যায়ানুগ হয়, তা হলে তো হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তার নামায কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যদি ইমাম সাহেব ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু মুসল্লিরা অন্যায়ভাবে তাকে অপছন্দ করে, তা হলে ইমাম সাহেবের কোনো সমস্যা নেই।

এখানে প্রসঙ্গত কিরাতের মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। ইমাম সাহেব নামাযে কতটুকু কিরাত পড়বেন? বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে : কেউ যখন ইমামতি করেন, তখন তার জন্য নামাযে সংক্ষিপ্ত কিরাত পড়া উচিত। কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকও থাকতে পারে। আর যখন একা একা নামায পড়বেন, তখন কিরাত যতটুকু ইচ্ছে লম্বা করতে পারবেন।

দুররে মুখতার কিতাবে আছে : বাদায়েউস সানায়ে কিতাবে এ মতটিকে গ্রহণ করা হয়েছে যে, মাসনুন কিরাতের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যুগ, মুসল্লি ও ইমাম সাহেবের ভিন্নতার ভিত্তিতে তা বিভিন্ন রকম হতে পারে। আমাদের যুগে উত্তম হল, এতটুকু পরিমাণ কিরাত পড়া যা মুসল্লিদের জন্য কষ্টকর হবে না।

আবুল ফযল কিরমানি ও ওযীর এ ফাতওয়া দিয়েছেন, তারাবির নামাযে সূরা ফাতেহার সাথে যদি শুধু এক/দুই আয়াত পড়ে, তা হলে মাকরূহ হবে না। যে সমকালীন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জানে না, সে মূর্খ।

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ (فَضِيْلَةُ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ وَالضُّحٰى)

যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড় জামাতের সাথে, তারপর যিকিরে মশগুল হয় (ইশরাক্ব ও চাশ্‌তের ফযীলত)

(٤٤٣) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى

www.banglakitab.weebly.com

رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ـ (رواه الترمذى : ٧٦ ، مشكوة : ٨٩)

সহজ তরজমা

(৪৪৩) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়েছে, এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করেছে, এরপর দুই রাক'আত নফল পড়েছে, তার জন্য হজ্ব ও ওমরার সাওয়াবের সমান সাওয়াব রয়েছে।

আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (অর্থাৎ পূর্ণ হজ্ব ও উমরার) –তিরমিযী, মিশকাত : ৮৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিকিরে লিপ্ত থাকার যে সাওয়াবের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন : কেউ যদি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের জন্য বসা থেকে উঠে কিংবা কিতাব পড়ার জন্য উঠে অথবা মানুষকে নসিহত করার জন্য বসার জায়গা হতে উঠে অথবা যদি সে ঘরে গিয়ে যিকিরে লিপ্ত হয়ে যায়, তা হলেও সে হাদীসে বর্ণিত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা হাদীসটিতে উল্লিখিত বসে থাকার অর্থ হল, লিপ্ত থাকা।

"সূর্যোদয় পর্যন্ত" বলে সূর্য পূর্ব দিগন্ত হতে উদিত হয়ে এক বল্লম (৭/৮ হাত) পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত। এর পরিমাণ মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি রহ. আহসানুল ফাতওয়াতে ১০/১১ মিনিট বলেছেন। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর ১০/১১ মিনিট অপেক্ষা করে দুই রাকা'আত নামায পড়বে। এ নামাযকে ইশরাকের নামায বলা হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে صَلٰوةُ الضُّحٰى "সালাতুত যুহা" নাম বর্ণিত হয়েছে।

সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়া পর্যন্ত যে সকল নামায পড়া হয়, মুহাদ্দিসগণ এ নামাযকে صَلٰوةُ الضُّحٰى বলেন। পক্ষান্তরে সূফিগণ এ সময়ে দুটি নামাযের কথা বলেন। তাদের মতে প্রথমটির নাম ইশরাক আর দ্বিতীয়টির নাম চাশ্‌ত। দিনের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত ইশরাকের সময় থাকে। এরপর থেকে চাশতের সময় শুরু হয়, যা সূর্য হেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বহাল থাকে।

(٤٤٤) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ اِبْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١١٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৪৪) হযরত আবু দারদা ও আবু যর গিফারী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেছেন, আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রাকাত নামায পড়, আমি তোমার জন্য তার শেষাংশে যথেষ্ট হব। (অর্থাৎ দিনের শেষাংশেই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করি।)

–তিরমিযী, মিশকাত : ১১৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ চার রাকাআত নামায বলে কোন নামায উদ্দেশ্য? কারো মতে চাশতের নামায। কেউ বলেন, ইশরাকের নামায। আবার কেউ বলেন, ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নত ও দুই রাকাত ফরয নামায। বিভিন্ন মত থাকলেও অতিরিক্ত নামায পড়তে তো কোনো সমস্যা নেই।

ইশরাকের দুই রাকাআতের সাথে আরো দুই রাকাত মিলিয়ে চার রাকাআত পূর্ণ করে নিবে। আর সম্ভব হলে চাশতের সময় চার রাকা'আত নামায পড়ে নিবে।

(٤٤٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَعَدَ فِيْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى لَايَقُوْلُ اِلَّا خَيْرًا غُفِرَلَهٗ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ١١٦)

সহজ তরজমা

(৪৪৫) হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায থেকে অবসর গ্রহণ করে যুহার নামায (এশরাক) পড়া পর্যন্ত আপন মুসল্লায় বসে থাকবে এবং ভালো কথা ছাড়া কোনো কথা বলবে না, তার (ছগীরা) গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা থেকে অধিক হয়। –আবু দাউদ, মিশকাত : ১১৬

(٤٤٦) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهٗ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِى الْجَنَّةِ ـ
(رواه الترمذى، مشكوة : ١١٦)

সহজ তরজমা

(৪৪৬) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পূর্বাহ্নের বার রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশ্‌তে স্বর্ণের একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ১১৬

www.banglakitab.weebly.com

(٤٤٧) عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضُّحٰى ثَمَانِىَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ تَقُوْلُ لَوْ نُشِرَ لِىْ اَبَوَاىَ مَا تَرَكْتُهَا ـ
(مالك ، مشكوة : ١١٦)

সহজ তরজমা

(৪৪৭) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি ইশরাকের নামায আট রাক'আত পড়তেন। এরপর বলতেন : যদি এ সময় আমার পিতামাতা জিন্দা হয়েও আমার নিকট আসেন (তাদের দেখার জন্যও) আমি তা ছাড়ব না।

–মালেক, মিশকাত : ১১৬

(٤٤٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ
(ترمذى وابن ماجة ، مشكوة : ١١٦)

সহজ তরজমা

(৪৪৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইশরাকের দুই রাকাত নামায পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তার (ছগীরা) গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।

–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১১৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সগীরা গোনাহ মাফ হবে। বিশিষ্ট সূফী ও বুযুর্গ শাকিক বলখী রহ. বলেন, আমরা পাঁচটি জিনিস তালাশ করে পাঁচ জায়গায় পেয়েছি।

(১) রিযিকের বরকত চাশতের নামাযে। (২) কবরের আলো তাহাজ্জুদের নামাযে। (৩) মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর কুরআন তিলাওয়াতে। (৪) পুলসিরাত সহজে পার হওয়া যাবে রোযা ও দান-সদকার মাধ্যমে। ৫) আরশের ছায়া নির্জনতা ও একাকিত্বের ইবাদতে।

اَلنَّفْلُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের পর নফল নামায পড়া
(আওয়াবীন নামাযের ফযীলত)

(٤٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهٗ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً ـ (رواه الترمذى ، مشكوة)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৪৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়েছে যার মধ্যে সে কোনো মন্দ বাক্য উচ্চারণ করে নি, তার সেই নামায বার বৎসরের ইবাদতের সমান গণ্য হবে।
–তিরমিযী, মিশকাত

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মাগরিবের পর ছয় রাকা'আত নফল নামাযকে সালাতুল আউয়াবীন বলা হয়। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এ নাম বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট হাদীস ব্যাখ্যাকার তীবি রহ. বলেন, হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মাগরিবের ফরয পরবর্তী দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও এ ছয় রাকাতের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট চার রাকা'আত একসাথেও পড়তে পারে আবার দুই-দুই রাকা'আত করেও পড়তে পারে।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি মাগরিবের ফরযের পর ছয় রাকা'আত পড়তেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি মাগরিবের পর ছয় রাকা'আত নামায পড়তেন আর বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের ফরযের পর ছয় রাকা'আত নামায পড়ে, তার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।

(٤٥٠) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.
(رواه الترمذى، مشكوة : ١٠٤)

সহজ তরজমা

(৪৫০) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একখানা ঘর তৈরী করবেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ১০৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মাগরিবের পর সর্বোচ্চ ২০ রাকা'আত এবং সর্বনিম্ন দুই রাকা'আত পড়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। চার রাকা'আত এবং ছয় রাকা'আতের কথাও আছে। যার পক্ষে যখন যা সম্ভব, সে তা-ই পড়বে।

اَلتَّحْرِيْضُ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

রাত্রে উঠার (তাহাজ্জুদ নামাযের) প্রতি উৎসাহ প্রদান

(٤٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلٰثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ

www.banglakitab.weebly.com

عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ إِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ إِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلّٰى إِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ۔

(متفق علیہ ، مشکوۃ : ۱۰)

সহজ তরজমা

(৪৫১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর এ কথা বলে মোহর মারে="এখনও অনেক রাত্রি আছে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।" যদি লোকটি জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তবে একটি গিরা খুলে যায়। যদি সে ওযু করে আরও একটি গিরা খুলে যায়। এরপর যদি সে নামায পড়ে, তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে প্রভাতে উঠে প্রফুল্ল মনে এবং পবিত্র অন্তরে; অন্যথায় সে প্রভাতে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইবনে মালিক রহ. বলেন, এখানে গিরা বলে অলসতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শয়তান অলসতা ও গাফলতির মাধ্যম হয়। এ গিরা সম্পর্কে আলেমদের নানা মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শয়তান বাস্তবিকই গিরা লাগায়। যেমন : যাদুকররা কারো নামের উপর গিরা লাগিয়ে যাদু করে। তেমনি শয়তান মানুষের নামে অলসতা ও গাফলতির গিরা লাগা। আর কেউ বলেছেন, এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ শয়তান ঘুম থেকে জাগার ক্ষেত্রে ও নামায পড়তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

(٤٥٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَّسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهٗ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهٗ (متفق علیہ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ يُّقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ ۔ (مشكوة : ١٠٩)

সহজ তরজমা

(৪৫২) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের মহামহিম পালনকর্তা প্রত্যেক রাত্রেই নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন,

www.banglakitab.weebly.com

যখন রাত্রের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে তখন বলতে থাকেন : কে আছ আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ, আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব। –মুত্তাফাকুন আলাইহি,

মুসলিমের এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে : অতঃপর তিনি আপন দুই হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন : কে আছ, যে ঋণ দিবে অভাবহীন এবং ইনসাফকারীকে সকাল পর্যন্ত। –মিশকাত : ১০৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন।' এর অর্থ কী? ইবনে হাজার ও ইবনে মালেক প্রমুখ মনীষী এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ, তার বিশেষ রহমত অথবা রহমতের ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। অন্য এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীসখানা "মুতাশাবিহাত" বা দুর্বোধ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভালো জানেন।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে : রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অবতীর্ণ হন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, অর্ধেক রাতের পর পর অবতরণ করেন। আর এখানে উল্লিখিত রেওয়ায়েতে দেখা যাচ্ছে, দুই তৃতীয়াংশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন। সুতরাং রেওয়ায়েতগুলো বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। এর সমাধান কী? এর জবাব হল, প্রত্যেক অংশেই আল্লাহর বিশেষ বিশেষ ও স্বতন্ত্র রহমত নাযিল হয়। আল্লাহর বান্দারা বিভিন্ন রকমের। কেউ কেউ প্রথম অংশে, কেউ মধ্যবর্তী অংশে, কেউ শেষ রাতে ইবাদত করতে অভ্যস্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রকার বান্দার জন্য বিশেষভাবে রহমত নাযিল করেন। তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি স্বতন্ত্র মনোযোগ নিবিষ্ট করেন।

(٤٥٣) عَنْ بِلَالٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللّٰهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيْرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ ـ
(رواه الترمذى : ١٩٤/٢، مشكوة : ١٠٩)

সহজ তরজমা

(৪৫৩) হযরত বিলাল রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রাত্রে নামায পড়বে। এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্বেকার নেক লোকদের নিয়ম, তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের মাধ্যম, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বাধাদানকারী। –তিরমিযী : ২/১৯৪, মিশকাত : ১০৯

www.banglakitab.weebly.com

(٤٥٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلَيْهِمُ الرَّجُلُ اِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّىْ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِى الصَّلٰوةِ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِىْ قِتَالِ الْعَدُوِّ ـ

(شرح السنة مشكوة : ١٠٩)

সহজ তরজমা

(৪৫৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকার লোকের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ পাক হাসেন (অর্থাৎ খুব খুশি হন)। (১) ওই ব্যক্তি যে রাতে নামাযের জন্য (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের জন্য) দাঁড়ায়। (২) ওই সমস্ত লোক, যারা নামাযের জন্য কাতার সোজা করে। (৩) ওই সমস্ত লোক, যারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়। –শরহে সুন্নাহ, মিশকাত : ১০৯

(٤٥٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَضْحَكُ اِلٰى رَجُلَيْنِ قَامَ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهٖ وَلِحَافِهٖ وَدِثَارِهٖ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَآئِكَتِهٖ مَا حَمَلَ عَبْدِىْ هٰذَا عَلٰى مَا صَنَعَ فَيَقُوْلُوْنَ رَجَاءَ مَّا عِنْدَكَ وَشَفَقَةً مِّمَا عِنْدَكَ فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ قَدْ اَعْطَيْتُهٗ مَا رَجَاهُ وَاٰمَنْتُهٗ مِمَّا يَخَافُهٗ ـ

(رواه الطبرانى لواقع الانوار : ٤٢)

সহজ তরজমা

(৪৫৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক দুই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে (খুশি হয়ে) হাসেন। (১) যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা রাতে আপন বিছানা, বিছানার চাদর এবং কম্বল ছেড়ে ওঠে (অর্থাৎ পূর্ণ শয্যা ত্যাগ করে)। এরপর ওযু করে নামাযে দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ পাক তখন ফিরিশতাদের বলেন, কীসে আমার এ বান্দাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল? ফিরিশতাগণ বলেন, আপনার পক্ষ হতে (রহমতের) আশা এবং (আযাবের) ভয়। এরপর আল্লাহ বলবেন, আমি তার আশা পূর্ণ করলাম এবং যা থেকে সে ভয় করে তার থেকে নিরাপত্তা দিলাম।

–তাবরানী, লাওয়াকিহুল আনওয়ার

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসেন। আলোচ্য হাদীসটিতে একজনের বর্ণনা দিয়ে ক্ষান্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির আলোচনা এখানে নেই। মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে শরহুস সুন্নাহর উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে

www.banglakitab.weebly.com

মাসউদ রাযি. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে– "দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পরাজয় বরণ করেছে। কিন্তু তার সহযোদ্ধারা পিছপা হলেও সে সম্মুখে অগ্রসর শত্রুবাহিনীর সাথে প্রাণপণ লড়াই করে জীবন উৎসর্গ করে।" আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের বলেন, আমার এ বান্দার দিকে দেখো। সে আমার রহমতের প্রত্যাশী ও আযাবের ভয়ে ভীত। তাই সে ফিরে গিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দিল।

(٤٥٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

(رواه ابو داؤد، و النسائى، مشكوة : ١٠٩)

সহজ তরজমা

(৪৫৬) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন, যে ব্যক্তি রাত্রে উঠে নামায পড়ল, আপন স্ত্রীকেও জাগিয়ে দিল এবং সেও নামায পড়েছে, আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে, তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। এইরূপে আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, সেই স্ত্রী লোকের প্রতি যে রাত্রে উঠে নামায পড়েছে এবং আপন স্বামীকেও জাগিয়ে দিয়েছে এবং সেও নামায পড়েছে। আর যদি উঠতে অস্বীকার করে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। –আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত : ১০৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কারো উপর যদি কাযা নামায থাকে, তা হলে তা পড়া উত্তম। শেষ রাতে নফল পড়ার চেয়ে কাযা নামায বেশি পড়বে। তবে তাহাজ্জুদের নিয়তে ২/৪ রাকা'আত নফলও পড়বে। নতুবা শয়তান এই প্ররোচনা দিবে যে, কাযা পড়ার জন্য তো শেষ রাতে উঠার দরকার নেই। এটা দিনেই পড়ে নিবে।

"স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মুখে পানি ছিটিয়ে দিবে" বলে বুঝানো হয়েছে, একে অপরকে জাগানোর চেষ্টা করবে। যেভাবে জাগালে খুব কষ্ট হবে না সেভাবে জাগানোর চেষ্টা করবে। স্বামী-স্ত্রীর উচিত একে অপরকে ইবাদত বন্দেগীতে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করা। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ভালো কাজে নিজের অধীনস্থ লোকদেরকে বাধ্য করা যায়। এমন করা মুস্তাহাবও বটে।

(٤٥٧) عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَا

www.banglakitab.weebly.com

اللّٰهُ لِمَنْ اَلَانَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ـ (رواه البيهقى، مكشوة : ١٠٩)

সহজ তরজমা

(৪৫৭) হযরত আবু মালেক আশআরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বেহেশতের মধ্যে এমন সব (সুদৃশ্য বালাখানা রয়েছে, যার বাইরের জিনিসসমূহ ভিতর থেকে এবং ভিতরের জিনিসসমূহ বাইর থেকে দেখা যায়। সে সকল বালাখানা আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নরম কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) আহার দান করে, পরপর রোযা রাখে এবং রাত্রে নামায পড়ে, অথচ মানুষ তখন ঘুমে থাকে।

–বায়হাকী, মিশকাত : ১০৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

একাধারে রোযা রাখার সর্বনিম্ন স্তর হল, প্রতি মাসে ৩টি রোযা রাখা। এক রোযার বিনিময়ে দশ রোযার সাওয়াব পাওয়া যাবে। এভাবে ৩ রোযার বিনিময়ে এক মাসের রোযার সাওয়াব পাওয়া যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার প্রত্যেক আমল কমপক্ষে দশগুণ বাড়িয়ে দেন।

(٤٥٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ـ
(رواه البيهقى، مشكوة : ١١)

সহজ তরজমা

(৪৫৮) হযরত আবু হুরাইরা রযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– ফরযের পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নামায হল রাত্রির নামায।

–আহমদ, মিশকাত : ১১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের ভিত্তিতে আবু ইসহাক মারওয়াযী রহ. বলেন, তাহাজ্জুদ নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদার চেয়ে উত্তম। তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে তাহাজ্জুদের চেয়ে সুন্নতে মুয়াক্কাদা উত্তম। দুটি মতের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, রিয়ামুক্ত হওয়ার দিক থেকে তাহাজ্জুদ উত্তম আর ফরযের সম্পূরক হিসেবে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ উত্তম। কেননা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ছাড়া ফরয নামাযসমূহ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বস্তুত তাহাজ্জুদ ছাড়া আল্লাহর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। আর সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ছাড়া ফরয নামাযের ক্ষতিসমূহ পূরণ হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

(٤٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْرَافُ اُمَّتِىْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّيْلِ ـ (رواه البيهقى، مشكوة :١١٠)

সহজ তরজমা

(৪৫৯) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠলোক তারাই, যারা কুরআনের বাহক এবং রাত্রি জাগরণকারী। –বায়হাকী, মিশকাত : ১১০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কুরআনের ধারক-বাহক তারা, যারা কুরআনের শব্দ মুখস্থ করে, অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করে এবং সে মুতাবেক জীবন পরিচালনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করল, তার দুই পাঁজরের মাঝে (বক্ষের ভেতরে) নবুওয়াত স্থাপন করা হয়েছে। তবে তার কাছে ওহী আসে না। অর্থাৎ হাফেযে কুরআনের বুকে নবুওয়াতের বিশেষ নূর সঞ্চিত থাকে। কিন্তু তাই বলে সে নবী হয়ে যায় না। কেননা নবী হওয়ার জন্য ওহীর আসা জরুরী। আর সর্বশেষ নবীর মাধ্যমেই ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে গেছে।

(٤٦٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اِسْتِغْنَائُهُ عَنِ النَّاسِ ـ (لواقح الانوار : ٤٢)

সহজ তরজমা

(৪৬০) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব হল, রাত্রে ওঠা অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করা আর ইজ্জত-সম্মান হল মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষিতা। –লাওয়াকিহুল আনওয়ার : ৪২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

(১) হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে নিচের দু'আটি পাঠ করবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এরপর اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ বলে যে দু'আ করবে, তা কবুল হবে। এরপর নামায পড়লে নামাযও কবুল হবে।

(২) হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে জাগ্রত হয়ে অনেক সময় এ দু'আ পড়তেন :

www.banglakitab.weebly.com

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ (رواه ابو داود)

(৩) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে মুমিন ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় দু'আ দরূদ পাঠ করে ঘুমাবে। এরপর রাতের কোনো অংশে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর কাছে ভালো কোনো কিছু চাইবে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। –আহমদ, আবু দাউদ

فَضْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুম'আর দিনের ফযীলত

(٤٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَ فِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ـ
(رواه مسلم، مشكوة : ١١٩)

সহজ তরজমা

(৪৬১) হযরত আবু হুরাইরা রযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন সকল দিন অপেক্ষা, যাতে সূর্য উদিত হয়– জুমার দিনই হল উত্তম দিন। জুমার দিনেই হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁকে বেহেশতে দাখিল করা হয়েছে এবং এ দিনেই তাকে সেখান থেকে বের করা হয়েছে আর জুমার দিন ব্যতীত কিয়ামত কায়েম হবে না। –মুসলিম, মিশকাত : ১১৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জুমার দিন যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল, এ দিন হযরত আদম আ.-কে জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। এটা এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এর ফলে তিনি আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছেন এবং তার ঔরশ থেকে নবী-ওলী ও সিদ্দীকীন জন্ম লাভের মাধ্যম হয়েছে।

কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এর ফলে মুমিনদের অনুকূলে কৃত আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়নের পথ তৈরি হবে। মুমিনগণ জান্নাত লাভ করতে পারবেন।

বছরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হল, আরাফার দিন। আর সপ্তাহে সবচেয়ে উত্তম হল, জুমার দিন। তেমনি যদি আরাফার দিন জুমার দিনে হয়ে যায়, তা

www.banglakitab.weebly.com

হলে তা সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, একে হজ্বে আকবর বলা হয়। এ দিনের হজ্ব অন্য দিনের সত্তর হজ্বের চেয়ে উত্তম।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. বলেন, জুমার নামায আল্লাহ তা'আলার নিকট নফল হজ্বের চেয়েও উত্তম। ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত আছে : জুমা হল, গরিবদের হজ্ব সদৃশ।

(٤٦٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَايُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔
(متفق عليه ، مشكوة : ١١٩)

সহজ তরজমা

(৪৬২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুমার দিনে এমন একটি ক্ষণ (সময় বা মুহূর্ত) রয়েছে, যদি কোনো মুমিন বান্দা তাকে পায় এবং তাতে আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ চায়, তা হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করেন। –মুত্তা, মিশকাত : ১১৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দু'আ কবুল হওয়ার মুহূর্তটি অজ্ঞাত। মানুষ যেন সারাদিন ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকে এজন্য নির্দিষ্ট মুহূর্তটি সুপ্ত রাখা হয়েছে। ইমাম জাযরি রহ. বলেন, দু'আ কবুল হওয়ার যত সময়ের আলোচনা হাদীসে আছে, তন্মধ্যে জুমার দিনে দু'আ কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়।

"বান্দা যা চায় তাই আল্লাহ তা'আলা দান করবেন" এর অর্থ, হয়তো হুবহু তাই দান করেন কিংবা আখেরাতের সঞ্চয় করে রাখেন।

জুম'আর দিন দু'আ কবুল হওয়ার মুহূর্ত কোনটি

জুমার দিনের সে সময়টি নির্ণয় করতে গিয়ে আলেমদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, এ বিষয়ে ৪৫টি মত রয়েছে। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, এতে ৫০টি মতামত রয়েছে। মাযাহেরে হক গ্রন্থের লেখক ৩৫টি মত উল্লেখ করেছেন। যথা :

(১) জুমার দিন ফজরের আযানের সময়।
(২) জুমার দিন সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।
(৩) আছরের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
(৪) ইমাম মিম্বর থেকে নেমে তাকবিরে তাহরিমা বলা পর্যন্ত।
(৫) সূর্যোদয়ের পর থেকে দিনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত। (প্রায় তিন ঘণ্টা সময়কাল)
(৬) ঠিক সূর্যোদয়ের সময়।
(৭) দিনের শেষ প্রহর। (দিবা-রাত্রি অষ্ট প্রহর। ১ প্রহর প্রায় তিন ঘণ্টা)

www.banglakitab.weebly.com

(৮) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে ছায়া অর্ধ হাত পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।
(৯) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে ছায়া এক হাত পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।
(১০) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর থেকে ছায়া এক বিঘত থেকে এক হাত হওয়া পর্যন্ত।
(১১) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার মুহূর্তে।
(১২) জুমার আযানের সময়।
(১৩) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর থেকে জুমার নামায শুরু করা পর্যন্ত।
(১৪) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।
(১৫) সূর্য হেলার পর থেকে জুমার নামায শেষ করা পর্যন্ত।
(১৬) ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহনের পর থেকে নামায শুরু করা পর্যন্ত।
(১৭) ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহনের পর থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত।
(১৮) ইমাম নামায শেষ করার সময়।
(১৯) জুমার আযানের সময় থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২০) ইমাম মিম্বরে বসার সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২১) জুমার আযান থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২২) আযানের আগ মুহূর্তে।
(২৩) খুতবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।
(২৪) খুতবার শুরুতে।
(২৫) দুই খুতবার মাঝখানে ইমাম যখন বসেন।
(২৬) ইমাম মিম্বর থেকে নামার সময়।
(২৭) ইকামতের সময়।
(২৮) ইকামতের সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২৯) জুমার নামায আদায় করার সময়।
(৩০) আছরের নামায থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত।
(৩১) আছরের নামাযের মাঝখানে।
(৩২) আছরের নামাযের পর থেকে মুস্তাহাব সময় পর্যন্ত।
(৩৩) আছরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
(৩৪) আছরের নামাযের পর দিনের শেষ প্রহর পর্যন্ত।
(৩৫) সূর্য ডুবার মুহূর্তে।

উপর্যুক্ত সময়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, জুমার দিন সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এমন কোনো মুহূর্ত নেই, যে মুহূর্ত সম্পর্কে

www.banglakitab.weebly.com

আলেমগণ দু'আ কবুলের সময় হিসেবে মন্তব্য করেন নি। তবে এর মধ্যে কয়েকটি সময় খুব প্রসিদ্ধ। যেমন : (১) দুই খুতবার মাঝখানে ইমাম যখন বসেন। (২) আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। বিশেষ করে আছরের পরে দু'আয় নিমগ্ন হওয়া নবী পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও বুযর্গদের নিয়মিত আমল হিসেবে ব্যাপকভাবে বর্ণিত।

বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত সময়গুলোতে এমন কিছু সময় আছে, যখন কথাবার্তা বলা দু'আ-দরূদ পড়া নিষেধ। অতএব সে সময় দু'আ কিভাবে করবে? এর জবাব হল, দু'আর জন্য মুখে উচ্চারণ জরুরি নয় বরং মনে মনে দু'আর বিষয়টি স্মরণ করাই যথেষ্ট।

(٤٦٣) وَفِيْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَاَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا وَهِيَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ اِلَّا الْجِنُّ وَالْاِنْسُ ـ (مشكوة : ١٢٠)

সহজ তরজমা

(৪৬৩) মুয়াত্তা মালেক, আবূ দাউদ এবং তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,) কিয়ামত কায়েম হওয়ার ভয়ে জুমার দিনে ভোর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকল প্রাণীই চিৎকার করতে থাকে। তবে জ্বিন ও মানুষ ব্যতীত। (কারণ, তাদের এ সম্বন্ধে গাফেল রাখা হয়েছে।)

–মিশকাত : ১২০

(٤٦٤) عَنْ اَبِيْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفّٰى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَايَسْاَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْاَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا اَرْضٍ وَلَارِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَابَحْرٍ اِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ـ

(رواه ابن ماجة ، مشكوة ـ ١٢)

সহজ তরজমা

(৪৬৪) হযরত আবু লাবাবা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুমার দিন সকল দিনের সর্দার এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত

www.banglakitab.weebly.com

দিন। তা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতিরের দিন অপেক্ষা ও আল্লার নিকট অধিক সম্মানিত। এতে পাঁচটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় রয়েছে। এতেই আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এতেই আল্লাহ তাঁকে জমিনে প্রেরণ করেছেন এবং এতেই তিনি তাঁকে মৃত্যু দান করেছেন। এতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোনো বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহ নিকট কিছু আকাঙ্ক্ষা করে তিনি তাকে তা নিশ্চয় দান করেন যে পর্যন্ত না সে হারাম কিছু আকাঙ্ক্ষা করে এবং এতেই কিয়ামত কায়েম হবে। এমন কোনো সম্মানিত ফেরেশতা নেই, আসমান নেই, জমিন নেই, বাতাস নাই, পাহাড় নেই ও সমুদ্র নেই যে জুমার দিন সম্পর্কে ভীত নয়। (কি জানি হঠাৎ কেয়ামত কায়েম হয়ে যায়।) –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১২০

(٤٦٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ـ (رواه احمد والترمذى، مشكوة : ١٢١)

সহজ তরজমা

(৪৬৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলমান যদি জুমার দিনে অথবা জুমার রাত্রে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাকে কবরের বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

–আহমদ ও তিরমিযী, মিশকাত : ১২১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খুব ভালো করে স্মরণ রাখতে হবে, এ ফযিলত লাভের জন্য খাঁটি মুসলমান হতে হবে। আর মুসলমান হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল, ঈমানের সাথে সাথে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে। নামায না পড়ে কেবল নামকা ওয়াস্তে মুসলমান হলে এ ফযিলত লাভ করতে পারবে না।

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى تَرْكِ الْجُمُعَةِ

জুম'আর নামায না পড়ার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(٤٦٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اِنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ١٢١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৬৬) হযরত ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি মিম্বরের কাঠে (দাঁড়িয়ে) বলছেন : লোকেরা হয়ত জুমার নামায তরক করা থেকে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিবেন। তারপর তারা নিশ্চয় গাফেলদের অন্তর্গত হয়ে যাবে। –মুসলিম, মিশকাত : ১২১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জুমার নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি কোনো ওযর ছাড়া জুমার নামায ত্যাগ করে, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে গাফলতির সিল মেরে দেন। ফলে সে ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে একসময় সে ঈমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বায়হাকির এক রেওয়ায়েতে আছে : যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিন জুমা ছেড়ে দিল, সে যেন ইসলামকে অনেক দূরে ছুড়ে মারল। (আল্লাহ পানাহ)

(٤٦٧) وَعَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ۔

(رواه ابو داؤد والترمذى، مشكوة : ١٢١)

সহজ তরজমা

(৪৬৭) হযরত আবুল জা'দ যমরি রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অবহেলাবশত পরপর তিন জুমার নামায ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন।

–আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত : ১৬১

(٤٦٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ۔

(رواه الشافعى، مشكوة : ١٢١)

সহজ তরজমা

(৪৬৮) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অকারণে জুমার নামায তরক করল। তাকে (আল্লাহর নিকট) মুনাফিক বলে লেখা হয়েছে এমন কিতাবে যার লিখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তন করাও হয় না। – শাফিঈ, মিশকাত : ১২১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জরুরত বা কারণ বলে এখানে সে সকল কারণ উদ্দেশ্য, যেগুলো পাওয়া গেলে জুমার নামায রহিত হয়ে যায়। ওয়াজিব হয় না। যেমন : মারাত্মক ও ভীষণ অসুস্থতা, শত্রুর ভয়, প্রচণ্ড তুষারপাত ইত্যাদি।

www.banglakitab.weebly.com

اَلتَّنْظِيْفُ وَالتَّبْكِيْرُ

জুম'আর দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং খুব সকালে মসজিদে গমন

(٤٦٩) وَعَنْ سَلْمَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهٖ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهٖ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَاكُتِبَ لَهٗ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلَّا غُفِرَلَهٗ مَابَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى ـ (رواه البخارى، مشكوة : ١٢٢)

সহজ তরজমা

(৪৬৯) হযরত সালমান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে। তারপর নিজের সঞ্চিত তৈল থেকে নিজের শরীরে কিছু তৈল মাখবে অথবা ঘরে খোশবু থাকলে কিছু খোশবু ব্যবহার করবে। তারপর মসজিদে রওয়ানা হবে এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না অতঃপর যা তার পক্ষে সম্ভব (নফল সুন্নত) নামায পড়বে। এরপর ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকেন, চুপ করে শুনবে, নিশ্চয় তার এ জুমা ও পূর্ববর্তী জুমার মধ্যকার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে। –বুখারী, মিশকাত : ১২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ : 'যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করবে' এর মর্ম হল, মোচ কাটা, নখ ছোট করা, গুপ্তস্থানের পশম মুণ্ডানো, বগলের চুল উপড়ানো এবং কাপড় পাকপবিত্র করা।

لَايُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ : 'দু'জনের মাঝে বিভাজন করবে না।' এর অর্থ হল, পিতা-পুত্র যদি একসাথে বসে থাকে, তা হলে তাদের মাঝে বসবে না কিংবা ঘনিষ্ঠ দুই ব্যক্তি যদি পাশাপাশি বসে থাকে, তা হলেও তাদের মাঝখানে বসবে না। অথবা দু'জনের মাঝে যদি পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তা হলে তাদেরকে চাপিয়ে বসবে না। অথবা এর অর্থ হল, মানুষকে ডিঙ্গিয়ে আগে যাবে না বরং যেখানে জায়গা পাবে, সেখানেই বসবে। বস্তুত এ হাদীসের মাধ্যমে আগে আগে মসজিদে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

(٤٧٠) وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ

www.banglakitab.weebly.com

الْاِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ـ (رواه الترمذى، والنسائى ـ
(رواه الترمذى ، والنسائى وابوا داؤد وابن ماجة ، مشكوة : ١٢٢)

সহজ তরজমা

(৪৭০) হযরত আউস ইবনে আউস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার দিনে (জামা-কাপড়) ধুবে ও গোসল করবে ও করাবে। এরপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে ও সকালে মসজিদে যাবে এবং সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে যাবে আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে, এরপর (চুপ করে) তাঁর খুতবা শুনবে এবং অনর্থ কিছু করবে না, তার প্রত্যেক কদমে তার এক বৎসরের আমলের সাওয়াব হবে অর্থাৎ এক বৎসরের দিনে রোযা ও রাত্রিতে নামাযের সাওয়াব হবে। –তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অন্যকে গোসল করানোর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। (১) নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। এর ফলে স্ত্রীকে গোসল করতে হবে। আর স্বামী এ গোসলের কারণ হবে। (২) কাপড় ভালো করে ধৌত করা।

(٤٧١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ـ
(متفق عليه، مشكوة : ١٢٢)

সহজ তরজমা

(৪৭১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুমার দিন ইমামের খুতবা দানকালে যখন তুমি তোমার সঙ্গীকে বললে : 'চুপ কর' তখন তুমি, অনর্থ কথাই বলবে। (কারণ এটা তোমার চুপ থাকার বিপরীত হল।) –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খুতবার সময় কথা বলে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার করাও অনর্থক কথা বলার মধ্যে শামিল। কেননা এক্ষেত্রে ইশারা যথেষ্ট। হানাফি মাযহাব মতে, ইমাম খুতবার জন্য হুজরা থেকে বের হওয়ার সময় থেকে খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কথা বলা, দু'আ-দরূদ পড়া, নামায পড়া সব হারাম। কারো নামাযের অবস্থায় যদি ইমাম খুতবা শুরু করে দেন, তা হলে সে দুই রাকা'আতের উপর নামায শেষ করে দিবে। শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়বে না। যে দূরে বসে আছে, সেও চুপ করে বসে থাকবে। নামাযে যে সকল কাজ

www.banglakitab.weebly.com

নিষিদ্ধ ও হারাম খুতবার সময়ও সেসকল কাজ হারাম। দরূদ শরীফ পড়ার দরকার হলে বা দু'আ করতে মনে চাইলে মনে মনে করবে। জিহ্বা নাড়াবে না। কেউ অন্যায় করলে হাত বা চোখ দিয়ে ইশারা করবে। মুখে কিছু বলবে না। দ্বিতীয় আযানের জবাব না দেওয়াই উত্তম। দ্বিতীয় আযানসহ যে কোনো আযানের পরে হাত তুলে মুনাজাত করা বেদ'আত। হাদীসে দু'আ পড়ার কথা বলা হয়েছে, হাত উঠানোর কথা বলা হয় নি। তাই হাত উঠানো যাবে না।

(٤٧٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُوَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ١٢٢)

সহজ তরজমা

(৪৭২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং তা উত্তমরূপে সম্পন্ন করবে অতঃপর জুমাতে যাবে এবং চুপ করে খুতবা শুনবে, তার এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে, অধিকন্তু আরও তিন দিনের। যে ব্যক্তি খুতবার সময় কঙ্কর-বালি নাড়ল সে অনর্থ কাজ করল (চুপ থাকল না)। –মুসলিম, মিশকাত : ১২২

(٤٧٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِتَّخَذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ١٢٢)

সহজ তরজমা

(৪৭৩) মু'আয ইবনে আনাস জুহানী তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জুমার দিনে যে ব্যক্তি লোকের ঘাড়ে লাফিয়ে সম্মুখে যাওয়ার চেষ্টা করে (কিয়ামতের দিন) তাকে জাহান্নামের পুল স্বরূপ করা হবে। –তিরমিযী, মিশকাত : ১২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ সতর্কবাণী তখনি প্রযোজ্য হবে, যখন সামনে খালি জায়গা থাকবে না। যদি খালি জায়গা থাকে, তা হলে সেক্ষেত্রে এ সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে না।

(٤٧٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا وَالَّذِىْ يَقُوْلُ لَهُ اَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ ـ (رواه احمد، مشكوة : ١٢٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৭৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার দিনে ইমামের খুতবা দানকালে কথা বলে, সে হল গাধার মতো, যে বোঝা উঠায়। (অথচ তার কোনো ফল ভোগ করতে পারে না) এবং যে তাকে বলে ঃ 'চুপ কর' তার জন্যও জুমা নাই। (কারণ সেও চুপ করল না।)

–আহমদ, মিশকাত : ১২৩

(٤٧٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذَالِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ وَذَالِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ـ

(رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٢٣)

সহজ তরজমা

(৪৭৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন রকমের লোক জুমায় হাজির হয়– এক রকমের লোক যারা অনর্থের সাথে (অনর্থ কথা ও কাজের সাথে) হাজির হয়। জুমার দ্বারা তাদের এটাই লাভ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের লোক, যারা (আল্লার নিকট) কিছু প্রার্থনার সাথে হাজির হয়। এরা এমন লোক যারা আল্লার নিকট নিজেদের মাকছাদ চায়, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের তা দান করতে পারেন আর ইচ্ছা করলে নাও করতে পারেন। তৃতীয় প্রকার লোক, যারা (শুধু জুমার উদ্দেশ্যই) সম্পূর্ণ খামুশী ও নীরবতার সাথে জুমাতে হাজির হয় এবং (সম্মুখে যাওয়ার জন্য) কোনো মুসলমানের ঘাড়ে লাফ দেয় না এবং কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না। এদের জুমা এ জুমা হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সমস্ত (ছগীরা) গুনার জন্য কাফ্ফারা হবে এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে তার জন্য তার দশ গুণ (প্রতিফল)"

–আবু দাউদ, মিশকাত : ১২৩

www.banglakitab.weebly.com

فَضِيْلَةُ الصَّوْمِ

রোযার ফযীলত

(٤٧٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٧٣)

সহজ তরজমা

(৪৭৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রমাযান মাস আসে, তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে : বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দোজখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছে : রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৭৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আসমানের দরজা খোলার অর্থ, অনবরত আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিল হওয়া। কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নেক আমল ঊর্ধ্ব আকাশে আরোহণ করতে সক্ষম হওয়া, দু'আ দ্রুত কবুল হওয়া। আর জান্নাতের দরজা খোলার অর্থ হল, নেক আমলের বেশি বেশি তৌফিক লাভ করা। কেননা এর ফলে জান্নাতে প্রবেশ সহজতর হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়ার অর্থ হল, রোযার কারণে রোযাদার গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে। শয়তানদেরকে বন্দী করার অর্থ হল, অবাধ্য ও ভয়ঙ্কর শয়তানসমূহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাদেরকে তাদের কাজ হতে বিরত রাখা হয়। লোকজন তাদের ওয়াসওয়াসা গ্রহণ করে না। কেননা রোযার কারণে মানুষের পাশবিক শক্তি দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যায়। আর মানুষের বিবেক শক্তি জেগে উঠে ও তা শক্তিশালী হয়। এর ফলে মানুষ গোনাহের কাজ কম করে ও নেকের কাজ বেশি বেশি করে।

(٤٧٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٧٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৭৭) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমাযানুল মুবারকের রোযা রাখে ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের নিয়তে (লোক দেখানোর জন্য নয়) তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয় আর যে ব্যক্তি রমাযানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায় ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের নিয়তে তাকেও তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের রাতে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের নিয়তে দাঁড়ায় তারও পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। –মুত্তাঃ, মিশকাত : ১৭৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কুরআন হাদীসের যেখানে ইবাদতের মাধ্যমে গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে, সেখানে সগিরা গোনাহ উদ্দেশ্য। কেননা কবিরা গোনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। কুরআন হাদীসের অন্যান্য ভাষ্য থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত।

(٤٧٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ١٧٣)

সহজ তরজমা

(৪৭৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানব সন্তানের নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে; প্রত্যেক নেক আমল দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ বলেন : রোযা ব্যতীত। কেননা রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিফল দান করব (যত ইচ্ছা তত।) সে আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও পানাহার জিনিস ত্যাগ করে।

রোযাদারের জন্য দুটি (প্রধান) আনন্দ রয়েছে : একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশতে আপন পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। রোযা হচ্ছে, মানুষের জন্য (দোজখের আগুন হতে রক্ষার) ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসে, সে যেন অশ্লীল কথা

www.banglakitab.weebly.com

না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে : আমি একজন রোযাদার।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৭৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"এক নেকীর বিনিময়ে দশ নেকী" এটা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আমলে যত ইখলাস, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকবে, তার সাওয়াব তত বাড়তে থাকবে। এভাবে এক নেকী সাতশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষ তার চেয়েও বেড়ে যায়। তবে রোযার সাওয়াব অসীম। যার কোনো সীমা নেই। এর পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না। আর রোযার এ ফযিলত দুই কারণে।

(১) রোযা অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে গোপন থাকে। এতে লৌকিকতার সুযোগ কম। রোযা ভেঙ্গে ফেললেও কেউ জানে না।

(২) রোযার মাধ্যমে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কামনা-বাসনা পূরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। শয়তানের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। রোযার মধ্যে নিজের জিহ্বা, যৌনাঙ্গ তথা সারা দেহ সংযত রাখতে হয়। অন্য কোনো ইবাদতে এমন করার দরকার হয় না। তাই রোযা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইবাদত।

(٤٧٩) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُنَادِىْ مُنَادٍ يَابَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَابَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٧٣)

সহজ তরজমা

(৪৭৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত আসে শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়। এরপর তার কোন দরজাই খোলা হয় না এবং বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা হয় এরপর তার কোনো দরজা বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে "হে ভালোর অন্বেষণকারী অগ্রসর হও, হে মন্দের অন্বেষণকারী থাম" আল্লাহ তা'আলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে।

(٤٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ

www.banglakitab.weebly.com

وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ١٧٣)

সহজ তরজমা

(৪৮০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রোযা এবং কুরআন (কেয়ামতে) আল্লাহর নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে : আয় আল্লাহ! আমি তাকে খাওয়া ও আগ্রহের বিষয় (পানি, সহবাস ইত্যাদি) থেকে দিনের বেলা বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে : আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বাধা দিয়েছ সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। –বায়হাকী

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাতে জাগ্রত থেকে নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা। রমাযানের সুপারিশ দ্বারা গোনাহ মাফ হবে আর কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

(٤٨١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ ـ
(رواه ابن ماجه، مشكوة : ١٧٣)

সহজ তরজমা

(৪৮১) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন, একবার রামাযান মাস আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন : এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে, এতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে তার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হয়েছে আর তা হতে বঞ্চিত হয় না চিরবঞ্চিত ব্যক্তি ব্যতীত কেউ।

–ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৭৩

(٤٨٢) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رض قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ مَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ

www.banglakitab.weebly.com

اَدْنٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَانُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْتَمْرَةٍ اَوْشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَايَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ـ

(رواه البيهقى، مشكوة : ٧٤-١٧٣)

সহজ তরজমা

(৪৮২) হযরত সালমান ফারসী রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শা'বান মাসের শেষ তারিখে বয়ান করলেন এবং বললেন : "হে মানবমণ্ডলি! তোমাদের প্রতি ছায়া বিস্তার করেছে একটি মহান মাস, মোবারক মাস, এমন মাস– যাতে একটি রাত রয়েছে হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তার রোযাসমূহকে করেছেন (তোমাদের উপর) ফরয এবং তার রাত্রিতে নামায পড়াকে করেছেন তোমাদের জন্য নফল। যে ব্যক্তি এ মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল আদায় করল সে ওই ব্যক্তির সমান হল যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করল, সে ওই ব্যক্তির সমান হল, যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল। এটা সবরের মাস আর সবরের সাওয়াব হল বেহেশত। এটা সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস। এটা সেই মাস, যাতে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়! যে এই মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে সেটা তার জন্য তার গোনাহসমূহের ক্ষমাস্বরূপ হবে এবং দোজখের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে। এ ছাড়া তার সাওয়াব হবে সেই রোযাদার ব্যক্তির সমান, অথচ রোযাদারের সাওয়াবও কম হবে না। সাহাবীগণ বলেন : আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তো এমন সামর্থ্য রাখে না যদ্বারা রোযাদারকে ইফতার করাতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা এ সাওয়াব দান করবেন, যে রোযাদারকে ইফ্তার করায় এক চুমুক দুধ দ্বারা অথবা একটি খেজুর দ্বারা অথবা

www.banglakitab.weebly.com

এক চুমুক পানি দ্বারা। তবে যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে তৃপ্তির সাথে খাওয়ায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাউজে কাওছার থেকে পানীয় পান করাবেন, যার পর দ্বিতীয়বার সে তৃষ্ণার্ত হবে না জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত। এটা এমন মাস, যার প্রথম অংশ রহমত, মধ্যম অংশ মাগফিরাত আর শেষ অংশ দোযখ হতে মুক্তির। এ মাসে যে আপন দাস-দাসীদের (অধীনস্থদের) প্রতি কার্যভার লাঘব করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং তাকে দোযখ হতে মুক্তি দান করবেন। –বায়হাকী, মিশকাত : ১৭৩-৭৪

(٤٨٣) عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ اَلصَّوْمُ فِى الشِّتَاءِ ـ (رواه احمد والترمذى ، مشكوة : ١٨٠)

সহজ তরজমা

(৪৮৩) হযরত আমের ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শীতকালের রোযা হচ্ছে গনিমতে বারেদাহ অর্থাৎ কষ্ট ছাড়া সাওয়াব পাওয়া যায়। –আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত : ১৮০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গনিমত বলা হয়, যুদ্ধ ছাড়া মাল লাভ করা। তেমনি শীতকালে দিন ছোট থাকে, পিপাসা কম লাগে রোযা রাখতে কষ্ট কম হয় বিধায় শীতকালের রোযাকে গনিমতে বারেদাহ বলা হয়েছে।

٤٨٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ اَلصَّوْمُ ـ (رواه ابن ماجه، مشكوة : ١٨٠)

সহজ তরজমা

(৪৮৪) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক জিনিসের যাকাত রয়েছে এবং শরীরের যাকাত হল রোযা। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৮০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যাকাত দেওয়ার দ্বারা যেমনি মাল পবিত্র হয়, তেমনি রোযা দ্বারা দেহ ও আত্মার গোনাহ বিদূরিত হয়ে যায়।

(٤٨٥) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ بَعَّدَهُ اللّٰهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ حَتّٰى مَاتَ هرما ـ (روه احمد ، مشكوة : ١٨١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৮৫) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখ থেকে এত দূরে রাখবেন যেমন : একটি কাক ভূমিষ্ঠ থেকে অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যতদূর উড়তে পারে, ততদূরে (অর্থাৎ বহুদূরে)। –আহমদ এবং বায়হাকী

اَلسُّحُوْرُ

সাহরী খাওয়া

(٤٨٦) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً ـ (متفق عليه ، مشكوة : ١٧٥)

সহজ তরজমা

(৪৮৬) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহরী খাবে। কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে। –মুত্তাফাকুন, মিশকাত : ১৭৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সাহরি খাওয়া সুন্নত। এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও সাহরি খাবে। তবে কেউ সাহরি খেতে না পারলে রমাযানের ফরয রোযা তাকে এ অবস্থাতেই রাখতে হবে। অনেকে মনে করে, তারাবীহ না পড়তে পারলে বা সাহরী খেতে না পারলে রোযা রাখা যায় না। এটা ভুল ধারণা।

(٤٨٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اُكْلَةُ السَّحَرِ ـ
(رواه مسلم، مشكوة : ١٧٥)

সহজ তরজমা

(৪৮৭) হযরত আমর ইবনে আস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের রোযা ও আহলে কিতাব ইহুদি-খ্রিষ্টানদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল, 'সাহরী' খাওয়া। –মুসলিম, মিশকাত : ১৭৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আহলে কিতাবীদের উপর রমাযানের রাতে ঘুমানোর পর কোনো কিছু খাওয়া হারাম ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এ বিধান ছিল। পরবর্তীতে রমাযানের রাতে ঘুমানোর পর পানাহার বৈধ করা হয়। এরপর সাহরি খাওয়াকে সুন্নত করা হয়।

www.banglakitab.weebly.com

(٤٨٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ اَلتَّمْرُ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٧٦)

সহজ তরজমা

(৪৮৮) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিনদের উত্তম সাহরী হবে খেজুর। -আবু দাউদ, মিশকাত : ১৭৬

تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ

তাড়াতাড়ি (সময় হলেই) ইফতার করা।

(٤٨٩) وَعَنْ سَهْلٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٤٧٥)

সহজ তরজমা

(৪৮৯) হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে যতকাল তারা শীঘ্র ইফতার করবে।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪৭৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সূর্যাস্তের বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পর ইফতারে বিলম্ব করবে না। তাড়াতাড়ি ইফতার করা সুন্নত। এতে নিজের দুর্বলতার ও আবদিয়তের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মাগরিবের পূর্বে ইফতার করা সুন্নত। আকাশ যদি পরিষ্কার হয় আর পশ্চিম দিগন্তে দৃষ্টি দিয়ে সূর্য ডুবা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়, তা হলে ইফতার করে ফেলবে। স্বচক্ষে সূর্যাস্ত দেখে ইফতার করা মুস্তাহাব।

(٤٩٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٧٥)

সহজ তরজমা

(৪৯০) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তারাই যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে।

(٤٩١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَاعَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ ـ

(رواه ابو داؤد وابن ماجة، مشكوة : ١٧٥.٥٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৯১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীন জারী থাকবে, যত কাল লোক শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা ইহুদিরা ইফতার করে দেরীতে। –আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৭৫

(٤٩٢) اَفْطَرَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخِدْرِيُّ رض حِيْنَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسُ ـ
(رواه البخارى)

সহজ তরজমা

(৪৯২) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. সূর্যের কিনারা অদৃশ্যমান হলেই ইফতার করতেন। –বুখারী

مَايَقُوْلُ عِنْدَ الْفِطْرِ

ইফতারের সময় যা বলবে (ইফতারের দু'আ)

(٤٩٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ
(رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٧٥)

সহজ তরজমা

(৪৯৩) হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইফতার করতেন বলতেন– তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চান তো সাওয়াব নির্ধারিত হল। –আবু দাউদ, মিশকাত : ১৭৫

(٤٩٤) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ رض قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ
(رواه ابو داؤد مرسلا، مشكوة : ١٧٥)

সহজ তরজমা

(৪৯৪) তাবিঈ হযরত মুআয ইবনে যোহরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইফ্তার করতেন বলতেন : আল্লাহ আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই দেওয়া রিযিকে রোযা খুলেছি। –আবু দাউদ, মিশকাত : ১৭৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইবনে মালিক রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ ইফতারের পরে পড়তেন, وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ এ শব্দগুচ্ছ বৃদ্ধি করার কোনো ভিত্তি নেই। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফতারের সময় এ দু'আ পড়তেন : "يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اِغْفِرْلِيْ"

www.banglakitab.weebly.com

تَنْزِيْهِ الصَّوْمِ

রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা

(٤٩٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ ـ
(رواه البخارى، مشكوة : ١٧٦)

সহজ তরজমা

(৪৯৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আচরণ ছাড়ে নি, তার পানাহার ছেড়ে দেওয়াতে আল্লাহর কোনো কাজ নেই। –বুখারী, মিশকাত : ১৭৬

(٤٩٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ اِلَّا الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا السَّهْرُ ـ
(رواه الدارمى، مشكوة : ١٧٧)

সহজ তরজমা

(৪৯৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিছু রোযাদার আছে, যার রোযা দ্বারা পিপাসা ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না এবং কিছু লোক রাতে উঠে নামায আদায়কারী আছে যাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছুই হয় না। –দারামী, মিশকাত : ১৭৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রোযা রেখে যে মিথ্যা কথা, চোগলখোরী ও গীবত ত্যাগ করতে পারে না, রোযার যে উপকারিতা তা তার হাসিল হওয়া সম্ভব নয়। তাই তার রোযা ক্ষুৎপিপাসায় কষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। সে রোযার সাওয়াব পায় না। তবে এর দ্বারা তার ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। যেমন : বিনা ওজরে জামা'আত ছাড়া নামায পড়লে নামাযের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়, কিন্তু এর যথাযথ বিনিময় লাভ হয় না।

صِيَامُ التَّطَوُّعِ

নফল রোযা

(٤٩٧) عَنِ ابْنِ قَتَادَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهٗ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ١٧٩)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৪৯৭) হযরত ইবনে কাতাদাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, আরাফার দিনের রোযা তার পূর্ববর্তী এক বৎসর এবং পরবর্তী এক বৎসরের গোনাহ মুছে দিবে। আর আল্লাহর নিকট (এও) আশাবাদী যে, আশুরার দিবসের রোযা তার পূর্ববর্তী এক বৎসরের গোনাহ মুছে দিবে। –মুসলিম, মিশকাত : ১৭৯

(٤٩٨) وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ١٧٩)

সহজ তরজমা

(৪৯৮) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রেখেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয় দিন রেখেছে, এটা তার পূর্ণ বৎসরের রোযার সমান হবে।–মুসলিম, মিশকাত : ১৬৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শাওয়ালের এ ছয় রোযা বিরতি দিয়ে দিয়ে সারা মাসব্যাপী রাখা উত্তম। তবে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে শাওয়ালের ২ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত একাধারে রাখা উত্তম।

(٤٩٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ١٨٠)

সহজ তরজমা

(৪৯৯) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আশুরার তারিখের রোযা রাখতে নির্দেশ দিতেন এবং তার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন। এ ছাড়া ওই তারিখের উপস্থিতিকাল যখন আমাদের রোযা ফরয করা হল, তখন তিনি আমাদেরকে তার জন্য আর নির্দেশ দিতেন না এবং তা থেকে নিষেধও করতেন না এবং তার উপস্থিতিকালে আমাদের ওইরূপ খোঁজও রাখতেন না। –মুসলিম, মিশকাত : ১৮০

(٥٠٠) عَنْ حَفْصَةَ رض قَالَتْ اَرْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ صِيَامُ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرُ وَثَلَاثَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ـ

(رواه النسائى، مشكوة : ١٨٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫০০) হযরত হাফসা রাযি. বলেন : চারটি বিষয় এমন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ছাড়তেন না : আশুরার রোযা, যিলহজ্জের প্রথম দশকের রোযা, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত।

–নাসাঈ, মিশকাত : ১৮০

(٥٠١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عِيَالِهٖ فِى النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهٖ . قَالَ سُفْيَانُ اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذٰلِكَ .

(رواه رزين و البيهقى مشكوة : ١٧٠)

সহজ তরজমা

(৫০১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আশুরার তারিখে নিজের পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে খরচ করবে, আল্লাহ তা'আলা সারা বছর তার প্রতি আপন দান প্রশস্ত রাখবেন। তাবিঈ হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন : আমরা এটার পরীক্ষা করেছি এবং ব্যাপারটি এরূপ পেয়েছি। রজীন, বায়হাকী, মিশকাত : ১৭০

لَيْلَةُ الْقَدْرِ

কদরের রজনী

(٥٠٢) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلَائِكَتَهٗ فَقَالَ يَامَلَائِكَتِىْ مَاجَزَاءُ اَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلَهٗ؟ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهٗ اَنْ يُّوَفّٰى اَجْرَهٗ . قَالَ مَلَائِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَائِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ اِرْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَهُمْ . (رواه البيهقى، مشكوة : ١٨٢-١٨٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫০২) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন শবে কদর আরম্ভ হয়, তখন হযরত জিবরাইল আ. ফিরিশতাদের দলসহ অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহর এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'আ করতে থাকেন, যারা দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহর স্মরণ করছে। এরপর যখন বান্দাদের ঈদের দিন হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আপন ফিরিশতাদের নিকট গর্ব করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার ফিরিশতাগণ! বলো দেখি, সে শ্রমিকের প্রতিদান কি হতে পারে, যে আপন কার্য সম্পন্ন করেছে? তাঁরা উত্তর করেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তার পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে দেওয়াই হচ্ছে তার প্রতিদান। তখন আল্লাহ বলেন : হে আমার ফিরিশতাগণ! আমার বান্দা ও বান্দীগণ তাদের প্রতি আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। এরপর আজ আমার নিকট দু'আর রব করতে করতে ঈদগাহে বের হয়েছে। আমার ইজ্জত-সম্মানের কসম! জেনে রাখ, আমি তাদের দু'আ নিশ্চয়ই কবুল করব। এরপর বলেন : যাও (আমার বান্দাগণ!) আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের গোনাহসমূহ নেকীতে বদল করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরপর তারা বাড়ি ফিরে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে। –বায়হাকী, মিশকাত : ১৮২-৮৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রমাযানের রাতসমূহের একটি রাত লাইলাতুল কদর। এটা অনেক বরকত ও কল্যাণের রাত। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা একে হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এক হাজার মাসে ৮৩ বছর চার মাস হয়। যে ব্যক্তি এ এক রাতে ইবাদত বন্দেগি করে, সে যেন ৮৩ বছর চার মাস ইবাদতে কাটিয়ে দিল। তবে রমাযানের ২৭তম রাতে নির্ধারিত করে শবে কদর উদযাপন করার যে রীতি চালু হয়ে গেছে, তা নিতান্ত ভুল। হাদীসে রমাযানের শেষ দশকে, বিশেষ করে বেজোড় রাতসমূহে শবে কদর তালাশ করা ও ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার তাগিদ এসেছে।

শবে কদরে একা একা নিজ ঘরে ইবাদত করা উত্তম। ফকীহগণ গুরুত্বপূর্ণ রাতসমূহে ইবাদতের জন্য মসজিদে একত্র হওয়াকে মাকরূহ বলেছেন। তবে যদি কারও ঘরে নামায পড়ার বা ইবাদতের পরিবেশ না থাকে অথবা সেখানে অলসতা লাগে, তা হলে মসজিদে একত্র হলেও সম্মিলিতভাবে কোনো কিছু করা যাবে না।

فَضْلُ الْاُضْحِيَّةِ

কুরবানীর ফযীলত

(٥٠٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رض قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِيُ؟ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ

www.banglakitab.weebly.com

اَلسَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ۔
(رواه احمد و ابن ماجة ، مشكوة : ١٢٩)

সহজ তরজমা

(৫০৩) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর করলেন : তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সুন্নাত (নিয়ম)। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে আমাদের কী (সাওয়াব) রয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কুরবনীর পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কী হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি করে নেকী রয়েছে। (আল্লাহর দানের ভাণ্ডারকে কি তোমরা সঙ্কীর্ণ মনে কর?) –আহমদ ও ইবনে মাজাহ

(٥٠٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ۔ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٢٩)

সহজ তরজমা

(৫০৪) হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন, প্রত্যেক বছরই কুরবানী করেছেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ১২৯

(٥٠٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْئٍ۔
(رواه البخارى ، مشكوة : ١٢٨)

সহজ তরজমা

(৫০৫) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই, যাতে কোনো আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়তর এই দশ দিন অপেক্ষা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না; তবে ওই ব্যক্তি ছাড়া যে ব্যক্তি আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয়েছে আর তার কিছুই নিয়ে ফিরে আসে নি। –বুখারী, মিশকাত : ১২৮

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যিলহজ্বের প্রথম দশক উত্তম না রমাযানের শেষ দশক উত্তম, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সমন্বয় এনে বলা হয়– যিলহজ্বের প্রথম দশ দিবস উত্তম। কেননা এতে আরাফার দিবস রয়েছে আর রমাযানের শেষ দশ রজনী উত্তম। কেননা তাতে লাইলাতুল কদর থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

(٥٠٦) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَمَلُ ابْنِ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهٗ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا ـ

(رواه الترمذى و ابن ماجه ، مشكوة : ١٢٨)

সহজ তরজমা

(৫০৬) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরবানীর দিনে বনী আদম এমন কোনো কাজ করতে পারে না, যা আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত করা (অর্থাৎ কুরবানী করা) অপেক্ষা প্রিয়তর হতে পারে! কেননা কুরবানীর পশুগুলো এদের শিং, এদের পশম ও এদের খুরসহ কিয়ামতের দিন (কুরবানীকারীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে এবং কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা প্রফুল্ল চিত্তে কুরবানী করবে। –তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১২৮

(٥٠٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُّتَعَبَّدَ لَهٗ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ (رواه الترمذى و ابن ماجة ، مشكوة : ١٢٨)

সহজ তরজমা

(৫০৭) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দিনসমূহে এমন কোনো দিন নেই, যাতে আল্লাহর ইবাদত করা তাঁর প্রিয়তর হতে পারে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা! তার প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং তার প্রত্যেক রাত্রির নামায কদরের রাত্রির নামাযের সমান। –তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১২৮

www.banglakitab.weebly.com

(٥٠٨) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ اَنَّ الْعَمَلَ فِيْهِنَّ يُعْنِىْ فِىْ لَيَالِىْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ يُضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالْاِصْبَهَانِيُّ بِاِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهٖ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ كَانَ يُقَالُ فِىْ اَيَّامِ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ كُلُّ يَوْمٍ اَلْفٌ وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشَرَةُ اٰلَافٍ يَوْمٍ يَعْنِىْ فِى الْفَضْلِ. (الواقح الانوار : ٩٢)

সহজ তরজমা

(৫০৮) বায়হাকীর এক বর্ণনায় রয়েছে, যিলহজ্বের (প্রথম) দশ রাতে কৃত আমল তথা তার সাওয়াব সাতশত গুণে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।

আর বায়হাকী ও ইস্পাহানীর এক সহীহ সনদে হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন : যিলহজ্বের (প্রথম) দশদিনের প্রত্যেক দিন এক হাজার দিনের সমান এবং আরাফার দিন (অর্থাৎ যিলহজ্বের নবম দিন) মর্যাদা এবং ফযিলতের ক্ষেত্রে দশ হাজার দিনের সমান। –লাওয়াকিহুল আনওয়ার:৯২

(٥٠٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاَضْحٰى عِيْدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ لَهٗ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ اَجِدْ اِلَّا مَنِيْحَةً اُنْثٰى اَفَاُضَحِّىْ بِهَا؟ قَالَ لَا! وَلٰكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذٰلِكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ.

(رواه ابو داؤد و النسائى، مشكوة : ١٢٩)

সহজ তরজমা

(৫০৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি ওহী প্রাপ্ত হয়েছি : আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর দিনকে এই উম্মতের জন্য ঈদরূপে পরিণত করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি মাদী 'মানীহা' ব্যতীত অন্য কোনো পশু না পাই, তবে কি তা দ্বারা কুরবানী করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, কিন্তু তুমি (কুরবানীর দিনে) তোমার চুল ও নখ কাটবে, তোমার গোঁফ খাট করবে এবং নাভির নিচের কেশ মুণ্ডন করবে – এটাই আল্লাহর নিকট তোমার পূর্ণ কুরবানী। – আবু দাউদ ও নাসাঈ

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলা গরিবদের প্রতি কত মেহেরবান! যাদের কুরবানি দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাদের এ বিশেষ আমলটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে গুরুত্বসহ পালন করা উচিত। যিলহজ্বের (কুরবানী) চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে চুল, নখ, মোচ ও নাভির নিচের পশম কাটবে না। এরপর দশ তারিখ কুরবানীর দিন কুরবানীর পরে তা কাটবে। তা হলে কুরবানীর সাওয়াব লাভ করবে।

(٥١٠) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَبَشَرِهٖ شَيْئًا وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلَا يَاْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ رَاٰى هِلَالَ ذِى الْحَجَّةِ وَ اَرَادَ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلَا يَاْخُذْ مِنْ شَعْرِهٖ وَلَا مِنْ اَظْفَارِهٖ ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ١٢٧)

সহজ তরজমা

(৫১০) হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোনো কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে) অপর বর্ণনায় আছে : সে যেন কোনো কেশ না ছাঁটে এবং কোনো নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : যে ব্যক্তি যিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবনীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে।

–মুসলিম, মিশকাত : ১২৭

فَضِيْلَةُ الْحَجِّ

হজ্বের ফযিলত

(٥١١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٢٢١)

সহজ তরজমা

(৫১১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব করেছে এবং তাতে অশ্লীল কথা বলে নি বা অশ্লীল কার্য করে নি, সে হজ্ব থেকে (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরবে সে দিনের মতো যে-দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২২১

www.banglakitab.weebly.com

(٥١٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ـ

(متفق عليه، مشكوة : ٢٢١)

সহজ তরজমা

(৫১২) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ এবং কবূল করা হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন কিছুই নয়। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২২১

(٥١٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ـ

(رواه الترمذى و النسائى، مشكوة : ٢٢٢)

সহজ তরজমা

(৫১৩) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হজ্ব ও উমরা পরপর কর। কেননা এ দু'টি দারিদ্র্য ও গোনাহ দূর করে, যেভাবে হাপর লোহা এবং সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। কবূল হজ্বের সাওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়। –তিরমিযী ও নাসাঈ, মিশকাত : ২২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"পরপর হজ্ব ও উমরা করো" এর অর্থ, হয়ত কিরান হজ্ব করা কিংবা বারবার হজ্ব করতে থাকা। হজ্বের দ্বারা দারিদ্র্য ও অভাব দূর হয়। এ অভাব ও দারিদ্র্য মালের অভাবের কারণে হতে পারে কিংবা আত্মিক অভাবও হতে পারে। হাদীসে আছে : الغنى غنى النفس মনের প্রাচুর্যই আসল প্রাচুর্য। হজ্বের দ্বারা মনে যেমনি প্রাচুর্য অনুভূত হয়, তেমনি বাহ্যিকভাবেও মালে বরকত হয়, অভাব দূর হয়।

(٥١٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا ـ

(رواه الدارمى، مشكوة : ٢٢٢)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫১৪) হযরত আবূ উমামা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে হজ্ব থেকে কোনো অভাব অথবা অত্যাচারী শাসক অথবা গুরুতর রোগ বাধা দেয় নি, অথচ সে হজ্ব না করে মরে গেল, মরুক সে চায় ইহুদি হয়ে আর চায় খ্রিষ্টান হয়ে। -দারামী, মিশকাত : ২২২

(٥١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ : اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ ـ

(رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٢٢٣)

সহজ তরজমা

(৫১৫) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : হজ্ব ও উমরাকারীরা হচ্ছে আল্লাহর দাওয়াতী যাত্রীদল। অতএব তারা যদি তাঁর নিকট দু'আ করে, তিনি তা কবূল করেন এবং যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চায়, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। -ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২২৩

(٥١٦) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَفْدُ اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ : اَلْغَازِىْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ ـ (رواه النسائى والبيهقى، مشكوة : ٢٢٣)

সহজ তরজমা

(৫১৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর যাত্রী হল তিন ব্যক্তি- গাজী, হাজী ও উমরাকারী।

-নাসাঈ, বায়হাকী, মিশকাত : ২২৩

(٥١٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَّسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بَيْتَهٗ فَاِنَّهٗ مَغْفُوْرٌ لَّهٗ ـ (رواه احمد، مشكوة : ٢٢٣)

সহজ তরজমা

(৫১৭) হযরত ইবনে উমার রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি কোনো হাজীর সাক্ষাৎ পাবে, তাকে সালাম করবে, মুসাফাহা করবে ও তাকে অনুরোধ করবে, যেন তোমার জন্য আল্লাহর নিকট মাফ চায়, তার ঘরে প্রবেশের পূর্বে। কেননা হাজী হল ক্ষমাপ্রাপ্ত পবিত্র ব্যক্তি। -আহমাদ, মিশকাত : ২২৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ঘরে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত হাজী সাহেব আল্লাহর পথের মুসাফির ও মুজাহিদরূপে থাকে। শাইখ আবদুল হক রহ. লিখেছেন, তালিবে ইলমও এ মর্যাদার অধিকারী।

www.banglakitab.weebly.com

(٥١٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْمُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ٢٢٣)

সহজ তরজমা

(৫১৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্ব, উমরা অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নিয়তে বের হয়েছে। এরপর ওই পথে সে মারা গেছে, তার জন্য গাজী, হাজী বা উমরাকারীর সাওয়াব লেখা হবে।

–বায়হাকী, মিশকাত : ২২৩

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى تَرْكِ الزَّكٰوةِ

যাকাত আদায় না করার উপর ধমক

(٥١٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا : "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ" ـ (رواه البخارى، مشكوة : ١٥٥)

সহজ তরজমা

(৫১৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে আল্লাহ তা'আলা মাল দান করেছেন আর সে তার যাকাত প্রদান করে নি, কেয়ামতের দিন তার মালকে একটি মাথায় টাকপড়া সাপ স্বরূপ করা হবে, যার চক্ষুর উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে (অর্থাৎ অতি বিষাক্ত হবে) তাকে তার গলার বেড়ী স্বরূপ করা হবে। সেটি তার মুখের দু'দিক দ্বারা তাকে দংশন করতে থাকবে (অথবা তা তার মুখের দিকে দংশন করতে থাকবে।) এবং বলবে : আমি তোমার মাল! আমি তোমার পুঞ্জিভূত অর্থ! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (এর সমর্থনে এই আয়াত) পাঠ করলেন : "যারা কৃপণতা করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে মাল দান করেছেন, তা নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য উত্তম বরং এটা তাদের জন্য মন্দ। অতি শীঘ্র কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী স্বরূপ করা হবে, যা দিয়ে তারা কৃপণতা করছে।"

–বুখারী, মিশকাত : ১৫৫

www.banglakitab.weebly.com

(٥٢٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُلْقِمَهُ اَصَابِعَهُ. (رواه احمد، مشكوة : ١٥٧)

সহজ তরজমা

(৫২০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারও সংরক্ষিত মাল কেয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং তা থেকে তার মালিক পলায়ন করতে চাবে কিন্তু তা তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে যাবৎ না সে (খাদ্যরূপে) তার মুখে আপন অঙ্গুলীসমূহ প্রবিষ্ট করে দেয়। –আহমাদ, মিশকাত : ১৫৭

(٥٢١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَايُؤَدِّىْ زَكٰوةَ مَالِهٖ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ عُنُقِهٖ شُجَاعًا. (رواه الترمذى، والنسائى، مشكوة : ١٥٧)

সহজ তরজমা

(২১) হযরত ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তা তার ঘাড়ে সাপ স্বরূপ করবেন। এরপর তিনি আল্লাহর কিতাব থেকে এর সমর্থন পেশ করলেন : "যারা কৃপণতা করে আল্লাহ তাদেরকে যে মাল দান করেছেন তা নিয়ে, তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য মঙ্গল ..... শেষ পর্যন্ত। –তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত : ১৫৭

صَدَقَةُ الْفِطْرِ

সদকায়ে ফিতর

(٥٢٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ. (متفق عليه ، مشكوة : ١٦٠)

সহজ তরজমা

(৫২২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমান কৃতদাস ও আযাদ, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের উপর সদকায়ে

www.banglakitab.weebly.com

ফিতির এক সা' খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন। সাথে সাথে মানুষ ঈদগাহে রওনা হওয়ার পূর্বে তা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। –মুত্তাঃ, মিশকাত : ১৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব। কেননা এটা ফরযের মতো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদীসে যে ফরয বলা হয়েছে এর অর্থ হল, ফরযে আমলী বা কার্যত আবশ্যক। যার উপর যাকাত ফরয, তার উপর সদকায়ে ফিতির (ফিতরা) দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ শুধু সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা শুধু সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মালিক যদি কেউ হয়, ঈদুল ফিতরের সুবহে সাদিকের সময় মালিক হলেও তার উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য উল্লিখিত মাল ১ বছর থাকা শর্ত নয়। পিতা-মাতা নিজেদের এবং নিজ নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবেন। স্বামীর জন্য স্ত্রীর ফেতরা আদায় করা জরুরি নয়। স্ত্রী যদি নিজে উল্লিখিত পরিমাণ মালের মালিক হয়, তা হলে সে নিজের ফিতরা নিজে দিবে। সন্তান যদি মালদার হয়, তা হলে তার ফিতরা তার নিজের মাল থেকে আদায় করতে হবে। ঈদের নামাযের আগে ফিতরা আদায় করা মুস্তাহাব। ঈদের আগেই যদি কেউ আদায় করে দেয়, তা হলেও আদায় হয়ে যাবে। ফিতরা পুরোই গরিবদের হক। একজনের ফিতরা একজনকে বা কয়েকজনকে ভাগ করে দেওয়া যায়। এমনকি কয়েকজনের ফিতরা একত্রে একজনকেও দেওয়া যায়। বিস্তারিত ফেকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য।

(٥٢٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ فِىْ اٰخِرِ رَمَضَانَ اَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ - (رواه ابو داؤد و النسائى مشكوة : ١٦.)

সহজ তরজমা

(৫২৩) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রমাযানের শেষের দিকে বললেন : তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত আদায় কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি ও কৃতদাস, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের উপর এই যাকাত [দান] এক সা' খেজুর ও যব অথবা আধা সা' গম নির্ধারণ করেছেন। –আবু দাউদ ও নাসাঈ, মিশকাত : ১৬০

(٥٢٤) وَعَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٦.)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫২৪) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকায়ে ফিতির নির্ধারণ করেছেন রোযাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার থেকে পবিত্র করার এবং গরীবদের (মুখে) অন্ন দেওয়ার জন্য। –আবু দাউদ, মিশকাত : ১৬০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রোযায় অবহেলাবশত যেসব ত্রুটি হয়ে যায়, তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব করা হয়েছে। সাথে সাথে গরিব-দুঃখী ও অসহায়রাও এর মাধ্যমে ঈদের দিনের খুশিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

(٥٢٥) وَرَوٰى اَبُوْحَفْصٍ ابْنِ شَاهِيْنٍ فِىْ فَضَائِلِ رَمَضَانَ وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جَيِّدُ الْاِسْنَادِ مَرْفُوْعًا شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَايُرْفَعُ اِلَّا بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ ـ (الواقع الانوار : ٤٤)

সহজ তরজমা

(৫২৫) আবূ হাফছ ইবনে শাহীন 'ফাযাইলে রমাযান' গ্রহণযোগ্য সনদে একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন, রমাযান মাস (অর্থাৎ এ মাসে কৃত আমল বিশেষত রোযা আসমান ও জমিনের মধ্যে ঝুলন্ত থাকে, উপরে উঠে না অর্থাৎ কবুল হয় না। কিন্তু ফিতরা আদায়ের দ্বারা। (অর্থাৎ রমাযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফিতরা দিলেই তবে সমগ্র মাসের কৃত আমল বিশেষত রোযা কবুল হয়।)

فَضْلُ الصَّدَقَةِ

সদকার ফযীলত

(٥٢٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَايَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٦٧)

সহজ তরজমা

(৫২৬) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে আর (আল্লাহ গ্রহণ করেন না হালাল ব্যতীত) আল্লাহ তা'আলা তা আপন ডান হাতে গ্রহণ করেন, এরপর তাকে পালেন দাতার জন্য, যেভাবে তোমাদের কেউ আপন ঘোড়ার বাচ্চাকে পালে। ফলে তা পাহাড় পরিমাণ হয়ে যাবে।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৬৭

www.banglakitab.weebly.com

(٥٢٧) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٦٨)

সহজ তরজমা

(৫২৮) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দান আল্লাহ তা'আলার রোষ প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে। -তিরমিযী, মিশকাত : ১৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইখলাসপূর্ণ দান অনেক শক্তিশালী। এক হাদীসে আছে, ফিরিশতারা একবার আল্লাহ তা'আলাকে সবচেয়ে শক্তিশালী বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা লোহা। এরপর এর চেয়েও শক্তিশালী বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা আগুন। আগুনের চেয়ে শক্তিশালী কী? জবাব এলো, পানি। পানির চেয়ে শক্তিশালী বাতাস। আর এসব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী হল আদম সন্তানের ওই দান, যা সে ডান হাতে করে কিন্তু বাম হাত তা জানতে পারে না। বনী আদমের এ দান আল্লাহ তা'আলার রাগকে প্রশমিত করে দেয়। গোনাহের কারণে বান্দার প্রতি আল্লাহর যে ক্রোধ সৃষ্টি হয়, দান তাকে নিঃশেষ করে দেয়। বান্দা সুখে শান্তিতে থাকে।

"অপমৃত্যু" বলে মৃত্যুকালে শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে মানুষ যে বিপদগ্রস্ত হয়, তা উদ্দেশ্য। দানের ফলে মৃত্যুকালে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(٥٢٨) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاءٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ. (رواه ابو داؤد والترمذى، مشكوة : ١٦٩)

সহজ তরজমা

(৫২৮) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলমান কোনো মুসলমানকে তার বস্ত্রহীনতায় কাপড় পরাবে (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বেহেশতের সবুজ [কাপড়] জোড়া পরাবেন; যে মুসলমান কোনো মুসলমানকে অন্ন দান করবে আল্লাহ তাকে বেহেশতের ফল খাদ্যরূপে দান করবেন এবং যে মুসলমান কোনো মুসলমানকে তার পিপাসায় পানি পান করাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতে) মুখ বন্ধ করা বোতলের স্বচ্ছ পানি পান করাবেন। -আবু দাউদ ও তিরমিযী, মিশকাত : ১৬৯

www.banglakitab.weebly.com

(٥٢٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلَّا كَانَ فِىْ حِفْظٍ مِّنَ اللّٰهِ مَادَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ ـ (رواه احمد و الترمذى، مشكوة : ١٦٩)

সহজ তরজমা

(৫২৯) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে মুসলমান কোনো মুসলমানকে একটি কাপড় পরাবে সে আল্লাহর হেফাযতে থাকবে যে পর্যন্ত তার একটি টুকরাও তার গায়ে থাকবে।

–আহমাদ ও তিরমিযী, মিশকাত : ১৬৯

(٥٣٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ١٦٧)

সহজ তরজমা

(৫৩০) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দান ধন কমায় না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ পাক বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্নত করেন। –মুসলিম, মিশকাত : ১৬৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দানের কারণে বাহ্যত দেখা যায়, মাল কমে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহর নিকট তা বাড়ছে। অথবা দুনিয়াতে তাতে বরকত হচ্ছে। বিপদ আপদ দূর হচ্ছে। যে পরিমাণ টাকা দান করা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি টাকা তার রক্ষা পাচ্ছে। কেননা যদি সে দান না করত, তা হলে হয়তো বড় কোনো অসুখ হয়ে এর চেয়ে বেশি টাকা খরচ হয়ে যেত কিংবা টাকা ছিনতাই হয়ে যেত বা কোনো বিপদে জড়িয়ে এর চেয়ে বেশি টাকা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দানের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করেছেন।

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ, ক্ষমা মানুষকে সম্মানী করে। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

(٥٣١) وَعَنْ عَلِىٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا ـ (رواه رزين، مشكوة : ١٦٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৩১) হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা বিপদাপদ তাকে অতিক্রম করতে পারে না। (অর্থাৎ দানে বিপদ দূরীভূত হয়।) –রযীন, মিশকাত : ১৬৭

(٥٣٢) وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهٗ ـ (رواه احمد، مشكوة ١٧٠)

সহজ তরজমা

(৫৩২) তাবেয়ী হযরত মারছাদ ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী বলেছেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন– কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান। –আহমদ, মিশকাত : ১৭০

(٥٣٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ
(متفق عليه، مشكوة : ١٦٤)

সহজ তরজমা

(৫৩৩) হযরত আবু হুরাইরা রযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভোরে উঠে আকাশ থেকে দুজন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। এদের একজন বলেন : হে খোদা! তুমি দানকারীকে প্রতিদান দাও আর অপরজন বলেন : হে খোদা! দাও তুমি কৃপণকে সর্বনাশ দাও। –মুত্তাফাকুন, মিশকাত ; ১৬৪

اَنْوَاعُ الْحَسَنَاتِ

বিভিন্ন নেক কাজ

(٥٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلٰثِمِائَةِ مَفْصَلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْشَوْكَةً اَوْ عَظْمًا اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَمْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلٰثِ مِائَةِ فَاِنَّهٗ يَمْشِىْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهٗ عَنِ النَّارِ ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ١٦٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৩৪) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশত ষাটটি (৩৬০) গ্রন্থি সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ওই তিনশত ষাট সংখ্যা পরিমাণ 'আল্লাহু আকবার বলল, আলহামদুলিল্লাহ বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ' বলল অথবা মানুষের চলার পথ থেকে একটি পাথর বা কাঁটা সরিয়ে দিল অথবা কাউকে কোনো ভালো কাজের উপদেশ দিল অথবা কোনো খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করল ওই ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ যতদিন সে চলতে থাকল (বেঁচে থাকল) নিজেকে দোযখ থেকে দূরে রাখল। –মুসলিম, মিশকাত : ১৬৮

(٥٣٥) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِىْ بِضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَأْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ؟ قَالَ اَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ۔

(رواه مسلم، مشكوة : ١٦٨)

সহজ তরজমা

(৫৩৫) হযরত আবু যর গিফারী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সুবহানাল্লাহ বলাই একটি সদকা, প্রত্যেক 'আল্লাহু আকবর' বলাই একটি সদকা প্রত্যেক 'আলহামদুলিল্লাহ' বলাই একটি ছদ্‌কা, প্রত্যেক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলাই একটি সদকা এবং ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া একটি সদকা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সদকা। এমনকি আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ তার কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর তাতেও কি সদকার সাওয়াব হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা বলতো দেখি, তোমাদের কেউ যদি তা হারাম স্থানে করত, তবে তাতে তার গোনাহ হত কি না? এভাবে যখন সে তাকে হালালভাবে করল, তাতেও তার সাওয়াব হবে। –মুসলিম, মিশকাত : ১৬৮

(٥٣٦) وَفِىْ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ وَتُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى۔ (مشكوة : ١١٦)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৩৬) আর মুসলিমের অপর বর্ণনায় এটুকু অতিরিক্ত আছে, চাশতের নামাযসমূহের মধ্য হতে দু'রাকাত নামায এসবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যায়। (অর্থাৎ চাশতের দু'রাকাতের দ্বারাই উক্ত সকল পুণ্য অর্জিত ও তাদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। –মিশকাত : ১১৬

(٥٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْيَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهٗ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ۔
(متفق عليه، مشكوة : ١٦٧)

সহজ তরজমা

(৫৩৭) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তেই প্রত্যেক দিবসে একটি করে দান-সদকা হওয়া উচিত, যে দিবসসমূহে সূর্য উদিত হয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করাও একটি সদকা এবং কোনো ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা, তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেওয়া অথবা তার কোনো আসবাব সওয়ারীর উপর উঠিয়ে দেওয়াও একটি সদকা। কারও সাথে উত্তম কথা বলাও একটি সদকা। নামাযের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপও একটি সদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও একটি সদকা। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৬৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রত্যেক সন্ধিস্থল ও জোড়া সৃষ্টির মধ্যে অনেক হেকমত ও রহস্য রয়েছে। এগুলোর কারণে মানুষের চলাফেরা অনেক সহজ হয়েছে। এর শুকরিয়া আদায়ের জন্য প্রত্যেক জোড়া পরিমাণ সদকা করা জরুরি। তবে এ সদকা শুধু আর্থিক দানের মধ্যেই সীমিত নয়। ভালো কথা, উত্তম ব্যবহার, মুচকি হাসি, পরোপকার ইত্যাদিও সদকার মধ্যে গণ্য।

(٥٣٨) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْطَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةٌ۔ (متفق عليه)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَمَا سرق منه له صدقة ـ مشكوة : ١٦٨

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৩৮) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো মুসলমানই একটি বৃক্ষ রোপণ করবে অথবা কোনো শস্য বপন করবে; এরপর তা থেকে মানুষ অথবা পাখি অথবা পশু কিছু খাবে, নিশ্চয় তা তার জন্য দানরূপে পরিগণিত হবে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে হযরত জাবির রাযি. হতে এ-ও বর্ণিত আছে : যা কিছু তার থেকে চুরি হয়ে যায়, তাও তার জন্য সদকা। –মিশকাত : ১৬৮

(٥٣٩) وَرَوَى الْاِمَامُ اَحْمَدُ مَرْفُوْعًا مَنْ بَنٰى بُنْيَانًا فِىْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اِعْتِدَاءٍ اَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِىْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اِعْتِدَاءٍ كَانَ لَهٗ اَجْرُهٗ جَارِيًا مَا انْتَفَعَ بِهٖ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى.
(لواقح الانوار : ١٨٥)

সহজ তরজমা

(৫৩৯) ইমাম আহমাদ রহ. এক মারফু হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় বা জবরদখল ব্যতীত কোনো ঘর নির্মাণ করে অথবা কোনো গাছ লাগায়। এরপর তার দ্বারা আল্লাহ পাকের কোনো মাখলুক উপকৃত হয়, তা হলে তার (মালিকের) জন্য সওয়াবের ধারা অব্যাহত থাকে। –লাওয়াকিহুল আনওয়ার : ১৮৫

(٥٤٠) وَرُوِىَ مَرْفُوْعًا اَيْضًا مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلٰى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتّٰى تُثْمِرَ كَانَ لَهٗ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. (لواقح الانوار للشعرانى : ١٨٥/٢)

সহজ তরজমা

(৫৪০) ইমাম আহমাদ রহ. থেকে মারফু হিসেবে আরও বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গাছ লাগাবে এবং তাতে ফল আসা পর্যন্ত রক্ষাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করবে, তা হলে তার প্রতিটি ফল (চাই তা অন্যে খায় বা পড়ে নষ্ট হয়) আল্লাহর নিকট সদকা হিসেবে গণ্য হবে।
–লাওয়াকিহুল আনওয়ার : ২/১৮৫

(٥٤١) سَبْعٌ يَجْرِىْ لِلْعَبْدِ اَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِىْ قَبْرِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا اَوْ اَجْرٰى نَهْرًا اَوْ حَفَرَ بِئْرًا اَوْ غَرَسَ نَخْلًا اَوْ بَنٰى مَسْجِدًا اَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا اَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهٗ بَعْدَ مَوْتِهٖ.
(رواه البزار وابو نعيم والبيهقى مرفوعا ، لواقح الانوار : ١٨٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৪১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, সাতটি বিষয় এমন, যার প্রতিদান বান্দা তার মৃত্যুর পরে কবরে থেকেও পেতে থাকে (১) কোনো দীনি ইলম যা সে কাউকে শিখিয়েছে। (২) কোনো নহর (ঝরণা, খাল, পুকুর অর্থাৎ পানি) এর ব্যবস্থা করেছে। (৩) কূপ খনন করেছে। (৪) খেজুর অথবা কোনো ফলদার বৃক্ষ রোপণ করেছে। (৫) মসজিদ নির্মাণ করেছে। (৬) ওয়ারিসী জিনিসের মধ্যে কুরআন শরীফ (অথবা কোনো দীনি কিতাব) রেখে গেছে ও (৭) এমন সন্তান রেখে গেছে, তার মৃত্যুর পর যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

–বাযযার, আবূ নুয়াইম ও বায়হাকী, লাওয়াকিহুল আনওয়ার : ১৮৫

(٥٤٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُفِرَ لِاِمْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَرِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذٰلِكَ قِيْلَ اِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا ؟ قَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٦٨)

সহজ তরজমা

(৫৪২) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি পতিতা স্ত্রীলোককে মাফ করে দেওয়া হয়েছে, সে একটি কূপের পাড়ে অবস্থিত একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল– কুকুরটি হাঁপাচ্ছে; পিপাসায় মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এটা দেখে সে নিজের মোজা খুলে মাথার উড়নায় বাঁধল, এরপর কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এর ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন : প্রত্যেক প্রাণীর সেবায়ই সাওয়াব রয়েছে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে সব প্রাণী মানুষের জন্য বাহ্যত ক্ষতিকর এবং যেগুলোকে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ছাড়া অন্য যে কোনো প্রাণীকে খাদ্য ও পানীয় দেওয়াতে সাওয়াব রয়েছে। এর পক্ষে কুরআন-হাদীসে অনেক দলীল আছে : আল্লাহ তা'আলা তাওবা ছাড়া যাকে চান, তার কবিরা গোনাহও ক্ষমা করে দেন। এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এর অভিমত। যেমন : কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

'আল্লাহ তা'আলা শিরিক গোনাহ ক্ষমা করেন না; এ ছাড়া আর যা খুশি ক্ষমা করে দেন।

www.banglakitab.weebly.com

(٥٤٣) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ لَأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ لَايُؤْذِيْهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٦٨)

সহজ তরজমা

(৫৪৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের নিকট দিয়ে যাওয়ার কালে বলল, অবশ্যই আমি এটা মুসলমানদের পথ থেকে সরিয়ে ফেলব। যাতে এটা তাদেরকে কষ্ট না দেয়। (তারপর সে এটাকে সরিয়ে ফেলল) ফলে তাকে বেহেশত দেওয়া হল। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৬৮

(٥٤٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُذِّبَتْ اِمْرَاَةٌ فِىْ هِرَّةٍ اَمْسَكَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ مِنَ الْجُوْعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ ـ (مشكوة –١٦٨)

সহজ তরজমা

(৫৪৪) হযরত আবূ হুরাইরা ও ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের দরুণ শাস্তি দেওয়া হয়। সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল ফলে সে অনাহারে মারা গেল। সে তাকে খাদ্যও দিত না এবং ছেড়েও দিত না, যাতে সে জমিনের কীট-পতঙ্গ ধরে খায়।
–মিশকাত : ১৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এটা সগিরা গোনাহ। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সগিরা গোনাহের কারণেও শাস্তি দিতে পারেন। তাই মুমিনের উচিত ছোট-বড় সব গোনাহকে ভয় করা। হাদীসে আছে : মুমিন ছোট গোনাহকেও বিশাল পাহাড়ের মতো মনে কর।

(٥٤٥) وعن جابر رضـ قال قال رسول الله ﷺ عرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بنى اسرائيل تعذب فى هرة لها ربطتها فلا تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض.حتى ماتت جوعا ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٤٥٦)

সহজ তরজমা

(৫৪৫) হযরত জাবির রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মিরাজের রাত্রে অথবা স্বপ্নে) আমার সম্মুখে দোযখকে উপস্থিত করা হয়। তাতে আমি বনী

www.banglakitab.weebly.com

ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখতে পাই, যাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, তাকে সে খাদ্যও দেয় নি এবং ছেড়েও দেয় নি, যাতে সে যমীনে বিচরণ করে পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেতে পারে। অবশেষে সে ক্ষুধায় মরে গেল। –মুসলিম, মিশকাত : ৪৫৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কিছু লোক এখন দোযখে শাস্তি ভোগ করছে। তবে এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তার একটি কল্পরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখানো হয়েছে।

اَلتَّرْغِيْبُ اِلَى الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ

মৃত্যুর পূর্বে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

(٥٤٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْأُ فِىْ حَيَاتِهٖ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهٖ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٦٥)

সহজ তরজমা

(৫৪৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আপন জীবৎকালে কারও এক দিরহাম দান করা, তার মৃত্যুকালে একশ দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম। –আবু দাউদ, মিশকাত : ১৬৫

(٥٤٧) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهٖ اَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِىْ يَهْدِىْ اِذَا شَبِعَ ـ
(رواه احمد، مشكوة : ١٦٥)

সহজ তরজমা

(৫৪৭) হযরত আবূ দারদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মৃত্যুকালে দান করে অথবা দাসদাসী আযাদ করে, তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যে পেট ভরে খাওয়ার পর (অবশিষ্ট কাউকে) হাদিয়া দেয়।
–আহমদ, মিশকাত : ১৬৫

(٥٤٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا ؟ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنٰى وَلَاتُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ١٦٤)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৪৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ দান সাওয়াবের দিক দিয়ে বড়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তুমি সুস্থ, ধনের প্রতি লালায়িত; তুমি আশঙ্কা কর দারিদ্র্যের এবং আশা রাখ ধনী হওয়ার। সুতরাং তুমি দান করতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না, তখন তুমি বলবে, এই মাল অমুকের জন্য আর এই মাল অমুকের জন্য। অথচ মাল অমুকের হয়েই গেছে। –মুত্তাফাকুন, মিশকাত : ১৬৪

فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْاَهْلِ وَالْاَقَارِبِ

পরিবার ও স্বজনদের প্রতি ব্যয় করার মর্যাদা

(٥٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ـ

(رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٧١)

সহজ তরজমা

(৫৪৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উত্তম দান হল যা স্বচ্ছলতার সাথে দেওয়া হয় আর তুমি দান শুরু করবে তোমার পোষ্যদের দ্বারা।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ১৭১

(٥٥٠) وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْد رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةً ـ

(متفق عليه، مشكوة : ١٧٠)

সহজ তরজমা

(৫৫০) হযরত আবূ মাসঊদ আনাসারী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোনো মুসলমান আপন পরিবারের প্রতি কোনো খরচ করে আর তার সাওয়াবের আশা রাখে, সেটা তার পক্ষে দান স্বরূপ হয়।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৭

(٥٥١) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ـ

(رواه احمد و الترمذى، مشكوة : ١٧١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৫১) হযরত সুলায়মান ইবনে আমের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গরীবের প্রতি দান করা নিছক একটি দান আর আত্মীয়ের প্রতি দান করা বস্তুত দান ও আত্মীয়তা রক্ষা উভয়ই।–আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত : ১৭১

مَذَمَّةُ السُّؤَالِ

ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দাবাদ

(٥٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْلِيَسْتَكْثِرْ ـ
(رواه مسلم، مشكوة ص١٦٢)

সহজ তরজমা

(৫৫২) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নিজের মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, সে নিশ্চয় দোযখের অঙ্গার প্রার্থনা করে। সুতরাং (এটা জানার পর) সে ভিক্ষা কম করুক চাই বেশি। –মুসলিম, মিশকাত : ১৬২

(٥٥٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٦٢)

সহজ তরজমা

(৫৫৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ সর্বদা লোকের নিকট ছওয়াল করতে থাকবে। এমনকি কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে তার মুখমণ্ডলে গোশত্ থাকবে না। –মোত্তাঃ, মিশকাত : ১৬২

(٥٥٤) وَعَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّكْفُلُ لِىْ اَنْ لَايَسْأَلَ النَّاسَ شَيْأً فَاَتَكَفَّلُ لَهٗ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لَايَسْأَلُ اَحَدًا شَيْأً ـ (رواه ابو داؤد والنسائى، مشكوة : ١٦٣)

সহজ তরজমা

(৫৫৪) হযরত সাওবান রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কে আমার সাথে ওয়াদা করবে যে সে কারো কাছে কিছু চাবে না। তাহলে আমি তার জন্য জান্নাত চাব। অতঃপর সাওবান রাযি. বললেন আমি। অতঃপর তিনি আর কখনো কারো কাছে কিছু চাননি। –আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত : ১৬৩

www.banglakitab.weebly.com

(٥٥٥) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَىَّ اَنْ لَاتَسْاَلَ النَّاسَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ! قال وَلَا سَوْطَكَ اِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتّٰى تَنْزِلَ اِلَيْهِ فَتَاْخُذَهٗ ـ (رواه احمد، مشكوة : (١٦٤)

সহজ তরজমা

(৫৫৫) হযরত আবূ যর গেফারী রাযি. বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে এই অঙ্গীকার করালেন : তুমি মানুষের নিকট ছওয়াল করবে না। এমনকি তিনি এটাও বললেন যে, তোমার চাবুক সম্পর্কেও নয় যদি তা পড়ে যায়, যাবৎ না তুমি নিজে (বাহন হতে) অবতরণ করে তা উঠিয়ে নাও!

–আহমদ, মিশকাত : ১৬৪

عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ

রুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা

(٥٥٦) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ ـ

(رواه البخارى، مشكوة : ١٣٣)

সহজ তরজমা

(৫৫৬) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখা-শুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর।

–বুখারী, মিশকাত : ১৩৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ নির্দেশগুলো ওয়াজিবে কিফায়া। সামর্থ্যবানদের মধ্য থেকে কেউ যদি পালন করে, তা হলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি পালন না করে, তা হলে সকলে গুনাহগার হবে। হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. লিখেছেন, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি মরণাপন্ন হয়, তা হলে তাকে আহার করানো ফরয। কিন্তু যদি মরণাপন্ন না হয়, তা হলে আহার করানো সুন্নত। কোনো এলাকায় যদি একজন মাত্র সামর্থ্যবান লোক থাকে, তা হলে ক্ষুধার্তদের আহার করানো তার উপর ফরয। অনুরূপভাবে অসুস্থ ব্যক্তির দেখাশোনা করার মতো যদি কেউ থাকে, তা হলে অন্যদের জন্য তার দেখাশোনা করা সুন্নত। আর যদি কেউ না থাকে, তা হলে অন্যদের উপর তার খোঁজ-খবর নেওয়া ওয়াজিব।

www.banglakitab.weebly.com

(٥٥٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ، رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٣٣)

সহজ তরজমা

(৫৫৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের উপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে– তার সালামের উত্তর দেওয়া, রুগ্নকে দেখতে যাওয়া, জানাজায় যোগদান করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জওয়াব দেওয়া। –মোত্তাঃ, মিশকাত : ১৩৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সালাম দেওয়া সুন্নত আর বাকীগুলো ফরযে কেফায়া। সালাম দেওয়া সুন্নত হলেও সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব।

বেদআতিদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা, তারা অসুস্থ হলে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া অন্য হাদীস দ্বারা নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, তারা এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা দাওয়াত দিলে বা সাহায্যের জন্য ডাকলে যাওয়া যাবে। তবে শর্ত হল, সেখানে যেন শরী'আতবিরোধী কোনো কাজ না হয়। ইমাম গাযালি রহ. লিখেছেন, যে খাদ্য লৌকিকতাবশত তৈরি করা হয়, তা গ্রহণ করবে না। এটা মাকরূহ।

(٥٥٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ ، قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ـ
(رواه مسلم ، مشكوة : ١٣٣)

সহজ তরজমা

(৫৫৮) হযরত আবু হুরাইরা রযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি হক। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সালাম করবে; যখন সে তোমাকে দাওয়াত করবে, তার দাওয়াত কবুল করবে; যখন সে তোমার নিকট মঙ্গলকামনা করবে, তার মঙ্গল সাধন করবে; যখন সে হাঁচি দিবে, এরপর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, তার উত্তরে তুমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে; যখন সে রোগে পড়ে তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে, তার জানাজায় ও দাফনে যোগ দিবে। –মুসলিম, মিশকাত : ১৩৩

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ৬টি হকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইতঃপূর্বে উল্লিখিত রেওয়ায়েতে পাঁচটির কথা আলোচিত হয়েছে। বস্তুত উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অনেক হক রয়েছে। আলোচ্য হাদীস দুটিতে উদাহরণস্বরূপ যথাক্রমে ৫টি ও ৬টির কথা বলা হয়েছে; এর দ্বারা সীমিত করা উদ্দেশ্য নয়। তা ছাড়া বলা যায়, ওহীতে প্রথমে পাঁচটির কথা বলা হয়েছিল; পরে আরো বাড়িয়ে ছয়টির কথা বলা হয়েছে।

(٥٥٩) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَاِبْرَارُ الْمُقْسِمِ وَنَصْرُ الْمَظْلُوْمِ ـ (مشكوة : ١٣٣)

সহজ তরজমা

(৫৫৯) বুখারী ও মুসলিমে হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে অপর এক বর্ণনায় মুসলমানের আরও দুটি হক বর্ণিত হয়েছে– (১) শপথকারীর শপথ পূর্ণ করা। (২) মজলুম তথা অত্যাচারিতকে সাহায্য করা। –মিশকাত : ১৩৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসটির অর্থ হল, কোনো মুসলমান যদি আল্লাহর নামে কসম করে অপর কোনো মুসলমানকে কোনো কাজ করে দেওয়ার জন্য বলে; তা ছাড়া কাজটি কোনো অন্যায় কাজ নয় এবং তার সামর্থ্যের বাইরেও নয়, তা হলে সে ব্যক্তির জন্য কসমকারীর কাজটি করে দেওয়া উচিত এবং মুস্তাহাব। তবে মজলুমের সাহায্য করা ওয়াজিব। এমনকি মুসলমান ও অমুসলমান নাগরিক সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

(٥٦٠) وَعَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ
(رواه مسلم، مشكوة : ١٣٣)

সহজ তরজমা

(৫৬০) হযরত সাওবান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলমান যখন কোনো অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে বেহেশতের ফল আহরণ করতে থাকে (অথবা বেহেশতের পথে চলতে থাকে) যাবৎ না সে প্রস্থান করে। –মুসলিম, মিশকাত : ১৩৩

(٥٦١) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِىْ اَجَلِهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَايَرُدُّ شَيْئًا وَيُطِيْبُ بِنَفْسِهِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٣٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৬১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন কোনো রোগীর নিকট যাবে, তার জীবন সম্পর্কে তাকে সান্ত্বনা দান করবে। এটা নিয়তির কোনো কিছু উল্টাতে পারবে না, কিন্তু তার মন প্রশান্তি লাভ করবে। –তিরমিযী, মিশকাত : ১৩৭

(٥٦٢) وَعَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ الرَّحْمَةَ حَتّٰى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ إِغْتَمَسَ فِيْهَا ـ
(رواه مالك ، احمد، مشكوة : ١٣٨)

সহজ তরজমা

(৫৬২) হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেল, সে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় প্রবেশ করতে থাকল, যতক্ষণ না সে সেখানে গিয়ে বসে। যখন গিয়ে বসল, তখন সে রহমতের দরিয়ায় ডুব দিল।

(٥٦٣) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعُوْلَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ ـ
(رواه ابن ماجه ، مشكوة : ١٣٨)

সহজ তরজমা

(৫৬৩) হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি কোনো রোগীর নিকট যাবে, তাকে তোমার জন্য দু'আ করতে বলবে। কেননা তার দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর ন্যায়। –ইবনে মাজাহ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অসুস্থ মুমিন ব্যক্তির দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর মতো হওয়ার কারণ হল, ফেরেশতাদের সাথে অসুস্থ মুমিন ব্যক্তির অনেক দিক দিয়ে মিল রয়েছে। যেমন–

(১) ফেরেশতারা যেমন গুনাহ থেকে মুক্ত, তেমনি অসুস্থ ব্যক্তিও অসুস্থতার আগুনে জ্বলে পুড়ে গুনাহমুক্ত হয়ে যায়।

(২) ফেরেশতারা যেমনি গুনাহ থেকে সংযত হয়ে থাকে, তেমনি অসুস্থ ব্যক্তিও গুনাহ থেকে সংযম অবলম্বন করে চলে।

(৩) ফেরেশতারা যেমনি সবসময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণে লিপ্ত থাকে ও কান্নাকাটি করে, তেমনি মুমিন যখন অসুস্থ হয়, তখন সে সবসময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও আহাজারিতে মগ্ন থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

(٥٦٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادٰى مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً ـ (رواه ابن ماجه، مشكوة : ١٣٧)

সহজ তরজমা

(৫৬৪) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে পীড়িতকে দেখতে যায়, আসমান থেকে একজন ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন, মোবারক হও তুমি এবং মোবারক হোক তোমার এই পথ চলা। তুমি বেহেশতের একটি স্থান তৈরি করলে। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৩৭

(٥٦٥) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ ـ (رواه الترمذى ، ابو داؤد، مشكوة : ١٣٥)

সহজ তরজমা

(৫৬৫) হযরত আলী রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে কোনো মুসলমান সকাল বেলায় কোনো মুসলমানকে দেখতে যায়, তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দু'আ করতে থাকে, যাবৎ না সন্ধ্যা হয়। যদি সে তাকে দেখতে যায় সন্ধ্যা বেলায়, তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দু'আ করতে থাকে যাবৎ না সকাল হয় এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান তৈরি করা হয়। –তিরমিযী ও আবু দাউদ, মিশকাত : ১৩৫

(٥٦٦) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِّيْنَ خَرِيْفًا ـ (رواه ابو داؤد، مشكواة : ١٣٥)

সহজ তরজমা

(৫৬৬) হযরত আনাস রাযি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে উত্তমরূপে ওযু করে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তার কোনো মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে ,তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বৎসরের পথ দূরে রাখা হবে।

–আবু দাউদ, মিশকাত : ১৩৫

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, অসুস্থকে দেখতে যাওয়ার আগে ওযু করা সুন্নত। ওযুর নির্দেশ সম্ভবত এ কারণে যে, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ইবাদত। আর ইবাদত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় করা কর্তব্য। আর ওযু অবস্থায় দু'আ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(٥٦٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ اِلَّا شُفِىَ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ حَضَرَ اَجَلُهٗ ـ

(رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٣٥)

সহজ তরজমা

(৫৬৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলমান কোনো মুসলমানকে দেখতে যায় এবং সাতবার বলে– "আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যেন আপনাকে আরোগ্য দান করেন।" এতে তাকে নিশ্চয় আরোগ্য দান করা হয় যদি না তার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। –আবু দাউদ মিশকাত : ১৩৫

(٥٦٨) وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا اَنْ يَّقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ١٣٥)

সহজ তরজমা

(৫৬৮) হজরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জ্বর এবং যাবতীয় বেদনার জন্য এরূপ বলতে শিক্ষা দিয়েছেন: "মহান আল্লাহর নামে– মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত রক্তপূর্ণ শিরার অপকার থেকে এবং দোযখের উত্তাপের অপকার হতে।" – তিরমিযী, মিশকাত : ১৩৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ দু'আ অসুস্থ ব্যক্তি যেমনি পড়তে পারে, তেমনি যে তার খোঁজ-খবর নিতে যাবে বা তার সেবা করবে, সেও পড়তে পারে।

www.banglakitab.weebly.com

ثَوَابُ الْمَرَضِ

অসুস্থতার প্রতিদান

(٥٦٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ١٣٤)

সহজ তরজমা

(৫৬৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার সাথে আল্লাহ ভালো করতে চান তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। –বুখারী, মিশকাত : ১৩৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রত্যেক অযাচিত বিষয়কে বিপদ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বিপদ সবসময় রাগ হয়ে দেন না অনেক সময় বিপদ দয়া করেও দেন। কেননা বিপদের কারণে গুনাহসমূহ ঝরে যায়। মর্যাদার স্তর উন্নীত হয়। বিপদে যদি কেউ ধৈর্য ধরে, তা হলে এটা দয়ার আলামত। পক্ষান্তরে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদে যদি অধৈর্য হয়ে যায়, বিলাপ শুরু করে দেয়, তা হলে এটা আল্লাহর ক্রোধের আলামত।

(٥٧٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَاهَمٍّ وَلَاحُزْنٍ وَلَا اَذًى وَلَاغَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٣٤)

সহজ তরজমা

(৫৭০) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের কোনো বিপদ, কোনো রোগ, কোনো ভাবনা, কোনো চিন্তা, কোনো কষ্ট বা কোনো দুঃখ, এমনকি যদি তার শরীরে কোনো কাঁটা বিঁধে, যদ্দারা আল্লাহ তার গোনাহসমূহ মাফ করে দেন।–মুত্তাঃ, মিশকাত : ১৩৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শরীরের উপর ব্যথা, বেদনা, ক্ষত ও ঘা ইত্যাদির কারণে যে কষ্ট অনুভূত হয়, তাকে نَصَب বলা হয়। সার্বক্ষণিক ব্যথা ও চিররোগকে وَصَب বলা হয়। هَمٌّ বলা হয়, এমন চিন্তাকে, যার ফলে মানুষ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। আর حُزْن এমন অস্থিরতাকে বলে, যার কারণে মনের মধ্যে কঠোরতা ও কষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আর غَمٌّ বলা হয়, এমন পেরেশানীকে, যার ফলে মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, ভবিষ্যত বিষয়ক চিন্তাকে هَم বলা হয় আর অতীতের চিন্তাকে حُزْن বলা হয়। অন্যের কাছ থেকে মানুষ যে কষ্ট পায়, তাকে اَذًى বলা হয়। (মিরকাত)

www.banglakitab.weebly.com

(٥٧١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ بِهِ سَيِّاٰتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ـ (متفق علیه، مشكوة : ١٣٥)

সহজ তরজমা

(৫৭১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোনো মুসলমানের উপর যে কোনো কষ্টই আপতিত হোক না কেন, তা রোগ হোক চাই বা অন্য কিছু, আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা তার গোনাহসমূহ ঝরিয়ে দেন, যেমনি গাছ তার পাতা ঝরায়। –মুত্তাফাকুনঃ, মিশকাত : ১৩৫

(٥٧٢) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا ـ (رواه البخارى ، مشكوة : ١٣٥)

সহজ তরজমা

(৫৭২) হযরত আবু মূসা আশ্আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সফর করে (আর নিজের নিয়মিত অযীফা বা ইবাদত আদায় করতে পারে না। তার জন্য তদ্রূপই লিখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়িতে করত। –বুখারী, মিশকাত : ১৩৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে যৌবনকালে যে পরিমাণ আমল করত, সে পরিমাণ আমলের সাওয়াব পেতে থাকে।

(٥٧٣) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ـ (رواه البخارى ، مشكوة : ١٣٥)

সহজ তরজমা

(৫৭৩) হযরত আনান রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি যখন আমার কোনো বন্দাকে তাঁর দুটি প্রিয় বস্তু সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করি আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, আমি তাকে এর পরিবর্তে জান্নাত দান করব। প্রিয় বস্তুদ্বয় অর্থে তিনি চক্ষুদ্বয়কেই বুঝিয়েছেন।

–বুখারী, মিশকাত : ১৩৫

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যার দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, সে নাজাতপ্রাপ্তদের সাথে প্রথম দফায় জান্নাত লাভ করবে। যে বান্দা এ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, সে যেন এর উপর ধৈর্যধারণ করে। একে খারাপ মনে না করে। মনে মনে ভাববে, অন্ধ হওয়া আল্লাহর লানত নয় বরং গোনাহ মাফ, জান্নাত লাভ ও কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার চমৎকার একটি ব্যবস্থা।

জনৈক বুযর্গ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, সারা জীবন যে একাকিত্ব ও নির্জনতা কামনা করতাম আজ তা লাভ করলাম।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি এ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, সে যেন ওই সকল আওলিয়ায়ে কেরামের কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা লাভ করে। ইবনে আব্বাস রাযি. যখন শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তখন তিনি এ ছন্দ আবৃত্তি করতেন :

اِنْ يُذْهِبِ اللّٰهُ مِنْ عَيْنِىَ نُوْرَهُمَا : فَفِىْ لِسَانِىْ وَقَلْبِىْ لِلْهُدٰى نُوْرٌ

"আল্লাহ আমার চোখের আলো নিয়ে গেছেন, তাতে কী হয়েছে? আমার রসনায় ও অন্তরাত্মায় তো হেদায়েতের নূর বহমান!"

(٥٧٤) وَعَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِيَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ١٣٦)

সহজ তরজমা

(৫৭৪) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে আগেভাগে দুনিয়াতেই শাস্তি দান করেন এবং যখন কোনো বান্দার সাথে অকল্যাণের ইচ্ছা রাখেন, তার পাপের শাস্তি দানে বিরত থাকেন; অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে তার পূর্ণ শাস্তি দিবেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ১৩৬

(٥٧٥) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَاءُ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٣٦)

সহজ তরজমা

(৫৭৫) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বড় প্রতিফল বড় বিপদের বিনিময়েই। আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন,

www.banglakitab.weebly.com

তাদেরকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তোষ রয়েছে এবং যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য অসন্তোষ রয়েছে।

–তিরমিযী, মিশকাত : ১৩৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সারকথা, বিপদাপদে যদি বান্দা সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে বুঝতে হবে এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়াস্বরূপ। পক্ষান্তরে বান্দা যদি বিপদে ধৈর্য্য হারা হয়ে যায়, তা হলে বুঝবে, আল্লাহ এ বান্দার প্রতি নাখোশ হয়ে এ বিপদ দিয়েছেন।

(٥٧٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَ وَلَدِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٣٦)

সহজ তরজমা

(৫৭৬) হযরত আবু হুরাইরা রযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন নর বা নারীর প্রতি বিপদ লেগেই থাকে– তার নিজের শরীরে, তার মাল-সম্পদে অথবা তার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে, যাবৎ না সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ; তখন তার উপর কোনো গোনার বোঝাই থাকে না। –তিরমিযী, মিশকাত : ১৩৬

(٥٧٧) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهٖ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهٖ اَوْفِىْ مَالِهٖ اَوْفِىْ وَلَدِهٖ ثُمَّ صَبَّرَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ـ

(رواه احمد، ابو داؤد، مشكوة : ١٣٧)

সহজ তরজমা

(৫৭৭) মুহাম্মদ ইবনে খালেদ সুলামী তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো বান্দার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মর্যাদা নির্ধারিত হয়, যা সে আমল দ্বারা লাভ করতে পারে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার শরীর সম্পর্কে অথবা তার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করেন। এরপর তাকে এতে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করেন, যাতে সে ওই মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। –আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত : ১৩৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বান্দা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এমন স্তরে পৌঁছুতে পারে সাধারণ ও নিয়মিত ইবাদত বন্দেগি দ্বারা যেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়।

www.banglakitab.weebly.com

(٥٧٨) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطٰى اَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِى الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٣٧)

সহজ তরজমা

(৫৭৮) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুখ-শান্তি ভোগী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন যখন দেখবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাওয়াব দেওয়া হচ্ছে, আক্ষেপ করবে– আহা! তাদের চামড়া যদি দুনিয়াতে কাঁচি দ্বারা কাটা হত! –তিরমিযী, মিশকাত : ১৩৭

(٥٧٩) وَعَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَصَابَهُ السَّقْمُ ثُمَّ عَافَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهٖ وَمَوْعِظَةً لَّهٗ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَاِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَا مَرِضَ ثُمَّ اُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ اَهْلُهٗ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلِمَ اَرْسَلُوْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْاَسْقَامُ وَاللّٰهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا ـ (رواه ابو داؤد ، مشكوة : ١٣٧)

সহজ তরজমা

(৫৭৯) হযরত আমের রামী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার রোগ সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন : মুমিনের যখন রোগ হয়, তারপর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, এটা তার অতীতের গোনাহর জন্য কাফফারা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়, কিন্তু মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয়, তারপর তাকে আরোগ্য দান করা হয়, সে সেই উটের মতো হয়, যাকে বেঁধেছিল এরপর ছেড়ে দিল। সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোগ আবার কি? খোদার কসম, আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমাদের নিকট হতে উঠে যাও! তবে তুমি আমাদের অন্তর্গত নও।

–আবু দাউদ, মিশকাত : ১৩৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামকে দেখতে চায়, সে যেন একে দেখে নেয়। আল্লাহ তা'আলা যখন

কোনো বান্দার মঙ্গল কামনা করেন, তখন তাকে (ধৈর্যশক্তি দিয়ে) অসুস্থতা ইত্যাদিতে জর্জরিত করে গোনাহ থেকে মুক্ত করেন। রোগ, শোক, জরা-খরা ইত্যাদি আল্লাহর শুধু গযব নয়, মুমিনের জন্য এগুলো রহমত বিশেষও বটে।

(٥٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِخِّيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُثِّلَ ابْنُ اٰدَمَ وَاِلٰى جَنْبِهٖ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً اِنْ اَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِى الْهَرَمِ حَتّٰى يَمُوْتَ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٣٧)

সহজ তরজমা

(৫৮০) হযরত আবদুল্লাহহহ ইবনে শিখখীর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম-সন্তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে অথচ তার পার্শ্বে নিরানব্বইটি বিপদ রয়েছে। যদি সবকটি তার ব্যাপারে লক্ষ্যচ্যুত হয়, অন্তত সে বার্ধক্যরূপ বিপদে পতিত হয় এবং অবশেষে মৃত্যু বরণ করে। –তিরমিযী, মিশকাত : ১৩৭

(٥٨١) وَعَنْ سَعْدٍ رض قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً قَالَ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلٰى حَسْبِ دِيْنِهٖ فَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ صُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاؤُهٗ وَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذَالِكَ حَتّٰى يَمْشِىَ عَلَى الْاَرْضِ مَالَهٗ ذَنْبٌ ـ
(رواه الترمذى وابن ماجة ، مشكوة : ١٣٦)

সহজ তরজমা

(৫৮১) হযরত সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! বিপদ দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক পরীক্ষা করা হয় কাদের? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নবীদের। এরপর তাঁদের তুলনায় যারা উত্তম তাদের। মানুষ তার দীনদারী অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দীনের ব্যাপারে শক্ত হয়, তার বিপদও শক্ত হয়। আর যদি তার দীনের ব্যাপারে শিথিলতা থাকে, তবে তার বিপদও সহজ হয়। তার এরূপ বিপদ হতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো গুনাহ থাকে না। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৩৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নবীগণ বেশি বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকেন। অন্য লোকেরা যেখানে নেয়ামতে স্বাদ অনুভব করেন, সেখানে নবীগণ বিপদাপদেও স্বাদ অনুভব করেন। এদের পর আল্লাহ তা'আলার বেশি নিকটবর্তী বান্দা যারা তাদের উপর বেশি বিপদাপদ এসে থাকে। তবে তাদের এ বিপদাপদ তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয় বরং

www.banglakitab.weebly.com

তাদেরকে আগুনে খাঁটি করার জন্য ও পরীক্ষায় ফেলে উত্তীর্ণ করার জন্য। এজন্য বিপদাপদ আল্লাহর গযব নয় রহমত। যে আল্লাহ থেকে যত দূরে থাকবে, সে তত কম বিপদের সম্মুখীন হবে।

(٥٨٢) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيِّ رض اَنَّهُمَا دَخَلَا عَلٰى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُوْدَانِهٖ فَقَالَا لَهٗ كَيْفَ اَصْبَحْتَ فَقَالَ اَصْبَحْتُ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ قَالَ شَدَّادٌ اَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ اَنَا اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِىْ عَلٰى مَا ابْتَلَيْتُهٗ فَاِنَّهٗ يَقُوْمُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَا قَيَّدْتُّ عَبْدِىْ وَ ابْتَلَيْتُهٗ فَاجْرُوْا لَهٗ مَا كُنْتُمْ تَجْرُوْنَ لَهٗ وَهُوَ صَحِيْحٌ ـ (رواه احمد. مشكوة : ١٣٧)

সহজ তরজমা

(৫৮২) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস ও হযরত ছুনাবেহী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আজ সকাল কেমন যাচ্ছে ? সে বলল : আল্লাহর মেহেরবানীতে ভালোই যাচ্ছে। এটা শুনে শাদ্দাদ রাযি. বললেন, তোমার প্রতি গোনাহ মাফ এবং অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ হোক! কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে কোনো মুমিন বান্দাকে রোগাগ্রস্ত করি আর আমার এই রোগাগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শোক্র করে– সে তার এই রোগশয্যা থেকে উঠবে সমস্ত গোনাহ থেকে পাক ছাফ হয়ে সেই দিনের মতো যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা (ফেরেশতাদের) বলেন : আমি আমার বান্দাকে আঁটকে রেখেছি এবং রোগাগ্রস্ত করে রেখেছি। অতএব তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য যা লিখতে, তাই লিখতে থাক। –আহমদ, মিশকাত : ১৩৭

(٥٨٣) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَهٗ خَيْرٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَشَكَرَ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ اَمْرِهٖ حَتّٰى فِى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ امْرَأَتِهٖ ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ١٥١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৮৩) হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আশ্চর্য ব্যাপার মুমিনের যদি তার প্রতি কোনো কল্যাণ বর্তায় সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যদি বিপদ পতিত হয়, তা হলেও সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং ছবর করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই সাওয়াব লাভ করে, এমনকি যদি সে আপন স্ত্রীর মুখে খাদ্য লোকমাটি দিয়ে থাকে তাতেও। –বায়হাকী, মিশকাত : ১৫১

اَلنَّهْىُ عَنْ تَمَنِّى الْمَوْتِ

মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

(٥٨٤)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ١٣٩)

সহজ তরজমা

(৫৮৪) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ, সে নেককার হলে হয়তো অধিক নেকী অর্জন করবে এবং বদকার হলে হয়তো তওবা করে আল্লাহর সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে। –বুখারী, মিশকাত : ১৩৯

(٥٨٥) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهٗ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ـ
(متفق عليه، مشكوة : ١٣٩)

সহজ তরজমা

(৫৮৫) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে তার প্রতি যে বিপদ আপতিত হয়, তার কারণে। অগত্যা সে যদি তা করতেই চায়, তবে যেন বলে : "হে খোদা! আমাকে জীবিত রাখ যে পর্যন্ত জীবন আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয়।"

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৩৯

www.banglakitab.weebly.com

فَضِيْلَةُ الْاِحْتِسَابِ فِىْ مَوْتِ الْحَبِيْبِ

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার উপর সওয়াবের আশা রাখার ফযীলত

(٥٨٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهٗ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهٗ اِلَّا الْجَنَّةَ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ١٥٠)

সহজ তরজমা

(৫৮৬) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত কোনো পুরস্কার নাই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয় ভাজনকে উঠিয়ে নিই আর সে (সবর করে ও) সাওয়াবের আশা রাখে। –বুখারী, মিশকাত : ১৫০

مَذَمَّةُ النِّيَاحَةِ

বিলাপের নিন্দা

(٥٨٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعٰى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٥٠)

সহজ তরজমা

(৫৮৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে (মৃতের শোকে) আপন মুখমণ্ডলে করাঘাত করে, জামা ছেড়ে এবং জাহেলিয়াত যুগের মাতম-মর্ছিয়ার মতো মাতম-মর্ছিয়া করে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, , মিশকাত : ১৫০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

نَوْحَه হল মৃত ব্যক্তির প্রশংসার কথা ও কৃতিত্ব আলোচনা করে জোরে জোরে বিলাপ করা। এ হাদীসে আলোচিত "জাহেলি যুগের চিৎকার" বলে নওহা উদ্দেশ্য।

(٥٨٨) وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا بَرِئٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ١٥٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৮৮) হযরত আবূ বুরদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তার সহিত সম্পর্কহীন যে মাথার চুল ছিঁড়ে, উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ছিড়ে ফাঁড়ে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৫০

(٥٨٩) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ۔ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ١٥١)

সহজ তরজমা

(৫৮৯) হযরত আবু ছাঈদ খুদ্‌রী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন বিলাপকারীণীকে ও (তার) শ্রবণকারিণীকে।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ১৫১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শ্রোতার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ইচ্ছা করে শুনে এবং মুগ্ধ হয়।

(٥٩٠) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ وَاجْبَلَاهُ وَاسَيِّدَاهُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ اِلَّا وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ مَلَكَيْنِ يَلْهَزَانِهٖ وَيَقُوْلَانِ اَهٰكَذَا كُنْتَ۔ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٥٢)

সহজ তরজমা

(৫৯০) হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যে কোনো ব্যক্তি মরে, আর তার খান্দানের রোদনকারীরা তার জন্য রোদন করে। তদুপরি বলে, হে আমার পর্বততুল্য অমুক ! হে আমার মুরব্বী ! অথবা তদনুরূপ কিছু, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দু' জন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা তার বুকে ঘুষি মারে এবং বলে, তুমি কি এরূপ ছিলে? –তিরমিযী, মিশকাত : ১৫২

(٥٩١) وَعَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الْاَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الْاَنْسَابِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ اَلنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ۔ (رواه مسلم، مشكوة : ١٥٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৯১) হযরত আবু মালেক আশ'আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের চারটি বিষয় রয়ে গেছে, যা তারা ছাড়ছে না (১) নিজের গুণের গর্ব, (২) কারো বংশের নিন্দা, (৩) গ্রহ-নক্ষত্র যোগে বৃষ্টি চাওয়া এবং (৪) বিলাপ করা। এরপর তিনি বলেন : বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে কিয়ামতের দিন যখন তাকে উঠানো হবে, তখন তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা ও ক্ষতের পিরান।

–মুসলিম, মিশকাত : ১৫০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"حَسَب" অর্থ, মানুষের প্রশংসাযোগ্য ভালো গুণ। যেমন : বীরত্ব, বাগ্মিতা, নিষ্ঠা ইত্যাদি।

বংশে কালিমা লেপন করার অর্থ, কারো বাপ দাদা বা বংশের দোষত্রুটি খুঁজে বের করা বা কল্পিত দোষ আরোপ করা। তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করার অর্থ, তারকা বিশেষ কক্ষপথে গেলে বৃষ্টি হবে এমন ধারণা করা।

مَايَجُوْزُ مِنَ الْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃতের উপর যতটুকু কাঁদা ও দুঃখ প্রকাশ বৈধ

(٥٩٢) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهٗ وَشَمَّهٗ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِبْرٰهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهٖ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَايَرْضٰى رَبُّنَا وَاَنَا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

(متفق عليه ، مشكوة : ١٥٠)

সহজ তরজমা

(৫৯২) হযরত আনাস রাযি. বলেন : একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আবু সাইফ কর্মকারের নিকট পৌছলাম। সে হুযুরের পুত্র ইবরাহীমকে লালন করতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবরাহীমকে চুম্বন করলেন ও তাঁর ঘ্রাণ শুঁকলেন। এর পর আর একবার আমরা তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি (ইবরাহীম)

www.banglakitab.weebly.com

প্রাণত্যাগ করছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখে অশ্রু ঝরছিল। এটা দেখে আবদুর রহমান বিন আওফ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে ইবনে আউফ! এটা হল দয়া। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার দুঃখিত হলেন এবং বললেন, চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে, তথাপি আমি প্রকাশ করছি, তাই যাতে আমার পালনকর্তার খুশী থাকেন। (এরপর বললেন:) "ইবরাহীম তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত।" –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৫০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইবরাহীম এর মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল ১৬/১৭ মাস। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট গেলেন। তাকে আদর করলেন। তার দম বেরিয়ে গেলে তিনি কাঁদলেন। এটা দেখে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর মনে প্রশ্ন জেগে উঠল : সাধারণ মানুষরা তো প্রিয়জনের বিচ্ছেদে কাঁদে। কিন্তু আপনি কাঁদতে নিষেধ করা সত্ত্বেও নিজে কিভাবে কাঁদলেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা দয়া ও মায়ার বহিঃপ্রকাশ। অধৈর্যের পরিচায়ক নয়। এরপর আরো বললেন, "দিল ব্যথিত হচ্ছে, চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে আর অন্তর তাই বলছে, যাতে আমার রব সন্তুষ্ট হয়।" এর দ্বারা বুঝা গেল, মনে ব্যথা লাগা হৃদয়ের কোমলতার প্রমাণ। আর মুমিনের হৃদয় তো কোমল হবেই। তা ছাড়া চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়া অধৈর্য নয়। তবে মুখ দিয়ে এমন কথা বা বাক্য উচ্চারণ করা যাবে না, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন।

فَضِيْلَةُ التَّعْزِيَةِ

বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দানের ফযীলত

(٥٩٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ ـ

(رواه الترمذى ، ابن ماجه ، مشكوة : ١٥١)

সহজ তরজমা

(৫৯৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করে, তার জন্যও বিপদগ্রস্তের মতো সাওয়াব রয়েছে। –তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৫১

(٥٩٤) وَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِىَ بُرْدًا فِى الْجَنَّةِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٥١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৯৪) হযরত আবু বারযা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো সন্তানহারা স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দান করবে, তাকে বেহেশতে একটি (মূল্যবান) ডোরাদার কাপড় পরানো হবে। –তিরমিযী, মিশকাত :১৫১

(٥٩٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى اَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (رواه ابن ماجة)

সহজ তরজমা

(৫৯৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোনো মসিবত বা বিপদে সান্ত্বনা দিবে, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন সম্মান ও মর্যাদার জোড়া (কাপড়) পরাবেন। –ইবনে মাজাহ

فَضِيْلَةُ غُسْلِ الْمَوْتٰى وَتَكْفِيْنِهِمْ

মৃতের গোসল ও দাফন-কাফনের ফযীলত

(٥٩٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتْبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ١٤٤)

সহজ তরজমা

(৫৯৬) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের নিয়তে কোনো মুসলমানের লাশের অনুগমন করেছে এবং তার সাথে রয়েছে, যাবৎ না তার জানাযা পড়েছে এবং তাকে দাফন করেছে, সে দুই 'কীরাত' সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। প্রত্যেক কীরাত হচ্ছে, ওহুদ পাহাড় বরাবর আর যে ব্যক্তি জানাজার নামায পড়েছে, এরপর দাফন করার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করেছে, সে এক 'কীরাত' নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। –মুত্তাফাকুন্ আলাইহি, মিশকাত : ১৪৪

(٥٩٧) مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ـ
(رواه الطبرانى ، لواقح الانوار : ٢٤٤)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৫৯৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান (মৃত) কে গোসল দেয়, এরপর তার (কোনো শরীরস্থ) দোষ (জেনে তা) গোপন করে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করেন। আর যে ব্যক্তি মৃতকে কাফন পরায়, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের মোটা ও মসৃণ রেশমের পোশাক পরাবেন।

–তাবরানী, লাওয়াকিহুল আনওয়ার : ২৪৪

(٥٩٨) مَنْ حَفَرَ قَبْرًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ـ (رواه الطبرانى ، لواقح الانوار : ٢٤٤)

সহজ তরজমা

(৫৯৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কবর খনন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি মহল নির্মাণ করেন। আর যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয়, সে তার পাপরাশি থেকে ওইদিনের মতো মুক্ত ও নিষ্পাপ হয়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল এবং যে ব্যক্তি মৃতকে কাফন পরায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের জোড়া পরিধান করাবেন। –তাবরানী, লাওকিহুল আনওয়ার : ২৪৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"মৃতকে গোসল দিলে সব গোনাহ মিটে যায়" এর দ্বারা সগীরা গোনাহ উদ্দেশ্য; কবীরা নয়। কেননা কবীরা গোনাহ সাধারণত তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।

فَضِيْلَةُ الْاِحْتِسَابِ فِىْ مَوْتِ الْوَلَدِ

সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়াবের আশা রাখার ফযীলত

(٥٩٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلٰثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ اِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ـ
(متفق عليه، مشكوة : ١٥٠)

সহজ তরজমা

(৫৯৯) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে, সে দোজখে প্রবেশ করবে না; কিন্তু শুধু (আল্লাহর) শপথ পূরণ করার জন্য।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৫০

www.banglakitab.weebly.com

(٦٠٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ لَا يَمُوْتُ لِاِحْدٰيكُنَّ ثَلٰثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ اِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ اَوَ اِثْنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَوَ اِثْنَانِ ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ١٥٠) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ زِيَادَةً قَالُوْا اَوَ وَاحِدٌ قَالَ اَوَ وَاحِدٌ ـ

সহজ তরজমা

(৬০০) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কতক আনসারী স্ত্রীলোককে বললেন : তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে, আর সে (সবর করবে ও) সাওয়াবের আশা রাখবে, নিশ্চয় সে বেহেশতে যাবে। এসময় তাদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ যদি দুটি মারা যায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অথবা দুইটি মারা যায়।

–মুসলিম, মিশকাত : ১৫০

আহমদের এক বর্ণনা এ-ও অতিরিক্ত আছে : তারা পুনরায় বলল, যদি একটি মারা যায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি একটিও মারা যায়।

(٦٠١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِّنْ اُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ فَقَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ فَرَطٌ قَالَ فَاَنَا فَرَطُ اُمَّتِىْ لَنْ يُّصَابُوْا بِمِثْلِىْ ـ
(رواه الترمذى ، مشكوة : ١٥١)

সহজ তরজমা

(৬০১) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির দুটি মৃত সন্তান থাকবে, তাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশত দান করবেন। এটা শুনে হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার উম্মতের যার একটি মৃত সন্তান থাকবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার একটি সন্তানও থাকবে হে আয়েশা ! আয়েশা রাযি. আবার জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি মৃত সন্তানও থাকবে না, তার কি হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমিই আমার উম্মতের মৃত সন্তান হে আয়েশা ! আমার মৃত্যুর মুসীবততুল্য বিপদে তারা কখনও পড়বে না। –তিরমিযী, মিশকাত : ১৫১

www.banglakitab.weebly.com

(٦٠٢) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ـ

(رواه احمد والترمذى، مشكوة :١٥١)

সহজ তরজমা

(৬০২) হযরত আবু মূসা আশ্'আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদের বলেন : তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিলে? তাঁরা উত্তর করে, হ্যাঁ খোদা। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরাকে নিলে? তাঁরা বলবে, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন : আমার বান্দা কি বলল? তোমার হাম্দ করল এবং ইন্নালিল্লাহ' বলল। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নাম রাখ 'বাইতুল হামদ'। –আহমদ ও তিরমিযী, মিশকাত : ১৫১

(٦٠٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهٗ اِذَا اَدْخَلَ اَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ اَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهٗ اَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهٖ حَتّٰى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ ـ

(رواه بن ماجة ، مشكوة : ١٥٣)

সহজ তরজমা

(৬০৩) হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত প্রসবিত সন্তান আপন পালনকর্তার নিকট আবদার করবে, যখন দেখবে তার মা-বাপকে তিনি দোযখে ঢুকাচ্ছেন, তখন তাকে বলা হবে তুমি তোমার মা-বাপকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও! এরপর সে তাদেরকে আপন নাভীর লতা দ্বারা টানতে থাকবে এবং বেহেশতে নিয়ে যাবে। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৫৩

(٦٠٤) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِبْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ ـ(رواه ابن ماجه ، مشكوة : ١٥٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬০৪) হযরত আবু উমামা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথম মুহূর্তে সবর কর এবং সাওয়াবের আশা রাখ, তা হলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোনো সাওয়াবে সন্তুষ্ট হব না। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৫৩

(٦٠٥) وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذٰلِكَ اِسْتِرْجَاعًا اِلَّا جَدَّدَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَهٗ عِنْدَ ذٰلِكَ مِثْلَ اَجْرِهَا يَوْمَ اُصِيْبَ بِهَا ـ (رواه احمد والبيهقي، مشكوة : ١٥٣)

সহজ তরজমা

(৬০৫) হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে কোনো মুসলমান পুরুষ-নারী কোনো বিপদে পড়বে, এরপর একে স্মরণ করবে– যদিও দীর্ঘ দিন পরে হয় এবং তজ্জন্য 'ইন্নালিল্লাহি' পড়বে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাকে তখন নতুন করে সাওয়াব দিবেন– যেদিন সে বিপদে পড়েছিল, সে দিনের পরিমাণ সাওয়াব। –বায়হাকী, মিশকাত : ১৫৩

(٦٠٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَاِنَّهٗ مِنَ الْمَصَائِبِ ـ

(رواه البيهقي، مشكوة : ١٥٣)

সহজ তরজমা

(৬০৬) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারও জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন 'ইন্নালিল্লাহি 'পড়ে। কেননা এটাও বিপদের অন্তর্গত। (আর এতটুকু নগণ্য বিপদের পরিবর্তেও আল্লাহ তা'আলা সাওয়াব দান করে থাকেন।) –বায়হাকী, মিশকাত : ১৫৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ছোট-বড় যে কোনো বিপদে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়া উচিত। বর্ণিত আছে, প্রদীপ নিভে গেলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়তেন।

www.banglakitab.weebly.com

زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ

কবর যিয়ারত

(٦٠٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّمَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (رواه ابن ماجة ، مشكوة : ١٥٤)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ـ (مشكوة : ١٥٤)

সহজ তরজমা

(৬০৭) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা করতে পার। কেননা তা দুনিয়ার আসক্তিকে কমায় এবং আখেরাতকে স্মরণ করায়। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৫৪

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে : তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুর স্মরণ করিয়ে দেয়। –মিশকাত : ১৫৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইসলামের শুরুতে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা ইসলাম তখনো অন্তরসমূহে ভালো করে জমে বসে নি। তাই কবরস্থানে গিয়ে কী করে ফেলে, এ আশঙ্কায় নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে যখন ইসলামি ভাবধারা দৃঢ় হয়ে গেল এবং কবরস্থানের বিধি-বিধান জানা হল, তখন তাদেরকে কবরস্থান যিয়ারত করার অনুমতি দেন।

কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেননা এর ফলে দিল নরম হয়। আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। মৃত্যুর চিন্তা জাগ্রত হয়। সবচেয়ে বড় ফায়দা, মুর্দারের জন্য দু'আ করা হয়। তবে এ বিধান পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহিলাদের ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ থাকলেও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল, তারা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর ছাড়া অন্য কারো কবর যিয়ারত করবে না। কেননা প্রকৃতিগতভাবে তারা খুব কোমল স্বভাবের। তাদের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা অনেক কষ্টের ব্যাপার।

(٦٠٨) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ١٥٤)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬০৮) মুহাম্মদ ইবনে নো'মান রহ. রাসূলুল্লাহর নাম করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমাবারে আপন মা-বাবার অথবা তাঁদের মধ্যে একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারকারী বলে লেখা হবে। –বায়হাকী, মিশকাত : ১৫৪

(٦٠٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَاَسْرِعُوْا بِهٖ إِلٰى قَبْرِهٖ وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ

(رواه البيهقى مشكوة : ١٤٩)

সহজ তরজমা

(৬০৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মরবে তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখবে না; তাড়াতাড়ি তাকে কবরে দাফন করে দিবে। এরপর মাথার নিকট সূরা বাকারার প্রথমাংশ এবং পায়ের দিকে শেষাংশ পাঠ করবে।

–বায়হাকী, মিশকাত : ১৪৯

اَلنَّهْىُ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَاتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَيْهَا وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ

কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করা, সেখানে বাতি জ্বালানো এবং অন্যান্য শরী'আত বিরোধী কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

(٦١٠) عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٦٩)

সহজ তরজমা

(৬১০) হযরত আয়েশা রাযি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যে রোগ থেকে আর সেরে উঠেন নি, সে রোগে আক্রান্ত থাকাবস্থায় বলেছেন : আল্লাহর অভিশাপ হোক ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রতি, তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৬৯

www.banglakitab.weebly.com

(٦١١) وَعَنْ جُنْدُبٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْ يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّى اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٦٩)

সহজ তরজমা

(৬১১) হযরত জুনদুব রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : সাবধান! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীগণ ও নেক ব্যক্তিগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ থেকে অকাট্যভাবে নিষেধ করছি। –মুসলিম, মিশকাত : ৬৯

(٦١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ـ

(رواه ابو داؤد ، مشكوة : ٧١)

সহজ তরজমা

(৬১২) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশম্পাত করেছেন ওই সমস্ত স্ত্রী লোকের প্রতি, যারা কবর যিয়ারত করতে যায় এবং ওই সমস্ত লোকের প্রতি, যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে ও বাতি জ্বালায়। –আবূ দাউদ, মিশকাত :৭১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শাহ ইসহাক রহ.-এর গবেষণা মতে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরূহে তাহরীমী। আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে। اِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ زُوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদের উপর অভিশম্পাত করেছেন।

(٦١٣) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ـ (رواه مالك ، مشكوة : ٧٢)

সহজ তরজমা

(৬১৩) হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! আমার কবরে প্রতিমা স্থাপন

www.banglakitab.weebly.com

করো না, যার পূজা হতে থাকবে। আল্লাহর কঠোর রোষে পতিত হয়েছে সেই জাতি, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

–মালিক, মিশকাত : ৭২

(٦١٤) وَعَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِى عَلِيٌّ اَلَا اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَّا تَدَعَ تِمْثَالًا اِلَّا طَمَسْتَهٗ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهٗ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ١٤٨)

সহজ তরজমা

(৬১৫) তাবিঈ আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, একবার হযরত আলী রাযি. আমাদের বললেন : আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠাব না, যে কাজে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠিয়েছিলেন? তা হল– কোনো মূর্তি পেলে তা নষ্ট না করে ছাড়বে না এবং কোনো উঁচু কবর দেখলে, তা সমান না করে রাখবে না।

–মুসলিম, মিশকাত : ১৪৮

(٦١٥) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ وَاَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ ـ
(رواه مسلم، مشكوة : ١٤٨)

সহজ তরজমা

(৬১৫) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন কবরে চুনকাম করতে, তার উপর ঘর তুলতে এবং তার উপর বসতে।

–মুসলিম, মিশকাত : ১৪৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা ঠিক নয়। বানানো হলে তা ধসিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। অনুরূপভাবে কবরের উপর শামিয়ানা টানানো ও ছায়া দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী। এটা একদিকে যেমনি অনর্থক কাজ, তেমনিভাবে জাহেলি যুগের কুসংস্কারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা এক বছর পর্যন্ত কবরে ছায়া দিত।

(٦١٦) وَعَنْ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَاتُصَلُّوْا اِلَيْهَا ـ (رواه مسلم، مشكوة : ١٤٨)

সহজ তরজমা

(৬১৬) হযরত আবূ মারছাদ গানাবী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবরের উপর বসো না এবং এর দিকে ফিরে নামায পড়ো না।–মুসলিম, মিশকাত : ১৪৮

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইবনে হুমাম রহ. লিখেছেন, কবরের উপর বসা এবং কবরকে পদদলিত করা মাকরূহ। কবরের ভিতরে যেতে হলে খালি পায়ে যাওয়া মুস্তাহাব। কবরের পাশে শোওয়া বা কবরের উপর হেলান দেওয়া মাকরূহ। কবরের কাছে মলমূত্র ত্যাগ করা কঠিনভাবে নিষেধ ও মাকরূহ।

(٦١٧) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَاَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَاَنْ تُوْطَاءَ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٤٨)

সহজ তরজমা

(৬১৭) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন : কবরে চুনকাম করতে, এর উপর লেখতে এবং কবরকে পায়ে মাড়াতে।

–তিরমিযী, মিশকাত : ১৪৮

(٦١٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ زُوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ ـ (رواه احمد، مشكوة : ١٥٤)

সহজ তরজমা

(৬১৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতকারিণী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। –আহমদ, মিশকাত : ১৫৪

(٦١٩) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصُ اِلٰى جِلْدِهٖ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ١٤٨)

সহজ তরজমা

(৬১৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো অঙ্গারের উপর বসা এরপর অঙ্গার তার বস্ত্রকে জ্বালিয়া দেওয়া এবং তার চর্ম পর্যন্ত ভেদ করা অধিক শ্রেয় কবরের উপর বসা অপেক্ষা।

–মুসলিম, মিশকাত : ১৪৮

(٦٢٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رض قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ لَاتُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ اَوْ لَا تُؤْذِهٖ ـ (احمد ، مشكوة : ١٤٩)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬২০) হযরত আমর ইবনে হাযম রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি কবরের প্রতি হেলান দিয়ে বসতে দেখে বললেন : কবরবাসীকে কষ্ট দিও না অথবা তিনি বললেন, (রাবীর সন্দেহ) তাকে কষ্ট দিও না।

–আহমাদ, মিশকাত : ১৪৯

(٦٢١) وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهٖ حَيًّا ـ (مالك، مشكوة ص ١٤٩)

সহজ তরজমা

(৬২১) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা, তার জীবনকালে হাড় ভাঙার অনুরূপ।

–মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত : ১৪৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমনিভাবে জীবিত ব্যক্তির অবমাননা নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে মৃতদের অবমাননাও নিষিদ্ধ। মুর্দারের মধ্যে দুঃখ কষ্টের ও স্বাদ বিস্বাদের অনুভূতি বিদ্যমান।

قَدْرُ مَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ بَعْدَ الدَّفْنِ

দাফনের পরে কবরের কাছে যতটুকু দাঁড়ানো মুস্তাহাব

(٦٢٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهٖ وَهُوَ فِىْ سِيَاقِ الْمَوْتِ اِذَا اَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِىْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ فَشُنُّوْا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَ يُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَأْنِسَ بِكُمْ اَعْلَمُ مَاذَا اُرَاجِعُ بِهٖ رُسُلَ رَبِّىْ ـ
(رواه مسلم، مشكوة : ١٤٩)

সহজ তরজমা

(৬২২) হযরত আমর ইবনে আস রাযি. মরণকালে তাঁর পুত্র (আবদুল্লাহ)-কে বলেছিলেন : যখন আমি মরে যাব, তখন যেন আমার সাথে কোনো বিলাপকারিণী স্ত্রীলোক এবং আগুন না থাকে এবং তোমরা আমার কবরের পার্শ্বে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করবে, একটি উট যবেহ করে তার গোশত বন্টন করতে যতক্ষণ সময় লাগে –যাতে আমি তোমাদের কারণে স্বস্তি লাভ করতে পারি এবং আমার পালনকর্তার প্রেরিত ফিরিশতাগণকে কি উত্তর দিয়ে বিদায় করব, তা বুঝতে পারি। –মুসলিম, মিশকাত : ১৪৯

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দাফনের পর ৩০/৪০ মিনিট কবরের কাছে থাকা এবং দু'আ-দরূদ পড়ে দু'আ করা ও কালেমার তালকীন করা উচিত। এ সময়ে মুর্দারের জন্য মাগফেরাত করতে থাকবে। সম্মিলিতভাবে দু'আ করার কথা হাদীসে নেই। তাই এ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

فَضْلُ النِّكَاحِ وَبِأَيَّةِ نِيَّةٍ يَتَزَوَّجُ

বিবাহের ফযীলত এবং কোন নিয়তে বিবাহ করা বাঞ্ছনীয়

(٦٢٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ (متفق علیه، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬২৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে; আর যে সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা যৌন শক্তিকে হ্রাস করে। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৬৭

(٦٢٤) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا ۔

(متفق علیه ، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬২৪) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-এর বিবাহ পরিত্যাগ করার প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছেন। যদি তিনি এর অনুমতি দিতেন, তা হলে অবশ্যই আমরা নপুংসক হয়ে যেতাম। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৬৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বিবাহ না করা ও নারীসঙ্গ ত্যাগ করার অনুমতি চাইলে তিনি ﷺ এর অনুমতি দেন নি। কেননা এর ফলে মানবপ্রজন্মের ধারা নষ্ট হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

এ হাদীসের রাবী হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. যে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীসঙ্গ ত্যাগ করার অনুমতি দিলে আমরা নপুংসক হয়ে যেতাম, এটা অনেকটা অতিশয়োক্তি। এর মর্ম হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিলে আমরা নারীসঙ্গ এমনভাবে বর্জন করতাম, যেভাবে নপুংসকরা করে থাকে। বস্তুত নপুংসক হওয়া বৈধ নয়। প্রাণীদের মধ্যে যেগুলো অখাদ্য, সেগুলোকে খাসি বানানো জায়েয নয়। আর যেগুলো খাদ্য সেগুলোকে অল্প বয়সে খাসি বানানো জায়েয। বয়স বেশি হয়ে গেলে খাসি বানানো জায়েয নেই; হারাম।

(٦٢٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ (رواه الترمذى مشكو : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬২৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ আবশ্যক মনে করেন- 'মুকাতাব', যে দাস তার মুক্তিপণ আদায় করতে চায়। 'বিবাহেচ্ছুক', যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং 'মুজাহিদ', যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। -তিরমিযী, মিশকাত : ২৬৭

(٦٢٦) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ ـ
(رواه البيهقى ، مشكوة : ٢٦٨)

সহজ তরজমা

(৬২৬) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন বিবাহ করল, তার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করল;। সুতরাং বাকি অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে। -বায়হাকী, মিশকাত : ২৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দুনিয়ায় যত বিপদ-বিপর্যয় হয় এর অধিকাংশই হয় উদর তথা পেট এবং যৌনাঙ্গের কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে। বিবাহের মাধ্যমে যৌনাঙ্গের ফেতনা থেকে রক্ষার মাধ্যম তৈরি হওয়ার পর উদরের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে ভয় করে চলবে। যাতে দীনের উপর পরিপূর্ণভাবে অটল থাকা যায়।

(٦٢٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ ـ (رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٢٦٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬২৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি দু'জন পরস্পর অধিক মহব্বতকারীকে বিবাহের মতো দেখবে না। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৬৮

(٦٢٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلَّا ذُلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلَّا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلَّا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَمْ يَرِدْ بِهَا اِلَّا اَنْ يَّغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ اَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللّٰهُ لَهُ فِيْهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ ـ (رواه الطبرانى فى الاوسط فتح القدير : ٣٤٣)

সহজ তরজমা

(৬২৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে তার ইজ্জত-সম্মানের কারণে বিবাহ করবে আল্লাহ পাক তার যিল্লতি ও অপদস্থতা বাড়িয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করবে তার ধন-সম্পদের কারণে, আল্লাহ পাক তার দারিদ্রতাই কেবল (দিনে দিনে) বাড়িয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করবে বংশ মর্যাদা দেখে, আল্লাহ পাক তার তুচ্ছতা (উত্তরোত্তর) বাড়িয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে শুধু এ উদ্দেশ্যে বিয়ে করে যে, সে তার চক্ষুকে অবনত রাখবে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত রাখবে অথবা (আত্মীয়তার মধ্যে হলে) আত্মীয়তা রক্ষা করবে, তা হলে আল্লাহ পাক সে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জীবনেই বরকত দান করবেন। –তাবরানী, ফাতহুল কাদীর : ৩৪৩

بِاَيِّ نَوْعٍ مِّنَ النِّسَاءِ يُنْكَحُ
কোন ধরনের মেয়েকে বিবাহ করবে

(٦٢٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬২৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীকে বিবাহ করা হয় চার কারণে– তার সম্পদের কারণে, তার বংশ-মর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে এবং তার ধর্মের কারণে। সুতরাং ধার্মিক নারী লাভ করতে চেষ্টা করবে, (এটা যদি না কর, তাহলে) তুমি ধ্বংস হও!

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৬৭

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে 'হাসাব' দ্বারা ব্যক্তিগত বা বংশীয় মর্যাদা ও আভিজাত্য উদ্দেশ্য।

এ হাদীসের মর্ম হল, বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে সাধারণত উপর্যুক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা হয়। সর্বপ্রথম দেখে মেয়ের বা তার পিতার সম্পদ। এরপর দেখে বংশীয় আভিজাত্য, এরপর তার সৌন্দর্য আর সবশেষে দেখে তার ধর্ম, মতাদর্শ। কিন্তু মানুষের জন্য উচিত হল, সর্বপ্রথম ধর্ম বা দীনদারীর অবস্থা দেখা। এক্ষেত্রে যদি মেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায় আর অবশিষ্ট বিষয়গুলোতে ত্রুটিও থাকে, তবুও তাকে গ্রহণ করা উচিত। এমনটা যদি কেউ না করে, তা হলে সে নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করল।

বর্তমানকালে দেখা যায়, দীনদারীর সাথে সাথে পরিবারিক সামঞ্জস্য, এবং অর্থনৈতিক সমতা না থাকলে দাম্পত্য জীবনে সুখ পাওয়া যায় না। তাই দীনদারীর সাথে সাথে এ বিষয় দুটির দিকেও গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখা দরকার। ইসলাম এর বিরোধী নয়।

(٦٣٠) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔ (رواه مسلم، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬৩০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: গোটা দুনিয়াই হল সম্পদ আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল স্বতী নারী।

–মুসলিম, মিশকাত : ২৬৭

(٦٣١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهٗ وَخُلُقَهٗ فَزَوِّجُوْهُ اِنْ لَاتَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ۔ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬৩১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের নিকট এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় যার দীনদারী ও চরিত্রকে পছন্দ কর, তখন বিবাহ দিয়ে দাও ! যদি তা না কর, তবে ভূ-পৃষ্ঠে মহা ফেতনা ও মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। –তিরমিযী, মিশকাত : ২৬৭

(٦٣٢) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ۔ (رواه ابو داؤد، مشكوة :٢٥٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৩২) হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বিবাহ কর তোমরা স্নেহময়ী ও অধিক সন্তানধারিণী নারীকে। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যায় অন্যান্য উম্মতের উপর জয়ী হতে চাই। -আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৫৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নরম স্বভাবের, মমতাময়ী ও অধিক সন্তান প্রজননে সক্ষম নারী দেখে বিবাহ করা উত্তম। অধিক সন্তানের বিষয়টি বাগদত্তা মেয়ের মা ও খালাদের প্রজনন ইতিহাস দেখে অনুমান করা যায়।

(٦٣٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ فَاِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفْوَاهًا وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا وَاَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ ـ

(رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬৩৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুমারীদের বিবাহ করবে! কেননা তাদের মুখ বেশি মিষ্ট, তাদের গর্ভাশয় অধিক উর্বর এবং তারা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে। -ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৬৭

عَلَامَةُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

নেককার নারীর পরিচয়

(٦٣٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهٖ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهٖ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬৩৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উটে চড়ে এমন (অর্থাৎ আরবের) নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হল কুরাইশী নারী। তারা সন্তানদের প্রতি হয় বড় স্নেহশীল সন্তানদের ছোটকালে; স্বামীর মালের প্রতি হয় রক্ষক। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৬৭

(٦٣٥) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ يَقُوْلُ مَااسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ ـ (رواه ابن ماجه، مشكوة : ٢٦٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৩৫) হযরত আবূ উমামা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন , তিনি বলতেন : মুমিন বান্দা আল্লাহর ভয় অর্জনের পর নেক স্ত্রী অপেক্ষা তার পক্ষে উত্তম আর কিছু লাভ করতে পারে না; যদি তাকে আদেশ করে, সে তা মেনে নেয়। যদি তার দিকে তাকায় সে তাকে খুশি করে, যদি তাকে লক্ষ্য করে কোনো শপথ করে, সে তা পূর্ণ করে আর যদি স্বামী তার নিকট থেকে দূরে চলে যায়, সে তার নিজের বিষয়ে ও স্বামীর মালের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে।

-ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৬৮

(٦٣٦) وَعَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ "وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...." كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهٗ فَقَالَ اَفْضَلُهٗ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى اِيْمَانِهٖ ـ (رواه احمد ، مشكوة : ١٩٨)

সহজ তরজমা

(৬৩৬) হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (অর্থাৎ যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করে .....) এ আয়াতখানা অবতীর্ণ হল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। তখন কতিপয় সাহাবী বললেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ব্যাপারে। (সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে জেনে গেছি।) যদি আমরা জানতাম (স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত) কোনো মাল সবচেয়ে ভালো, তা হলে আমরা তা জমা করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সর্বোত্তম সম্পদ (সবচেয়ে লাভের বস্তু) হল, আল্লাহর স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী অন্তর এবং ওই মুমিন স্ত্রী, যে স্বামীকে তার ঈমানের উপর দৃঢ় রাখে। (নামায, রোযা ইত্যাদির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।)

–আহমদ, মিশকাত : ১৯৮

فِيْ اَيِّ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ

কোন বিবাহে বরকত নিহিত

(٦٣٧) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهٗ مُؤْنَةً ـ (رواه ابيهقى ، مشكوة : ٢٦٨)

www.banglakitab.weebly.com

(৬৩৭) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ বিবাহ হল যা সর্বাপেক্ষা কম খরচে সম্পন্ন হয়।

–বায়হাকী, মিশকাত : ২৬৮

اَلتَّحْذِيْرُ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

নারীদের ফিৎনার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন

(٦٣٨) عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ـ

(متفق علی، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬৩৮) হযরত উসামা ইবনে যায়দ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রেখে যাচ্ছি না। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৬৭

(٦٣٩) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ ـ (مسلم، مشكوة : ٢٦٧)

সহজ তরজমা

(৬৩৯) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া হচ্ছে সুস্বাদু ঘাস স্বরূপ আর আল্লাহ তোমাদেরকে এতে (একের পর এককে) প্রতিনিধি করবেন, যাতে তিনি দেখেন, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা বনি ইসরাঈলের প্রথম বিপদ এসেছিল নারীদের কারণে।

–মুসলিম, মিশকাত : ২৬৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা খুব আকর্ষণীয়, মনোহারী ও উপভোগ্য বস্তু বানিয়েছেন। দুনিয়া দেখতে খুব সবুজ ও চিত্তাকর্ষক। আর দুনিয়া উপভোগ করতে খুব মিষ্টি। দুনিয়ার মনোলোভা সব কিছুকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা যত উপভোগ্য ও

www.banglakitab.weebly.com

আনন্দের সামগ্রী তৈরি করেছেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল নারী। নারী এই বিশ্ব কাননের ফুল। কিন্তু এ ফুলে যেমন আছে সুগন্ধি, তেমনি আছে কাঁটা। তাই দুনিয়া ও নারী সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ হাদীসটি সে সতর্কবাণীসমূহের একটি। এ হাদীসটিতে আলোচিত বিষয়গুলো হল–

(১) "আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ পৃথিবীতে অন্যদের উত্তরাধিকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।" আমরা এ উত্তরাধিকার কোন্ কাজে এবং কিভাবে ব্যবহার করব, তা তিনি দেখবেন। এ জন্য আমাদের প্রতিটি কাজ তার মর্জি মুতাবেক হতে হবে।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে দুনিয়ার ধন-দৌলত ও বিষয় আশয়ের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কেননা দুনিয়ার মোহ সকল অপকর্মের মূল।

(৩) নারীদের ব্যাপারে সাবধান হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা শয়তান নারীদের মাধ্যমে নানা অপকর্মের ফাঁদ তৈরি করে। বনি ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ফেতনার উদ্ভব হয়েছিল, তার মূলে ছিল একজন নারী।

বনী ইসরাঈলের সে ঘটনাটি কী ছিল? এ সম্পর্কে "মাযাহিরে হক" গ্রন্থে বাহরুল উলূমের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লিখিত ঘটনাটির সারকথা নিম্নরূপ–

হযরত মূসা আ. লোক-লশকর নিয়ে বনি কেনানের উপকণ্ঠে ছাউনি ফেলেন। বনি কেনানের লোকজন বিশাল সেনাবাহিনী দেখে ভয় পেয়ে গেল। তাদের মধ্যে বালআম ইবনে বাউরা নামে একজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তার দু'আ কবুল হত। তিনি ইসমে আযম জানতেন। তাই বনি কেনানের সর্দাররা তাঁর নিকট গিয়ে মূসা আ.-এর বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করার আবেদন জানাল। তিনি সরাসরি তা অস্বীকার করলেন। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। ফলে তাদের কথায় একপর্যায়ে তিনি বদ-দু'আ করতে রাজি হলেন। কিন্তু বদ-দু'আর শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার জিহ্বা কুকুরের জিহ্বার মতো বেরিয়ে বুকের উপর এসে পড়ল। তিনি বুঝে নিলেন, তার দুনিয়া আখেরাত শেষ হয়ে গেছে। তাই বললেন, আমার দুনিয়া আখেরাততো শেষ হয়ে গেল; তোমাদেরকে একটি কৌশল বলে দিচ্ছি। তোমাদের সুন্দরী ও যুবতী নারীদেরকে মনোহরী সাজে সাজিয়ে হকারের বেশে বনী ইসরাঈলের মাঝে পাঠিয়ে দাও আর তাদেরকে বলে দাও, বনী ইসরাঈলের কেউ যদি তাদের সাথে অপকর্ম করতে চায়, তা হলে তারা যেন তৎক্ষনাৎ রাজি হয়ে যায়। এভাবে একজনও যদি অপকর্মে লিপ্ত হয়, তা হলে তোমরা সফল হয়ে যাবে। যেই কথা সেই কাজ। বনি কেনানের সুন্দরী যুবতীরা সাজ-গোছ করে বিভিন্ন পসরা ও পণ্যদ্রব্য নিয়ে বনী ইসরাঈলের লোক-লশকরের নিকট গিয়ে নিজেদের দেহ প্রদর্শন করতে লাগল। দেখতে দেখতে বনি ইসরাঈলের জনৈক

www.banglakitab.weebly.com

সর্দার যমযম ইবনে সামালূম একজন যুবতীর পাল্লায় পড়ে গেল। সে তাকে নিজের তাবুতে নিয়ে অপকর্ম শুরু করে দিল। সাথে সাথে বনি ইসরাঈলের মধ্যে মহামারি দেখা দিল। এক সঙ্গে ৭০ হাজার লোক মারা গেল। হযরত হারুন আ.-এর পৌত্র ফাখখাস এ ঘটনা জানতে পেরে তিনি যুবতীসহ যমযমকে সাথে সাথে হত্যা করে ফেলেন। এরপর তিনি দু'আ করলেন। সাথে সাথে মহামারি দূর হয়ে গেল।

ঘটনাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বনী ইসরাঈল নারীর ফাঁদে পড়েই ওই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এজন্য নারীদের ব্যাপারে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

اَلنَّهْيُ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ وَاحْتِجَابِهُنَّ عَنِ الرِّجَالِ وَغَضُّ الْبَصَرِ عَنِ الْاَجْنَبِيَّةِ

পরনারী গমন থেকে নিষেধাজ্ঞা, পরপুরুষের সাথে নারীদের পর্দা করা এবং পরনারী হতে দৃষ্টি নত রাখা

(٦٤٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ! فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَرَاَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ اَلْحَمْوُ اَلْمَوْتُ۔ (متفق عليه ، مشكوة : ٢٦٨)

সহজ তরজমা

(৬৪০) হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরনারীর নিকট যাবে না। এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ দেবর সম্পর্কে বলুন! (সে কি ভাবীর নিকট যেতে পারে?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন সে তো সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

স্বামীর কারণে যে সকল পুরুষ আত্মীয় বলে গণ্য হয়, যেমন- দেবর, ভাসুর, ভাগ্নে প্রমুখের সাথে কঠিনভাবে পর্দা করতে হবে। কেননা তাদের সাথে খোলামেলা আচরণ অনেক অপকর্মের পথ তৈরি করে। এজন্য দেবর প্রমুখকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(٦٤١) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَاَةٍ ثَيِّبٍ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ نَاكِحًا اَوْ ذَا مَحْرَمٍ۔

(رواه مسلم، مشكوة : ٢٦٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৪১) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খবরদার কোনো পুরুষ যেন কোনো বিবাহিতা নারীর সাথে এক জায়গায় রাত্রি যাপন না করে, স্বামী অথবা কোনো মাহরাম ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া।

-মুসলিম, মিশকাত : ২৬৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাতযাপন করার অর্থ হল, দিনে বা রাতে নির্জনে একত্রে অবস্থান করা। আরবীতে ثَيِّبٌ অর্থ, বিবাহিত নারী। তবে এখানে বিবাহযোগ্য যুবতী কিশোরী মেয়েও এর অন্তর্ভুক্ত। মাহরাম হল, যে পুরুষের সাথে চিরদিনের জন্য বিবাহ-শাদী নিষিদ্ধ।

(٦٤٢) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِىْ قَلْبِهٖ فَلْيَعْمِدْ اِلٰى اِمْرَأَتِهٖ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَافِىْ نَفْسِهٖ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٢٣٨)

সহজ তরজমা

(৬৪২) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়। তোমাদের কারো নিকট যখন কোনো নারী ভালো লাগে এবং সে তার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন আপন স্ত্রীর নিকট যায় এবং তার সাথে সহবাস করে। এটা তার অন্তরে যা আছে, তা দূর করবে। -মুসলিম, মিশকাত : ২৩৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মহিলারা বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে না। আর যদি প্রয়োজনের তাগিদে বের হতে হয়, তা হলে সাজগোছ করে বের হবে না; ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে বের হবে।

(٦٤٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ اِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ـ (رواه الترمذى، مشكوة ص٢٦٩)

সহজ তরজমা

(৬৪৩) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : নারী হল সতর বা আবরণীয় জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে। -তিরমিযী, মিশকাত : ২৬৯

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"মহিলা সতর" এর অর্থ- সতর ঢেকে রাখা যেমনি ফরয, তেমনি মহিলাদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখাও ফরয। সতর খুলে রাখা যেমনি নিন্দনীয়, তেমনি নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে পর্দাহীনভাবে আসা দোষণীয় ও হারাম।

(٦٤٤) عَنْ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ. (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٦٩)

সহজ তরজমা

(৬৪৪) হযরতর উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : (আল্লাহর শপথ!) কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একত্র হলেই শয়তান এসে তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হয় এবং তাদেরকে বিপথগামী করতে চেষ্টা করে। -তিরমিযী, মিশকাত : ২৬৯

(٦٤٥) وَعَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ وَمِنِّىْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ. (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٦٩)

সহজ তরজমা

(৬৪৫) হযরত জাবের রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, তাদের নিকট যেয়ো না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর রক্তের মতো বিচরণ করে। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার মধ্যেও কি? তিনি বললেন : হ্যা, আমার মধ্যেও! তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন, তাই আমি তা থেকে রক্ষা পাই।

-তিরমিযী, মিশকাত : ২৬৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَجْرَى الدَّمِ এখানে مَجْرَى শব্দটি اسم ظرف কিংবা মাসদারে মীমী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। اسم ظرف হিসেবে ব্যবহৃত ধরা হলে অর্থ হবে- শয়তান তোমাদের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থান তথা রগে রগে চলে আর মাসদারে মীমী হিসেবে ব্যবহৃত ধরা হলে অর্থ হবে- "শয়তান রক্ত-প্রবাহের মতো মানুষের মাঝে বিচরণ করে।

www.banglakitab.weebly.com

(٦٤٦) اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَوَّى عُنُقَ الْفَضْلِ (حِيْنَ اسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ) فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لِمَا لَوَّيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ اٰمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا ـ (رواه الترمذى عن على رض)

সহজ তরজমা

(৬৪৬) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযল রাযি.-এর ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন (যখন খাছআম গোত্রের এক যুবতী নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফাতওয়া নিতে এসেছিল) আব্বাস রাযি. বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি একটি যুবক পুরুষ ও যুবতী মহিলাকে দেখলাম। এরপর তাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ বুঝলাম না। (এজন্য একজনের ঘাড় ঘুরিয়ে দিয়েছি, যাতে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ফিতনার শিকার না হয়।) –তিরমিযী : ১/১০৮

(٦٤٧) وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ ـ (رواه البيهقى، مشكوة ص ٢٧٠)

সহজ তরজমা

(৬৪৭) হযরত হাসান বসরী রহ. মুরসালরূপে বর্ণনা করেন, (সাহাবীদের নিকট থেকে) আমার নিকট বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ লা'নত করেন (ইচ্ছাকৃত) দৃষ্টিকারী এবং যে (ইচ্ছকৃতভাবে) দৃষ্টিতে পতিত হয় তার প্রতি। –বায়হাকী, মিশকাত : ২৭০

(٦٤٨) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَاِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِىَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِىْ زَانِيَةٌ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٩٦)

সহজ তরজমা

(৬৪৮) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। সুতরাং স্ত্রীলোক যখন খোশবু ব্যবহার করে, এরপর জনসমক্ষে যায়, তখন সে এরূপ এরূপ (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।)

–তিরমিযী, মিশকাত : ৯৬

www.banglakitab.weebly.com

(٦٤٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا اَلنَّظَرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَا هُمَا اَلْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ اَلْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا اَلْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا اَلْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٢٠)

সহজ তরজমা

(৬৪৯) রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন : চক্ষুদ্বয়ের যিনা হল (হারাম) দৃষ্টিপাত, কর্ণদ্বয়ের যিনা হল (পরপুরুষ-পরনারীর যৌনতা উদ্দীপক) কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ, জিহ্বার যিনা হল (পরপুরুষ-পরনারীর সাথে সুড়সুড়ি মূলক) কথোপকথন, হাতের যিনা হল (গায়রে মাহরামকে) ধরা বা স্পর্শকরণ, পায়ের যিনা হল (যিনার উদ্দেশ্যে) চলা। অন্তর চায় এবং কামনা করে আর লজ্জাস্থান তাকে সত্যে (বাস্তবে) পরিণত করে (যদি যিনা করে) এবং মিথ্যা পরিণত করে (যদি অন্তরের চাওয়া মুতাবেক যিনা না করে)। -মুসলিম, মিশকাত : ২০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এর দ্বারা বুঝা গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত হাত, পা, চোখ বা যৌনাঙ্গ দিয়ে অপকর্মে লিপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোনাহ হবে না। শুধু কামনা-বাসনা ও যৌন আকাঙ্ক্ষার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে না কিংবা জবাবদিহি করতে হবে না।

(٦٥٠) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَاعَلِيُّ! لَاتُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ ـ
(رواه احمد ، مشكوة : ٢٦٩)

সহজ তরজমা

(৬৫০) হযরত বুরাইদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হযরত আলী রাযি.-কে বললেন : হে আলী! হঠাৎ একবার দেখার পর পুনর্বার দেখিও না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবারে অনুমতি রয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয় বারের অনুমতি নেই। -আহমদ, মিশকাত : ২৬৯

(٦٥١) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ اِمْرَاَةٍ اَوَّلَ مَرَّةٍ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلَّا اَحْدَثَ اللّٰهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا ـ (رواه احمد ، مشكوة : ٢٧٠)

সহজ তরজমা

(৬৫১) হযরত আবূ উমামা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে কোনো মুসলমানের কোনো স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি হঠাৎ প্রথম

www.banglakitab.weebly.com

দৃষ্টি পড়ে যায়, এরপর সে আপন চক্ষু নিচু করে নেয়, আল্লাহ তার জন্য এমন ইবাদতের তাওফিক দেন, যার স্বাদ সে অনুভব করে। –আহমাদ, মিশকাত : ২৭

اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ

রান সতরের অন্তর্গত

(٦٥٢) عَنْ عَلِيٍّ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ يَاعَلِيُّ! لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ ـ

(رواه ابو داؤد و ابن ماجة، مشكوة : ٢٦٩)

সহজ তরজমা

(৬৫২) হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন : হে আলী! তোমার উরু প্রকাশ করো না এবং তুমি কোনো জীবিত বা মৃত লোকের উরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। –আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৬৯

(٦٥٣) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ رضـ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوْفَتَانِ قَالَ يَامَعْمَرُ! غَطِّ فَخِذَيْكَ فَاِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ـ (رواه فى شرح السنة، مشكوة : ٢٦٩)

সহজ তরজমা

(৬৫৩) হযরত মুহাম্মদ ইবনে জাহাশ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মা'মারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার উভয় রান খোলা ছিল। তিনি বললেন, হে মা'মার! তোমার রান ঢাক। কেননা রানদ্বয় সতরের (আবরণীয় অঙ্গের) অন্তর্গত। –শরহে সুন্নাহ, মিশকাত : ২৬৯

اَلنَّهْىُ عَنِ التَّعَرِّىْ بِغَيْرِ حَاجَةٍ

বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

(٦٥٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّىَ؛ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَايُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٦٩)

সহজ তরজমা

(৬৫৪) হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কখনো উলঙ্গ হবে না। কেননা তোমাদের সাথে (কেরামান কাতেবীন)

www.banglakitab.weebly.com

ফিরিশতাগণ রয়েছেন, যাঁরা তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হন না তোমাদের পায়খানা পেশাব ও স্ত্রী সহবাসের সময় ব্যতীত। সুতরাং তাঁদের সম্মান করবে।

–তিরমিযী, মিশকাত : ২৬৯

(٦٥٥) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَامَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَفَرَأَيْتَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا ؟ قَالَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰى مِنْهُ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٦٩)

সহজ তরজমা

(৬৫৫) বাহায ইবনে হাকীম তাঁর পিতা হাকীম ও দাদা মু'আবিয়া পরম্পরা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বললেন : মু'আবিয়া! তোমার স্ত্রী ও তোমার দাসী ছাড়া অপরের নিকট থেকে তোমার আবরণীয় অঙ্গকে রক্ষা করবে। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! যখন কোনো ব্যক্তি একা থাকে? তিনি বললেন : তখন আল্লাহকে অধিক লজ্জা করা উচিত। –তিরমিযী, মিশকাত : ২৬৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অপারগতা ছাড়া সতর খোলা জায়েয নেই। নির্জনে, একাকিত্বে যেখানে কোনো মানুষজন পশু-পাখি নেই, সেখানেও সতর খোলা যাবে না। পেশাব-পায়খানা, গোসল ও স্ত্রী সঙ্গমের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে সতর খোলা যায়।

اَحَقُّ الشُّرُوْطِ بِالْوَفَاءِ

যে সকল শর্ত পূরণ হওয়ার বেশী দাবীদার

(٦٥٦) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٢٧١)

সহজ তরজমা

(৬৫৬) হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা বেশি দরকার, তন্মধ্যে সর্বোপযোগী শর্ত হল যদ্দারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর (অর্থাৎ বিবাহের শর্ত)।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শর্ত দ্বারা এখানে মোহর এবং ওই সকল শর্ত উদ্দেশ্য, যা বিবাহের সময় চূড়ান্ত হয়ে থাকে কিংবা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কাবিননামায় লেখা হয়ে থাকে। এর মধ্যে স্ত্রীর ভরণপোষণ, যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ ও অধিকার উল্লেখযোগ্য।

www.banglakitab.weebly.com

لَاتَسْئَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا

কোনো নারী যেন তার বোনের তালাক না চায়!

(٦٥٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسْئَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَاِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَلَهَا ـ (متفق عليه، مشكوة : ٢٧١)

সহজ তরজমা

(৬৫৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো নারী যেন তার বোনের তালাক না চায়; যাতে সে বোনের পেয়ালা খালি করে আর নিজের পেয়ালা ভর্তি করে। কেননা তার তাই ঘটবে, যা তার ভাগ্যলিপিতে রয়েছে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে বোন বলে সতীনকে বুঝানো হয়েছে। সতীনকে "বোন" বলে তার প্রতি দয়ার্দ্র ও মমতাময়ী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَلنِّكَاحُ فِى الشَّوَّالِ

শাওয়াল মাসে বিবাহ

(٦٥٨) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِىْ فِىْ شَوَّالٍ فَاَىُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَحْظٰى عِنْدَهٗ مِنِّىْ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٢٧١)

সহজ তরজমা

(৬৫৮) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই আমাকে তাঁর ঘরে তুলে নিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন স্ত্রী তাঁর নিকট বেশি ভাগ্যবান ছিলেন?

–মুসলিম, মিশকাত : ২৭১

اَلنَّهْىُ عَنِ الْخِطْبَةِ عَلٰى خِطْبَةِ الْغَيْرِ

একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দানের নিষেধাজ্ঞা

(٦٥٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٢٧١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৫৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা ছেড়ে যায়।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭১

اَلنَّهْىُ عَنْ نَشْرِ سِرِّ الزَّوْجَةِ

স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা

(٦٦٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلٰى اِمْرَأَتِهٖ اَوْ تُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٢٧٦)

সহজ তরজমা

(৬৬০) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বড় আমানত, অপর বর্ণনায় রয়েছে – কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা মন্দ সেই ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর নিকট যায় এবং স্ত্রী তার নিকট আসে আর সে এই গুপ্ত কথা মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেয়।

–মুসলিম, মিশকাত : ২৭৬

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

স্বামী-স্ত্রীর জন্য নিজেদের দাম্পত্য জীবনের গোপন কথা ও যৌনজীবন সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয় নিজেদের মধ্যে আমানত। এ আমানত কঠোরভাবে রক্ষা করতে হবে। নতুবা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে, কৈফিয়ত দিতে হবে। জনৈক বুযুর্গের ঘটনা আছে : তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে লোকেরা তার দোষ সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি বললেন, আমার স্ত্রীর দোষ আমি তোমাদেরকে কেন বলব? এরপর যখন তালাক দিয়ে দিলেন, তখন লোকেরা এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, সে এখন একজন পরনারী। আমি তার দোষ তোমাদের কী জন্য বলতে যাব? তবে স্ত্রী যদি স্বামীর যৌনক্ষমতা সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ তোলে এবং তা খণ্ডন করার প্রয়োজন হয়, তা হলে এ বিষয়ে স্বামী তার বক্তব্য পেশ করতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com

اَلْمُغَالَاةُ فِى الْمَهْرِ

মহর বেশি করা প্রসঙ্গে

(٦٦١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ : اَلَاتُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ! فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا وَتَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلٰكُمْ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَاءِهٖ وَلَا اُنْكِحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهٖ عَلٰى اَكْثَرِ مِنْ اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً ـ

(رواه احمد والترمذى والنسائى وابن ماجة ودالدارمى، مشكوة : ٢٧٧)

সহজ তরজমা

(৬৬১) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বলেন, সাবধান ! তোমরা নারীদের মহর বাড়িও না। কেননা তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের এবং আখেরাতে আল্লাহর নিকট পুণ্যের বিষয় হত, তবে তোমাদের অপেক্ষা সেই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক উপযোগী ছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বার উকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোনো কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই।

–আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী, মিশকাত : ২৭৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে শুধু উম্মে হাবিবা রাযি.-এর মোহর ৪০০০ (চার হাজার) দিরহাম ছিল। তা অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ধার্য করেন নি। তৎকালীন হাবশার বাদশাহ ধার্য করে নিজে পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। বিষয়টি যেহেতু নাজায়েয নয়, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১২ উকিয়াতে ৪৮০ দিরহাম হয়। আমাদের দেশীয় হিসেবে এটা ১৩২ ভরি রূপা হয়।

(٦٦٢) وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ رضـ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضـ كَمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِىِّ ﷺ ؟ قَالَتْ كَانَ صِدَاقُهٗ لِاَزْوَاجِهٖ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَةً وَنَشٌّ قَالَتْ اَتَدْرِىْ مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ اُوْقِيَةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِأَةِ دِرْهَمٍ ـ (رواه مسلم)

وَنَشٌّ بِالرَّفْعِ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِىْ جَمِيْعِ الْوُصُوْلِ ـ (مشكوة :

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৬২) হযরত আবূ সালামা রাযি. বলেন, আমি বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিবাহের মহর কত ছিল ? তিনি বললেন : তাঁর স্ত্রীদের মহর বার উকিয়া ছিল ও এক নশ ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান নশ্ কি? আমি বললাম না, তিনি বললেন : অর্ধ উকিয়া। সুতরাং তা মোট পাঁচশত দিরহাম। -মুসলিম, মিশকাত : ২৭৭

اَلْوَلِيْمَةُ

ওয়ালিমা

(٦٦٣) عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالَ اِنِّيْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٢٧٨)

সহজ তরজমা

(৬৬৩) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আউফের শরীরে (গায়ে বা কাপড়ে) হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কী? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খেজুরদানার ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। 'ওয়ালিমা' কর যদিও একটি বকরি দ্বারা হয়।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত আবদুর রহমান রাযি.-এর জামায় মেয়েলি সুগন্ধির রঙ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানামতে তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তিনি নিজে যেমন রঙবিশিষ্ট সুগন্ধি ব্যবহার করার কথা নয়, তেমনি অন্য নারীর গা থেকেও তার জামায় তা লাগার বিষয়টিও ছিল প্রশ্নসাপেক্ষ। তাই আবদুর রহমান রাযি. জবাব দিলেন, হুযুর! আমি (গতরাতে) বিবাহ করেছি। বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না জানানো সত্ত্বেও তিনি ﷺ রাগ করেন নি বরং তিনি ﷺ দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেছেন-

اولم ولو بشاة "বকরি জবাই করে হলেও ওয়ালিমা করো।" এখানে ولو শব্দটি আধিক্য বুঝানোর জন্য না স্বল্পতা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেননা শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে সমকালীন

www.banglakitab.weebly.com

অবস্থা পরিপ্রেক্ষিত ও সামাজিক আচার সমীক্ষা করলে অনুমিত হয় যে, আধিক্য বুঝানোর জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; বাস্তব অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন।

ওয়ালিমা করা মুস্তাহাব। অবশ্য কেউ কেউ সুন্নতও বলেছেন। এটা আক্দ বা বিবাহচুক্তির সাথে সাথে হতে পারে কিংবা স্ত্রীসঙ্গমের পরেও হতে পারে। তবে বিবাহ পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে হতে হবে। এটা স্বামীর দায়িত্বে অর্পিত। স্বামীর আয়, মান ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী কমবেশি হতে পারে। তবে খুব ঘটা করে করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বরং সহজে ও নির্ঝঞ্ঝাটভাবে যা করা যায়, তাই ভালো ও মুস্তাহাব। (৬৬৪ ও ৬৬৫ নং হাদীসের আলোকে এটাই বুঝা যায়।)

(٦٦٤) وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ ـ (متفق عليه، مشكوة ٢٧٨)

সহজ তরজমা

(৬৬৪) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সফিয়াকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বিবাহ করলেন এবং তাঁর মহর নির্ধারণ করলেন তাঁর মুক্তিপণকে। তিনি তাঁর বিবাহে ওয়ালিমা করেছেন 'হায়ছ' (খাদ্য বিশেষ) দ্বারা।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭৮

(٦٦٥) وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رض قَالَتْ اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ٢٧٨)

সহজ তরজমা

(৬৬৬) হযরত সফিয়া বিনতে শায়বা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক বিবির (উম্মে সালামার) ওলিমা করেছিলেন মাত্র দুই মুদ যব দ্বারা।

-বুখারী, মিশকাত : ২৭৮

(٦٦٦) عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا اَوْ بَقَرَةً ـ (رواه البخارى ، مشكوة : ٣٣٩)

সহজ তরজমা

(৬৬৬) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর থেকে ফিরে মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি উট অথবা গরু জবাই করেন (এবং তা দ্বারা লোকদের মেহমানদারী করান)। -বুখারী, মিশকাত : ৩৩৯

www.banglakitab.weebly.com

اِجَابَةُ دَعْوَةِ الْوَلِيْمَةِ

ওয়ালিমার দাওয়াত কবুল করা

(٦٦٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ اَوْنَحْوَهُ ـ (رواه مسلم مشكوة ٢٧٨)

সহজ তরজমা

(৬৬৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ বিবাহের খানায় আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে : বিবাহের খানা হোক বা অন্য কিছুর খানা।

–মিশকাত : ২৭৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ওয়ালিমার দাওয়াত গ্রহণ করাকে কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন। আবার কেউ কেউ ফরযে কেফায়া বলেও মন্তব্য করেছেন। বিশেষভাবে কাউকে দাওয়াত দেওয়া হলে এ বিধান। নতুবা দাওয়াত যদি সাধারণভাবে দেওয়া হয়, তা হলে গ্রহণ করা মুস্তাহাবও নয়। তবে ওয়ালিমা ছাড়া অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা মুস্তাহাব।

(٦٦٨) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ ـ

(رواه مسلم مشكوة : ٢٧٨)

সহজ তরজমা

(৬৬৮) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কোনো খানাতে আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। এরপর ইচ্ছা হয় খাবে আর ইচ্ছা না হয় খাবে না।

–মুসলিম, মিশকাত : ২৭৮

(٦٦٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا ـ (رواه ابو داؤد ، مشكوة : ٢٧٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৬৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে নিমন্ত্রণে যায় নি, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে আর যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ ছাড়া গিয়েছে সে চোররূপে গিয়েছে, এবং লুণ্ঠনকারী রূপে ফিরেছে। -আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৭৮

اَلنَّهْيُ عَنْ اِجَابَةِ دَعْوَةِ الرِّيَاءِ

লোকদেখানো দাওয়াত কবুল করার উপর নিষেধাজ্ঞা

(٦٧٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٢٧٩)

সহজ তরজমা

(৬৭০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাপেক্ষা মন্দ খাবার হচ্ছে সেই ওয়ালিমার খাবার যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদেরকে ত্যাগ করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত (কবূল করা) ত্যাগ করেছে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করেছে।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৭৯

(٦٧١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ اَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ الْيَوْمِ الثَّانِىْ سُنَّةٌ وَطَعَامُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٧٩)

সহজ তরজমা

(৬৭১) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিবাহে প্রথম দিনের খাবার আবশ্যক, দ্বিতীয় দিনের খাবার সুন্নাত আর তৃতীয় দিনের খাবার হল নাম-প্রকাশ। যে ব্যক্তি নাম প্রকাশ করতে চেয়েছে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নাম-প্রকাশক বলেই প্রকাশ করবেন।

-তিরমিযী, মিশকাত : ২৭৯

(٦٧٢) وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيْنَ اَنْ يُؤْكَلَ ـ (رواه ابو داؤد ، مشكوة : ٢٧٩)

www.banglakitab.weebly.com

(৬৭২) তাবেয়ী ইকরামা রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাম-প্রকাশের দুই প্রতিযোগীর খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৭৯

(٦٧٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَايُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا! قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ يَعْنِى الْمُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيَافَةِ فَخْرًا وَرِيَاءً۔ (رواه البيهقي مشكوة : ٢٧٩)

সহজ তরজমা

(৬৭৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিযোগীদের দাওয়াত কবূল করা যায় না এবং তাদের খাবার খাওয়া যায় না। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, খাবার খাওয়ানোয় প্রতিযোগী অর্থ এখানে গর্বের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগীতাকারীকেই বুঝিয়েছে। –বায়হাকী, মিশকাত : ২৭৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যারা অপরকে দেখানোর জন্য বা প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিযোগিতা করে আমন্ত্রণ-আপ্যায়ন, কাঙ্গালি ভোজ ইত্যাদি খাবারের আয়োজন করে, সেখানে যাওয়া সমীচীন নয়।

(٦٧٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ۔ (رواه البيهقي، مشكوة : ٣٧٩)

সহজ তরজমা

(৬৭৪) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করতে নিষেধ করেছেন।–বায়হাকী, মিশকাত : ৩৭৯

عِشْرَةُ النِّسَاءِ

স্ত্রীদের সাথে সদাচারণ

(٦٧٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْئٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ۔ (متفق عليه ، مشكوة : ٢٨٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৭৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নিকট থেকে নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর, তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হাড় হল উপরেরটা (আর তা থেকে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে)। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ফেলে রাখ, সর্বদা তা বাঁকাই পড়ে থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৮০

(٦٧٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَإِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٢٨٠)

সহজ তরজমা

(৬৭৬) আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তোমার জন্য কখনো কিছুতেই সোজা হবে না। যদি তুমি তার দ্বারা কাজ নিতে চাও, ওই বাঁকা অবস্থায়ই কাজ নিতে পারবে। কিন্তু যদি সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর এই ভাঙা হল তাকে তালাক দেওয়া। –মুসলিম, মিশকাত : ২৮০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নারীজাতির আদি গোড়া হাওয়া আ.-কে হযরত আদম আ.-এর পাঁজরের উপরস্থ বাঁকা হাড় দিয়ে তৈরি করেছেন। তাই নারীদেরকে সোজা করা সম্ভব নয়। তারা সবসময় এক অবস্থায় থাকে না। এই ভালো তো এই মন্দ। এই তোমার কথা শুনবে তো পরক্ষণেই ঘাড় মুড়িয়ে বসে থাকবে। তাই তাদেরকে দিয়ে কাজ নিতে হলে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

(٦٧٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٢٨٠)

সহজ তরজমা

(৬৭৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে শত্রু না ভাবে। কেননা যদি সে তার একটি কাজকে অপছন্দ হয়, তা হলে অপর কাজকে পছন্দ হবে। (অর্থাৎ তার সব কাজই খারাপ নয়।)

–মুসলিম, মিশকাত : ২৮

www.banglakitab.weebly.com

(٦٧٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٢٨٢)

সহজ তরজমা

(৬৭৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ (কামেল) মুমিন ওই ব্যক্তি, যার আখলাক-চরিত্র ভালো, আর তোমাদের মধ্যে ভালো ওই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর জন্য ভালো। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করে, নম্র ব্যবহার করে, সেই সবচেয়ে ভালো)। -তিরমিযী, মিশকাত : ২৮২

(٦٧٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهٖ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٢٨٢)

সহজ তরজমা

(৬৭৯) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিনদের মধ্যে সে অধিকতর পূর্ণ মুমিন, যে (মানুষের পক্ষে) উত্তম ব্যবহারী এবং আপন পরিবারের পক্ষে নরম ও মেহেরবান। -তিরমিযী, মিশকাত : ২৮২

اَلْقِسْمَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ

স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন বা সমতা রক্ষা

(٦٨٠) عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهٖ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ ـ (رواه الترمذى و ابو داود، مشكوة : ٢٨٩)

সহজ তরজমা

(৬৮০) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিবিদের মধ্যে পালা বণ্টন করতেন এবং ন্যায়বিচারের চেষ্টা করতেন। আর বলতেন : আল্লাহ আমি আমার শক্তি অনুসারে পালা বণ্টন করলাম। সুতরাং যাতে শুধু তোমার শক্তি রয়েছে, আমার শক্তি নাই, তাতে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা কর না।

-তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৮৯

www.banglakitab.weebly.com

(٦٨١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ـ

(رواه الترمذى وابو داود، مشكوة : ٢٧٩)

সহজ তরজমা

(৬৮১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যখন কোনো ব্যক্তির নিকট দুই স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার না করে, কিয়ামতের দিন সে বিকলাঙ্গ হয়ে উঠবে।

حُقُوْقُ الزَّوْجَيْنِ

স্বামী- স্ত্রীর একের উপর অন্যের হক

(٦٨٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَّا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

(رواه مسلم عن جابر رض فى قصة حجة الوداع، مشكوة : ٢٢٥)

সহজ তরজমা

(৬৮২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :"তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর জামানতে এবং আল্লাহর কালেমা পড়ে তাদের গুপ্ত অঙ্গকে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের হক হল– তারা যেন তোমাদের অন্দর মহলে অপর কাউকে যেতে না দেয়, যা তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে মারবে, হাল্কা মার। আর তোমাদের উপর তাদের হক হল– তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে (বাসস্থান সহ)। –মুসলিম, বিদায় হজ্বের ঘটনায় হযরত যাবির রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসের একাংশ। মিশকাত : ২২৫

(٦٨٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَى الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ ـ (متفق عليه)

www.banglakitab.weebly.com

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَأَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَتَابٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا ـ (مشكوة : ٢٨٠)

সহজ তরজমা

(৬৮৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে এবং স্বামী নারায অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফিরিশতাগণ তাকে অভিশাপ করতে থাকে যাবৎ না ভোর হয়। -মুত্তাফাকুন আলাইহি

তাদের অপর বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! যে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে, নিশ্চয় আসমানে যিনি আছেন তিনি তার প্রতি নারাজ থাকেন, যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। -মিশকাত : ২৮০

(٦٨٤) وَعَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٢٨١)

সহজ তরজমা

(৬৮৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমি কাউকে (খোদা ছাড়া) অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে প্রত্যেক স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে।

-তিরমিযী, মিশকাত : ২৮১

(٦٨٥) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَائَتْ ـ

(رواه ابو نعيم فى الحلية، مشكوة : ٢٨١)

সহজ তরজমা

(৬৮৫) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্ত্রীলোক যখন পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়বে, রমাযান মাসের রোযা রাখবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে ও স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে বেহেশতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। -আবূ নুয়াইম

www.banglakitab.weebly.com

(٦٨٦) وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٢٨١)

সহজ তরজমা

(৬৮৬) হযরত তালক ইবনে আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে ডাকে, তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়; যদিও সে চুলার কাছে থাকে। –তিরমিযী, মিশকাত : ২৮১

(٦٨٧) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٢٨١)

সহজ তরজমা

(৬৮৭) উম্মে সালামা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মরবে, সে বেহেশতে যাবে। (কিন্তু স্বামীর শরী'অত বিরোধী কাজে তাকে সন্তুষ্ট রাখা যায় না।)–তিরমিযী, মিশকাত : ২৮১

(٦٨٨) وَعَنْ مُعَاذٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُّفَارِقَكِ إِلَيْنَا ـ

(رواه الترمذى وابن ماجة ، مشكوة ٢٨١)

সহজ তরজমা

(৬৮৮) হযরত মু'আয বিন জাবাল রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যখনই কোনো নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কোনো কষ্ট দিতে থাকে, তখনই বেহেশতের হুরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে : (হে অভাগিনী!) তুমি তাঁকে কষ্ট দিও না; আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক! তিনি তোমার নিকট তো পরবাসী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবেন।

–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৮১

(٦٨٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِى نَفَرٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ

www.banglakitab.weebly.com

لَكَ فَقَالَ اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ اَمَرَهَا اَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ اَصْفَرَ اِلٰى جَبَلِ اَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلِ اَسْوَدَ اِلٰى جَبَلِ اَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تَفْعَلَهُ. (رواه احمد، مشكوة : ٢٨٣)

সহজ তরজমা

(৬৮৯) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ছিলেন, এমন সময় একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করল। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনাকে পশু ও গাছ সিজদা করে! (আর আমরা মানুষ) সুতরাং আপনাকে সিজদা করার আমরাই অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন : (না, না!) সিজদা করবে তোমরা তোমাদের প্রভুকেই আর তোমাদের ভাইকে (অর্থাৎ আমাকে) শুধু সম্মান করবে। আমি যদি কাউকে অপর কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। স্বামী যদি তাকে হলুদ পাহাড় থেকে কালো পহাড়ে এবং কালো পাহাড় থেকে সাদা পাহাড়ে পাথর স্থানান্তর করতে বলে, তবে তার তা-ই করা উচিত। -আহমদ, মিশকাত : ২৮৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের সেজদা করা ছিল মোজেযাস্বরূপ। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো এখতিয়ার ছিল না। আল্লাহ তা'আলা উটকে আদেশ করেছেন, তাই উট বাধ্য হয়ে সেজদা করেছে। যেমন : আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে আদেশ করেছিলেন হযরত আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য।

"اَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ" সকল মুসলমান ভাই ভাই। এক আদমের সন্তান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনয়ের সাথে নিজেকে "ভাই" শব্দে ব্যক্ত করেছেন। তিনি এখানে বলেছেন, ইবাদত, সেজদা ও চূড়ান্ত বিনয় তো একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তাকে ছাড়া আর কারো সামনে এ মাথা নত করা যাবে না। আর আমি তোমাদের একরকম ভাই। আমার প্রতি তোমরা ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখবে। আমার আনুগত্য করবে আন্তরিকতার সাথে।

(٦٩٠) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَا يُقْبَلُ لَهُمْ صَلٰوةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَالْمَرْاَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ. (رواه البيهقى، مشكوة : ٢٨٣)

www.banglakitab.weebly.com

(৬৯০) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং তাদের নেকী আকাশের দিকে উঠে না- (১) পলাতক ক্রীতদাস, যাবৎ না সে আপন মনিবের নিকট ফিরে আসে ও তাঁর হাতে ধরা দেয়। (২) সেই নারী, যার উপর তার স্বামী নারাজ। যাবৎ না সে তাকে রাজি করে নেয়। (৩) মাতাল, যাবৎ না সে হুঁশে আসে। –বায়হাকী, মিশকাত : ২৮৩

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى عِصْيَانِ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবাধ্যতার উপর তিরস্কার

(٦٩١) لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ اَلسَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ فَالسَّلْتَاءُ الَّتِىْ لَاتَخْضِبُ وَالْمَرْهَاءُ الَّتِىْ لَا تَكْتَحِلُ وَلَعَنَ الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُغْتَسِلَةَ فَالْمُسَوِّفَةُ هِىَ الَّتِىْ اِذَا دَعَاهَا زَوْجُهَا اِلٰى الْمُبَاشَرَةِ فَقَالَتْ حَائِضٌ وَلَيْسَتْ كَذَالِكَ . فِىْ نِصَابِ الْاِحْتِسَابِ .
(مجموعة الفتاوى للعلامة اللكنوى : ٨٥/٣)

সহজ তরজমা

(৬৯১) রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক শ্রেণীর মহিলাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন: (১) সালুতা, যারা খেজাব অর্থাৎ মেহেদী ইত্যাদি ব্যবহার করে না। (২) মারহা, যারা সুরমা ইত্যাদি ব্যবহার করে না। (৩) মুসাওফাহ, যাকে তার স্বামী সহবাসের জন্য ডাকে অথচ সে বলে, শীঘ্রই করব। (৪) মুগাসসালাহ, যাকে তার স্বামী সহবাসের জন্য ডাকলে সে মিথ্যে করে বলে আমার হায়েয এসেছে (অর্থাৎ আমি ঋতুবতী)। –নিসাবুল ইহতেসাব, মজমুয়ায়ে ফাতওয়া : ৩/৮৫

ضَرْبُ الزَّوْجَةِ

স্ত্রীকে প্রহার করা

(٦٩٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْهِ فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ .
(متفق عليه ، مشكوة : ١٨٠)

সহজ তরজমা

(৬৯২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাম'আ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে গোলাম বাঁদীর মতো না পিটায়। এরপর দিন শেষে তার সাথে শোয়। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৮০

www.banglakitab.weebly.com

(٦٩٣) وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ ـ (رواه احمد وابو داؤد، ابن ماجة، مشكوة : ٢٨١)

সহজ তরজমা

(৬৯৩) তাবেয়ী হাকীম ইবনে মু'আবিয়া কুশাইরী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর আপন স্ত্রীর কী হক রয়েছে? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে তাকে খাওয়াবে, তাকে পরাবে যখন তুমি পরবে এবং তার মুখমণ্ডলের উপর আঘাত করবে না, তাকে অশ্লীল গালি দিবে না এবং ঘর ছাড়া তার নিকট থেকে পৃথক থাকবে না।

-আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৮১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুখে মারা নিষেধ। কেননা মুখ হল মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত অঙ্গ। এর দ্বারা মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মুখের উপরের অংশে রয়েছে কপাল। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা করা হয়। অনুরূপভাবে বুকে পিঠে ও যৌনাঙ্গে মারা, প্রহার করা নিষেধ।

স্ত্রীকে চার কারণে প্রহার করা যায়। (১) সাজসজ্জা না করলে। (২) ওযর ছাড়া সঙ্গমে সম্মত না হলে। (৩) নাপাক হলে বা হায়েযমুক্ত হয়ে গোসল না করলে কিংবা নামায না পড়লে। (৪) স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর হতে বের হলে।

(٦٩٤) وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ رض قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ اِمْرَأَةً فِىْ لِسَانِهَا شَيْئٌ يَعْنِى الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقْهَا! قُلْتُ اِنَّ لِىْ مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا فَاِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ اُمَيَّتَكَ ـ

(رواه ابوداؤد، مشكوة : ٨٢-٢٨١)

সহজ তরজমা

(৬৯৪) হযরত লকীত ইবনে ছাবুরা রাযি. বলেন, একবার আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন স্ত্রী আছে, তার মুখ বেশী চলে। তিনি বললেন : তাকে তালাক দিয়ে দাও! আমি বললাম : তার ঘরে আমার সন্তান রয়েছে এবং সে আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী। তিনি বললেন : তবে তাকে (আরও) নসিহত

www.banglakitab.weebly.com

কর। (যেমন : কুরআনে রয়েছে) যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকে, তবে সে সহজে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু তুমি তোমার বিছানার সাথীকে বাঁদীর মতো মারবে না।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৮১-৮২

اَلْوَعِيْدُ عَلَى الْاِفْسَادِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্য দ্বন্দ্ব লাগানোর প্রতি হুঁশিয়ারী

(٦٩٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ ـ

(رواه ابو داؤد ، مشكوة : ٢٨٢)

সহজ তরজমা

(৬৯৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে আমাদের দলের [উম্মত] নয়, যে কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে অথবা কোনো দাসকে তার মুনিবের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করেছে।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৮২

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ

"স্ত্রী তালাক চাওয়ার" উপর ধমক

(٦٩٦) عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ سَئَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِىْ غَيْرِ مَابَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ـ

(رواه احمد، مشكوة : ٢٨٣)

সহজ তরজমা

(৬৯৬) হযরত সাওবান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নারী কষ্ট ব্যতীত আপন স্বামীর নিকট তালাক চায়, তার পক্ষে বেহেশ্‌তের গন্ধও হারাম।

–আহমদ, মিশকাত : ২৮৩

حَقُّ الْمَمْلُوْكِ

দাস-দাসীদের অধিকার

(٦٩٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهٗ وَكِسْوَتُهٗ وَلَايُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا يُطِيْقُ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ٢٨٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৬৯৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দাস-দাসীদের প্রাপ্য। আর তাদের উপর এমন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিবে না, যা তাদের সাধ্যের বাইরে।

–মুসলিম, মিশকাত : ২৮৩

(٦٩٨) وَعَنْ جَابِرٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ يَسَّرَ اللّٰهُ خَتْفَهُ وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَاِحْسَانٌ عَلَى الْمَمْلُوْكِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٢٩١)

সহজ তরজমা

(৬৯৮) হযরত জাবের রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যার মধ্যে এ তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ পাক তার মৃত্যুকে সহজ করবেন এবং তাকে আপন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তা হল– (১) অসহায় দুর্বলের প্রতি সদ্ব্যবহার। (২) পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এবং (৩) দাস-দাসীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার। –তিরমিযী, মিশকাত : ২৯১

(٦٩٩) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٢٩١)

সহজ তরজমা

(৬৯৯) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : দাস-দাসীদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

–তিরমিযী, মিশকাত : ২৯১

(٧٠٠) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ ـ (رواه ابو داود ، مشكوة : ٢٩١)

সহজ তরজমা

(৭০০) হযরত রাফে ইবনে মাকীছ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণ করা কল্যাণ ও বরকতের লক্ষণ। পক্ষান্তরে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৯১

www.banglakitab.weebly.com

(٧٠١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمُ الَّذِىْ يَاْكُلُ وَحْدَهٗ وَيَجْلِدُ عَبْدَهٗ وَيَمْنَعُ رِفْدَهٗ ـ

(رواه رزين ، مشكوة : ٢٩٢)

সহজ তরজমা

(৭০১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের বলে দিব না, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি কে? সে ব্যক্তি হল, যে একাকী খায় এবং আপন দাস-দাসীকে মারধর করে আর দান-খয়রাত হতে বিরত থাকে। -রাযীন, মিশকাত : ২৯২

حَقُّ الْبَعِيْرِ

উটের হক বা অধিকার

(٧٠٢) مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهٗ بِبَطْنِهٖ فَقَالَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً ـ

(رواه ابو داود : ١/٣٥٢)

সহজ তরজমা

(৭০২) বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যার পিঠ পেটের সাথে লেগে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (এটা দেখে) বললেন, তোমরা এই চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর (অর্থাৎ তাদের প্রতি জুলুম করো না)! তাতে তোমরা আরোহণ কর উত্তম পন্থায় আর ছেড়েও দাও উত্তম পন্থায়। (অর্থাৎ আরোহণের পূর্বেও তাদের ভালোভাবে দানা-পানি খাওয়াও আবার আরোহণ শেষেও তাদের দানা-পানি দাও।)

-আবূ দাউদ : ১/৩৫২

(٧٠٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَاتِكُمْ ـ (رواه ابو داؤد ، : ١/٣٥٤ مشكوة : ٣٤٠)

সহজ তরজমা

(৭০৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিম্বরে পরিণত করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত পশুকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যেন

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদেরকে তারা সেই শহরে পৌঁছিয়ে দেয় যে সমস্ত শহরে তোমরা আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ব্যতীত পৌঁছতে পার না। আর তিনি তোমাদের প্রয়োজনের জন্য জমিন সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা তাকে কষ্ট দিও না; কেবল নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করো। –আবূদাউদ : ১/৩৫৪, মিশকাত : ৩৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কারো সাথে দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোনো কথা বলতে চাইলে জন্তুর পিঠে বসে বসে বলবে না বরং নিচে বসে বলবে। কেননা জন্তুর পিঠে বসে কথা বললে অযথা জন্তুকে কষ্ট দেওয়া হয়। তবে আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের উপর বসে যে খুতবা দিয়েছিলেন, তা ছিল প্রয়োজনের তাগিদে। কেননা বিশাল জনসভাকে কথা শুনানোর জন্য উপরে বসা দরকার ছিল। আর তখন এত উঁচু মিম্বর বা মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না।

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ

দুই শ্রেণীর জাহান্নামী

(٧٠٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ (رواه مسلم : ٢/٢٠٥)

সহজ তরজমা

(৭০৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দুই শ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি এখনও পর্যন্ত দেখি নি। (১) ওই সমস্ত (অহঙ্কারী ও জালেম) লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে আর তারা তা দ্বারা মানুষকে আঘাত করবে। (২) ওই সমস্ত মহিলা, যারা (পাতলা ফিনফিনে) কাপড় পরিহিতা, বস্ত্রাবৃত কিন্তু উলঙ্গ, পরপুরুষকে আকর্ষণকারিণী এবং নিজেরাও অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা পারসিক উটের কুঁজের মতো তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার ঘ্রাণও পাবে না; অথচ তার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে এত এত দূরত্ব অর্থাৎ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে। –মুসলিম : ২/২০৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"কাপড় পরিহিতা অথচ উলঙ্গ" এর অর্থ হল, এতো পাতলা ও ফিনফিনে কাপড় পরিধান করবে যে, শরীরের গঠন ও আকার-আকৃতি সব দেখা যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

"আকৃষ্ট ও আকৃষ্টকারিণী" নিজে অপর পুরুষের প্রতি দুর্বল থাকবে। পরকীয়া প্রেমে হাবুডুবু খাবে এবং এমনভাবে চলাফেরা করবে, যদ্দরুন ভিন্ন পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

"পারসিক উঁটের কুঁজের মতো" এর অর্থ হল, কৃত্রিমভাবে মাথার চুল ফাঁপিয়ে উঁচু ও ফ্যাশনেবল করবে। যার ফলে মাথাকে উটের কুঁজের মতো দেখা যাবে।

ثَلَاثَةٌ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ

তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না

(٧٠٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخَبَثَ۔ (رواه احمد ، والنسائى ، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৭০৫) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন– নিত্য মদপানকারী (মদ্যপায়ী), পিতা-মাতার নাফরমান অবাধ্য লোক এবং দাইউস অর্থাৎ যে লোক তার পরিবারের কুকর্মকে স্বীকৃতি দেয়।

–আহমদ ও নাসাঈ, মিশকাত : ৩১৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা তীবি রহ. বলেন : দাইউছ হল সে ব্যক্তি, যে নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীল কাজ দেখেও বাধা দেয় না বা তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে না, লজ্জিত হয় না।

(٧٠٦) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ ۔
(رواه احمد، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৭০৬) হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না –নিত্য মদ্যপায়ী, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যাদু-টোনায় বিশ্বাস স্থাপনকারী।

–আহমাদ, মিশকাত : ৩১৮

www.banglakitab.weebly.com

(٧٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ اِنْ مَاتَ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى كَعَابِدِ وَثَنٍ ـ

(رواه احمد، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৭০৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিত্য মদ্যপায়ী অবস্থায় যার মৃত্যু ঘটবে, সে (কিয়ামত দিবসে) মূর্তিপূজকের মতো আল্লাহ তা'আলার সম্মুখীন হবে। -আহমাদ, মিশকাত : ৩১৮

(٧٠٨) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضـ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ مَا اُبَالِىْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ اَوْ عَبَدْتُ هٰذِهِ السَّارِيَةَ دُوْنَ اللّٰهِ ـ (رواه النسائى ، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৭০৮) হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. বলতেন, আমার নিকট এই দুইয়ের মধ্যে কোনো রকমের প্রভেদ নাই- আমি মদ পান করব অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই খুঁটির (দেবী মূর্তির) পূজা করব।

-নাসাঈ, মিশকাত: ৩১৮

بَابُ الْعِطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ

হাঁচিদান ও হাই তোলার অধ্যায়

(٧٠٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعِطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهٗ اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ! فَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهٗ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ـ

(رواه البخارى، مشكوة :٤٠٥)

সহজ তরজমা

(৭০৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাঁচি দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। সুতরাং যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তখন এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর 'ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা অপরিহার্য হয়ে যায়, যে তার আলহামদু লিল্লাহ বলা শুনেছে। আর 'হাই' আসে শয়তানের

www.banglakitab.weebly.com

প্রভাবে। অতএব যখন তোমাদের কারো হাই আসে, তখন যথাসম্ভব তাকে প্রতিরোধ করা উচিত। কেননা যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে (তথা মুখ খোলে) তখন শয়তান তাতে (উপহাসমূলক) হাসে। –বুখারী, মিশকাত : ৪০৫

সহজ তাহ্‌কীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন। কেননা হাঁচির মাধ্যমে মস্তিষ্ক সতেজ ও বোধশক্তি পরিষ্কার হয়। এটা আল্লাহর আনুগত্য ও একাগ্রতার জন্য সহায়ক। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ের স্থবিরতা ও মন-মানসে উপর অতিরিক্ত চাপের ফলে হাই আসে। হাই আসলে অলসতা, উদাসীনতা ও নির্বুদ্ধিতা সৃষ্টি হয়। ফলে ইবাদতে স্বতঃস্ফূর্তভাব আসে না। এ কারণে হাই আসলে শয়তান খুশি হয়। আর তাই শয়তানের সাথে একে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

হাঁচি দাতার জন্য আলহামদু লিল্লাহ বলা সুন্নত। আল্লামা তীবি রহ. বলেন, এর সাথে 'রব্বিল আলামীন' বৃদ্ধি করা উত্তম। এর জবাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ বলা ওয়াজিবে কিফায়াহ। শ্রোতা একজন হলে তার উপর ওয়াজিব।

(٧١٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطِسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْصَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ –

(رواه البخارى، مشكوة : ٤٠٥)

সহজ তরজমা

(৭১০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলে এবং তার কোনো (মুসলমান) ভাই অথবা সঙ্গী যেন জওয়াবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। আর যখন হাঁচিদাতাকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন হাঁচিদাতা যেন বলে, 'ইয়াহদী কুমুল্লাহু ওয়া ইউস্‌লিহু বালাকুম।' (আল্লাহ তোমাকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করুন।) –বুখারী, মিশকাত : ৪০৫

(٧١١) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا عَطِسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوْهُ وَاِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ ـ (رواه مسلم ، مشكوة : ٤٠٥)

সহজ তরজমা

(৭১১) হযরত আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ'

www.banglakitab.weebly.com

পড়বে, তখন তোমরা তার জবাব (يَرْحَمُكَ اللّٰهُ দ্বারা) দিবে। আর যদি সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ না বলে, তবে তার জবাব দিবে না। –মুসলিম, মিশকাত : ৪০৫

(٧١٢) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ عَطِسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَطِسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ فَشَمَّتَ اَحَدُهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الْاٰخَرُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنَّ هٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ ـ (رواه ابن ماجة ٢٧٢، مشكوة : ٤٠٥)

সহজ তরজমা

(৭১২) হযরত আনাস রাযি. বলেন, একবার (পর পর) দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে হাঁচি দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাঁচির জওয়াবে (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বলে দু'আ দিলেন এবং অপর ব্যক্তির জন্য দু'আ দিলেন না। তখন একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তির হাঁচির জওয়াব দিলেন, অন্য জনের হাঁচির জওয়াব দিলেন না? উত্তরে তিনি বললেন : সে 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলেছে, কিন্তু এ ব্যক্তি 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বল নি।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪০৫

(٧١٣) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهٖ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٤٠٦)

সহজ তরজমা

(৭১৩) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো হাই আসে, তখন সে যেন নিজ হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা শয়তান মুখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

–মুসলিম, মিশকাত : ৪০৬

(٧١٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِيَدِهٖ اَوْ ثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ ـ (رواه الترمذى وابو داؤد، مشكوة : ٤٠٦)

সহজ তরজমা

(৭১৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হাঁচি দিতেন, তখন নিজ হাত অথবা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন এবং হাঁচির শব্দকে নিচু রাখতেন। –তিরমিযী ও আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪০৬

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"হাঁচি যথাসম্ভব আস্তে দিতেন এবং মুখ ঢেকে নিতেন।" কেননা মানুষের সামনে জোরে হাঁচি দিলে শব্দদূষণের মাধ্যমে তাদের কষ্ট হবে। আর মুখমণ্ডল না ঢাকলে মুখ থেকে শ্লেষ্মা ইত্যাদি বের হয়ে অন্যের গায়ে লাগার আশঙ্কা রয়েছে, যা অন্যদের মাঝে বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য ইসলাম এ সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। তা ছাড়া হাঁচির সময় চেহারা সাময়িক বিকৃত হয়ে যায়। এ ধরনের বিকৃতি অন্যদেরকে দেখানো উচিত নয়। তাই হাঁচির সময় চেহারা ঢেকে রাখবে।

بَابُ السَّلَامِ

সালাম অধ্যায়

(٧١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ ـ (رواه النسائى، مشكوة : ٣٩٧) وَقَالَ الْقَارِىْ هٰذَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ اَيْضًا مَوْجُوْدٌ ـ

সহজ তরজমা

(৭১৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। যথা– যখন সে রোগে আক্রান্ত হবে, তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা ও দাফনে উপস্থিত থাকবে। দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করবে। সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে। হাঁচি দিলে (يَرْحَمُكَ اللّٰهُ) বলে) তার জওয়াব দিবে এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে। –নাসাঈ, মিশকাত : ৩৯৭

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন এই হাদীসটি বুখারী মুসলিমে রয়েছে।

(٧١٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْئٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٣٩٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭১৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা [পূর্ণ] ঈমান গ্রহণ করবে আর তোমরা [পূর্ণ] ঈমানদার গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব না, যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে ? (অবশ্যই বলব, আর তা হল,) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। –মুসলিম

(٧١٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٣٩٧)

সহজ তরজমা

(৭১৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহী ব্যক্তি হেঁটে চলাচলকারীকে এবং হেঁটে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর কমসংখ্যক অধিকসংখ্যক লোককে সালাম করবে।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৯৮

(٧١٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ ـ

(رواه البخارى، مشكوة : ٣٩٧)

সহজ তরজমা

(৭১৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কমবয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে, পথচারী উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্য অধিক সংখ্যককে সালাম করবে। –বুখারী, মিশকাত : ৩৯৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সালাম যেমনি শুভেচ্ছাবাণী ও দু'আ, তেমনি বিনয়েরও প্রতীক। তাই আরোহী ব্যক্তি পদাতিককে সালাম দিবে। অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম করবে। এতে নিজেদের বিনয় প্রকাশ পাবে এবং অধিক সংখ্যক লোকদের সম্মান জানানো হবে। একা কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দলের নিকট উপস্থিত হবে, তখন বিশেষ কাউকে সালাম না দিয়ে একত্রে সবাইকে সালাম করবে।

(٧١٩) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ـ

(متفق على، مشكوة : ٣٩٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭১৯) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল বালকের নিকট দিয়ে গমনকালে তাদেরকে সালাম করলেন।

–বুখারী: ২/৯২৩, মিশকাত : ৩৯৭

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয় ও ভদ্রতার পরিচায়ক। ছোটদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহ-মমতাও এর মাধ্যমে ফুটে ওঠে। ইমাম নববী রহ. বলেন : এর দ্বারা বুঝা গেল, বালেগ-নাবালেগ সবাইকে সালাম করা মুস্তাহাব। শুধু নাবালেগও যদি সালামের জবাব দেয়, তা হলে বালেগদের পক্ষ থেকেও আদায় হয়ে যাবে।

(٧٢٠) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِرْشَادُ السَّبِيْلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَتُغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٣٩٨)

সহজ তরজমা

(৮২০) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ। তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের তো রাস্তার উপর বসা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কারণ, তথায় বসে আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন : যদি তোমরা তথায় বসতে একান্ত বাধ্যই হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! রাস্তার হক কী? তিনি বললেন : চোখ হেফাযত করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৯৮

www.banglakitab.weebly.com

(٧٢١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٣٩٩)

সহজ তরজমা

(৭২১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারও কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন সে যেন তাকে সালাম করে। এরপর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে কোনো বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল পড়ে যায়, পরে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, তখনও যেন আবার সালাম করে। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৩৯৯

(٧٢٢) وَعَنْ قَتَادَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهٖ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاَوْدِعُوْا اَهْلَهٗ بِسَلَامٍ ـ
(رواه البيهقى، مشكوة : ٣٩٩)

সহজ তরজমা

(৭২২) হযরত কাতাদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোনো গৃহে প্রবেশ করবে, তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে, তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করবে। –বায়হাকী, মিশকাত : ৩৯৯

(٧٢٣) وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَابُنَىَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ ـ
(رواه الترمذى، مشكوة : ٣٩٩)

সহজ তরজমা

(৭২৩) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন : হে বৎস! যখন তুমি (ঘরে) পরিজনদের কাছে প্রবেশ কর, তখন তুমি সালাম করো। এতে তোমার ও তোমার গৃহবাসীদের জন্য কল্যাণ হবে। –তিরমিযী, মিশকাত : ৩৯৯

(٧٢٤) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ
(رواه الترمذى، مشكوة : ٣٩٩)

সহজ তরজমা

(৭২৪) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কথাবার্তার পূর্বে সালাম করবে। –তিরমিযী, মিশকাত : ৩৯৯

www.banglakitab.weebly.com

(٧٢٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارٰى فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ وَتَسْلِيْمَ النَّصَارٰى الْاِشَارَةُ بِالْاَكُفِّ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٣٩٩)

সহজ তরজমা

(৭২৫) আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদি ও নাসারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না। ইহুদিদের সালাম হল অঙ্গুলীর ইশারায় আর খ্রিষ্টানদের সালাম হল হাতের তালুর ইশারায়। -তিরমিযী, মিশকাত : ৩৯৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বিজাতির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তাদের যে অভিবাদন পদ্ধতি রয়েছে, তা গ্রহণ করা যাবে না। জাতি স্বাতন্ত্রবোধ প্রবল না হলে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এর প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সালাম বিষয়ে অনেক মাসায়েল আছে, তা সংশ্লিষ্ট ফেকাহর কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

(٧٢٦) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رضـ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اِذَا مَرُّوْا اَنْ يُّسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ اَنْ يَّرُدَّ اَحَدُهُمْ ـ

(رواه البيهقى، مشكوة : ٣٩٩)

সহজ তরজমা

(৭২৬) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন একদল লোক পথ অতিক্রম করে- তাদের মধ্য থেকে কোনো এক ব্যক্তি সালাম করলে সেই সালামই গোটা দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে উপবিষ্ট মজলিসের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির জবাবই গোটা মজলিসের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। -বায়হাকী, মিশকাত : ৩৯৯

اَلْاِسْتِيْذَانُ كَيْفَ هُوَ

অনুমতি কিভাবে নিতে হবে ?

(٧٦٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِىْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهٗ كَرِهَهَا ـ

(متفق عليه، مشكوة : ٤٠٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৬৭) হযরত জাবের রাযি. বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণের ব্যাপারে একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি বললেন : কে? বললাম, 'আমি'। তখন তিনি বললেন : 'আমি, আমি,' যেন তিনি আমার এরূপ জওয়াব পছন্দ করলেন না।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪০০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইসলাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যাকে বর্তমানে প্রাইভেসি (Privacy) বলা হয় এর প্রতি খুব গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে উঁকি দেওয়া, তার ব্যক্তিগত বিষয় অনুসন্ধান করা কিংবা অনধিকার চর্চা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এজন্য অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করা ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি পিতা-মাতা ও বয়োপ্রাপ্ত সন্তানের ঘরে প্রবেশ করতে হলেও তার অনুমতি নিতে হবে। আর অনুমতি চাইতে গিয়ে নিজের পরিচয় বোধগম্যভাবে ও পরিষ্কার করে দিতে হবে। কারো দ্বারা যেন অন্য কারো কষ্ট না হয় ইসলাম এ বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্ব আরোপ করেছে।

(٧٦٨) وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ ـ
(رواه البيهقى، مشكوة : ٤٠١)

সহজ তরজমা

(৭৬৮) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম (দ্বারা অনুমতি গ্রহণ) না করে তোমরা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না।

-বায়হাকী, মিশকাত : ৪০১

(٧٢٩) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رض اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَسْتَأْذِنُ عَلٰى اُمِّىْ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا اَتُحِبُّ اَنْ تَرَهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا. قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ـ (رواه مالك ، مشكوة : ٤٠١)

সহজ তরজমা

(৭২৯) হযরত আ'তা ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতে অনুমতি চাইব? তিনি বললেন : হাঁ, চাইবে! সে বলল, আমি তো তাঁর সঙ্গে একই ঘরে

www.banglakitab.weebly.com

বাস করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে। সে বলল, আমি যে তাঁর খাদেম। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে। তুমি কি তাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন : কাজেই অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে।

–মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত : ৪০১

اٰدَابُ الْاَكْلِ

খাওয়ার আদব বা শিষ্টাচার

(٧٣٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ (متفق عليه ، مشكوة : ٣٦٣)

সহজ তরজমা

(৭৩০) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দ্বারা খাও এবং নিজের দিক থেকে খাও। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৬৩

(٧٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَأْكُلَنَّ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهٖ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِهَا ۔ (وراه مسلم، مشكوة : ٣٦٣)

সহজ তরজমা

(৭৩০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং এই (বাম) হাতে পানও না করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং সেই হাতে পান করে। –মুসলিম, মিশকাত : ৩৬৩

(٧٣٢) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَكُلِّ شَيْئٍ مِنْ شَانِهٖ حَتّٰى يَحْضُرَهٗ عِنْدَ طَعَامِهٖ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ فِىْ اَيِّ طَعَامِهٖ يَكُوْنُ الْبَرَكَةُ ۔ (رواه مسلم ، مشكوة :٣٦٣)

সহজ তরজমা

(৭৩২) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেছেন : তোমাদের প্রতিটি কাজের সময়

www.banglakitab.weebly.com

শয়তান তার পাশে উপস্থিত হয়, এমনকি কারো খাওয়ার সময়ও উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারও লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে এর ময়লা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়।

–মুসলিম, মিশকাত : ৩৬৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

খাদ্যের লোকমা যদি পবিত্র জায়গায় বা মাটিতে পড়ে, তা হলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলা উচিত। আর যদি নাপাক জায়গায় পড়ে, তা হলে পাক করে খেতে পারলে খাবে; নতুবা কুকুর-বিড়ালকে খাইয়ে দিবে।

শয়তানের জন্য রেখে দেওয়ার বিষয়টি হয়তো প্রকৃত কিংবা রূপক অর্থে উদ্দেশ্য। তখন এর অর্থ হবে– খাদ্য নষ্ট করা। তা ছাড়া অহংকার ছেড়ে বিনয় অর্জনের জন্য আঙ্গুল চেটে খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(٧٣٣) وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ مَااَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلَا فِىْ سُكُرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهٗ مُرَقَّقٌ قِيْلَ لِقَتَادَةَ عَلٰى مَايَاْكُلُوْنَ؟ قَالَ عَلَى السُّفَرِ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ٣٦٣)

সহজ তরজমা

(৭৩৩) কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। হযরত আনাস রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও টেবিলে আহার করেন নি এবং ছোট ছোট পেয়ালাবিশিষ্ট খাঞ্চায়ও খানা খান নি। আর তাঁর জন্য কখনও চাপাতি রুটিও তৈরি করা হয় নি। কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তবে তাঁরা কিভাবে খেতেন ? তিনি বললেন, সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে আহার করতেন। –বুখারী, মিশকাত : ৩৬৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

خوان অর্থ হল, পায়া বিশিষ্ট টেবিল। বর্তমানে একে ডাইনিং টেবিল বলা হয়। এর উপর রেখে খানা খাওয়া অহংকারী ও বিলাসীদের অভ্যাস।

سكرجة বলা হয়, ছোট ছোট পিরিচকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাসিধা জীবন-যাপন করতেন। তাঁর দস্তরখানে এ ধরনের পিরিচ ছিল না। তিনি এগুলো পছন্দ করতেন না। তবে ডাইনিং টেবিলে যদি কেউ বাধ্য হয়ে খানা খায় বা তার মধ্যে অহংকার না থাকে, তা হলে জায়েয।

(٧٣٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ مَاعَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهٗ وَاِنْ كَرِهَهٗ تَرَكَهٗ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٣٦٤)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৩৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেন নি। মনে চাইলে খেয়েছেন। আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৬৪

(٧٣٥) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ـ

(رواه ابن ماجة مشكوة :.٣٧)

সহজ তরজমা

(৭৩৫) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একত্রে খানা খাও, পৃথক পৃথক খেও না। কেননা বরকত জামা'আতের সাথে খাওয়ার মধ্যে নিহিত।

–ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৩৭০

(٧٣٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَّخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهٖ اِلٰى بَابِ الدَّارِ ـ (ابن ماجة ، مشكوة :.٣٧)

সহজ তরজমা

(৭৩৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তির মেহমানের সঙ্গে (বিদায়কালীন সময়ে) বাড়ির দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৩৭০

أَدَابُ الشُّرْبِ

পান করার আদব

(٧٣٧) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلٰثًا ـ (متفق على، مشكوة : ٣٧.)

সহজ তরজমা

(৭৩৭) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। (অর্থাৎ একবারে এক ঢোকে সবটুকু পান করতেন না।) –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৭০

(٧٣٨) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٣٧٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৩৮) হযরত আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। –মুসলিম, মিশকাত : ৩৭০

(٧٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ۔ (متفق عليه، مشكوة : ٣٧٠)

সহজ তরজমা

(৭৩৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি এক বালতি যমযমের পানি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৭০

(٧٤٠) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ بَطْنُهٗ نَارَ جَهَنَّمَ۔ (متفق عليه ، مشكوة)

সহজ তরজমা

(৭৪০) হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, বস্তুত সে তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত

(٧٤١) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض قَالَ اُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ غُلَامٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهٖ فَقَالَ يَاغُلَامُ اَتَاْذَنُ اَنْ اُعْطِيَهُ الْاَشْيَاخَ فَقَالَ مَاكُنْتُ لِاُوْثِرَ بِفَضْلِ مِنْكَ اَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ۔ (متفق عليه ، مشكوة :٣٧١)

সহজ তরজমা

(৭৪১) হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে (দুধের) একটি পেয়ালা পেশ করা হল। তখন তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল উপস্থিত জনতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট একটি বালক আর প্রবীণ ও বয়স্ক লোকজন ছিলেন তাঁর বামে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বালকটিকে বললেন, হে বৎস! তুমি কি আমাকে এই অনুমতি দিবে যে, আমি আমার অবশিষ্টটুকু এই সমস্ত প্রবীণদেরকে প্রদান করি?

www.banglakitab.weebly.com

সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। (বর্ণনাকারী বলেন:) তখন তিনি পেয়ালাটি বালকটিকে দিলেন। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৭১

(٧٤٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْيُنْفَخَ فِيْهِ ـ (رواه ابو داؤد، ابن ماجة، مشكوة : ٣٧١)

সহজ তরজমা

(৭৪২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কিছু পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। –আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৩৭১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে যে নাইট্রোজেন বের হয়, তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। তা ছাড়া এতে গরম ভাপ ও দুর্গন্ধ থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় দ্রব্যের উপর শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। এতে স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আলোচিত হয়েছে।

(٧٤٣) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ اَلْقَذَاةُ اَرَاهَا فِى الْاِنَاءِ قَالَ اَهْرِقْهَا قَالَ فَاِنِّىْ لَا اَرْوٰى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَاَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ ـ (رواه الترمذى والدارمى. مشكوة : ٣٧١)

সহজ তরজমা

(৭৪৩) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পানীয় বস্তুতে (পান করার সময়) ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, যদি আমি পানির মধ্যে খড়কুটা দেখতে পাই (তখন কী করব)? তিনি বললেন : তা ফেলে দাও। সে আবার বলল, এক নিঃশ্বাসে পান করলে আমার তৃপ্তি হয় না রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ থেকে পৃথক করে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। –তিরমিযী ও দারেমী, মিশকাত : ৩৭১

(٧٤٤) وَعَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشَّرَابِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَاَنْ يُّنْفَخَ فِى الشَّرَابِ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٣٧١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৪৪) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। -আবূ দাউদ, মিশকাত : ৩৭১

(٧٤٥) وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْحُلْوُ الْبَارِدُ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٣٧١)

সহজ তরজমা

(৭৪৫) হযরত (ইমাম) যুহরী রহ. ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল। -তিরমিযী, মিশকাত : ৩৭১

اٰدَابُ الْاِنْتِعَالِ

জুতা পরিধানের নিয়ম

(٧٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنٰى وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلُهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرُهُمَا تُنْزَعُ ـ

(متفق عليه ، مشكوة ٣٧٩-٨٠)

সহজ তরজমা

(৭৪৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুতা বা স্যান্ডেল পরিধান করবে, সে যেন ডান পা হতে আরম্ভ করে আর যখন খুলবে, তখন যেন বাম পা হতে শুরু করে। যাতে জুতা পরার সময় ডান পা প্রথমে এবং খোলার সময় অপরটি (বাম পা) হয়। -বুখারী ও মুসলিম

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তুলনামূলক ভালো কাজে ডান হাত ও ডান পা ব্যবহার করা সুন্নত। আর তুলনামূলক মন্দ বা অশোভনীয় কাজে অর্থাৎ যে কাজ মানুষ বাধ্য হয়ে করে, তা বাম হাত বা বাম পা দিয়ে শুরু করা সুন্নত। যেমন : জামা পরিধান করতে প্রথমে ডান হাত দিবে আর খুলতে প্রথমে বাম হাত খুলবে। মসজিদে প্রবেশ করতে প্রথমে ডান পা দিবে আর বের হতে প্রথমে বাম পা দিবে। অনুরূপ বাথরুমে ঢুকতে প্রথমে বাম পা আর বের হতে ডান পা আগে দিতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

(٧٤٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا ـ
(متفق عليه ، مشكوة ٣٨٠)

সহজ তরজমা

(৭৪৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা না পরে। হয়ত উভয় পা খালি রাখবে অথবা উভয় পায়ে জুতা পরবে। -মুত্তাফাকুনঃ, মিশকাত : ৩৮০

(٧٤٨) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَنَعَّلَ الرَّجُلُ قَائِمًا ـ (رواه ابو داود ، مشكوة : ٣٨٠)

সহজ তরজমা

(৭৪৮) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে জুতা বা স্যান্ডেল পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

-আবূ দাউদ, মিশকাত : ৩৮০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে জুতা দাঁড়িয়ে পরিধান করতে কষ্ট হয় অথবা যে জুতার ফিতা বাঁধতে হয় সে জুতা দাঁড়িয়ে পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে যে জুতা দাঁড়িয়ে সহজে পরিধান করা যায়, তা দাঁড়িয়ে পরা নিষিদ্ধ নয়।

مَا يَفْعَلُ عِنْدَ الْمَسَاءِ

সন্ধ্যার সময়ে করণীয় কী?

(٧٤٩) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْحَ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَاَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ اَنْ تَعْرِضُوْا عَلَيْهِ شَيْئًا وَاَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ ـ (متفق عليه)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ قَالَ خَمِّرُوْا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاَكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَاِنَّ لِلْجِنِّ اِنْتِشَارًا

www.banglakitab.weebly.com

وَخَمِّرُوْا الْمَصَابِيْحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ ـ

وَفِىْ رِوَايَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَحِلُّ سِقَاءً وَلَايَفْتَحُ بَابًا وَلَايَكْشِفُ إِنَاءً وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ غَطُّوْا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيْهِ ذَالِكَ الْوَبَاءُ ـ (مشكوة : ٣٧٢)

সহজ তরজমা

(৭৪৯) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাতের আঁধার নেমে আসে অথবা বলেছেন, সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের শিশুদেরকে (বাইরে যাওয়া থেকে) আবদ্ধ রাখ। কেননা সেই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং বিসমিল্লাহ পড়ে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ কর। কারণ, শয়তান বন্ধ দ্বার খুলতে পারে না। তদ্রুপ বিসমিল্লাহ পড়ে তোমাদের মশকগুলির মুখ বন্ধ কর। এবং বিসমিল্লাহ বলে তোমাদের পাত্রগুলি ঢেকে রাখ। (শোয়ার সময়) বাতিগুলি নিভিয়ে দাও। -মুত্তাফাকুন আলাইহি

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, তিনি বলেছেন : পাত্রসমূহ ঢেকে রাখ। মশকগুলির মুখ বেঁধে রাখ। গৃহের দরজাসমূহ বন্ধ রাখ এবং সন্ধ্যায় তোমাদের শিশুদের ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখ। কেননা এই সময় জ্বিনরা ছড়িয়ে পড়ে এবং ছিনিয়েও নেয়। আর তোমরা শয়নকালে বাতিগুলি নিভিয়ে ফেলবে। কেননা দুষ্ট ইঁদুরগুলি কখনো (প্রজ্বলিত) সলতে টেনে নিয়ে যায়। ফলে গৃহবাসীদেরকে পুড়িয়ে দেয়।

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেননা শয়তান (বন্ধ) মশক খুলতে পারে না, (রুদ্ধ) দ্বার খুলতে পারে না এবং (ঢাকা) পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না।

মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খাদ্যপাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখ। কেননা বছরে এমন এক রাত আছে, যে রাতে বিভিন্ন প্রকারের বিপদ-আপদ নাযিল হয়। উক্ত বিপদে গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয়, যার উপর ঢাকনা থাকে না এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয়, যার মুখ বন্ধ নয়, তার মধ্যে প্রবেশ করে। -মিশকাত : ৩৭২

www.banglakitab.weebly.com

(٧٥٠) وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ اَبُوْ حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِيِّ مِنَ النَّقِيْعِ بِاِنَاءٍ مِّنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا. (متفق عليه، مشكوة : ٣٧٢)

সহজ তরজমা

(৭৫০) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ হুমাইদ নামক আনসারী এক ব্যক্তি নাকী' নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি এটাকে ঢেকে আন নি কেন? আর কিছু না হোক অন্তত একটি কাঠি এর উপরে আড়াআড়িভাবে রেখে দিতে। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৭২

مَايُفْعَلُ اِذَا سَمِعَ نُبَاحَ الْكِلَابِ مِنَ اللَّيْلِ

রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনলে কী করণীয়?

(٧٥١) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيْقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ! فَاِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَالَا تَرَوْنَ وَاَقِلُّوا الْخُرُوْجَ اِذَا هَدَأَتِ الْاَرْجُلُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهٖ فِيْ لَيْلَتِهٖ مَا يَشَاءُ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا اِذَا اُجِيْفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِرَارَ وَاَكْفِئُوا الْاٰنِيَةَ وَ اَوْكُوا الْقِرَبَ. (رواه فى السنة، مشكوة : ٣٧٣)

সহজ তরজমা

(৭৫১) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেন : যখন তোমরা রাতে কুকুরের চিৎকার এবং গাধার ডাক শুনতে পাবে, তখন আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কেননা তারা এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না। আর রাতে যখন মানুষের চলাচলা বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ নিশিথ রাত্রে), তখন তোমরাও বাইরে যাওয়া কমিয়ে ফেলো। কেননা আল্লাহ তা'আলা রাত্রে তার সৃষ্টিজীবের মধ্য থেকে জ্বিন, শয়তান, ক্ষতিকারক প্রাণী থেকে যাকে ইচ্ছা ছড়িয়ে দেন। এ ছাড়া ঘরের দরজা বন্ধ রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। কারণ,

www.banglakitab.weebly.com

শয়তান এমন দ্বার খুলতে পারে না, যা আল্লাহর নাম নিয়ে বন্ধ করা হয়। আর তোমরা ঘটি, মটকা (খাদ্য পাত্রসমূহ) ঢেকে রাখ, শূন্যপাত্র উপুড় করে রাখ এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখ। –শরহে সুন্নাহ, মিশকাত : ৩৭৩

مَا يَفْعَلُ إِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ

মোরগের ডাক শুনলে কী করণীয়?

(٧٥٢) وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَيْرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَإِنَّهٗ رَأٰى شَيْطَانًا ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٢١٣)

সহজ তরজমা

(৭৫২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাবে। কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান হতে পানাহ চাইবে। কেননা সে শয়তান দেখেছে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২১৩

اَلْقَتْلُ ظُلْمًا

অন্যায়ভাবে হত্যা করা

(٧٥٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ـ

(رواه الترمذى، والنسائى، مشكوة : ٣٠٠)

সহজ তরজমা

(৭৫৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলমানকে হত্যা করার চেয়ে এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অতীব নগন্য। –তিরমিযী ও নাসাঈ, মিশকাত : ৩০০

(٧٥٤) وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِشْتَرَكُوْا فِىْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٣٠٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৫৪) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আসমান ও জমিনের সমস্ত বাসিন্দা যৌথভাবে যদি একজন মুমিনকে হত্যা করে, তা হলে আল্লাহ তা'আলা এর শাস্তি স্বরূপ সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ৩০০

(٧٥٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِئُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ قَتَلَنِىْ حَتّٰى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ ـ

(رواه الترمذى، والنسائى، مشكوة : ٣٠٠)

সহজ তরজমা

(৭৫৫) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হাতের দ্বারা হত্যাকারীর ললাটের কেশগুচ্ছ ও মাথা ঝাপটে ধরে আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে, তার রগসমূহ থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকবে এবং সে ফরিয়াদ করবে, হে আমার পালনকর্তা! এই ব্যক্তিই আমাকে হত্যা করেছে। এ কথা বলতে বলতে সে আরশের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। –তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত : ৩০০

اَلْاِمَارَةُ وَالْقَضَاءُ

নেতৃত্ব ও বিচার

(٧٥٦) وَعَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ ـ

(رواه البخارى، مشكوة : ٣١٩)

সহজ তরজমা

(৭৫৬) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কিশমিসের মতো মস্তকবিশিষ্ট গোলামকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। –বুখারী

(٧٥٧) وَعَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَا مَنْ وُلِّىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاٰهُ يَاْتِىْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَاْتِىْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٣١٩)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৫৭) হযরত আওফ বিন মালেক আল-আশজায়ী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! ঐ ব্যক্তি যার উপর কোনো শাসক নিযুক্ত করা হয়; অতঃপর সে যদি তাকে (শাসককে) আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোনো কাজ করতে দেখে তাহলে সে আল্লাহর নাফরমানির কাজটিকে ঘৃণা করবে কিন্তু তার (শাসকের) আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিতে পারবে না। –মুসলিম, মিশকাত : ৩১৯

(٧٥٨) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ رض قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَاءُ يَسْئَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ـ
(رواه مسلم، مشكوة : ٣١٩)

সহজ তরজমা

(৭৫৮) ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযি. বলেন, একবার সালামা বিন ইয়াযিদ জু'ফী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি আদেশ করেন– যদি আমাদের উপর এমন শাসকবর্গ চেপে বসে, যে আমাদের নিকট থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু তারা আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা (তাদের হুকুম) শুনতে থাক এবং মানতে থাক। কেননা তাদের কর্তব্য হল, তাদের (শাসকের) উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য হল, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। –মুসলিম, মিশকাত : ৩১৯

(٧٥٩) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْاٰخِرَ مِنْهُمَا ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٣٢٠)

সহজ তরজমা

(৭৫৯) হযরত আবূ সাঈদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি একই সময়ে দুজন খলীফা বাইয়াতের দাবি করে, তখন তাদের দ্বিতীয় জনকে হত্যা করে ফেল। –মুসলিম, মিশকাত : ৩২০

(٧٦٠) وَعَنْ عَرْفَجَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَهِىَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٣٢٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৬০) হযরত আরফাজা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেছেন : অচিরেই বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মাতের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তরবারি দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর। চাই সে যে কেউই হোক না কেন। -মুসলিম, মিশকাত : ৩২০

(٧٦١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تُوُلِّىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ فِيْهِمْ مَنْ هُوَ اَوْلٰى بِذٰلِكَ مِنْهُ وَاَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهٖ ﷺ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ اَخْرَجَهُ طَبْرَانِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض كَذَا فِىْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ.

সহজ তরজমা

(৭৬১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে জিম্মাদার নিযুক্ত হয়।এরপর সে তাদের উপর কোনো ব্যক্তিকে (কোনো কাজের) কর্মকর্তা বানায়; অথচ সে জানে, এমন ব্যক্তিও আছে, যে তার চেয়েও বেশি যোগ্য এবং কুরআন-হাদীসেরও বেশি জ্ঞান রাখে, তা হলে সে অবশ্যই আল্লাহ. রাসূল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করল। হাদীসটি তাবারানী ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। ফতহুল কাদীরে এরূপই আছে।

اَلْكَسْبُ وَطَلَبُ الْحَلَالِ

উপার্জন করা ও হালাল (রুজী) অন্বেষণ করা

(٧٦٢) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَااَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

(رواه البخارى، مشكوة : ٢٤١)

সহজ তরজমা

(৭৬২) হযরত মেকদাদ বিন মা'দীকারাব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজ হাতের কামাই খেতেন। -বুখারী, মিশকাত : ২৪১

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নিজে উপার্জন করে খাওয়া নবীদের সুন্নত। এর দ্বারা অন্যেরও উপকার হয় এবং অন্যের কাছে হাত বাড়ানোর লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সময় অনর্থক কাজ থেকে বাঁচানো যায়।

(٧٦٣) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضـ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ ـ

(رواه احمد، مشكوة : ٢٤٢)

সহজ তরজমা

(৭৬৩) হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ রাযি. বলেন, একবার জিজ্ঞাসা করা হল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন প্রকার উপার্জন উত্তম ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মানুষের নিজ হাতের কাজ এবং প্রত্যেক হালাল ব্যবসা (উপার্জন)।

–আহমাদ, মিশকাত : ২৪৩

(٧٦٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَاَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَآءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٢٤١)

সহজ তরজমা

(৭৬৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা পাক-পবিত্র; তিনি একমাত্র পাক-পবিত্র বস্তুকেই কবূল করেন। (এবং সর্বক্ষেত্রে পাক-পবিত্রতার আদেশই তিনি করেছেন। সেই সম্পর্কে) রাসূলগণকে যে আদেশ করেছেন মুমিনগণকেও সে আদেশই করেছেন। সুতরাং রাসূলগণকে তিনি বলেছেন : يَا يُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا "হে রাসূলগণ! আপনারা পাক-পবিত্র হালাল খাদ্য খাবেন এবং নেক আমল [সৎকর্ম] করতে থাকবেন।"

অদ্রূপ মুমিনগণকে বলেছেন : يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ "হে মুমিনগণ ! আমার দেওয়া পাক-পবিত্র হালাল রিযিক থেকে খাও।"

www.banglakitab.weebly.com

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করলেন– এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তের সফর করছে (মুসাফিরের দু'আ সাধারণত বেশী কবুল হয়) এবং তার মাথার চুল এলোমেলো শরীরে ধূলাবালি। (অর্থাৎ করুন অবস্থা –যার দু'আ সহজে কবুল হয়।) এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে "হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম । (অর্থাৎ সবই হারাম উপায়ে উপার্জিত) এবং সে রকমই সে খেয়ে থাকে। এ ব্যক্তির দু'আ কিরূপে কবুল হতে পারে। –মুসলিম, মিশকাত : ২৪১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দু'আ কবুল হওয়ার জন্য প্রধানত দু'টি শর্ত রয়েছে।

(১) হালাল দ্রব্য খাওয়া।

(২) সত্য কথা বলা।

এ দুটোকে উদাহরণ স্বরূপ দু'আর দুটি ডানা বলা যায়। কাজেই ডানা ছাড়া যেমনি পাখি উড়তে পারে না, তেমনি এ দুটি ডানা ছাড়া দু'আ উল্লাহর দরবারে উড়ে যেতে পারে না।

(٧٦٥) وَعَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَذُكِرَ اٰخَرُ بِرَعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَعْدِلُ بِالرَّعَةِ يَعْنِى الْوَرَعَ۔

(رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٤١)

সহজ তরজমা

(৫৬৭) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তির অধিক ইবাদত এবং খুব মেহনতের কথা আর অন্য এক ব্যক্তির পরহেজগারী তথা সর্ববিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের কথা উল্লেখ করা হল। নবী করীম ﷺ তখন বলেন, অধিক ইবাদত মর্যাদার বিচারে পরহেজগারী তথা সতর্কতার সাথে চলার সমকক্ষ হবে না। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৪১

(٧٦٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ۔

(رواه البخارى ، مشكوة : ٢٤١)

সহজ তরজমা

(৭৬৬) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে, মানুষ মোটেই পরওয়া (ভ্রুক্ষেপ) করবে না যে, সে যা নিচ্ছে বা গ্রহণ করছে, তা কি হালাল উপায়ে নিচ্ছে না হারাম উপায়ে। (অর্থাৎ মানুষ হালাল-হারামের মধ্যে কোনো পরখ করবে না।) –বুখারী, মিশকাত : ২৪১

www.banglakitab.weebly.com

(٧٦٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلَايَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ اِلَّا كَانَ زَادَهٗ اِلَى النَّارِ ـ
(رواه احمد، مشكوة : ٢٤٢)

সহজ তরজমা

(৭৬৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো বান্দা হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ দান-খয়রাত করলে তা কবুল হবে না। এবং তা নিজ কার্য্যে ব্যয় করল বরকত হবে না। আর ওই ধন তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে, তা তার জন্য দোযখের পুঁজি হবে।

–আহমাদ, মিশকাত : ২৪২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলা মন্দের দ্বারা মন্দ কাটেন না (অর্থাৎ হারাম মাল দান করায় গোনাহ মাফ করেন না)। হাঁ, ভালো দ্বারা মন্দ কেটে থাকেন (অর্থাৎ হালাল মাল দান করায় গোনাহ মাফ করেন।) খারাপ খারাপকে বিদূরিত করতে পারে না।

অবৈধ উপায়ে কোনো মাল কারো হস্তগত হলে তা হকদারের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয়, তবে সাওয়াবের নিয়ত না করে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য গরিবদের মাঝে অবশ্যই তা সদকা করতে হবে।

(٧٦٨) وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهٖ حَذْرًا لِمَا بَأْسَ بِهٖ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة ٢٤٢)

সহজ তরজমা

(৭৬৮) হযরত আতিয়্যা সা'দী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো বান্দা মুত্তাকী পরহেজগারের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে (এরূপ) গোনাহহীন কাজকেও এড়িয়ে চলে (যাতে গোনাহের সূত্র হওয়ার আশঙ্কা আছে।)

–তিরমিযী, মিশকাত : ২৪২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হারাম, মাকরূহ ও সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক মুবাহ (জায়েয) কাজও যদি ত্যাগ না করে, তা হলে সে পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকী [আল্লাহভীরু]

www.banglakitab.weebly.com

হতে পারবে না। যেমন : যার স্ত্রী নেই, সে পেট ভরে খাবে না। সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। কেননা এর ফলে যৌন উত্তেজনা প্রবল হয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন করতে পারলে তাকওয়ার [আল্লাহভীতির] উঁচু স্তরে উন্নীত হতে পারবে।

(٧٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ فِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ صَلٰوةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ـ

(رواه احمد، مشكوة : ٢٤٣)

সহজ তরজমা

(৭৬৯) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : যে ব্যক্তি দশ মুদ্রায় একটি কাপড় ক্রয় করেছে, যার মধ্যে একটি মুদ্রা হারাম ছিল। যতক্ষণ ওই কাপড়টি তার পরণে থাকবে, ততক্ষণ তার নামায কবুল হবে না।

-আহমদ, মিশকাত : ২৪৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কবুল না হওয়ার অর্থ হল, পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব পাবে না। কিন্তু নামায হয়ে যাবে। তবে অপূর্ণ থাকবে। যেমন : লেংড়া, কানা ও বোবা ব্যক্তিকেও মানুষ বলা হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। নিখুঁত নয়। এখানেও অদ্রূপ।

اَلْاِسْتِبْرَاءُ عَنِ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে থাকা

(٧٧٠) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَايَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى عَنِ الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةٌ وَاِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ـ

(متفق عليه، مشكوة : ٢٤١)

সহজ তরজমা

(৭৭০) হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট আর উভয়ের মধ্যে রয়েছে অনেক

www.banglakitab.weebly.com

সন্দেহজনক বস্তু। যেগুলি (হালালের অন্তর্ভুক্ত নাকি হারামের অন্তর্ভুক্ত সে) সম্পর্কে অনেকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহের বস্তুকে পরিহার করে চলবে, তার দীন এবং আবরু-ইজ্জৎ মান-সম্মান পাক-ছাফ থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহের কাজে লিপ্ত হবে, সে অচিরেই হারামেও লিপ্ত হয়ে পড়বে! ফলে তার দীন এবং মান-সম্মান কলুষিত হবে। যেমন : যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার ধারে চরাবে। খুব সম্ভব তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার ভিতরেও মুখ ঢুকিয়ে দিবে। তোমরা স্মরণ রেখো! প্রত্যেক বাদশাই নিজ পশুপালের চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) বানিয়ে রাখেন। তদ্রুপ (সকল বাদশার বাদশাহ) আল্লাহ তা'আলা হারামসমূহকে নিষিদ্ধরূপে নির্ধারণ করে রেখেছেন। তোমরা আরও স্মরণ রেখো! মানব দেহের ভিতরে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহই ঠিক থাকে। আর তার বিকৃতি ঘটলে সমগ্র দেহেরই বিকৃতি ঘটে। সেই মাংসপিণ্ডটি হল (জ্ঞানের আধার) অন্তকরণ। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৪১

اَلْحَلْفُ فِى الْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ করা

(٧٧١) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ! فَاِنَّهٗ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

(رواه مسلم، مشكوة :٢٤٣)

সহজ তরজমা

(৭৭১) হযরত আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে অধিক কসম খাওয়া থেকে সতর্ক থেকো! এতে মাল বেশি বিক্রি হয়; কিন্তু বরকত নষ্ট হয়ে যায়।-মুসলিম, মিশকাত : ২৪৩

(٧٧٢) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

(رواه مسلم، مشكوة : ٢٤٣)

সহজ তরজমা

(৭৭২) হযরত আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন শ্রেণী মানুষ আছে, যাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে

www.banglakitab.weebly.com

কোনো কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের (করুণার) দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের (গোনাহ মাফ করে) পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করবেন না। এমনকি তাদের জন্য নির্ধারিত আছে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব।

হযরত আবূ যর রাযি. এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাদের জন্য তো অধঃপতন ও ধ্বংস। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- (১) যে ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরে (২) যে ব্যক্তি উপকার করে খোঁটা দেয় (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের মাল চালু করার চেষ্টা করে। -মুসলিম, মিশকাত : ২৪৩

(٧٧٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٢٤٣)

সহজ তরজমা

(৭৭৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অধিক কসম খাওয়ায় মালের কাটতি বাড়ে; তবে তা বরকত দূর করে দেয়। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৪৩

اَلرِّبٰوا

সুদ প্রসঙ্গ

(٧٧٤) وَعَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَآءٌ ـ رواه مسلم، مشكوة : ٢٤٤

সহজ তরজমা

(৭৭৪) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত (অভিশাপ) করেছেন যে সুদ খায় তার প্রতি, যে সুদ দেয় তার প্রতি, যে সুদের দলীল লেখে তার প্রতি, যে দু'জন সুদের সাক্ষী হয় তাদের প্রতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, (গোনাহগার সাব্যস্ত হওয়ায়) তারা সকলেই সমান।

-মুসলিম, মিশকাত : ২৪৪

(٧٧٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى اَحَدٌ اِلَّا اَكَلَ الرِّبٰوا فَاِنْ لَمْ يَاْكُلْهُ اَصَابَهٗ مِنْ بُخَارِهٖ وَيُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ ـ (رواه احمد و ابو داؤد، مشكوة : ٢٤٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৭৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকদের উপর এমন যুগ আসবে, যখন (সুদী কারবার ব্যাপক হয়ে পড়বে, এমনকি) একটি লোকও সুদের ব্যবহার থেকে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি না খেলেও সুদের ধুঁয়া বা ধুলা তাকে স্পর্শ করবে।

-আহমদ, আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৪৫

(٧٧٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْهَمُ رِبٰوا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُمْ يَعْلَمُ اَشَدَّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ زَنِيَّةً ـ (رواه احمد و الدارقطنى ، مشكوة : ٢٤٥.٤٦)

সহজ তরজমা

(৭৭৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা রাযি. [যিনি ফিরিশতাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুদের মাত্র একটি রৌপ্য-মুদ্রাও যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে খায়, তার গোনাহ ছত্রিশ বার যিনা করা অপেক্ষা বেশী।

-আহমদ, দারাকুতনী, মিশকাত : ২৪৫-৪৬

(٧٧٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءً اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ ـ (رواه ابن ماجة مشكوة : ٢٤٦)

সহজ তরজমা

(৭৭৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুদের গোনাহে সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ হল, কোনো ব্যক্তি নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে। -ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৪৬

(٧٧٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ اٰكِلَةُ الرِّبٰوا ـ

(رواه احمد ، مشكوة : ٢٤٦)

সহজ তরজমা

(৭৭৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মে'রাজের রাতে আমি এমন এক শ্রেণীর লোকদের নিকট গিয়ে পৌঁছুলাম, যাদের পেট ঘরের মতো বড় এবং তার ভিতরে রয়েছে বহু সাপ, যা বাইর থেকে

www.banglakitab.weebly.com

দেখা যায়। আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম : হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর। –আহমাদ, মিশকাত : ২৪৬

حُكْمُ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا

ঋণের দ্বারা মুনাফাখোরীর হুকুম

(٧٧٩) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ لَا يَرْكَبُهُ وَلَا يَقْبَلُهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ ـ (رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٢٤٦)

সহজ তরজমা

(৭৭৯) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা, বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে ধার দেয়, এরপর ধার গ্রহিতা যদি দাতাকে কোনো হাদিয়া বা উপহার দেয়, তবে তা গ্রহণ করবে না। যদি গ্রহিতা তার যানবাহনের উপর ধারদাতাকে বসাতে চায়, তবে তার উপর বসবে না। অবশ্য যদি ধার নেওয়ার পূর্ব থেকে তাদের মধ্যে ওইরূপ ব্যবহার চালু থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৪৬

(٧٨٠) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَاْخُذْ هَدِيَّةً ـ (رواه البخارى، مشكوة : ٢٤٦)

সহজ তরজমা

(৭৮০) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ধার দিলে ধার দাতা ধার গ্রহিতার নিকট থেকে কোনো উপহার-হাদিয়া গ্রহণ করবে না। –বুখারী, মেশকাত : ২৪৬

تَعْظِيْمُ اَمْرِ الدَّيْنِ

ঋণের লেনদেন যথাযথ করার প্রতি গুরুত্বারোপ

(٧٨١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ٢٥٢)

সহজ তরজমা

(৭৮১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অপর লোকের মাল (ঋণরূপে) গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার নিয়তে,

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা তার ঋণ পরিশোধ (করার কাজে সাহায্য) করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে ঋণ-দাতার মাল হালাক (নষ্ট ও আত্মসাৎ) করার নিয়তে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন। -বুখারী, মিশকাত : ২৫২

(٧٨٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٢٥٢)

সহজ তরজমা

(৭৮২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহীদের সমস্ত গোনাহই মাফ করা হয় ঋণ ব্যতীত।

-মুসলিম, মিশকাত : ২৫২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শহীদের সগিরা-কবিরা সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার কোনো হক তার উপর থাকলে, তা মাফ হয় না। তা আর্থিক হক হোক বা আচরণগত হক হোক।

ইবনে মালিক রহ. বলেন : পানিতে ডুবে যারা শহীদ হয়, তাদের সব হক মাফ হয়ে যায়। যেমন : ইবনে মাজাহ শরীফে আবু উবাদা থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে।

(٧٨٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهٖ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ ـ

(رواه الشافعى واحمد، مشكوة : ٢٥٢)

সহজ তরজমা

(৭৮৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি (মৃত্যুর পর তার মর্যাদা লাভে) বাধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ঋণের কারণে যতক্ষণ না তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়।

-শাফিঈ, আহমাদ, মিশকাত : ২৫২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে সে ঋণ উদ্দেশ্য, যা অনর্থক কাজে ব্যয় করেছে। পক্ষান্তরে ওয়াজিব হক আদায় করার জন্য ঋণ নিয়ে থাকলে কিংবা আদায় করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য না থাকলে অথবা ঋণ আদায় হয় পরিমাণ সম্পদ রেখে গেলে, তার জান্নাতে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

(٧٨٤) وَعَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَا سُوْرٌ بِدَيْنِهٖ يَشْكُوْ اِلٰى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(رواه فى شرح السنة ، مشكوة : ٢٥٢)

সহজ তরজমা

(৭৮৪) হযরত বারা ইবনে আযের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঋণী ব্যক্তি (মৃত্যুর পর আপন মর্যাদার স্থানে পৌঁছতে পারে না) ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকার অভিযোগ করতে থাকে তাঁর পালনকর্তার নিকট। –শরহুছ ছুন্নাহ, মেশকাত : ২৫২

(٧٨٥) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ رض قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوْضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَصَرَهٗ قِبَلَ السَّمَآءِ فَنَظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهٗ وَوَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى جَبْهَتِهٖ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ قَالَ فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَرَ اِلَّا خَيْرًا حَتّٰى اَصْبَحْنَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِىْ نَزَلَ قَالَ فِى الدَّيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى دَيْنُهٗ ـ

(رواه احمد، شرح السنة، مشكوة : ٢٥٣)

সহজ তরজমা

(৭৮৫) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযি. বলেন : একবার আমরা মসজিদের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় বসেছিলাম যেখানে জানাযা রাখা হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে চোখ ওঠালেন। এরপর দৃষ্টিকে অবনত করে কপালের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হল!

(বর্ণনাকারী বলেন) আমরা একদিন একরাত চুপই থাকলাম। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে (কোন মন্দ দেখলাম না) সব ভালোই দেখ লাম। পরবর্তী দিন ভোর হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, কী কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে ? তিনি বললেন, ঋণ সম্পর্কে কঠোরতা (ওহী মারফত) অবতীর্ণ হয়েছে?

www.banglakitab.weebly.com

ওই খোদার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয় এবং জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয় এবং পুনরায় জীবন লাভ করে আর তার উপর ঋণ থেকে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যাবৎ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।

–আহমাদ, মিশকাত : ২৫৩

فَضْلُ التَّاجِرِ الصَّدُوْقِ

সৎ-নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীর মর্যাদা

٧٨٦) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٢٤٣)

সহজ তরজমা

(৭৮৬) হযরত আবূ সাঈদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সত্যবাদী, আমানতদার বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ব্যক্তি (কেয়ামত দিবসে) নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের দলে থাকবেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ২৪৩

(٨٧٨) وَعَنْ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ ـ (رواه ابن ماجة والدارمى، مشكوة : ٢٥١)

সহজ তরজমা

(৮৭৮) হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমদানিকারক লাভবান হবে। পক্ষান্তরে গুদামজাতকারী হবে অভিশপ্ত। –ইবনে মাজাহ, দারামী, মিশকাত : ২৫১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

جالب বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্যসামগ্রী কিনে বাজারে এনে জমা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দু'আ করেছেন। চোরাচালানের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মালপত্র পরিবহন করা জায়েয। অনেকে এটাকে নাজায়েয মনে করেন, এটা ঠিক নয়। তবে এর দ্বারা যদি সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি ও জনগণের অপকার হয়, তা হলে ভিন্ন কথা।

মজুদদারি হল, সস্তার সময় পণ্যদ্রব্য কিনে রেখে চড়া মূল্যের অপেক্ষা করতে থাকা আর মূল্য বাড়লে মাল বিক্রি করা। এটা নাজায়েয। তবে মূল উৎপাদক যদি স্টক করে রাখে, তা হলে তা নাজায়েয নয়।

www.banglakitab.weebly.com

(٧٨٨) يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ ـ (رواه ابو داؤد ، مشكوة : ٢٤٣)

সহজ তরজমা

(৭৮৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায় বেহুদা কথা এবং নিষ্প্রয়োজন কসম করা হয়ে থাকে। (যা গুনাহে পরিগণিত) তার প্রায়শ্চিত্তে তোমরা ব্যবসা করার সঙ্গে সঙ্গে সদকা, দান-খয়রাতও বিশেষভাবে করো। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ২৪৩

وَعِيْدُ التَّاجِرِ الْخَائِنِ

খিয়ানতকারী ব্যবসায়ীর প্রতি হুঁশিয়ারী

(٧٨٩) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ ـ

(روا الترمذى، مشكوة : ٢٤٤)

সহজ তরজমা

(৭৮৯) উবায়েদ ইবনে রেফা'আ রাযি. তাঁর পিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যবসায়ীগণ কিয়ামত দিবসে হাশর-ময়দানে উপস্থিত হবে ফাসেক ফাজের-বদকারদের দলে। অবশ্য যেসব ব্যবসায়ী মুত্তাকী-পরহেজগার হন, নেককার হন এবং সত্যবাদী হন তাঁরা অদ্রুপ হবেন না। –তিরমিযী, মিশকাত : ২৪৪

اَلْوَعِيْدُ عَلَى الْغَشِّ

ধোঁকাবাজির প্রতি হুঁশিয়ারী

(٧٩٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهٗ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهٗ بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اَفَلَا جَعَلْتَهٗ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٢٤٨)

সহজ তরজমা

(৭৯০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার (বিক্রয় করার জন্য স্তূপীকৃত) খাদ্যবস্তুর একটি স্তূপের নিকট দিয়ে গমনকালে এর

www.banglakitab.weebly.com

ভিতরে হাত ঢুকালেন। স্তূপের ভিতরে হাতে ভিজা অনুভব হল। ওই স্তূপের মালিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির পানিতে এগুলি ভিজে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ভিজাগুলোকে স্তূপের উপরে কেন রাখলে না, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করবে, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। –মুসলিম, মিশকাত : ২৪৮

(٧٩١) وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهْ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ اَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ ـ (رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٢٤٩)

সহজ তরজমা

(৭৯১) হযরত ওয়াসেলা বিন আছকা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি কোনো দোষী পণ্য তার দোষ না জানিয়ে বিক্রি করবে, সে সর্বদা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত থাকবে অথবা বলেছেন, সদা তার প্রতি ফেরেশতাগণ লা'নত ও অভিশাপ করবে। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৪৯

اَلْغَصْبُ

জবর দখল করা

(٧٩٢) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٢٥٤)

সহজ তরজমা

(৭৯২) হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কারো এক বিগত জমি জবর দখল করেছে, কেয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমিন বেড়িরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ২৫৪

(٧٩٣) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرَضِيْنَ ـ (روا ه البخارى، مشكوة : ٢٥٦)

সহজ তরজমা

(৭৯৩) তাবিঈী সালেম তার পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি

www.banglakitab.weebly.com

অন্যায়ভাবে কারো কিছু জমিন দখল করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। -বুখারী, মিশকাত : ২৫৪

((٧٩٤) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ اَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ اَنْ يَّحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ ـ (رواه احمد، مشكوة : ٢٥٦)

সহজ তরজমা

(৭৯৪) হযরত ইয়ালা ইবনে মুররা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- যে অন্যায়ভাবে কারো কোনো জমি দখল করেছে, তাকে তার মাটি (মাথায় করে) হাশরের মাঠে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে।

-আহমাদ, মিশকাত : ২৫৬

(٧٩٥) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ كَلَّفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّحْفِرَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰخِرَ سَبْعِ اَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ ـ
(رواه احمد، مشكوة : ٢٥٦)

সহজ তরজমা

(৭৯৫) হযরত ইয়ালা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিগত জমি দখল করে, তাকে আল্লাহ সাত তবক জমিনের শেষ পর্যন্ত খুঁড়তে বাধ্য করবেন। এরপর তার গলায় তা শিকলরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে, যাবৎ না মানুষের বিচার শেষ করা হয়।

-আহমাদ, মিশকাত : ২৫৬

(٧٩٦) وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ حَدَّثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ ـ (رواه مسلم)

সহজ তরজমা

(৭৯৬) হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে চারটি বিষয় বলেছেন- (১) আল্লাহ পাক অভিশাপ দেন ওই ব্যক্তিকে, যে গায়রুল্লাহর [আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও] নামে জবাই করে। (২) আল্লাহ লা'নত করেন ওই ব্যক্তির উপর, যে তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়। (৩) আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করেন ওই ব্যক্তির উপর, যে কোনো বিদ'আতীকে

www.banglakitab.weebly.com

আশ্রয় দেয় এবং (৪) আল্লাহ অভিশাপ দেন ওই ব্যক্তিকে, যে জমির পার্থক্য নির্ণয়ক চিহ্নসমূহের (অর্থাৎ আইল, সিমানা পিলার ইত্যাদির) পরিবর্তন সাধন করে। -মুসলিম

وَبَالُ الظُّلْمِ

জুলুমের পরিণাম

(٧٩٧) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِى الظَّالِمَ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ـ (الاية) ـ (متفق على، مشكوة : ٤٣٤)

সহজ তরজমা

(৭৯৭) হযরত আবূ মূসা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে (এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত) অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন আর তাকে ছাড়েন না। এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন : "তোমার প্রভুর ধরা এরূপ যে, তিনি যখন অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন....." শেষ পর্যন্ত।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪৩৪

(٧٩٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٤٣٥)

সহজ তরজমা

(৭৯৮) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় কিয়ামতের দিন হকদারকে তার প্রাপ্য হক পরিশোধ করা হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরি থেকে শিং বিহীন বকরির প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

-মুসলিম, মিশকাত : ৪৩৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সেদিন এমন ন্যায়বিচার হবে যে, পশু-পাখিদের থেকেও পরস্পরের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। কাউকে সেদিন ছেড়ে দেওয়া হবে না।

(٧٩٩) عَنْ عَلِىٍّ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّمَا يَسْئَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَقَّهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهٗ ـ (رواه البيهقى ، مشكوة : ١٥٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৭৯৯) হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি অত্যাচারিতের (মজলুমের) বদ-দু'আ হতে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা সে আল্লাহর কাছে নিজের অধিকার প্রার্থনা করে। আল্লাহ কোনো হকদারকে তার হক থেকে অর্থাৎ হক আদায়ে বাধা দেন না।

(٨٠٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ۔ (متفق عليه ، مشكوة : ١٥٥)

সহজ তরজমা

(৮০০) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা মাজলুমের বদদু'আকে ভয় কর। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। (অর্থাৎ তা তৎক্ষণাৎ কবুল হয়ে যায়।) –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ১৫৫

(٨٠١) وَعَنْ اَبِىْ حُرَّةَ الرَّقَاشِىِّ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لَا تَظْلِمُوْا! اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِأٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ۔ (رواه البيهقى، مشكوة : ٢٥٥)

সহজ তরজমা

(৮০১) হযরত আবূ হুররা রাক্কাশী তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! কেউ কারো উপর জুলুম করবে না। সাবধান! কারো মাল তার অন্তরের সন্তুষ্টি ব্যতিত কারো জন্য হালাল নয়। –বাইহাকী, মিশকাত : ২৫৫

اَلْمُفْلِسُ الْحَقِيْقِىُّ مَنْ هُوَ

প্রকৃত নিঃস্ব কে ?

(٨٠٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ؟ فِيْنَا مَنْ لَادِرْهَمَ لَهٗ وَلَامَتَاعَ۔ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ وَيَاْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ۔ (رواه مسلم، مشكوة : ٤٣٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮০২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জান দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের নিকট তো সেই ব্যক্তিই দরিদ্র যার টাকা-কড়ি ও ধন-সম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তিই (সর্বাপেক্ষা) দরিদ্র হবে, যে দুনিয়া থেকে নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে। সাথে সাথে ওই লোকদেরও নিয়ে আসবে, যাকে সে গালি দিয়েছে, যাকে অপবাদ দিয়েছে, যার সম্পদ খেয়েছে, যাকে হত্যা করেছে, যাকে প্রহার করেছে। এরপর তার পুণ্যগুলো এদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে। যখন তার পুণ্য শেষ হয়ে যাবে আর লোকদের হক তখনও বাকি থাকবে, তখন পাওনাদারদের পাপসমূহ তার উপর ঢেলে দেওয়া হবে, এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

-মুসলিম, মিশকাত : ৪৩৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসের আলোকে আমাদেরকে নিজেদের জীবনাচার নিয়ে ভাবতে হবে। নেকআমল করার চেয়ে নেক আমল গুরুত্বসহ রক্ষা করতে হবে। বান্দার হক যেন বিন্দুমাত্র নষ্ট না হয়, সে দিকে খুব সচেতন থাকতে হবে। আমার দ্বারা যেন কারো আর্থিক, শারীরিক, মানসিক কষ্ট না হয় এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

هِجْرَانُ الْمُسْلِمِ

মুসলমানের পরস্পরের সম্পর্কেচ্ছেদ

(٨٠٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ـ

(رواه احمد وابو داؤد، مشكوة : ٤٢٨)

সহজ তরজমা

(৮০৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, অপর কোনো মুসলমান ভাইয়ের (প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে) সাক্ষাৎ ত্যাগ করবে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সময় অপর ভাইকে ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করল, সে দোযখে প্রবেশ করল।

-আহমদ, আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪২৮

(٨٠٤) وَعَنْ اَبِىْ خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهٖ ـ

(رواه ابو داؤد، مشكوة : ٤٢٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮০৪) হযরত আবূ খেরাশ সুলামী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার কোনো (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, সে যেন তার রক্ত প্রবাহিত করল (অর্থাৎ হত্যা করল)। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪২৮

(٨٠٥) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ ـ

(رواه ابوداؤد، مشكوة : ٤٢٨)

সহজ তরজমা

(৮০৫) হযরত আবূ দারদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দিব না– যার মর্যাদা রোযা, সদকা এবং নামায থেকেও উত্তম? আমরা বললাম, হাঁ বলুন। তিনি বললেন : দু'মুসলমানের মধ্যে আপস করানো। যে ব্যক্তি ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে, সে মস্তক মুণ্ডনকারী। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪২৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ বা মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা ও মিল-মহব্বত সৃষ্টি করে দেওয়ার মর্যাদা নফল নামায, রোযা ও দান সদকা থেকে উত্তম। তবে কিছু কিছু সমঝোতা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, ফরয ইবাদতের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

اَلْحَسَدُ وَ الْبَغْضَاءُ

হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা

(٨٠٦) وَعَنِ الزُّبَيْرِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ ـ (رواه احمد، والترمذى، مشكوة : ٤٢٨)

সহজ তরজমা

(৮০৬) হযরত যুবাইর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্বেকার উম্মতসমূহের ব্যাধি তোমাদের দিকেও সংক্রমিত হয়েছে। অর্থাৎ হিংসা ও শত্রুতা। আর এটা হল মুণ্ডনকারী। আমি মাথার চুল মুণ্ডানোর কথা বলছি না বরং এর দ্বারা দীনের মুণ্ডন বা মূলোচ্ছেদ বুঝাচ্ছি।

–আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত: ৪২৮

www.banglakitab.weebly.com

(٨٠٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

(رواه ابو داؤد ، مشكوة : ٤٢٨)

সহজ তরজমা

(৮০৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা হিংসা সৎকর্মসমূহকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪২৮

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মন্দের বা গোনাহের কারণে নেকী বিলুপ্ত হয় না বরং তার বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর নেককাজ গোনাহকে বিলুপ্ত করে দেয়।

اَلْخِيَانَةُ وَ الْغَشُّ

বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোঁকার নিন্দাবাদ

(٨٠٨) وَعَنْ اَبِىْ صِرْمَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ رواه ابن ماجة والترمذى، مشكوة : ٤٢٨

সহজ তরজমা

(৮০৮) হযরত আবূ সিরমাহ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিবে, আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে বিপদে ফেলবে, আল্লাহ তাকে বিপদে ফেলবেন। –ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত : ৪২৮

(٨٠٩) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَبِهٖ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٢٨)

সহজ তরজমা

(৮০৯) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোনো ঈমানদারকে কষ্ট দেয় অথবা তার সঙ্গে প্রতারণা করে। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪২৮

www.banglakitab.weebly.com

উত্তম ব্যবহার ও আত্মীয়তা বজায় রাখা

(٨١٠) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأَلَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ ـ

(متفق عليه، مشكوة : ٤١٩)

সহজ তরজমা

(৮১০) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার জীবিকার বৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ূ কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪১৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জীবনায়ু বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল, অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে সক্ষম হওয়া। স্বচ্ছলতা ও পবিত্র জীবন লাভ করা। সুনাম বৃদ্ধি পাওয়া। নেক সন্তান লাভ করা ইত্যাদি।

(٨١١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَاتَصِلُوْنَ بِهٖ اَرْحَامَكُمْ! فَاِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْاَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْاَثَرِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٢٠)

হজ তরজমা

(৮১১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নিজেদের বংশসমূহের এ পরিমাণ পরিচয় অর্জন কর, যাতে তোমরা নিজেদের আত্মীয়তার হক আদায় করতে পার। কেননা আত্মীয়তা রক্ষার দ্বারা আপনজনদের মধ্যে সম্প্রীতি, ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৪২০

(٨١٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِى الْعُمُرِ ـ

সহজ তরজমা

(৮১২) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সদকা (বা দান-খয়রাত) অপমৃত্যু হতে রক্ষা করে। আর স্বজনদের সঙ্গে সদাচার আয়ু বৃদ্ধি করে। (অর্থাৎ তা আয়ু বৃদ্ধির মাধ্যম হয়।)

www.banglakitab.weebly.com

(٨١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهٖ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رض (هداية اخرين : ٦٤٢)

সহজ তরজমা

(৮১৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়দের প্রতি (জন্য) খরচ করা সর্বোত্তম সদকা। ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদে এ হাদীসটি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

–হেদায়া আখেরাইন : ৬৪১

(٨١٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا ـ
(رواه البخارى، مشكوة : ٤١٩)

সহজ তরজমা

(৮১৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময়ে তা পালন করে বরং সেই ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করার পর সে তা পুনঃস্থাপন করে। –বুখারী, মিশকাত : ৪১৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থ হল, আত্মীয়-স্বজনের ওয়াজিব হক আদায় করা। যাদের খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব, তাদের খোরপোশ দেওয়া। আর যাদের খোরপোশ ওয়াজিব নয়, মাঝে মধ্যে তাদের জন্য হাদিয়া উপহার ইত্যাদি পাঠানো। তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া। দেখা-সাক্ষাত করা। এটাও সম্ভব না হলে অন্তত চিঠি বা টেলিফোনে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া, কুশল বিনিময় করা।

اَلتَّحْذِيْرُ عَنْ قَطْعِ الرَّحِمِ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে বাঁচার তাগিদ

(٨١٥) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٤١٩)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮১৫) হযরত জুবাইর ইব্নে মুত্য়িম রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪১৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

'জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না' এর অর্থ হল, প্রথমে জান্নাতে যেতে পারবে না। শাস্তি ভোগ করে পরবর্তীতে ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

(٨١٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ ـ

(رواه البيهقي، مشكوة : ٤٢٠)

সহজ তরজমা

(৮১৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে গোত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে, সে গোত্রে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না। –বায়হাকী, মিশকাত : ৪২০

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তার এ কাজের প্রতি সমর্থন করে এমনকি তার এ দুষ্কর্মের প্রতি ভর্ৎসনাও করে না তবে এমন সব লোকের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না। রহমত অর্থ এখানে বৃষ্টিও হতে পারে। সম্পর্ক ছিন্নের কারণে যথাসম্ভব বৃষ্টিপাত হয় না।

(٨١٧) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَحْرٰى اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَايَدَّخِرُ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٢٠)

সহজ তরজমা

(৮১৭) হযরত আবূ বাকরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করা অপেক্ষা কোনো পাপই এত জঘন্য নয়, তার জন্য তা জমা করে রাখেন। –তিরমিযী ও আবূ দাউদ

www.banglakitab.weebly.com

اَلْبِرُّ بِالْوَالِدَيْنِ

মাতা-পিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার

(٨١٨) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ـ

(رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٤٢١)

সহজ তরজমা

(৮১৮) হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কী হক আছে ? তিনি বললেন: তারা উভয়ই তোমার বেহেশত দোযখ। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪২১

(٨١٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٤٢١)

সহজ তরজমা

(৮১৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪২১

(٨٢٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلٰى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ٤٢١)

সহজ তরজমা

(৮২০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোনো সদাচরণকারী সন্তান আপন মাতা-পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি 'মকবুল হজ্ব' লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার দৃষ্টিপাত করে ? তিনি বললেন : হাঁ, আল্লাহ অতি মহান, অতি পবিত্র। –বায়হাকী, মিশকাত : ৪২১

www.banglakitab.weebly.com

(٨٢١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٤١٨)

সহজ তরজমা

(৮২১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তার নাসিকা ধূলিমলিন হোক অপমানিত হোক। তার নাসিকা ধূলিমলিন হোক । তার নাসিকা ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কে সে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতার কোনো একজনকে অথবা উভয় জনকে তাদের বার্ধক্য অবস্থায় পেল, অথচ সে বেহেশতে প্রবেশ করল না।

–মুসলিম, মিশকাত : ৪১৮

عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ

পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা

(٨٢٢) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ٤٢١)

সহজ তরজমা

(৮২২) হযরত আবূ বাকরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক গুনাহ থেকে আল্লাহ তা'আলা যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার নাফরমানী (ক্ষমা করেন না) বরং এর শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনেই প্রদান করেন। –বায়হাকী, মিশকাত : ৪২১

(٨٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَاعَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ـ

(رواه النسائ، مشكوة : ٤٢٠)

সহজ তরজমা

(৭২৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দয়া করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদ্যপানকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। –নাসাঈ, মিশকাত : ৪২০

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَنَّان অর্থ অনুগ্রহ ও উপকার করে খোঁটা দানকারী। অনুগ্রহ করে খোঁটা দেওয়া অনুগ্রহ গ্রহণকারীর মনে কষ্ট দেওয়ার নামান্তর আর মুসলমানের মনে কষ্ট দেওয়া কাবা ভাঙার চেয়ে মারাত্মক।

مَاذَا يَفْعَلُ بَعْدَ مَوْتِ الْوَالِدَيْنِ

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য কী?

(٨٢٤) وَعَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رض قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَيْئٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا ـ

(رواه ابو داؤد و ابن ماجة ، مشكوة : ٤٢٠)

সহজ তরজমা

(৮২৪) হযরত আবূ উসাইদ সায়েদী রাযি. বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদাচরণ করার কোনো কিছু অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন : হাঁ, তাদের জন্য দু'আ ও ইসতেগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, শুধু তাদের সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। –আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪২০

(٨٢٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا ـ (رواه البيهقى ، مشكوة : ١٥٤)

সহজ তরজমা

(৮২৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি জুমায় তার পিতা-মাতা বা কোনো একজনের কবর যিয়ারত করে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তাকে সদাচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

–বায়হাকী, মিশকাত : ১৫৪

www.banglakitab.weebly.com

(٨٢٦) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْلَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُلَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا ۔ (رواه البيهقى، مشكوة : ٤٢١)

সহজ তরজমা

(৮২৬) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো পিতা-মাতা দু'জন কিংবা তাদের একজন এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে তাদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সে-ই তাদের জন্য সর্বদা দু'আ করে এবং তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চায়, ইসতেগফার করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

–বায়হাকী , মিশকাত : ৪২১

وَعِيْدُ الْكِبْرِ

অহংকারের উপর হুঁশিয়ারী

(٨٢٧) وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.
(متفق عليه ، مشكوة : ٤٣٣)

সহজ তরজমা

(৮২৭) হযরত হারেসা ইব্নে ওহাব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে বেহেশতবাসী সম্বন্ধে অবহিত করব না ? তারা হল দুর্বল লোক, যাদেরকে মানুষও দুর্বল মনে করে। কিন্তু খোদার কাছে তাদের এত সম্মান যে, তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, তা হলে তাকে অবশ্যই আল্লাহর তা'আলা সত্যে পরিণত করেন। (তিনি আরও বলেছেন,) আমি কি তোমাদেরকে দোযখীদের সম্বন্ধে অবহিত করব না? তারা হল অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদকারী, বদ-মেযাজী, অহংকারী। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪৩৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে ضَعِيْف অর্থ ওই ব্যক্তি, যে অহঙ্কারী নয়; বিনম্র আর مُتَضَعَّف অর্থ প্রচার বিমুখ; দুর্বল ও বিনয়ী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এত ভালোবাসেন যে, তাদের যবান আল্লাহ নষ্ট করেন না। তারা কোনো কথা বলে ফেললে আল্লাহ তা'আলা তা বাস্তবায়ন করে তাদের সম্মান রক্ষা করেন।

www.banglakitab.weebly.com

(٨٢٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ٢٣٣)

সহজ তরজমা

(৮২৮) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোনো ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে। –মুসলিম, মিশকাত : ২৩৩

(٨٢٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ٤٣٣)

সহজ তরজমা

(৮২৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে (পাপ-পঙ্কিলতা হতেও) পবিত্র করবেন না। অপর এক বর্ণনায় আছে: তাদের প্রতি (দয়ার) দৃষ্টিও দিবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি –বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহঙ্কারী ভিক্ষুক! –মুসলিম

(٨٣٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٤٣٣)

সহজ তরজমা

(৮৩০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন– অহঙ্কার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার পোশাক। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। –মুসলিম, মিশকাত : ৪৩৩

www.banglakitab.weebly.com

اَلْاِخْتِيَالُ وَالتَّكَبُّرُ

ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার

(٨٣١) خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِىْ حُلَّةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيْهَا فَاَمَرَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَاَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

(رواه الترمذى عن عبد الله بن عمر رضـ موفوعا)

সহজ তরজমা

(৮৩১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এক ব্যক্তি (কারো মতে কারূন) তার নতুন এক জোড়া কাপড় পরে ঔদ্ধত্যভাবে (বাইরে) বের হলে আল্লাহ জমিনকে আদেশ দিলেন, তাকে ধর। সুতরাং সে কিয়ামত পর্যন্ত ওই জমিনে ধসতেই থাকবে। –তিরমিযী : ২/ ৭২

(٨٣٢) وَعَنْ عُمَرَ رضـ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ ـ(رواه البيهقى، مشكوة : ٤٣٤)

সহজ তরজমা

(৮৩২) হযরত উমর রাযি. একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। সে নিজের কাছে ছোট এবং মানুষের চোখে সম্মানী হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে, আল্লাহ তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের চোখে তুচ্ছে পরিণত হয় এবং নিজের কাছে সে বড়। পরিশেষে সে মানুষের কাছে কুকুর কিংবা শূকর অপেক্ষা ঘৃণিত ও তুচ্ছে পরিণত হয়।

(٨٣٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ

www.banglakitab.weebly.com

يُسَمّٰى بَوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٣٣)

সহজ তরজমা

(৮৩৩) হযরত আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন অহঙ্কারীদেরকে পিপীলিকার মতো জড় করা হবে। অবশ্য আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। অপমান তাদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নিবে। 'বাওলাস' নামক জাহান্নামের কারাগারে দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। আগুনের অগ্নিশিখা তাদের উপর ছেঁয়ে যাবে। তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামীদের দেহ নিংড়ানো 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক কদর্য পুঁজ রক্ত। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৩৩

اَلْغَضَبُ

ক্রোধ

(٨٣٤) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ ـ
(رواه البيهقى، مشكوة :٤٣٤)

সহজ তরজমা

(৮৩৪) হযরত বাহয ইবনে হাকীম রহ. তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনিভাবে 'ছাবির' মধুকে নষ্ট করে দেয়।

–বায়হাকী, মিশকাত : ৪৩৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ক্রোধের কারণে ঈমানের পূর্ণতা ও নূর দূর হয়ে যায়। যা একসময় মূল ঈমান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারে। এজন্য ক্রোধের সময় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ ক্রোধ, আগুন থেকে সৃষ্টি আর পানি তাকে নিভিয়ে দেয়। ক্রোধ দেখা দিলে নিচের কাজগুলো করতে হবে।

(১) আউযুবিল্লাহ ..... পড়বে।
(২) দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে।
(৩) অযু বা গোসল করবে।
(৪) অন্যদিকে মনোনিবেশ করবে।
(৫) নামায বা যিকিরে লিপ্ত হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

(٨٣٥) وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

(رواه ابو داؤد، مكشوة : ٤٣٤)

সহজ তরজমা

(৮৩৫) হযরত আতিয়াহ ইবনে উরওয়াহ সা'দী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে সৃষ্টি আর শয়তান আগুনের সৃষ্টি। বস্তুত আগুন পানি দ্বারা নিভানো হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয়, তখন সে যেন ওযু করে নেয়। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪৩৪

(٨٣٦) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ ـ

(رواه احمد والترمذى ، مشكوة : ٤٣٤)

সহজ তরজমা

(৮৩৬) হযরত আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো রাগ আসে, তখন যদি সে দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন বসে যায়। যদি এতে রাগ চলে যায় ভালো। অন্যথায় যেন শুয়ে পড়ে। –আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত : ৪৩৪

اَلنَّهْىُ عَنْ تَصْوِيْرِ الْحَيَوَانِ وَالْوَعِيْدُ عَلَيْهِ

জীব-জন্তুর ছবি আঁকা এবং তোলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর হুঁশিয়ারী

(٨٣٧) وَعَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رض قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٣٨٥)

সহজ তরজমা

(৮৩৭) হযরত আবূ তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যাতে কুকুর রয়েছে এবং সেই ঘরেও না, যাতে আছে (প্রাণীর) ছবি।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৮৫

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নিষিদ্ধ ছবি যদি কোনো ঘরে টানানো/ঝুলানো থাকে বা নিষিদ্ধ কুকুর যদি কোনো ঘরে লালিত-পালিত হয়, তা হলে সে ঘরে আল্লাহর রহমত ও নিরাপত্তার ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

মূর্তি ও ছবির যেহেতু পূজা করা হয়, তাই ফেরেশতারা এ দুটির প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। আর কুকুর যেহেতু নাপাক ভক্ষণ করে এজন্য ফেরেশতারা কুকুর পছন্দ করেন না।

এখানে ছবি বলে প্রাণীর ছবি উদ্দেশ্য। কেননা প্রাকৃতিক ছবি, ফলমূলের ছবি, ফুলের ছবি অঙ্কন বা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা নিষিদ্ধ নয়। ইসলাম ছবি অঙ্কন ও মূর্তি তৈরির ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তেমনিভাবে কুকুর পালনও নিষেধ। কিন্তু ক্ষেত বা বাড়িঘর পাহারা দেওয়া ও শিকারের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি রয়েছে।

(٨٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ـ(متفق عليه ، مشكوة : ٣٨٥)

সহজ তরজমা

(৮৩৮) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন সব লোক, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদৃশ করে। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৪৫

(٨٣٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ اَلْمُصَوِّرُوْنَ ـ

(متفق عليه، مشكوة :٣٨٥)

হজ তরজমা

(৮৩৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ছবি প্রস্তুতকারীদের।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৮৫

(٨٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهٗ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهٗ فِىْ جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ فِيْهِ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٣٨٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৪০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। সে যতগুলো ছবি তৈরি করেছে (কিয়ামতের দিন), সেগুলির মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈরি করতে হয়, তা হলে গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরি কর, যার মধ্যে প্রাণ নাই।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৮৫

(٨٤١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَاُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُوْلُ اِنِّىْ وُكِّلْتُ بِثَلٰثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ ـ (وراه الترمذى، مشكوة : ٣٨٦)

সহজ তরজমা

(৮৪১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে এমন একটি ঘাড় বের হবে, যার দুটি চক্ষু থাকবে, যার দ্বারা সে দেখবে এবং দুটি নাক থাকবে, যার দ্বারা সে শুনবে এবং কথা বলার জন্য থাকবে রসনা। বলবে, আমাকে তিন শ্রেণীর লোকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (যাদেরকে জাহান্নামে টেনে আনব)। (এক) প্রত্যেক ঔদ্ধত যালিম, (দুই) ওই সকল লোক, যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মা'বুদ হিসাবে ডাকে এবং (তিন) ছবি অঙ্কনকারীদের জন্য।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৩৮৬

(٨٤٢) اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصُّوْرَةِ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ يُّصْنَعَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ ـ

(رواه البخارى)

সহজ তরজমা

(৮৪২) রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ফটো বা ছবি রাখতে নিষেধ করেছেন এবং আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হবে তাদের যারা ছবি তৈরি ও চিত্রাঙ্কন করে। –বুখারী

www.banglakitab.weebly.com

اَلْمُضَارَّةُ فِى الْوَصِيَّةِ

অসিয়নে (ওয়ারিসদের) ক্ষতি করা

(٨٤٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ـ

(رواه احمد والترمذى وابو داؤد ، مشكوة : ٢٦٥)

সহজ তরজমা

(৮৪৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : কোনো পুরুষ বা নারী ষাট বছর যাবত আল্লাহর ইবাদত উপাসনা করে, এরপর তাদের নিকট মৃত্যু এসে যায় আর তারা অসিয়ত দ্বারা ওয়ারিসের ক্ষতি করে। ফলে তাদের জন্য দোযখ আবশ্যক হয়ে যায়।

–আহমদ, তিরমিযি আবূদাউদ, মিশকাত : ২৬৫

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অসিয়তের মাধ্যমে ক্ষতি করার অর্থ হল, কারো জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা কিংবা কোনো ওয়ারিসকে সকল সম্পদ দান করে দিয়ে অন্যদেরকে বঞ্চিত করা।

(٨٤٤) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهٖ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٦٢٢)

সহজ তরজমা

(৮৪৪) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (অতিরিক্ত অসিয়ত দ্বারা) ওয়ারিসদের মিরাসের অংশ কেটেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জান্নাতের মিরাসের অংশ কাটবেন।

–ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৬২২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে, তার কোনো ওয়ারিস তার সম্পদ লাভ করে আল্লাহর নাফরমানিতে খরচ করবে, এর দ্বারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে, তা হলে তার জন্য তার সকল সম্পদ ভালোকাজে ব্যয় করা বা অন্য ওয়ারিসকে দান করে দেওয়া জায়েয। (আলমগীরী)

www.banglakitab.weebly.com

ওয়ারিসদের মধ্যে কেউ যদি দীনদারীর দিক থেকে অগ্রসর থাকে এবং তাকে অতিরিক্ত কোনো সম্পদ দান করতে চায়, তা হলে তা করা জায়েয।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْعَصَبِيَّةِ

পক্ষপাত থেকে নিষেধাজ্ঞা

(٨٤٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِىْ رَدِّىَ فَهُوَ يَنْزَعُ بِذَنْبِهٖ ـ

(رواه ابو داؤد، مشكوة : ٤١٧)

সহজ তরজমা

(৮৪৫) হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন– যে ব্যক্তি অন্যায়ের উপরে আপন গোত্রের সাহায্য করে, তার দৃষ্টান্ত সেই উটের মতো যা কূপে পতিত হয়েছে, এরপর তার লেজ ধরে টানা হচ্ছে।

–আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪১৭

(٨٤٦) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٤١٠)

সহজ তরজমা

(৮৪৬) হযরত জুবাইর ইব্নে মুতয়িম রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোকদেরকে আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে, নিজেও আসাবিয়্যাতের সমর্থনে যুদ্ধ করে এবং আসাবিয়্যাতের সমর্থনে মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি আমাদের দলের নয়। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৪১০

مَذَمَّةُ ذِى الْوَجْهَيْنِ

দ্বিমুখী স্বভাবের নিন্দাবাদ

(٨٤٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ اَلَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٤١١)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৪৭) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ওই ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আরেক মুখ নিয়ে তাদের কাছে আসে।

–মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪১১

(٨٤٨) وَعَنْ عَمَّارٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ ـ (مشكوة : ٤١٣)

সহজ তরজমা

(৮৪৮) হযরত আম্মার রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, কিয়ামতের দিন তার (মুখে) আগুনের জিহ্বা হবে।

–দারমী, মিশকাত : ৪১২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দ্বিমুখী নীতি হল, সামনে সামনে একধরনের কথা বলা আর পেছনে পেছনে অন্যরকম করা। উপস্থিতিতে নিজেকে কল্যাণকামী বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করা আর পেছনে পেছনে তার ক্ষতি করা।

(٨٤٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ـ (رواه الترمذى)

সহজ তরজমা

(৮৪৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা খারাপ তারাই যারা দু'মুখো। (অর্থাৎ কপটচারী মুনাফিকরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ।)

–তিরমিযী : ২/২৩

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى مَنْ لَمْ يُعْطِ اَجْرَ الْاَجِيْرِ

শ্রমিকের পাওনা আদায় না কারীর উপর চরম হুঁশিয়ারী

(٨٥٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ٢٥٨)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৫০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব- (ক) যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করেছে, (খ) যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছে এবং (গ) যে ব্যক্তি মজুরীতে রেখে তার নিকট থেকে পূর্ণ কাজ নিয়েছে অথচ তার মজুরী পূর্ণ করে নি।

-বুখারী, মিশকাত : ২৫৮

(٨٥١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجُفَّ عَرَقُهٗ ـ (رواه ابن ماجة، مشكوة : ٢٥٨)

সহজ তরজমা

(৮৫১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই আদায় করে দিবে।

-ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ২৫৮

اَلتَّحْذِيْرُ عَنِ الْفِتَنِ

ফিতনা-বিপর্যয়ের সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

(٨٥٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهٗ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ـ (رواه مسلم، مشكوة : ٤٦٢)

সহজ তরজমা

(৮৫২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের অংশ সদৃশ ফিতনায় পতিত হওয়ার পূর্বেই। যখন কোনো ব্যক্তি ভোরে উঠবে ঈমানদার হয়ে আর সন্ধ্যা করবে কুফরী অবস্থায়। সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় আর ভোরে উঠবে কাফির হয়ে, সে পার্থিব সামান্য সম্পদের বিনিময়ে নিজের দীন ও ঈমানকে বিক্রয় করে দিবে। -মুসলিম, মিশকাত : ৪৬২

(٨٥٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَنَهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ ـ (رواه الترمذى)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৫৩) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের শেষ দিকে (কিয়ামতের পূর্ব সময়) ভূমি-ধস, আকৃতি বিকৃতি এবং প্রস্তর বর্ষণ আযাব হবে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হব? তিনি বলেন : হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা ও অন্যায় প্রকাশ পাবে।

–তিরমিযী : ২/৪১

اَلْغِيْبَةُ

গীবত বা পরনিন্দা

(٨٥٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٤١٢)

সহজ তরজমা

(৮৫৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীগণকে) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান গীবত কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন : তোমার কোনো ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে (তাই গীবত)। জিজ্ঞাসা করা হল : আমি যা বলি, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে? বললেন, তখন তো তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, তা হলে তুমি তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটালে। –মুসলিম, মিশকাত : ৪১২

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গীবত মারাত্মক ও ভয়াবহ গোনাহ। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে এর নিন্দাবাদ করেছেন। গীবতকে "আপন মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ" বলে অভিহিত করেছেন। গীবত হল, কারো নিজের, পিতা-মাতার, ছেলে সন্তানের আচার-আচরণের ও সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ের দোষ আলোচনা করা। এটা মারাত্মক কবীরা গোনাহ। গীবতের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ব হল, যার গীবত করেছে, তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে, যদি সে এ বিষয়ে জেনে থাকে। যদি জেনে না থাকে বা সে অনেক দূরে থাকে, তা হলে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে।

www.banglakitab.weebly.com

ذَمُّ الْاِفْتِخَارِ بِالْاٰبَاءِ

বাপ-দাদার উপর গর্ব করার নিন্দাবাদ

(٨٥٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِاٰبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا اِنَّمَاهُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ اَوْلَيَكُوْنُنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِىْ يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِاَنْفِهٖ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ اَوْ فَاجِرٌ شَقِىٌّ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْاٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ ـ

(رواه الترمذى وابوداؤد ، مشكوة : ٤١٧ـ ٤١٨)

সহজ তরজমা

(৮৫৫) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকজন যেন তাদের বাপ-দাদার উপর গর্ব করা থেকে বিরত থাকে, যারা (মরে) দোযখের অঙ্গার হয়ে গেয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা ময়লার কীট অপেক্ষা ঘৃণিত হবে, যে কীট নিজের নাক দ্বারা ময়লাকে দোলা দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অহমিকা এবং বাপ-দাদার গর্ব দূরীভূত করে দিয়েছেন। অতএব মানুষ পরহেযগার মুমিন হবে অথবা পাপী দুর্ভাগা। মানবকূল সকলেই আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরি। –তিরমিযী ও আবূ দাউদ

لَمَّةُ الْمَلَكِ وَالشَّيْطَانِ

ফেরেশতা ও শয়তানের ছোঁয়া

(٨٥٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ اٰدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَاِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَاِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهٗ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ الْاُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٩)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৫৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের সাথে শয়তানের লাম্মা (ছোঁয়া) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি লাম্মা (ছোঁয়া) রয়েছে। শয়তানের লামা হল অমঙ্গলের ভীতি প্রদর্শন (যথা- দান করলে ধন কমে যাবে) এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। পক্ষান্তরে ফেরেশ্‌তার লাম্মা হল মঙ্গলের সুসংবাদ প্রদান (যথা- দানে তোমার ভালো হবে) এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন মনে করে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর এর জন্য যেন আল্লাহর শোকর আদায় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপর অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন-

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখিয়ে থাকে এবং অশ্লীলতার আদেশ করে থাকে। -তিরমিযী

(٨٥٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ قَالُوْا وَاِيَّاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِيَّايَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِيْ اِلَّا بِخَيْرٍ. (رواه مسلم ، مشكوة : ١٨)

সহজ তরজমা

(৮৫৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে তার জিন জাতীয় সহচরকে অথবা ফেরেশ্‌তা জাতীয় সহচরকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয় নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার সাথেও কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, সে কখনো আমাকে ভালো ব্যতীত (মন্দ কাজের) পরামর্শ দেয় না।

-মুসলিম, মিশকাত : ১৮

www.banglakitab.weebly.com

اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهٗ عَلَى الْمَاءِ

ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে

(٨٥٨) وَعَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهٗ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا ـ قَالَ ثُمَّ يَجِيْئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَاتَرَكْتُهٗ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ امْرَأَتِهٖ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ اَنْتَ قَالَ الْاَعْمَشُ اُرَاهُ فَيَلْتَزِمُهٗ ـ (رواه مسلم، مشكوة : ١٨)

সহজ তরজমা

(৮৫৮) হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। এরপর মানুষের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চারদিকে তার সৈন্য প্রেরণ করে। এদের মধ্যে তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সে-ই, যে সর্বাধিক বড় ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ এসে বলে, (প্রভু!) আমি এরূপ (অমঙ্গল) সাধন করেছি। সে তখন বলে, তুমি কিছু কর নাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর অপর একজন এসে বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শয়তান তাকে নৈকট্য দান করে বলে, বাহ! তুমি উত্তম (কাজ করেছ)। রাবী আ'মাশ বলেন : আমি মনে করি, জাবের রাযি. আরও বলেছেন, (হুযুর বলেছেন) এরপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে।

–মুসলিম, মিশকাত : ১৮

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدَهٗ اَوْ اَبْغَضَهٗ

যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন অথবা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন

(٨٥٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِئِيْلَ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبَّهٗ قَالَ فَيُحِبُّهٗ جِبْرِئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهٗ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ٤٢٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৫৯) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিব্‌রাঈল আ.-কে ডেকে বলেন: আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। এরপর জিব্‌রাঈল আ. তাকে ভালবাসতে থাকেন। তারপর আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস! তখন আকাশবাসীগণও তাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর সেই বান্দার জন্য যমীনেও জনপ্রিয়তা দান করা হয়। -মুসলিম, মিশকাত : ৪২৫

مَذَمَّةُ اِسْبَالِ الْاِزَارِ

লুঙ্গি, পাজামা (প্যান্ট) টাখনু গিরার নিচে পরিধান করায় উপর নিন্দা জ্ঞাপন

(٨٦٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا ـ

(متفق عليه، مشكوة : ٣٧٣)

সহজ তরজমা

(৮৬০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে বক্তি অহঙ্কারবশত টাখনুর নিচে লুঙ্গি-প্যান্ট ঝুলায়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। -মুত্তাঃ, মিশকাত : ৩৭৩

(٨٦١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٣٧٣)

সহজ তরজমা

(৮৬১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত পরিধেয় কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলাবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।

-মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৭৩

(٨٦٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهٗ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

(رواه البخارى، مشكوة : ٣٧٣)

www.banglakitab.weebly.com

(৮৬২) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এক ব্যক্তি অহঙ্কারবশত তার ইজার (লুঙ্গি-পাজামা) হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় মাটিতে তাকে ধসিয়ে দেওয়া হল। ফলে সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকবে। –বুখারী, মিশকাত : ৩৭৩

(٨٦٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِى النَّارِ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ٣٧٣)

সহজ তরজমা

(৮৬৩) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : টাখনুর নিচে ইযারের যে অংশ থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে।

–বুখারী, মিশকাত : ৩৭৩

(٨٦٤) وَعَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّىْ مُسْبِلاً اِزَارَهٗ قَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ اَمَرْتَهٗ اَنْ يَّتَوَضَّأَ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ صَلّٰى وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اِزَارَهٗ ـ (رواه ابو داؤد، مشكوة : ٧٣)

সহজ তরজমা

(৮৬৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন : একবার এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল, তখন তার লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : যাও ওযু কর, সে গেল এবং ওযু করল। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন তাকে ওযু করতে (ও নামায পুনঃ পড়তে) বললেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর করলেন, সে নামায পড়ছিল অথচ তার লুঙ্গি ঝুলানো আর আল্লাহ কবুল করেন না তার নামাযকে, যে আপন লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখে। –আবূ দাউদ, মিশকাত : ৭৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

টাখনুর নিচে লুঙ্গি বা পায়জামা পরিধান করলে ওযু নষ্ট হয় না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরূপ করেছেন।

(٨٦٥) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ

www.banglakitab.weebly.com

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ قَالَ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا ـ (رواه ابو داؤد ، ماجة ، مشكوة : ٧٣٤)

সহজ তরজমা

(৮৬৫) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : মুমিনের ইযার (লুঙ্গী, প্যান্ট ও পায়জামা) পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকা চাই, তবে এর নিচে টাখনু গিরার মধ্যবর্তী পর্যন্ত হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু টাখনুর নিচে যা থাকবে তা দোযখে যাবে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি তাকাবেন না। –আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৭৩৪

رَفْعُ الْاَمَانَةِ وَالْاِيْمَانِ

প্রকৃত আমানতদারী ও ঈমানের নূর ওঠে যাওয়া

٨٦٦. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخِرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظِلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظِلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهٗ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهٗ عَلٰى رِجْلِهٖ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لَايَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا حَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَجْلَدَهٗ مَا اَظْرَفَهٗ مَا اَعْقَلَهٗ وَمَا فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِىْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ

www.banglakitab.weebly.com

مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِيْنُهُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا ـ

(رواه مسلم : ٨٢ ج ١)

সহজ তরজমা

(৮৬৬) হযরত হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (এক, ঈমান অবতারিত হওয়া সম্পর্কে ও দুই, আমানত ওঠে যাওয়া সম্পর্কে।) আমি এর একটি (প্রথমটি দেখেছি আর দ্বিতীয়টি দেখার অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বয়ান করেছেন যে, (সর্বপ্রথম) মানুষের অন্তর মূলে তথা অন্তরের অন্তস্থলে ঈমান অবতীর্ণ (প্রক্রিয়াশীল) হয়েছে। এরপর কুরআন নাযিল হয়েছে। সাহাবীরা কুরআন ও হাদীস থেকে জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষার্জন করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আমানত তথা ঈমান বা ঈমানের নূর ওঠে যাওয়া সম্পর্কে বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন : মানুষ ঘুমালে পরে তার অন্তর থেকে আমানত তথা ঈমান ওঠিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর আমানতের চিহ্ন কালো বিন্দুর মতো বাকি থাকবে। এরপর ঘুমালে তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন আমানতের আলামত ফোসকা পড়ার মতো হবে। যেমন ঐ জ্বলন্ত কয়লা যাকে তুমি নিজের পায়ের উপর রেখে দাও অতঃপর তা ফোসকা পড়িয়ে দেয়, আর তুমি তাকে দেখ ফাঁপা ও উঁচু অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই (পানি ছাড়া)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পাথর হাতে নিয়ে তা আপন পায়ের ওপর রাখলেন। (অবশেষে মানুষের অবস্থা এমন হবে যে) মানুষেরা পরস্পরে লেন-দেন (ক্রয়-বিক্রয়) করবে, কিন্তু কেউ আমানত আদায়ের নিকটবর্তী হবে না। এমনকি বলা হবে অমুক গোত্রের মধ্যে এক বিশুদ্ধ লোক আছে এবং আরও বলা হবে কোনো ব্যক্তিকে যে, সে কতই না চালাক-চতুর, কতই না বিদ্যান-প্রজ্ঞাবান অথচ তার অন্তরে থাকবে না শস্য পরিমাণও ঈমান (হযরত হুযায়ফা রাযি. বলেন,) আমার উপর এমন যুগও অতিবাহিত হয়েছে, যাতে আমি যার সাথেই ক্রয়-বিক্রয় করেছি না কেন কোনো পরওয়া করিনি যদি সে মুসলমান হত, তা হলে সে অবশ্যই তার ঋণ আমাকে পৌঁছে দিত। আর যদি সে নাসারা-ইহুদি হত, তা হলে সে অবশ্যই তার অভিভাবক বা তার কর্মচারী কারো মাধ্যমে তা আমার কাছে পৌঁছে দিত। আর বর্তমানে (হুযায়ফা রাযি.-এর শেষ সময়ে) আমি অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট ক্রয়-বিক্রয় করি না।

– মুসলিম : ১/৮২

www.banglakitab.weebly.com

فَضَائِلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَفَضْلُ الدُّعَاءِ فِيْهِ

আরাফার দিনের ফযীলত ও তাতে দু'আর গুরুত্ব ও মর্যাদা

(٨٦٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ١٩٥)

সহজ তরজমা

(৮৬৭) আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সকল দু'আর শ্রেষ্ঠ দু'আ হল আরফার দিনের দু'আ এবং জিকিরসমূহ, যা আমি করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, তার শ্রেষ্ঠটি হল : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্‌মুল্‌কু, ওয়ালাহুল হামদু, ওহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর।" আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা তিনিই সর্বশক্তিমান। -তিরমিযী, মিশকাত : ১৯৫

(٨٦٨) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ كُرَيْزٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَارُاِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ اَصْغَرُ وَلَا اَدْحَرُ وَلَا اَحْقَرُ وَلَا اَغْيَظُ مِنْهُ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ اِلَّا لِمَا يَرَاى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللّٰهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ اِلَّا مَارُاِيَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقِيْلَ مَارُاِيَ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَاِنَّهٗ قَدْ رَاٰى جِبْرِئِيْلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ ـ(رواه مالك، مشكوة : ٢٢٩)

সহজ তরজমা

(৮৬৮) হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শয়তানকে কোনো দিন এত অধিক অপমানিত, এত অধিক ধিকৃত, এত অধিক হীন ও এত অধিক দুঃখিত দেখা যায় না আরাফার দিন অপেক্ষা। যেহেতু সে দেখতে থাকে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে, তাদের বড় বড় গোনাহ মাফ করা হচ্ছে; কিন্তু যা দেখা গিয়েছিল বদরের দিনে; (তা এটা অপেক্ষাও অধিক গুরুত্ব) সে দিন সে নিশ্চিতরূপে দেখেছিল, হযরত জিবরাইল আ. ফিরিশতাদেরকে সারিবন্দী করছেন।

-মালেক, মিশকাত : ২২৯

www.banglakitab.weebly.com

(٨٦٩) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِىْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ اَتَوْنِىْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاجِّيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ يَارَبِّ فُلَانٌ كَانَ يُرْهِقُ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةٌ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ۔

(رواه فى شرح السنة مشكوة : ٢٢٩)

সহজ তরজমা

(৮৬৯) হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আরাফার দিন হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে আসেন এবং হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট ফখর করেন এবং বলেন, দেখ, আমার বান্দাদের দিকে তারা আমার নিকট এসেছে এলোমেলো কেশে ধুলাবালি গায়ে, ফরিয়াদ করতে করতে বহু দূর দূরান্ত থেকে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি : আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে পরওয়ারদেগার ! অমুককে তো বড় গোনাহগার বলা হয় আর অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রীকেও। তখন আল্লাহপাক বলেন, আমি তাদেরও মাফ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এমন কোনো দিন নাই, যাতে দোযখ থেকে অধিক মুক্তি দেওয়া হয় আরাফার দিন অপেক্ষা। –শরহে ছুন্নাহ, মিশকাত : ২২৯

اَلْقَنَاعَةُ عَنِ الدُّنْيَا بِالْقَلِيْلِ

সামান্য দুনিয়া অর্জনে তুষ্ট থাকা

(٨٧٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَامِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَاِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهٖ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرٰى عَوْرَتُهٗ۔

(رواه البخارى، مشكوة : ٤٤٧)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৭০) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, নিশ্চয় আমি 'সুফ্ফা' বাসীদের মধ্য থেকে সত্তর জন লোককে দেখেছি যে, তাদের কোনো একজনের নিকটও একখানা চাদর ছিল না। হয়তো একখানা লুঙ্গি ছিল অথবা একখানা কম্বল, যা তারা নিজেদের ঘাড়ের সাথে পেঁচিয়ে রাখত। তা কারো অর্ধ গোড়ালী পর্যন্ত, আবার কারো টাখনু পর্যন্ত পৌছত। আর তারা তাকে নিজের হাতের দ্বারা ধরে রাখত– যেন সতর খুলে না পড়ে। –বুখারী, মিশকাত : ৪৪৭

(٨٧١) وَعَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رض قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُوْعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهٖ عَنْ حَجَرَيْنِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٤٨)

সহজ তরজমা

(৮৭১) হযরত আবু তালহা রাযি. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটের উপর এক একখানা পাথর বাঁধা; জামা তুলে তা দেখালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন কাপড় তুলে নিজের পেটের উপর দুইখানা পাথর বাঁধা দেখালেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৪৮

(٨٧٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهٗ اَصَابَهُمْ جُوْعٌ فَاَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً ـ (رواه الترمذى ، مشكوة : ٤٤٨)

সহজ তরজমা

(৮৭২) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার সাহাবায়ে কিরাম ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এক একটি করে খেজুর দিলেন। –তিরমিযী, মিশকাত : ৪৪৮

(٨٧٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهٖ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ ـ

(رواه احمد، مشكوة : ٤٤٩)

সহজ তরজমা

(৯৭৩) হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন, তখন তাঁকে বললেন : নিজেকে বিলাসিতা থেকে বাঁচিয়ে রেখ। কেননা আল্লাহর খাস বান্দাগণ বিলাসী জীবন যাপন করেন না। –আহমাদ, মিশকাত : ৪৪৯

www.banglakitab.weebly.com

(٨٧٤) وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللّٰهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ ـ

(رواه البيهقى، مشكوة : ٤٤٩)

সহজ তরজমা

(৮৭৪) হযরত আলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন। –বায়হাকী, মিশকাত : ৪৪৯

(٨٧٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاعَ اَوْ اِحْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ ـ (رواه البيهقى، مشكوة : ٤٤٩)

সহজ তরজমা

(৮৭৫) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে অভুক্ত ও অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা মানুষের নিকট গোপন করে (অর্থাৎ সবর করে) তখন আল্লাহর যিম্মায় এই ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি হালালভাবে এক বৎসরের রিযিক তাকে পৌছাবেন। –বায়হাকী, মিশকাত : ৪৪৯

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে সে পর্যায়ের ক্ষুধা উদ্দেশ্য, যা সহ্য করা যায়। কিন্তু ক্ষুধা যদি এমন হয় যে, তা সহ্য করা যায় না এবং মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে, তা হলে কারো কাছে খাদ্য চাওয়া কিংবা মৃত প্রাণী খাওয়া তার জন্য জরুরি। সে যদি এ অবস্থায় কারো কাছে না চায় বা হারাম বস্তু খেয়ে হলেও জীবন ধারণ না করে, তা হলে গোনাহগার হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

(٨٧٦) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ عَبْدَ الْمُؤْمِنِ الْفَقِيْرِ الْمُتَعَفِّفِ اَبَا الْعِيَالِ ـ

(رواه ابن ماجة ، مشكوة : ٤٤٩)

সহজ তরজমা

(৮৭৬) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার, গরীব, পরিবারের বোঝা বহনকারী, অবৈধ উপায় থেকে বেঁচে থাকে, এমন বান্দাকে ভালবাসেন।

–ইবনে মাজাহ মিশকাত : ৪৪৯

www.banglakitab.weebly.com

(٨٧٧) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَلَأَ اٰدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ اٰدَمَ اُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهٗ فَاِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهٖ

(رواه الترمذى وابن ماجة، مشكوة : ٤٤٢)

সহজ তরজমা

(৮৭৭) হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারীবা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- কোনো ব্যক্তি তার উদর অপেক্ষা মন্দ কোনো পাত্রকে ভর্তি করে নি। আদম সন্তানের জন্য এই পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট, যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে (এবং আল্লাহর এবাদত করতে পারে); যদি এর অধিক খাওয়া প্রয়োজন মনে করে, তবে এক তৃতীয়াংশ খাদ্য এক তৃতীয়াংশ পানীর এবং অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।
-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ মিশকাত : ৪৪২)

(٨٧٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ اَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ فَاِنَّ اَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَطْوَلُهُمْ شَبَعًا فِى الدُّنْيَا ـ (رواه فى شرح السنة ، مشكوة : ٤٤٢)

সহজ তরজমা

(৮৭৮) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনে বললেন- তোমার ঢেকুর কম কর। কেননা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই বেশী ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে খুব বেশী পরিতৃপ্ত হয়েছে। -শরহে সুন্নাহ, মিশকাত : ৪৪২

اِسْتِحْبَابُ الْمَالِ

ধন-সম্পদ প্রিয় হওয়া

(٨٧٩) وَعَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَنْفَعُ فِيْهِ اِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ

(رواه احمد ، مشكوة : ٤٤٣)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৭৯) হযরত মিকদাম ইবনে মা'দী কারীবা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে, যে যুগে দীনার-দেরহাম তথা টাকা-পয়সা ব্যতীত কোনো কিছুই ফায়দা দিবে না। -আহমাদ, মিশকাত : ২৪৩

(٨٨٠) وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيمَا مَضٰى يُكْرَهُ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ لَوْلَا هٰذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلَاءِ الْمُلُوْكُ وَقَالَ مَنْ كَانَ فِىْ يَدِهٖ مِنْ هٰذِهٖ شَيْئٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَاِنَّهٗ زَمَانٌ اِنِ احْتَاجَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِيْنَهٗ وَقَالَ اَلْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ ـ (رواه فى شرح السنة ، مشكوة : ٤٥١)

সহজ তরজমা

(৮৮০) হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেছেন, অতীতকালে মাল-সম্পদকে অপছন্দ মনে করা হত। কিন্তু আজকাল মাল-সম্পদ হল মুমিনদের জন্য ঢালস্বরূপ। তিনি আরও বলেছেন : যদি আমাদের কাছে এইসব দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) না থাকত, তা হলে এই সমস্ত রাজা-বদশাহগণ আমাদেরকে হাত মোছার রুমাল বানিয়ে ফেলত (অর্থাৎ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত।) তিনি আরও বলেছেন : যার হাতে মাল-সম্পদের কিছু পরিমাণ আছে, সে যেন অবশ্যই তার সঠিক ব্যবহার করে। কেননা বর্তমান সময় যদি কেউ অভাবে পতিত হয়, সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের দীনের বিনিময়ে দুনিয়া লাভ করবে। সুফিয়ান রহ. আরও বলেছেন, হালালভাবে অর্জিত মাল বেহুদা খরচ করার সুযোগ নেই।

-শরহে সুন্নাহ, মিশকাত : ৪৫১

(٨٨١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَيَصِلُ رَحِمَهٗ وَيَعْمَلُ لِلّٰهِ فِيْهِ بِحَقِّهٖ فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِىْ مَالِهٖ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَايَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهٗ

www.banglakitab.weebly.com

وَلَا يَعْمَلُ فِيْهِ بِحَقٍّ فَهٰذَا بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ وِزْرُهُمَا سَوَاءٌ۔ (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٥١)

সহজ তরজমা

(৮৮১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হল, চার শ্রেণীর লোকের জন্য। (১) এমন বান্দা আল্লাহ যাকে মাল ও ইলম (ধন ও জ্ঞান) উভয় দান করেছেন। আর সে তা খরচ করতে আপন রবকে ভয় করে (অর্থাৎ হারাম পথে ব্যয় করে না) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মালের হক মুতাবিক আমল করে (অর্থাৎ খরচ করে)। এ ব্যক্তির মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। (২) এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইলম দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দান করেন নি। তবে সে সত্য এবং সঠিক নিয়তে বলে : যদি আমার মাল-সম্পদ থাকত তবে আমি অমুকের মতো সওয়াবের সাথে খরচ করতাম। এ দু'ব্যক্তির সওয়াব হবে একই সমান। (৩) এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু ইলম দান করেন নি। তার ইলম না থাকার দরুন সে নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এতে সে খোদাকে ভয় করে না, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করে না এবং নিজ সম্পদ হকপথে ব্যয় করে না। এ ব্যক্তি হল, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। (৪) এমন বান্দা, যার কাছে মালও নেই, ইলমও নেই। সে আকাঙ্ক্ষা করে বলে : যদি আমার কাছে মাল থাকত, তবে আমি তা অমুক ব্যক্তির মতো (যত্রতত্র ইচ্ছাধীন) ব্যয় করতাম। এ বান্দাও তার নিয়ত অনুযায়ী হবে এবং তাদের গুনাহ হবে বরাবর অর্থাৎ মন্দ নিয়তের দরুন গুনাহের মধ্যে সে হবে তৃতীয় ব্যক্তির সমান।

-তিরমিযী, মিশকাত : ৪৫১

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে গোনাহের নিয়ত বলে সংকল্প উদ্দেশ্য। কেননা গোনাহের ইচ্ছা করলেই শাস্তির যোগ্য হয় না বরং গোনাহের দৃঢ় সংকল্প করলে কৈফিয়ত ও জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়।

وَعِيْدُ شُرْبِ الْخَمْرِ

মদ পানের ব্যাপারে হুঁশিয়ারী

(٨٨٢) وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَسَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِاَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ

www.banglakitab.weebly.com

اَوْ مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَهْدً لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عِرَقُ اَهْلِ النَّارِ اَوْ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ ـ

(رواه مسلم، مشكوة : ٣١٧)

সহজ তরজমা

(৮৮২) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইয়ামন দেশ থেকে (মদীনায়) আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওই মদের বিধান জিজ্ঞাসা করল, যা তাদের দেশে পান করা হয়। ওই মদটি যোয়ারা থেকে প্রস্তুত করা হয়। তারা তাকে 'মিয্‌র' বলে। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : ওটা কি নেশাদার? (অর্থাৎ ওটা পানে কি নেশা আসে) লোকটি বলল, হ্যাঁ! তখন হুজুর বললেনঃ নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। আর আল্লাহর প্রতিজ্ঞা হল, যে লোক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস পান করবে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কী জিনিস? তিনি বললেন : তা জাহান্নামীরদে গায়ের ঘাম অথবা তিনি বলেছেন, দোযখীদের রক্ত ও পুঁজ। -মুসলিম, মিশকাত : ৩১৭

(٨٨٣) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ حَلَفَ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِىْ لَايَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِىْ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ اِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا ـ

(مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৮৮৩) মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় রয়েছে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :) আমার রব তাঁর মহা ক্ষমতার শপথ করে বলেছেন, আমার বান্দাদের যে-ই এক ঢোক মদ পান করবে, আমি নিশ্চয় তাকে অনুরূপ দোযখীদের পঁচা পুঁজ পান করাব। -মিশকাত : ৩১৮

(٨٨٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا قَمَّارٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ـ

(رواه الدارمى ، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৮৮৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যহারকারী, জুয়াড়ি, উপকার করে খোটা দানকারী ও সদা সর্বদা মদপানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

-দারিমী, মিশকাত : ৩১৮

www.banglakitab.weebly.com

(٨٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخَبَثَ ـ (رواه احمد والنسائى، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৮৮৫) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন। নিত্য মদপানকারী (মদ্যপায়ী), পিতা-মাতার নাফারমান-অবাধ্য সন্তান এবং দাইউস অর্থাৎ যে লোক তার পরিবারের কুকর্মকে স্বীকৃতি দেয়।

–আহমদ, নাসাঈ, মিশকাত : ৩১৮

(٨٨٦) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ ـ (رواه احمد، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৮৮৬) হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না– নিত্য মদ্যপায়ী, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যাদু-টোনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। –আহমাদ, মিশকাত : ৩১৮

(٨٨٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرِ اِنْ مَاتَ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى كَعَابِدِ وَثَنٍ ـ (رواه احمد ، مشكوة : ٣١٨)

সহজ তরজমা

(৮৮৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিত্য মদ্যপায়ী অবস্থায় যার মৃত্যু ঘটবে, সে (কিয়ামত দিবসে) মূর্তিপূজকের মতো আল্লাহ তা'আলার সম্মুখীন হবে। –আহমাদ, মিশকাত : ৩১৮

اَلْجِهَادُ فِى الْاِسْلَامِ

ইসলামে জিহাদ প্রসঙ্গ

(٨٨٨) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا (متفق عليه، مشكوة : ٣٢٩)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৮৮) হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় এক দিন পাহারা দেওয়া, দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩২৯

(٨٨٩) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

(متفق عليه ، مشكوة : ٣٢٩)

সহজ তরজমা

(৮৮৯) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে এক সকাল বিংবা এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত জিনিস থেকে উত্তম। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩২৯

(٨٩٠) وَعَنْ اَبِىْ عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ـ (رواه البخارى، مشكوة : ٣٢٩)

সহজ তরজমা

(৮৯০) হযরত আবু আবস (আবদুর রহমান ইবনে যুবাইর আনসারী রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বান্দার পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধুলি-মলিন হয়, তাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করবে না। -বুখারী, মিশকাত : ৩২৯

(٨٩١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ٣٣١)

সহজ তরজমা

(৭৯১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জিহাদ না করে কিংবা জিহাদের নিয়ত ও সংকল্প না রেখে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হল এক প্রকারের মুনাফিকদের। -মুসলিম, মিশকাত : ৩৩১

(٨٩٢) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ ـ (روا مسلم ، مشكوة : ٣٣٠)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৯২) হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করেন, যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। -মুসলিম, মিশকাত : ৩৩০

(٨٩٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزَا

(متفق عليه ، مشكوة : ٣٢٩)

সহজ তরজমা

(৮৯৩) হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ রায. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেয়, সে নিজে যেন জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখা-শোনা করে, সেও যেন নিজেই জিহাদে অংশগ্রহণ করল। -মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩২৯

(٨٩٤) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلَ ـ (متفق عليه ، مشكوة : ٣٢٩)

সহজ তরজমা

(৮৯৪) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! আমার মন খুব চায় যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই। এরপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই, আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই। তারপর পুনরায় জীবন লাভ করি, পরে আবার নিহত হই। -মোত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩২৯

(٨٩٥) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضـ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

(ابن ماجة : ٢٠٥)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৯৫) হযরত আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, আত্মমর্যাদাবোধে যুদ্ধ করে এবং রিয়া তথা মানুষদের দেখানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে (তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি?)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে শুধু এ নিয়তে যে, আল্লাহর কালেমা সমুন্নত তথা ইসলামের বিজয় হোক, তবে কেবল সেটাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (বলে পরিগণিত) হবে। –ইবনে মাজাহ : ২০৫

اَلنَّصَائِحُ النَّافِعَةُ

উপকারী নসিহতসমূহ

(٨٩٦) وَعَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِىَ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنَّهٗ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا : "تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ... حَتّٰى بَلَغَ ...يَعْمَلُوْنَ" ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذُرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ اَلْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ اَلصَّلٰوةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَامُعَاذُ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ -

(رواه احمد والترمذى وابن ماجه ، مشكوة : ١٤)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৮৯৬) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে বেবেশতে নিয়ে যাবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি একটি বড় বিষয়ে প্রশ্ন করলে, কিন্তু আল্লাহ যার পক্ষে এটা সহজ করে দেন, তার পক্ষে অবশ্য এটা সহজ। তা হল, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বাইতুল্লাহর হজ্ব করবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মু'আয! আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? (জেনে রেখ) রোযা হচ্ছে (শয়তানের মুকাবিলায়) ঢাল স্বরূপ। দান-খয়রাত গুনাহকে নির্বাপিত করে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। (এভাবে) মানুষের মধ্য (গভীর) রাতের নামায (ও গুনাহকে মুছে দেয়।) এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রমাণস্বরূপ) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক থাকে (তারা শয্যা গ্রহণ করে না বরং ইবাদতে মশগুল থাকে। তারা (গজবের) ভয়ে এবং (রহমতের) আশায় তাদের রবকে ডাকতে থাকে এবং আমি যা দিয়েছি, তা হতে দান করে থাকে। কেউ জানে না, তাদের আমলের পুরষ্কার স্বরূপ (আখেরাতে) তাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হয়েছে। (সূরা সাজদা : ১৬-১৭)

পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাকে বলে দিব না যে, (দীনের) কাজের আসল ও স্তম্ভ কি? এবং উচ্চ শিখরই বা কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন– হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, দীনের (সমস্ত কাজের) আসল হচ্ছে ইসলাম (অর্থাৎ কালেমা।) তার স্তম্ভ বা ভিত্তি হচ্ছে নামায আর উচ্চ শিখর হচ্ছে জিহাদ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে, এ সবের গোড়া কি? আমি বললাম : হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, একে সংযত রাখা। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এ জিহ্বা দ্বারা যা কিছু বলি, এ সম্পর্কেও কি (কিয়ামতে) আমাদের ধরা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সর্বনাশ! কি বললে মু'আয! কিয়ামতের দিন যে জিনিস মানুষকে তার মুখের উপর অথবা নাকের উপর উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবে, তা এ মুখের অসংযত কথা ছাড়া আর কী?

–আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ১৪

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জিহাদকে দীন ইসলামের শীর্ষচূড়া বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, জিহাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। জিহাদ হল, আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত ও সুউচ্চ করার জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করা। জিহাদের কয়েক প্রকার আছে। (১) ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ। (২) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। উভয় জিহাদের প্রত্যেকটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

اَلْوَصَايَا النَّافِعَةُ

মূল্যবান অসিয়তনামা

(٨٩٧) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌلَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْرَدَةٌ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِالْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ ـ (مشكوة : ٤١٥)

সহজ তরজমা

(৮৯৭) হযরত আবু যর রাযি. বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন! হাদীসটি এখানে বর্ণনা করা হয় নাই।) শেষ পর্যায়ে আমি আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন : আমি তোমাকে খোদা-ভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটা তোমার যাবতীয় কাজকে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। আমি বললাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন : কুরআন তেলাওয়াত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার যিকরকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। এটা তোমার জন্য ঊর্ধ্ব আকাশে স্মরণযোগ্য এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো হবে। আমি পুনরায় বললাম, আরও বেশি কিছু বলুন! তিনি বললেন : নীরবতা দীর্ঘ কর। কেননা এটা শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং দীনী কাজে তোমার সহায়ক হবে। আমি আরয করলাম, আরও বেশি কিছু বলুন! তিনি বললেন : অধিক হাসা থেকে নিজেকে বেঁধে রাখ। কেননা এটা

www.banglakitab.weebly.com

অন্তরকে মেরে ফেলে এবং চেহারার জ্যোতি বিদূরিত করে দেয়। আমি আরয করলাম, আরও বেশি কিছু বলুন। তিনি বললেন : ন্যায় কথা বল। যদিও তা (কারো কাছে) তিক্ত হয়। আরয করলাম, আরও বেশি কিছু বলুন। তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় কর না। আরয করলাম, আরও বেশি কিছু বলুন। তিনি বললেন : নিজের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি তুমি জান, তা যেন তোমাকে অন্য লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত রাখে।

–বায়হাকী, মিশকাত : ৪১৫

شَفَاعَةُ الْعُلَمَاءِ

হাশরের ময়দানে আলিমগণের সুপারিশ

(٨٩٨) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ. (مشكوة : ٤٩٥)

সহজ তরজমা

(৮৯৮) হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবেন। নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪৯৫

(٨٩٩) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُفُّ اَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ اَمَا تَعْرِفُنِىْ اَنَا الَّذِىْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِىْ وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُ لِيُدْخِلَهُ. (رواه ابن ماجة، مشكوة : ٤٩٤)

সহজ তরজমা

(৮৯৯) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। তখন জান্নাতী এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এ সময় জাহান্নামীদের সারি থেকে এক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনতে পার নি? আমি সেই ব্যক্তি, যে একদিন তোমাকে পান করিয়েছিলাম। আর একজন বলবে, আমি সেই ব্যক্তি, যে একদিন তোমাকে ওযুর জন্য পানি দিয়েছিলাম। তখন সে বেহেশতী ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। –ইবনে মাজাহ, মিশকাত : ৪৯৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অনুরূপভাবে তৃতীয়জন বলবে, আমি আপনাকে আহার দিয়েছিলাম। চতুর্থজন বলবে, আমি আপনাকে বস্ত্র দিয়েছিলাম। এভাবে প্রত্যেকে নিজের সম্পৃক্ততা বর্ণনা করে সুপারিশ করতে বলবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, ফাসেক ও

www.banglakitab.weebly.com

গোনাহগাররা যদি আল্লাহওয়ালা ও মুত্তাকীদের সাহায্য করে, তা হলে এর বদৌলতে তারা আখেরাতে বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারবে।

(٩٠٠) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ -

(رواه الترمذى، مشكوة : ٤٩٤)

সহজ তরজমা

(৯০০) হযরত আবু সাঈদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তি এমন হবে, যে বিরাট একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে। আবার কেউ আপন আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপারিশ করবে, আবার কেউ শুধু একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে। অবশেষে আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৪৯৪

(٩٠١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْجَدْعَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَكْثَرُ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ - (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٩٤)

সহজ তরজমা

(৯০১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল জাদ'আ রাযি. বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের লোক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৪৯৪

بَيَانُ الْحَوْضِ

হাউজে কাউসারের বিবর

(٩٠٢) وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَوْضِىْ مِنْ عَدْنٍ اِلٰى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاءُهٗ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَكْوَابُهٗ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا اَبَدًا اَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُؤُسًا الدُّنُسُ ثِيَابًا

www.banglakitab.weebly.com

اَلَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَّةُ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لِكِتِّى نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَفُتِحَتْ لِىَ السُّدَّةُ نَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَاجَرَمَ اَنِّىْ لَا اَغْسِلُ رَأْسِىْ حَتّٰى يَشْعَثَ وَلَا اَغْسِلُ ثَوْبِىَ الَّذِىْ يَلِىْ جَسَدِىْ حَتّٰى يَتَّسِخَ ـ

(رواه الترمذى : ٦٧ ج ٢، مشكوة : ٤٩٣)

সহজ তরজমা

(৯০২) হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউয আদন হতে বালকার ওমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। এর পানি সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মতো অগণিত। যে তা থেকে এক ঢোক পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। উক্ত হাউযের কাছে সর্বপ্রথম ওই সমস্ত গরীব মুহাজেরীনগণ আসবে, যাদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় না এবং তাদের জন্য (গৃহের) দুয়ার খোলা হয় না।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. বলেন যে, যদিও আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের বিয়ে করেছি এবং আমার জন্য দরজা খুলে গেছে যে, আমি (বাদশাহ থাকা অবস্থায়) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কন্যা ফাতেমাকে বিয়ে করেছি (কিন্তু ঐ ফযিলত অর্থাৎ হাউজের পানি পান করার জন্য) এখন থেকে আমার মাথা ধৌত করব না, যাতে তা অবিন্যস্ত ও উসখুসে হয়ে যায়। এবং আমার শরীরের কাপড় ধৌত করব না, যাতে তা ময়লা হয়ে যায়।
–তিরমিযী : ২/৬৭, মিশকাত : ৪৯৩

فَضْلُ الرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ

সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া করার ফযীলত

(٩٠٣) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٤٢١)

সহজ তরজমা

(৯০৩) হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৪২১

www.banglakitab.weebly.com

(٩٠٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِيٍّ ـ

(وراه احمد والترمذى، مشكوة : ٤٢٣)

সহজ তরজমা

(৯০৪) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি সত্যায়িত সত্যবাদী আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : একমাত্র হতভাগ্যদের অন্তর থেকেই দয়া-অনুগ্রহ বের করে দেওয়া হয়। -আহমাদ ও তিরমিযী, মিশকাত : ৪২৩

(٩٠٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ ـ (رواه ابو داؤد والترمذى، مشكوة : ٤٢٣)

সহজ তরজমা

(৯০৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ রাহমানুর রহীম দয়া করেন। অতএব তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর। আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। -আবূ দাউদ ও তিরমিযী, মিশকাত : ৪২৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَنْ فِى الْاَرْضِ "পৃথিবীতে যারা আছে" এ শব্দগুলো খুব ব্যাপক অর্থবোধক। এতে মানুষ জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি সবই অন্তর্ভুক্ত।

مَنْ فِى السَّمَاءِ যিনি আকাশে আছেন। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য। সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে স্রষ্টা তার প্রতি দয়া করবেন।

তবে কেউ কেউ বলেছেন : مَنْ فِى السَّمَاءِ বলে ফিরিশতা উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান।

(٩٠٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (رواه الترمذى، مشكوة : ٤٢٣)

সহজ তরজমা

(৯০৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না, বড়দেরকে সম্মান করে না, সৎ কাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -তিরমিযী, মিশকাত : ৪২৩

www.banglakitab.weebly.com

(٩٠٧) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ اَجْلِ سِنِّهٖ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَ سِنِّهٖ مَنْ يُكْرِمُهٗ ـ

(رواه الترمذى، مشكوة : ٤٢٣)

সহজ তরজমা

(৯০৭) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে যুবক কোনো বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারণে সম্মান করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নিয়োজিত করবেন, যে তাকে সম্মান করবে।

–তিরমিযী, মিশকাত : ৪২৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে খেদমত করে সে অন্যের খেদমত লাভ করতে পারে। যে যুবক বৃদ্ধ ও বয়স্কদের সম্মান করে, তার জীবনায়ুতে বরকত হয়।

فَضْلُ الرِّفْقِ

কোমলতা ও নম্রতার ফযিলত

(٩٠٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِىْ عَلٰى مَا سِوَاهُ (رواه مسلم) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِىْ شَيْئٍ اِلَّا زَانَهٗ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْئٍ اِلَّا شَانَهٗ –(مشكوة : ٤٣١)

সহজ তরজমা

(৯০৮) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ কোমল; তিনি কোমলতাকেই ভালোবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর কারণে যা দান করেন না, তা কোমলতার জন্য দান করেন।

–মিশকাত : ৪৩১।

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা রাযি.-কে বললেন : কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। বস্তুত যেই জিনিসে নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেটাই তার সৌন্দর্যবৃদ্ধির কারণ হয়। আর যেই জিনিস থেকে তা প্রত্যাহার করা হয়, তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

www.banglakitab.weebly.com

فَضِيْلَةُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

এ উম্মতের মর্যাদা

(٩٠٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَايَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذَالِكَ ـ (متفق عليه، مشكوة : ٥٨٣)

সহজ তরজমা

(৯০৯) হযরত মু'আবিয়া রাযি. বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর কায়েম থাকবে। যারা তাঁদেরকে লাঞ্ছিত করতে চাইবে এবং যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে, তারা তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকবেন। –মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৫৮৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পৃথিবীতে সর্বদা কিছু লোক আল্লাহর বিধি-বিধানের উপর অটল-অবিচল থাকবে। নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকবে এবং আল্লাহর দীনের হেফাযত করতে থাকবে। তারা কারো সমালোচনার পরোয়া করবে না।

(٩١٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ لِىْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِىْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ ـ

(رواه مسلم ، مشكوة : ٥٨٣)

সহজ তরজমা

(৯১০) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অত্যধিক মহব্বত পোষণকারী লোক হবে তারাই, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ কেউ আকাঙ্ক্ষা রাখবে, যদি সে আমাকে দেখতে পায়, তা হলে আমার জন্য নিজেদের পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ কুরবান করে দিবে। –মুসলিম, মিশকাত : ৫৮৩

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, শেষ যমানায় এমন নবীপ্রেমিকও থাকবে, যারা নিজেদের জান-মাল কুরবান করে হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক নজর দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী হবে না।

www.banglakitab.weebly.com

(٩١١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيْمَانًا لِقَوْمٍ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ يَجِدُوْنَ صُحُفًا فِيْهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا فِيْهَا

(رواه البيهقى، مشكوة : ٥٨٤)

সহজ তরজমা

(৯১১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার কাছে ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ওই সম্প্রদায়, যারা আমার পরে জন্ম গ্রহণ করবে। যারা সহীফা (কুরআন) পাবে, এতে আল্লাহর যে সমস্ত বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার উপর তারা ঈমান আনবে। -বায়হাকী, মিশকাত : ৫৮৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না দেখে শুধু তার কথা কিতাব আকারে লিখিত পেয়ে ঈমান কবুল করবে। আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন, "তারা না দেখে ঈমান আনবে" তারাই সেই লোক। এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবিঈ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিনদের উচ্চমানের প্রশংসা করলেন। তাদের ঈমানের দৃঢ়তায় তিনি মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন। এটা অবশ্য তাদের এক বিশেষ গুণ।

(٩١٢) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُوْنَ أَهْلَ الْفِتَنِ -

(رواه البيهقى، مشكوة : ٥٨٤)

সহজ তরজমা

(৯১২) হাযরামী গোত্রীয় আবদুর রহামন ইবনে আ'লা বলেন : আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন- অদূর ভবিষ্যতে এ উম্মতের শেষলগ্নে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যাঁদের নেক আমলের সওয়াব তাঁদের প্রথম যুগের লোকদের পথনির্দেশক হবে। তাঁরা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর ফেতনাবাজদের সাথে লড়াই করবে। -বায়হাকী, মিশকাত : ৫৮৪

(٩١٣) وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ طُوْبٰى لِمَنْ رَآنِيْ وَطُوْبٰى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِيْ وَآمَنَ بِيْ -

(رواه احمد، مشكوة : ٥٨٤)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ তরজমা

(৯১৩) হযরত আবু উমামা রাযি. বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাঁদের জন্য সুসংবাদ, যাঁরা আমাকে দেখেছে (এবং ঈমান এনেছে) এবং সাতবার সুসংবাদ ওই সকল লোকের জন্য, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান এনেছো। –আহমাদ, মিশকাত : ৫৮৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে সাত সংখ্যা বলে আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য। আরবে এ শব্দটি দিয়ে অধিক বুঝানো হত; এ সংখ্যায় সীমিতকরণ উদ্দেশ্য নয়।

(٩١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىَ الْخَطَاءَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ ـ

(رواه ابن ماجة و البيهقى، مشكوة : ٥٨٤)

সহজ তরজমা

(৯১৪) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ মাফ করে দিয়েছেন এবং সে কাজ মাফ করে দিয়েছেন, যে কাজ তাদের দ্বারা জবরদস্তিমূলক করানো হয়।

–ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী, মিশকাত : ৫৮৪

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

خَطَاء শব্দটি صَوَاب এর বিপরীত। خَطَاء অর্থ– ভুল, ত্রুটি। خَطِيْئَة অর্থ, গোনাহ। সাধারণত যে গোনাহ অনিচ্ছায় হয়, তাকে خَطِيْئَة বলা হয়। قَتْل خَطَا হল সে হত্যা, ঘাতক যা করতে চায় নি; কিন্তু নিজের অনিচ্ছায় সংঘটিত হয়ে গেছে। যেমন : শিকার লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেছে; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা কোনো মানুষের গায়ে লেগে সে নিহত হয়ে গেছে। এ ধরনের ভুল মাফ। পক্ষান্তরে نِسْيَان হল ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া। ভুলে যাওয়া ও অনিচ্ছায়কৃত ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়ার অর্থ হল, এতে গোনাহ হয় না। তার অর্থ এই নয় যে, একেবারে কৈফিয়ত দিতে হবে না। কেননা قَتْل خَطَا এর ক্ষেত্রে দিয়ত ও কাফফারা দিতে হয়। আর ভুল করে রোযা ভেঙ্গে ফেললে কাযা ওয়াজিব হয়। অবশ্য ভুলে কিছু খেলে এরপর স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নিবৃত হলে কাযাও ওয়াজিব হয় না। নামাযে ভুল হয়ে গেলে ক্ষেত্রবিশেষ সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। ভুল করে কারো মালের ক্ষতি করলে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করা আবশ্যক হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের ভুল ও ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করুন। এ শ্রমকে কবুল করে আমাদেরকে জান্নাতের অধিকারী করুন। আমীন ॥

সমাপ্ত

www.banglakitab.weebly.com